শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম
বা
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়
মাসিক-পত্র।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

"—সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম—"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত।]

৩য় বর্ষ ॥ { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, মাঘ। } ১ম সংখ্যা ॥

সূচী পত্র।

ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত

ও

৺কালীঘাট, মহানির্ব্বাণমঠ হইতে

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস,

এবং

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ, এল, এম, এস,

দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

লেখকগণের নাম।

শ্রীমৎ কেশবানন্দ অবধূত।
শ্রীযুক্ত রমণীভূষণ শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ।
" বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন, বি,এল
" মুকুন্দলাল গুপ্ত।
সতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়, বাণীকণ্ঠ।
" উপেন্দ্রনাথ নাগ, এল,এম,এস।
" অশ্বিনী কুমার বসু।
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, বি, এল।
" ক্ষিতীশচন্দ্র পাইন, বি, এ।
" দাশরথি মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন। বেদান্তভূষণ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, ন্যায়তীর্থ, বেদান্ততীর্থ
" শরৎকুমার ঘোষ।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" জনৈক ব্রহ্মচারী, তত্বার্ণব, বেদান্তশেখর-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
" নৃত্যগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি

নিবেদন।

শ্রীশ্রীদেবের মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রীভগবানের তত্ত্বরস-আস্বাদন করাই এই "নিত্য-ধর্ম্ম" পত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই শ্রীপত্র-প্রচার দ্বারা যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সমাগত সাধু-ভক্তগণের পরিচর্য্যা, শ্রীশ্রীদেবের সমাজের নিত্য-পূজার ব্যয় সাহায্যও এই পত্র-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। অতএব শ্রীশ্রীদেবের ভক্তগণ সকলেই স্ব স্ব লেখনী-ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভাবানুযায়ী এই পত্রে তত্ত্ব-কথা কীর্ত্তন করেন, এবং সকলেই এই শ্রীপত্রের গ্রাহক হইয়া সদনুষ্ঠানে ব্রতী হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এই পত্র, ধর্ম্মপত্র। ভাবের উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ভাবপ্রবণ কোন কোন লেখক অনেক সময় তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়েন। পক্ষান্তরে, কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতে উহাদিগের রচিত কবিতাদিও এই পত্রে স্থান পাইবে সুতরাং সেই লোকোত্তরগণের ভাষা-দোষ বহুশঃ মার্জ্জনীয়! শ্রীপত্রের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সমালোচকগণ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি পূর্ব্বক কেবল ভাষার বাহ্যসৌন্দর্য্য ও শুষ্ক সমালোচনায় রত না থাকিয়া অন্তর্নিহিত ভাবের সারবত্ত গ্রহণ করেন ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা। ইতি।

সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।০]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২২, মাঘ। } ১ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর।

(ক)

চক্ষু মুদিত করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। চক্ষু মুদিত করিয়া শীতল জলে হস্ত প্রদান করিলে জল এবং শীতলতার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। কেবল নিরাকারকেই অনুভব করা যায় একথা বলিতে পার না। ১

চকমকির পাথর যেন স্বভাব। তাহাতে

ব্যাপ্ত অগ্নি যেন চৈতন্য। চকমকির পাথর দেখিলেই তাহাতে ব্যাপ্ত অগ্নি দেখা হয় না। স্বভাব দেখিলেই স্বভাবে ব্যাপ্ত চৈতন্যকে দেখা হয় না। ২

স্বভাব জড়। তাহাতে অব্যক্তভাবে চৈতন্য-অগ্নি ব্যাপ্ত আছেন। ৩

চৈতন্য ব্যক্ত জড়স্বভাবে অব্যক্ত। ৪

চৈতন্য নির্ম্মল। চৈতন্যের সহিত অচৈতন্য যে জড় তাহা মিশিতে পারে না। চৈতন্য শুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কিছুই মিশিতে পারে না। চৈতন্যকে কেহ খণ্ড করিতে পারে না। চৈতন্য অখণ্ড। ৫

চকমকির পাথরকে তুমি অগ্নিশূন্য করিতে পার না। তাহা অগ্নিশূন্য করা যায়ও না। এই স্বভাবকে তুমি চৈতন্যশূন্য করিতে পার না। এই স্বভাবকে চৈতন্য ও করাও যায় না। ৬

(খ)

আমি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক্ বলিলেই কি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে? তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া কি আমার ইচ্ছা এবং অনুমতি সাপেক্ষ? তবে আমি কি তোমার কর্ত্তা? তাহাত নই। তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক্ আমি না বলিলেও যে তাহা সম্পন্ন হইবে। তবে আর আমি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক্ এ কথা বলি কেন? তবে আর আমি "Thy will be done" বলি কেন? ১

নিউ টেষ্টামেণ্টে স্বয়ং ঈশাই বলিয়াছেন,—"God is love" কিন্তু "of the Imitation of Christ" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"Love is born of God, and cannot rest but in God, above all created things." লাভ্ স্বয়ং গড্ (ঈশ্বর), তবে গড্ হইতে লাভ্ (প্রেম) উৎপন্ন হইয়াছে কি প্রকারে বলা হইয়াছে? স্বয়ং গড্ই লাভ। তবে সেই গড্ ব্যতীত অন্য কিছুতে সেই লাভ থাকিতে পারে না বলা হইয়াছে এ কথাই বা কি প্রকার? ২

(গ)

আছে যাহা তাহারই নাম আছে। ব্রহ্ম আছেন। সুতরাং তাঁহার নামও আছে। ১

এক সামগ্রীরই কত নাম আছে। তবে তোমার এক ব্রহ্মের বহু নাম থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে কেন? এক সামগ্রীর যেমন বহু নাম আছে তদ্রূপ এক ব্রহ্মেরও বহু নাম আছে। ২

যে পদার্থ নিত্য তাহার নামও নিত্য। অনিত্য পদার্থের নামও অনিত্য। ৩

যিনি সাকারের উপাসনা করেন তিনিই নিরাকারের উপাসনা করেন। নিরাকারই আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে সাকার বলা হয়। ৪

(ঘ)

তুমি আছ। সেইজন্য তোমার ইচ্ছাশক্তিও আছে। তুমি থাকিতে তোমার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিনষ্ট হইতে পারে না। পরমেশ্বর আছেন। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে। পরমেশ্বর ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও ছিল। পরমেশ্বর থাকিবেন, সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও থাকিবে। পরমেশ্বর নিত্য। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও নিত্য। পরমেশ্বর অনাদি। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিও অনাদ্যা। ১

ভগবত নিত্য। তাঁহার স্বভাব চরিত্রও নিত্য। ভগবত নিত্য। সেইজন্য তাঁহার স্বভাবচরিত্রও অনিত্য হইতে পারে না। তুমি আছ সেইজন্য তোমার স্বভাবচরিত্রও আছে।

তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে তোমার স্বভাবচরিত্রও থাকিত না। ভগবত নিয়ত আছেন সেইজন্য তাঁহার স্বভাবচরিত্রও নিয়ত আছে। ভগবত ছিলেন তাঁহার স্বভাবচরিত্রও ছিল, ভগবত আছেন তাঁহার স্বভাবচরিত্রও আছে, ভগবত থাকিবেন তাঁহার স্বভাব চরিত্রও থাকিবে। ভগবত-স্বভাবচরিত্রই ভাগবত। ভগবত নিত্য। সেইজন্য তাঁহার স্বভাবচরিত্রও নিত্য। ভাগবত নামে যে গ্রন্থ বিদ্যমান তাহা ভগবত-স্বভাবচরিত্ররূপ নিত্যভাগবতের আভাস মাত্র। গ্রন্থ ভাগবত ভৌতিক অগ্নিতে দাহ হইতে পারে। কিন্তু নিত্যভাগবত ভৌতিক অগ্নিতে দাহ হইবার নহে। ২

তোমার চরিত্র এবং তুমি অভেদ যে প্রকারে সেই প্রকারে ভগবত-চরিত্ররূপ ভাগবত এবং ভগবান অভেদ। ৩

(৬)

পৃথিবীর নীচে সকল স্থানেই জল আছে। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলেই সকল স্থান হইতে জল পাইতে পার না। যে সকল স্থানে জলের প্রকাশ আছে সেই সকল স্থান হইতেই জল গ্রহণ করিতে হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সকল স্থানেই আছেন সত্য। কিন্তু সকল স্থান হইতেই তাঁহাকে দর্শন করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিতে হইলে যে সকল স্থানে তাঁহার প্রকাশ সেই সকল স্থান হইতেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। বঙ্গে কালীধামে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ। ভক্ত তথায়ই তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। উত্তরপশ্চিম ভারতে কাশীধামে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ; ভক্ত তথায়ও তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার বিশেষ প্রকাশ; ভক্ত তথায়ও তাঁহাকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। পুরুষোত্তমেও তাঁহার বিশেষ প্রকাশ; তথায়ও তাঁহাকে প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সমস্ত তীর্থে, সমস্ত পীঠে, সমস্ত মহাপীঠেই তাঁহার প্রকাশ রহিয়াছে। প্রকৃতভক্ত তাঁহাকে সেই সকল তীর্থে, সেই সকল পীঠে, সেই সকল মহাপীঠে দর্শন, স্পর্শন, পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। ১

চৈতন্য সর্ব্বময়। সূর্য্য এবং অগ্নিতে ব্রহ্মচৈতন্যের অধিক প্রকাশ। সেইজন্য বৈদিক সংহিতা অনুসারে সূর্য্যকে এবং অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই অনেক সময়ে ব্রহ্মচৈতন্যের পূজা ও উপাসনা করা হইত। বাস্তবিক সূর্য্য এবং অগ্নিতেই ব্রহ্মচৈতন্যের অধিক প্রভাব বিকাশিত। বরুণে ও পৃথিবীতেও ব্রহ্মচৈতন্যের কতক প্রভাব বিকাশিত সেইজন্য বরুণে ও পৃথিবীতেও ব্রহ্মচৈতন্যের পূজা ও উপাসনা করা হইত। চন্দ্রেও ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভাব বিকাশিত সেইজন্য চন্দ্রেও ব্রহ্মচৈতন্যের পূজা ও উপাসনা করা যাইতে পারে। যে সকল বস্তুতে ব্রহ্মের অধিক প্রভাব বিকাশিত সেই সকল বস্তু আশ্রয়েই ব্রহ্মের পূজা ও উপাসনা করা যাইতে পারে। ২

ঐ বিষ্ণুনারায়ণের প্রতিমূর্ত্তিকে এখন বিষ্ণু বলিয়া পূজা করা হইতেছে না। ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইলে ঐ প্রতিমূর্ত্তিকেই বিষ্ণু বলিয়া পূজা করা হইবে। কোন নর আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট হইলেও তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করা যাইতে পারে। তখন সেই নরের নারায়ণত্ব হয়। ৩

বায়ু তোমার মধ্যেই রহিয়াছে তবে গ্রীষ্মকালে তোমার বাহিরের বায়ুর প্রয়োজন হয় কেন? তোমার ভিতরের এবং বাহিরের বায়ুতে যেমন প্রয়োজন আছে তদ্রূপ তোমার ভিতরের এবং বাহিরের পরমেশ্বরে প্রয়ো

আছে। একই বায়ু যেমন তোমার ভিতরে এবং বাহিরে রহিয়াছে তদ্রূপ একই পরমেশ্বর তোমার ভিতরে এবং বাহিরে রহিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক বিকাশেও তোমার প্রয়োজন আছে—তাঁহার বহির্বিকাশেও তোমার প্রয়োজন আছে। ৪

(চ)

ব্রহ্মই শিব, ব্রহ্মই বিষ্ণু। শিব সগুণ ব্রহ্ম। বিষ্ণুও সগুণ ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম একরূপে শিব এবং অপররূপে বিষ্ণু। ১

সর্ব্বশক্তিমানকে শোক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বশক্তিমানের কোন অভাব নাই। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ২

পরমেশ্বরই পরমাত্মা। পরমাত্মাকেই পবিত্রাত্মা বলা যায়। ৩

জীবাত্মা অপবিত্র। কেবল পরমাত্মাই পবিত্র। সেই পবিত্র পরমাত্মা হইতে ঈশা বিকাশিত হইয়াছিলেন। ৪

পরমেশ্বর নিত্য। পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলিলে চিৎ এবং আনন্দকেও অনিত্য বলা যায় না। পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলিলে পরমেশ্বরের ন্যায় চিদানন্দকেও অনাদি বলিতে হয়। ৫

পরমেশ্বর নিত্য। সেইজন্য তাঁহাকে সৎ বলা হইয়াছে। ৬

যেমন ঈশ্বরের অনেক মূর্ত্তি আছে তদ্রূপ ঈশ্বরের অনেক প্রতিমূর্ত্তিও আছে। প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরের কোনমূর্ত্তি কিম্বা প্রতিমূর্ত্তিকেই অবজ্ঞা করিতে পারেন না। ৭

ব্রহ্ম সাকার যতক্ষণ ততক্ষণ তিনি কায়স্থ। নিরাকার যখন তখন কায়স্থ নন। কায়াতে অবস্থান জন্য তিনি কায়স্থ। কায়স্থ ব্রহ্ম নিগুণ নিষ্ক্রিয় নন। তিনি সগুণ ও সক্রিয়। অকায়স্থ নিরাকার ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। ৮

একই ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদে ত্রিবিধ বিকাশ। তিনিই কার্য্যময় স্থূলব্রহ্ম। তিনিই ইচ্ছাময় সূক্ষ্মব্রহ্ম। তিনিই জ্ঞানময় কারণ ব্রহ্ম। ৯

পুষ্পের সৌরভ যেমন তাহার চতুষ্পার্শ্বে নির্লিপ্ত ভাবে থাকে তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ সমস্ত উত্তম অধম সামগ্রীতেই নির্লিপ্তভাবে বর্ত্তমান আছেন। ১০

পরমেশ্বর বিনা অন্য কেহই নিত্যশুদ্ধ নহে। নিত্যশুদ্ধ পরমেশ্বর কখনও অশুদ্ধ হন না। ১১

পিতাপুত্রে কোন ভেদ নাই। পিতার মধ্যে যে পবিত্র আত্মা, পুত্রের মধ্যেও সেই পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর ও ঈশাতে ভেদ নাই। ১৩

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মতন ঐশ্বর্য্য আছে কা'র? সর্ব্বশক্তি তাঁ'র ঐশ্বর্য্য। সর্ব্বশক্তি যাঁ'র ঐশ্বর্য্য তাঁ'র কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার মতন ধনীও কেহ নাই। তিনি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত নন। সামান্য ধন ও সম্ভ্রম তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ। সামান্য ধন ব্যতীত তাঁহার চলিতে পারে কিন্তু জীবের চলিতে পারে না। ১৩

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। ভক্তিভাবে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তিতে আরাধনা করিবে সেই প্রতিমূর্ত্তি থেকেই তাঁহার প্রকাশ দেখিবে। ১৪

জগতে মাতার ন্যায় আর কাহারো স্নেহ নয়। ঈশ্বরের স্নেহ সেই মাতা অপেক্ষা অধিক। সেইজন্য কোন কোন মহাত্মা সকল সম্বোধন অপেক্ষা ঈশ্বরকে মাতৃ সম্বোধন করা অধিক কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। ১৫

সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থের যতিসেবা করা শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য। ঐ ত্রিবিধ আশ্রমীর পক্ষেই যতি পরম পূজ্য। যে ব্রহ্মচারী, যে গৃহস্থ অথবা যে বানপ্রস্থ কোন যতিকে অবহেলা করেন, তাঁহার তজ্জন্য মহাপরাধ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকেই বিদ্রূপ করিতে নাই, কোন ব্যক্তিরই নিন্দা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কোন যতিকে বিদ্রূপ করিলে, কোন যতির নিন্দা করিলে ভয়ানক অপরাধ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির নিন্দাই শ্রবণ করিতে নাই। বিশেষতঃ যতির নিন্দা শ্রবণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথা যতির নিন্দা হয়, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় অথবা বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান বিধি। দক্ষের মতানুসারে যতিকে ভোজন করাইলে যত ফল, অন্য কাহাকেও ভোজন করাইলে, তত ফল হয় না। সেই জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থগণের পক্ষে যতিকে ভোজন করান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে একজন যতিকে ভোজন করাইলে, সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসীগণকে ভোজন করাইলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফল হইয়া থাকে। সেই জন্যই দক্ষ বলিয়াছেন,—

"যোগাশ্রমপরিশ্রান্তং যস্তু ভোজয়তে যতিম্।
নিখিলং ভোজিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"

দক্ষ সংহিতা ৭।১৬

মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি মতে যতি নারায়ণ। সেই জন্যই গৃহস্থ যতিপূজা করিলেই তাহার নারায়ণ পূজা করা হয়। অন্যান্য বহু শাস্ত্র মতেও যতি নারায়ণ। ধ্যানযোগবিচক্ষণ যোগী যে দেশে বাস করেন, সে দেশ পবিত্র হয়। অতএব সেই যতি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কুল অবশ্যই পবিত্র হয়। সেই যতির দেহ যে পুরুষ প্রকৃতি হইতে, তাঁহারা যে পরম পবিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? তাঁহার দেহ সম্পর্কীয় বান্ধবগণ যে পবিত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? দক্ষের মতে,—

"যস্মিন্ দেশে বসেদ্ যোগী
ধ্যানযোগবিচক্ষণঃ।
সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ কিং
পুনস্তস্য বান্ধবাঃ।"

দঃ সং ৭।৪৭

মহাত্মা দক্ষের মতে এক মুহূর্ত্ত যদ্যপি কোন যতি কোন গৃহস্থের আশ্রমে বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের অন্য কোন ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন হয় না। তিনি তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্য হন। তদ্বিষয়ে শ্রীদক্ষ প্রজাপতির মুখ বিনিসৃত উপদেশ এই প্রকার,—

"আশ্রমে তু যতির্য্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
কিন্তস্যান্যেন ধর্ম্মেন কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে।

দঃ সং ৭।৪৪

গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু বিঘ্ন বাধাই বর্ত্তমান। গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মহানিকর অনেক উপকরণেরই সমাবেশ। সেই জন্য গৃহস্থের পক্ষে পূর্ণ ধার্ম্মিক হওয়াই কঠিন হয়। গৃহস্থকে অনেক প্রকার কর্ত্তব্যই পালন করিতে হয়। অনেক গৃহস্থই সে সমস্তই পালন করিতে সক্ষম হন না। অথচ সে সমস্ত পালন না করিতে পারায়, তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয়। কিন্তু তিনি যদ্যপি একরাত্রি মাত্র নিজালয়ে কোন যতিকে ভক্তিভাবে বাস করাইতে পারেন, তাহা হইলে দক্ষ প্রজাপতির মতানুসারে তদ্দ্বারা তাঁহার আজন্মকৃত সমস্ত পাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে।

সেই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ গৃহীরই অন্ততঃ এক দিবসের জন্যও যতিকে নিজালয়ে ভক্তিভাবে বাস করান উচিৎ। দক্ষ বলিয়াছেন,—

"সঞ্চিতং যদ্ গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্।
স নির্দ্দহতি তৎ সর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ।"
দঃ সং ৭।৪৫

বহিশ্চক্ষু দ্বারা জড় পদার্থ সকলই দর্শন করা যায়। তাহা আত্মদর্শনোপযোগী নহে। আত্মদর্শন জন্য "অন্তশ্চক্ষুর প্রয়োজন হইয়া থাকে। অন্তশ্চক্ষু যাহা, তাহা স্থূল নহে, তাহা জড় নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির কোন সংস্রব নাই। তাহা অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত যে অন্তশ্চক্ষু, তাহারই এক নাম আত্মজ্ঞান। বহিশ্চক্ষু বিনশ্বর। অন্তশ্চক্ষুই অবিনশ্বর। সেই অবিনশ্বর অন্তশ্চক্ষু দ্বারা যখন আত্মদর্শন হয়, তখন সেই দ্রষ্টার দেহ-বোধও থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মদর্শন বা আত্ম সাক্ষাৎকারাপেক্ষা উত্তমধর্ম্ম নাই।

"ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্ম যদ্ যোগেনাত্ম দর্শনম্।"
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৮

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে যোগদ্বারা আত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম। আত্মদর্শনে অধিকার- সিদ্ধ যোগীর হইয়া থাকে। উহাতে সাধক যোগীর অধিকার নাই। তবে অগ্রে নিয়ম পূর্ব্বক যোগ সাধনা না করিলে, তদ্বিষয়িনী সিদ্ধিতে অধিকার হয় না। সেই জন্যই যোগ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যোগ সাধনা করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনের মতে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধের নামই যোগ। সেই যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ। যোগের প্রথম অঙ্গের নাম যম, দ্বিতীয় অঙ্গের নাম নিয়ম, তৃতীয়াঙ্গের নাম আসন, চতুর্থাঙ্গের নাম প্রাণায়াম, পঞ্চমাঙ্গের নাম ধ্যান, ষষ্ঠাঙ্গের নাম প্রত্যাহার, সপ্তমাঙ্গের নাম ধারণা, অষ্টমাঙ্গের নাম সমাধি। প্রজাপতি দক্ষের মতানুসারে যোগ অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন নহে। তাঁহার মতে যোগের ছয়টী অঙ্গ। তাঁহার মতানুসারে যোগের প্রথমাঙ্গের নাম প্রাণায়াম, দ্বিতীয়াঙ্গের নাম ধ্যান, তৃতীয়াঙ্গের নাম প্রত্যাহার, চতুর্থাঙ্গের নাম ধারণা; পঞ্চমাঙ্গের নাম তর্ক, ষষ্ঠাঙ্গের নাম সমাধি। উক্ত ষড়ঙ্গ যোগবিষয়ে দক্ষ সংহিতায় লিখিত আছে,—

"প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারস্তু ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গ যোগ উচ্যতে। ৭।২

আত্মদর্শন করিতে হইলে প্রথম হইতে পর্য্যায় ক্রমে সপ্তপ্রকার যোগাঙ্গের সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে তবে সবিকল্প সমাধিতে অধিকার হয়। সবিকল্পক সমাধির পরে নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে অধিকার হয়। নির্ব্বিকল্পক সমাধিরই অপর নাম নির্ব্বীজ সমাধি। সে অবস্থায় কোন প্রকার পূর্ব্ব সংস্কারেরই বীজ থাকে না। সেই অবস্থাতেই জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহার জীবন্মুক্তি লাভ হইয়াছে, তাঁহাতে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইলে আত্মদর্শনে অধিকার হইয়া থাকে। আত্মদর্শনে যাঁহার অধিকার হইয়াছে তিনিই বিদেহ কৈবল্যে অধিকারী হইয়াছেন। বিদেহ কৈবল্যে যাঁহার অধিকার হইয়াছে তিনি সুখ দুঃখের অতীত পুরুষ, তিনিই আত্মানন্দ মহাপুরুষ। তাঁহাকে কেবলাত্মা বলা যাইতে পারে।

স্মার্ত্ত সন্ন্যাস।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে বানপ্রস্থাশ্রম হইতে অথবা যোগ্যতা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অন্তঃকরণে বৈরাগ্যোদয় না হইলে, সন্ন্যাসে অধিকার হয় না। বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভগবানের অবতার ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"বনাদ্গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সার্ব্ববেদ সদক্ষিণাম্।
প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি।
অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা॥"

৩।৫৬ ৫৭

ভগবান বিষ্ণুর মতে,—

"অথ ত্রিষাশ্রমেষু পককষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্ববেদং দক্ষিণাং দত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ॥ ১। আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ। ২।" বিষ্ণু সংহিতা ৯৬ অঃ।

হারীতের মতে,—

"এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥
দত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তথাত্মনঃ॥
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংরোপ্য মন্ত্রবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি পুত্রাদৌ স্নেহালাপাদি বর্জ্জয়েৎ।
বন্ধুনামভয়ং দত্তাৎ সর্ব্বভূতাভয়ং তথা॥"

হারীত সংহিতা ৬।১—৫

শঙ্খের মতে,—

"কৃত্বেষ্টিং বিধিবৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববেদসদক্ষিণম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দ্বিজো ব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ॥

শঙ্খ সংহিতা ৭।১

বশিষ্ঠের মতে,—

পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাং দত্বা প্রতিষ্ঠেৎ।

বশিষ্ঠ সংহিতা ১০।১

যিনি সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদানে অক্ষম তাঁহার স্মার্ত্তসন্ন্যাসে অধিকারও হয় না। বশিষ্ঠ প্রভৃতির মতে যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদানে সক্ষম তাঁহারই প্রব্রজ্যায় অধিকার হইয়া থাকে। ঐ প্রকার দ্বিজ প্রব্রজিত হইলে তাঁহার অবস্থা কি প্রকার হয় তৎসম্বন্ধে বশিষ্ঠ বাক্যদ্বারা বর্ণিত হইতেছে,—

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা চরতি যো দ্বিজঃ।
তস্যাপি সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভয়ং জাতু বিদ্যতে॥

বঃ সং ১০ অঃ।

কোন দ্বিজ স্মৃতিমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে বেদত্যাগী হইতে নাই। তিনি বেদত্যাগ করিলে তাঁহাকে শূদ্র হইতে হয়। তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠ সংহিতার দশম অধ্যায়ে আছে,—

"সন্ন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যসেৎ।
বেদসন্ন্যাসতো শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সন্ন্যসেৎ॥"

বশিষ্ঠের মতে,—"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ এক পরম ব্রহ্মই অক্ষর। তদ্ব্যতীত সমস্তই ক্ষর। সেই একাক্ষর 'ওং'। অতএব সেই 'ওং' কারই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের একটী নাম 'ওং'। 'ওং' ব্রহ্ম। সেই জন্যই 'ওং' নিত্য। 'ওং' যেমন নিত্য তদ্রূপ ওমের নামও নিত্য। ওমের নামও 'ওম্'। অতএব ওমের ন্যায় ওমের নামও যে 'ওম্,' তাহাও নিত্য। সেই 'ওং' নাম উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক মহাত্মার মতেও উপনিষদও বেদ। 'ওং'ও সেই উপনিষদের অন্তর্গত। অতএব 'ওম্' অবেদ

নহে। 'ওম্' ব্রহ্মবাচক। সেই জন্য 'ওম্'কে পরমবেদ বলা হইয়া থাকে। সেই ওমাবলম্বনে পরিব্রাজককে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিতে হয়। শিব সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, গোরক্ষ সংহিতা, হঠ প্রদীপিকা, সিদ্ধতন্ত্র এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র সকলের মতে ঐ প্রাণায়ামও এক প্রকার যোগাঙ্গ। পরিব্রাজকের অনেক সময়েই প্রাণায়াম দ্বারা কালাতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়ামানুষ্ঠান দ্বারা তপস্যাও করা হয়। বশিষ্ঠ দেবের মতে প্রাণায়ামও তপস্যা। তিনি সমস্ত তপাপেক্ষা প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন জন্য "প্রাণায়ামো পরন্তপঃ" কহিয়াছেন। নিয়ম পূর্ব্বক প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিলে, ধারণা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধারণা সমাধি সম্বন্ধে বিশেষ আনুকূল্য করে। পরিব্রাজকের পক্ষে ঐ সমাধি লাভের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগ সমাধি দ্বারাই আত্মানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানীরই আত্মানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। অগ্রে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান ব্যতীতও জ্ঞানযোগে অধিকার হয় না। কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিতে করিতে স্বভাবতঃ যখন কর্ম্মে বীতরাগ হইয়া জ্ঞানযোগ প্রতি অনুরাগ হয়, তখনই জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ভাগবতে আছে,—

"নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহকর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥"

জীবের যতদিন কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল কামনা থাকে, ততদিন তাহার কর্ম্মই প্রীতিজনক হয়, ততদিন তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে আনন্দ বোধ হয়। মহাপুরুষদিগের বিবেচনায় তাঁহাদের পক্ষে ততদিন কর্ম্মযোগাবলম্বনই কর্ত্তব্য। যে সময় জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখ বোধ হয়, যে সময় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই অপ্রীতিকর হয়, সেই সময়েই তাহাকে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইতে হয়। জীব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইলে, তখন তাহার জৈব ভাব অপসৃত হইবারও উপক্রম হইতে থাকে। তদবস্থায় তাঁহার জ্ঞানযোগে অধিকারও হয়। জ্ঞানযোগে অধিকার হইলে আর কর্ম্মযোগে অধিকার থাকে না। তখন তাহার কেবল দেহধারণোপযুক্ত কর্ম্মগুলিতে মাত্র অধিকার থাকে। সে অবস্থায় তাহাকে অসঞ্চয়ী হইতে হয়। সে অবস্থায় সেই জৈবভাববিনির্ম্মুক্ত পরিব্রাজকের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্ত্যারলম্বনই জীবিকা সংগ্রহের উপায় হইয়া থাকে। বশিষ্ঠের মতে উপবাসাপেক্ষা ভিক্ষারই শ্রেষ্ঠতা। তদ্বিষয়ে তাঁহার মত,—"উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং।" যত প্রকার ভিক্ষুকের নির্দ্দেশ আছে সেই সকলের মধ্যে পরিব্রাজকই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুক। যেহেতু তিনি দারিদ্র্যবশতঃ ভিক্ষাচরণ করেন না। তিনি ভিক্ষিত দ্রব্য সঞ্চয়ও করেন না। তিনি কেবলমাত্র নিয়মিত ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করেন মাত্র। যতিকে প্রত্যহ সপ্তাগারে ভিক্ষা করিতে হয়। তিনি প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সংকল্প করিবেন না। কারণ যতির পক্ষে সংকল্পিত ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ। তাঁহাকে এক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বা অজিন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে হয়। যতি যখন যে (গৃহস্থ) আলয়ে ভিক্ষার জন্য গমন করিবেন, তখন তাঁহাকে সেই আলয়ে গমন পূর্ব্বক ধূম দর্শন এবং মুষলের ধ্বনি না শ্রবণ করিতে হয়। যে আলয় হইতে ধূম উত্থিত হইবে, যে আলয়ে মুষলের কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই, সেই আলয়ে যতি ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবেন না। ঐ সকল বিষয়ে বশিষ্ঠের মত উদাহৃত হইতেছে,—

"মুণ্ডোঽমমত্বপরিগ্রহঃ সপ্তাগারাণ্যসংকল্পিতানি চরেদ্ভৈক্ষ্যং বিধূমে সন্নমুষলে একশাটীপরিবৃতোঽ-

জিনেন বা গোপ্রলূনৈস্তৃণৈর্বেষ্টিতশরীরঃ স্থণ্ডিলশায্যনিত্যাং বসতিং বসেৎ গ্রামান্তে দেবগৃহে শূন্যাগারে বৃক্ষমূলে বা মনসা জ্ঞানমধীয়ানঃ। অরণ্যনিত্যো ন গ্রাম্যপশূনাং সন্দর্শনে বিহরেৎ।"

বাঃ সং ১০ অঃ।

বশিষ্ঠদেব যতির ভিক্ষাচরণ বিষয়িনী ব্যবস্থা বলিতে বলিতে যতির কর্ত্তব্য অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনুষ্ঠানের বিষয়ও বলিয়াছেন। বশিষ্ঠের মতে যতিকে মুণ্ডিত হইতে হয়। যতির পরিগ্রহে অস্পৃহা রাখিতে হয়। যতিকে মমতা বিহীন হইতে হয়। যতিকে দানাপেক্ষা দয়ার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া সদয় হইতে হয়। যেহেতু দয়াপরিশূন্য দান অনর্থক। যে দানের সহিত দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সংস্রব নাই, সে দান, দান-সংজ্ঞা প্রাপ্তির যোগ্য নহে। যতিকর্ত্তৃক ঐ প্রকার দানকর্ম্ম সম্পন্ন না হওয়াই কর্ত্তব্য। যতি নিষ্কামভাবে সর্ব্ব প্রাণীকেই অভয় দান করিয়া থাকেন। তাঁহার ঐরূপ কদর্য্য দানে প্রবৃত্তিই হয় না। স্মার্ত্ত যতি হইবার পূর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে বিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই সমস্ত তপস্যায় সিদ্ধ হইলে তবে প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক যতি হইতে হয়। যাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকেও কিয়ৎপরিমাণে তপশ্চর্য্যা করিয়া তবে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অতএব সেই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমের তপঃক্লেশ সকল তাঁহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে। সেই জন্যই পরিব্রাজক হইয়া তাঁহাদের তৃণাবৃত হইয়া স্থণ্ডিলে শয়নে কষ্ট বোধ হয় না। সেই জন্যই বশিষ্ঠের মতানুসারে যতিকে ছিন্ন তৃণসমূহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিয়া স্থণ্ডিল মধ্যে শয়ন করিতে হয়। বশিষ্ঠের সন্ন্যাসবিধি মতে পরিব্রাজকের পক্ষে ভয়ানক শীতকালেও কন্থা বা অন্য কোন প্রকার ঊর্দ্ধবস্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। স্মার্ত্ত যতির শীতকালে কন্থা ব্যবহার করিবার পদ্ধতি থাকিলে বশিষ্ঠও সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতেন। অথবা বশিষ্ঠের মতে স্মার্ত্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে কন্থা ব্যবহার্য্য নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেহেতু তিনি দারুণ শীতকালেও যতির পক্ষে কন্থা ব্যবহার্য্য বিবেচনা করেন নাই। বশিষ্ঠের মতানুসারে স্মার্ত্ত যতির কোন প্রকার উত্তম শয্যা ব্যবহার করিতে নাই। স্মার্ত্ত যতির পক্ষে ভোগ বিলাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য। কেবল মাত্র তান্ত্রিক যতির পক্ষে যোগ ভোগ উভয়ই ব্যবস্থেয়। অন্য কোন প্রকার যতির ভোগাসক্তি থাকিলে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যবায় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ স্মার্ত্তযতির পক্ষে ভোগ রাহিত্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকালে স্মার্ত্তযতি হইবার পক্ষে বহু অন্তরায়। যেহেতু স্মার্ত্তসন্ন্যাসে তপশ্চর্য্যাই অধিক। ঐ সন্ন্যাসে অনেক প্রকার কঠিন নিয়মই পালন করিতে হয়। কলির অন্নগত প্রাণ জীবের পক্ষে সেই সমস্ত পালন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য ভগবান সদাশিবের মতে কলির জীবের পক্ষে তান্ত্রিক সন্ন্যাসই সুব্যবস্থেয়। তবে কোন স্মৃতিকর্ত্তাই কলিতে স্মার্ত্তসন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না অথবা তাহা কলির পক্ষে অবৈধ বলেন নাই। তাঁহারা কলির পক্ষে স্মার্ত্তসন্ন্যাস নিষেধ করেন নাই বলিয়া, কলির পক্ষেও স্মার্ত্তসন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে। তবে ঐ প্রকার দুরূহ সন্ন্যাস গ্রহণে যদ্যপি কোন যোগ্য ব্যক্তি সক্ষম হন তাহা হইলে স্মার্ত্তমতানুসারে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে। আমরা জানি তদ্বিষয়ে কোন স্মৃতিতেই নিষেধ নাই। স্মৃতি মতানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বহুদিনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে নাই। সে স্থানটী নির্জ্জন প্রদেশ

হইলেও অবশীকৃতচিত্ত নব পরিব্রাজকের অন্ততঃ সেই স্থানটীর প্রতিও কোন কারণে মমতা হইলেও হইতে পারে। সেই জন্যই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু দিবস জন্য নব পরিব্রাজকের বাস নিষিদ্ধ। তবে সেই পরিব্রাজকের আত্মজ্ঞান জনিত আত্মানন্দ সম্ভোগ হইতে থাকিলে, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বস্থানই সমান। তিনি দীর্ঘকাল জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট এবং এক স্থানে থাকিলেও তৎপক্ষে কোন হানি হইতে পারে না। যেহেতু তিনি প্রকৃতিমধ্যগত হইয়াও প্রাকৃত ব্যাপারে নির্লিপ্ত। সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে নির্জ্জন ও সজন স্থানে কোন প্রভেদ নাই। কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস তৈলঙ্গ বা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী বহুদিন একস্থানে ছিলেন। তিনি যে আলয়ে ছিলেন, অনেকেই সেই আলয়টীকে পরম পবিত্র বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যস্থিত স্বামীজির আসন প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। স্বামী তৈলঙ্গ যে আলয়ে দীর্ঘকাল বাস করিয়া ছিলেন, তাহা কাশীর পঞ্চগঙ্গার ঘাট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত। * সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দ স্বামীও দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাসস্থান কাশীধামের অন্তর্গত আনন্দ বাগে। ইদানী পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ স্বামী অপেক্ষা সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসক অপর কেহ কাশীধামে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই বিশুদ্ধানন্দ স্বামীও ঐ কাশীধামের ব্রহ্মপুরী নামক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া ভক্তিমতী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক কাশীতে ব্রহ্মপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভক্তিমতী অহল্যা বা'য়ের এই ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই অনেক কীর্ত্তি আছে। গয়াধামে শ্রীগদাধর-দেবের যে বর্ত্তমান মন্দির তাহাও ঐ ভক্তিমতী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গয়াধামে অহল্যা বা'য়ের অন্যান্য কীর্ত্তিও আছে। তথা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমহংস সচ্চিদানন্দও কেবলমাত্র কাশীতে ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কাশীতে সন্ন্যাসীগণের বাস জন্য বহুমঠ আছে। প্রত্যেক মঠেই অনেক সন্ন্যাসীর বাস। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল জন্য একস্থানে বাস করিতেছেন। কাশীর অহল্যা বা'য়ের ব্রহ্মপুরী প্রবেশ করিবার জন্য যে প্রধান দ্বার আছে তাহার সন্নিকটে এক শিবমন্দিরে একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী বহুকাল জন্য বাস করিয়াছিলেন। সেই দণ্ডী সন্ন্যাসীর নাম আনন্দস্বামী ছিল। তাঁহাকে অনেকেই আনন্দদণ্ডী বলিতেন। উত্তম সন্ন্যাসী বলিয়া, তাঁহারও প্রসিদ্ধি ছিল। পরমহংস শুকদেব স্বামীও কাশীর কোন মঠে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের অদূরবর্ত্তী কামাখ্যামঠের মোহান্ত পরিক্ষীতানন্দ স্বামীও পিশাচমোচন সন্নিহিত কোন উদ্যানে দীর্ঘকাল ছিলেন। প্রয়াগে হংসতীর্থ স্বামীও দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও কত মোহান্ত, কত স্বামী দীর্ঘকাল বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের নামই এই স্থলে উদাহৃত হইতে পারিত। কেবল প্রসঙ্গবৃদ্ধিভয়ে তাঁহাদের নামাবলী কথিত হইল না। কথিত উদাহরণ সকল দ্বারা প্রতীতি হয় যে আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ দীর্ঘকালের জন্যও সকল স্থানে বাস করিলেও তাঁহাদের অপরিবর্ত্তনীয় আত্মজ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় না। তবে যে সকল ব্যক্তি কেবল মাত্র অল্পকালই প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন,

* এই প্রবন্ধ রচনা কালে এই সকল মহাত্মারা বিদ্যমান ছিলেন। নিঃ সং

তাঁহাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বশীভূত হয় নাই; তাঁহারাই সর্ব্বদা একস্থানে বাস করিবেন না। যেহেতু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আসক্তিকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, যে হেতু তাঁহারা মমতাকে আপনাদিগের বশে রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদিগের পক্ষে বিবিক্তদেশে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বশিষ্ঠের মতানুসারে গ্রামের বহির্দ্দেশই *স্মার্ত্তসন্ন্যাসীর উত্তম বাসোপযোগী স্থান।* স্মার্ত্তসন্ন্যাসী ঐ প্রকার স্থানে থাকিতে অক্ষম হইলে তিনি নগর বা গ্রামের শেষ সীমায় বাস করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে নগর বা গ্রামাভ্যন্তরে বাস করিতে হইলে, তিনি কোন দেবগৃহে কিম্বা শূন্যাগারেও বাস করিতে পারেন। তিনি যখন অধিক তপক্লেশসহিষ্ণু হইবেন তখনি তাঁহাকে 'অনিকেত' হইতে হইবে। অনিকেত পরিব্রাজককে বৃক্ষমূলেই বাস করিতে হয়। তাঁহার পক্ষে গ্রামস্থ বৃক্ষমূলে বাসও নিষিদ্ধ নহে, তাহাও অনেক মহাত্মা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেবের মতে তাঁহাকে নিত্য অরণ্য মধ্যেই বাস ও বিচরণ করিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন অরণ্যের যে স্থান হইতে গ্রাম্যপশুগণকে দর্শন করা যায়, অনিকেত পরিব্রাজককে তথায়ও বিচরণ করিতে নাই। তবে যে সমস্ত স্মার্ত্তসন্ন্যাসীগণ নিকেতনে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যহ গো সন্দর্শন কর্ত্তব্য। যেহেতু 'গো' স্বয়ং ধর্ম্ম। পরিব্রাজক না হইতে পারিলে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সন্দর্শনেও ক্ষমতা হয় না। প্রকৃত পরিব্রাজকই ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞানে পূর্ণাধিকারী। সেইজন্য তাঁহার ধর্ম্মই অবলম্বন। অধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শঙ্খ সংহিতার মতানুসারে যতিকে বহির্ব্বাস বস্ত্র ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহার মতানুসারে পরিধান জন্য যতিকে কেবল কৌপীনই ব্যবহার করিতে হয়। কৌপীনেরই অপর নাম অন্তর্ব্বাস। স্মার্ত্তযতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধাতুপাত্রই অব্যবহার্য্য। তাঁহার ভোজন জন্য মৃন্নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। জলপান জন্য তাঁহাকে মৃৎপাত্র অথবা অলাবুপাত্রই ব্যবহার করিতে হয়। যতির ঐ দ্বিপ্রকার পাত্র অশুদ্ধ হইলে জলযোগে মার্জ্জিত করিতে হয়। শঙ্খের বিবেচনায় ঐ দুই পাত্র সম্বন্ধে কথিত শুদ্ধিই বিহিত। *শঙ্খের মতে যতিকে কোন ব্যক্তির* গৃহে বসিয়াই আহার করিতে নাই। নিজ তৃপ্তির জন্য যতিকে প্রত্যহই ভিক্ষান্ন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়। যতির ভিক্ষা করিবার নিয়ম বশিষ্ঠের মতানুসারে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা শঙ্খের মতানুসারে যতির ভিক্ষা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—

"বিধূমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
অতীতে পাত্রসম্পাতে নিত্যং ভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ॥
ন ব্যথেত তথালাভে যথালব্ধেন বর্ত্তয়েৎ।"

শঙ্খ সংহিতা ৭ম অঃ।

ভগবান হারীতের মতে,—

"স্থিত্যর্থমাত্মনো নিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ॥
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভ্যবপদ্য তু।
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেন বৈ॥
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শোধয়েৎ।
যাবতান্নেন তৃপ্তি স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষ্যং সমাচরেৎ॥"

হারীত সংহিতা ৬.১১—১৩

ভগবান বিষ্ণুর মতে,—

"আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ॥২। সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ॥৩। অলাভে ন ব্যথেত॥৪। ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত॥৫। ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ॥৬। মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা॥৭। তেষাঞ্চ তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধি স্যাৎ॥৮। অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত॥৯।"

বিষ্ণু সংহিতা ৯৬ অঃ।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥
অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩।৫৮,৫৯

প্রসিদ্ধ স্মৃতিবেত্তা মহাশয়গণের মতানুসারে স্মার্ত্তযতির ভিক্ষাপদ্ধতি কথিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে যতি কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইবেন না। মমতা বশতই অনুরাগ স্ফুরিত হইয়া থাকে। যতিকে নির্ম্মম হইতে হয়। যতির পক্ষে মমতা বিষম বন্ধন। আত্মজ্ঞানের পূর্ণোদয়ে মমতার নিবৃত্তি হয়। অহংকার হইতে মমতার স্ফূর্ত্তি। আত্মজ্ঞানী পুরুষ নিরহঙ্কার। সুতরাং তাঁহার মমতারও নিবৃত্তি হইয়াছে। যাঁহার মমতার নিবৃত্তি হইয়াছে তাঁহার দ্বেষ্য কেহই নহেন। স্মার্ত্তমতানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অভ্যাস দ্বারা দেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। যে স্থলে থাকিলে পূর্ব্বানুরাগের পাত্রপাত্রী সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে, নব প্রব্রাজিতের সে স্থলে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত তাঁহাদের অবিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতে হয়। তাঁহাদের বিজ্ঞাত স্থানে বাস করিলে অনেক সময়েই তাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে পারে এবং সময়ে সময়ে তাঁহার তাহাদের সহিত সংস্রব হইতে থাকিলে, পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহার উদ্দীপনা হইতে পারে। তদ্দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসের বিশেষ হানিও হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

কৃষ্ণ ও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি।

কাহারো প্রতি প্রেম থাকিলে তাঁহার শরীরেও আদর যত্ন করা হইয়া থাকে। তবে কাহারো প্রতি প্রেম থাকিলে তাঁহার বুদ্ধিকেও ত অবজ্ঞা করা উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার প্রেমাস্পদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের শরীরেও প্রেম আছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিশক্তি দুর্গার প্রতিও প্রেম থাকা উচিত। ১

শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভক্ত সুসজ্জিত করিয়া থাকেন। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শারীরী পূজা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে ভক্তের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। শ্রীকৃষ্ণের শরীর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি কি অধিক মহতী নহে? শ্রীকৃষ্ণের সেই মহতী বুদ্ধিকে কি কৃষ্ণভক্তের শ্রদ্ধাভক্তি করা কর্ত্তব্য নহে? আমার বিবেচনায় অবশ্যই কর্ত্তব্য। ২

পাষাণে পরমেশ্বর।

ঐ বেদখানি কত মূর্খও দেখিতেছে আর কত বিদ্বানও দেখিতেছেন। যে বিদ্যাবলে উহার ভিতরে কি আছে জানা যায় সেই বিদ্যা যে বিদ্বানেরা জানেন তাঁহারাই উহার আভ্যন্তরিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। মূর্খেরা সে বিদ্যা জানে না সুতরাং তাহারা উহার ভিতরে কি আছে জানিতেও পারে না। ঐ পবিত্র পাষাণ সকলেই দর্শন করিতেছেন, কত অজ্ঞান অভক্তও দর্শন করিতেছে, কত জ্ঞানী শুদ্ধভক্তও দর্শন করিতেছে। অজ্ঞান অভক্তেরা ঐ পাষাণে বিশ্বনাথ আছেন জানে না, তাহারা ঐ পাষাণে বিশ্বনাথকে দর্শনও করে না। কিন্তু জ্ঞানী শুদ্ধভক্ত বিশ্বনাথ ঐ পাষাণে আছেন

তাহা নিশ্চিত জানিয়াছেন, তিনি দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তির প্রভাবে ঐ পবিত্র পাষাণে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কতই আনন্দিত হন, সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া নিজদেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন, তিনি সে সময়ে অবাক হইয়া দিব্যচক্ষে কেবল দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকেন আর দিব্যদর্শনজনিত তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা হনুমান কত বড় বড় পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ভীমসেন হিড়িম্ব প্রভৃতি মহা মহা রাক্ষস ও অসুরসকলকে বধ করিয়াছিলেন, মহাবীর জরাসন্ধ বধ করিয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্যের জন্য হনুমানকে ও ভীমসেনকে ত ভগবানের অবতার বলা হয় না। কেবল গোবর্দ্ধনধারণ এবং কয়েকজন অসুরবিনাশের জন্য কৃষ্ণকে অবতার বলা হয় না। কৃষ্ণকে অবতার বলিবার অন্যান্য অনেক কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে সে সকল মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন সে সকল কারণও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। ১

যামলের মতে বিষ্ণুর এক অবতার শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতারের অন্তর্গত নহেন। তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুর একাদশ অবতার বলা যাইতে পারে। ২

মহাভারত এবং জৈমিনি ভারতেরমতে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপর যুগের এক অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন তন্ত্রমতে কৃষ্ণ কলির অবতার। ৩।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন। সে মতে তিনি গোলোকের শ্রীকৃষ্ণ। ৫।

সর্ব্বধর্ম্ম ও তাহার প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে, অগ্নিপুরাণানুসারে, বিশ্বসার তন্ত্রানুসারে এবং মানস তন্ত্রানুসারে এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীভগবানের অবতার। অনেক শাস্ত্রেই তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলা হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে বেদব্যাসের অবতার প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম।
লোক রক্ষা হেতু প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥"

উক্ত গ্রন্থানুসারে জানা যায় যে ধর্ম্মসনাতন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবই সর্ব্বধর্ম্মস্থাপনা করেন। সেইজন্য প্রকৃত সর্ব্বধর্ম্মবিশ্বাসী কোন মহাত্মাই সর্ব্বধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্মে যাঁহার অবিশ্বাস, তিনিই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির নানা উপায়। সেইজন্য ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সর্ব্বধর্ম্মই উৎকৃষ্ট। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে ধর্ম্ম যাঁহার পক্ষে উপযোগী, তাঁহার সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাঁহার সেই ধর্ম্মেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বধর্ম্মেরই নিত্যত্ব-বশতঃ সর্ব্বধর্ম্মেরই উপযোগিতা আছে। যাঁহার সর্ব্বধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান আছে, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্মকে একই পরমধর্ম্মের বিকাশ বলিয়া বুঝিয়াছেন। যেমন একই বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, সেই একেরই বিবিধ বিকাশ দর্শন করা হইয়া থাকে তদ্রূপ একই পরমধর্ম্ম, একই নিত্যধর্ম্ম বিবিধ ধর্ম্মরূপে বিকাশিত রহিয়াছেন।

যেরূপ একই ব্রহ্মা হইতে চতুর্ব্বর্ণ বিকাশিত তদ্রূপ একই পরমধর্ম্ম হইতে বিবিধ ধর্ম্মের বিকাশ। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে একই ধর্ম্মের উৎপত্তি বিবরণ আছে। কিন্তু বিবিধ স্মৃতি প্রভৃতির মতানুসারে একাধিক ধর্ম্মের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নানা শাস্ত্রে চারিবিধ বর্ণাচার ধর্ম্মের এবং চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। ঐ সকল ব্যতীত নানা শাস্ত্রে অন্যান্য ধর্ম্ম সকলেরও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের উল্লেখ আছে, শৈবধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, শাক্তধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, গাণপত্য ধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, সৌরধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে এবং অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে। নানা শাস্ত্রানুসারে সে সমস্তই একই আর্য্য ধর্ম্মের বা সনাতন ধর্ম্মেরই বিবিধ বিকাশ। প্রকৃত আর্য্য যিনি, প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্মকেই অবজ্ঞা করিতে পারেন না। প্রকৃত আর্য্যকে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই স্বীকার করিতে হয়। একজন ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মী হইয়া, পরে গার্হস্থ্যধর্ম্মী হইয়া তৎপরে বানপ্রস্থ্যধর্ম্মী হইয়া শেষে সন্ন্যাসধর্ম্মী হইবার ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রানুসারে এক ব্যক্তিই চতুর্ব্বিধ ধার্ম্মিক হইতে পারেন। একাধিক ধর্ম্মের বিদ্যমানতা বুঝিলেই বহুধর্ম্মের বিদ্যমানতা বুঝিতে হয়। বহুপ্রকার ধর্ম্মকে অসর্ব্বধর্ম্মও বলা যায় না। সেইজন্য পর্য্যায়ক্রমে চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্ম যাঁহাকে পালন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মী হইতে হইয়াছিল, তিনি অসর্ব্বধর্ম্মী ছিলেনও বলা যায় না। ইষ্টদেবতার পূজাদি করিবার সময় পঞ্চদেবতার পূজা করিবারও ব্যবস্থা আছে। সেই পঞ্চদেবতার পূজা করিলে, অপর পঞ্চ প্রকার ধর্ম্মীও হওয়া হয়। যেহেতু শাস্ত্রানুসারে ঐ পঞ্চদেবতার মধ্যে প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধেই বিভিন্ন এক একটী ধর্ম্ম আছে। উক্ত পঞ্চদেবতার মধ্যে বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলা হয়, শিব সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে শৈবধর্ম্ম বলা হয়, শক্তি সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে শাক্ত ধর্ম্ম বলা হয়, গণেশ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে গাণপত ধর্ম্ম বলা হয়, সূর্য্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্মকে সৌর ধর্ম্ম বলা হয়। যিনি কথিত পঞ্চ প্রকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহার কথিত পঞ্চ ধর্ম্মও স্বীকার করা হয়। অতএব তাঁহাকে উক্ত পঞ্চধর্ম্মীও বলা যাইতে পারে।

বল ও তাহার প্রয়োজন।

বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইলে, যেরূপ মানসিক বলের প্রয়োজন তদ্রূপ শারীরিক বলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেবলমাত্র মানসিক বল সাহায্যে তীর্থ পর্য্যটন হয় না। এরূপ অনেক মনঃবল সম্পন্ন পীড়িত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা স্বীয় ইচ্ছানুসারে অল্পদূর পর্য্যন্ত গমনেও অসমর্থ, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্য্যটনে অভিলাষী হইলে, তাঁহার শারীরী পীড়া এবং তজ্জনিত দুর্ব্বলতাবশতঃ তীর্থ পর্য্যটনে তাঁহার বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সেইজন্য তীর্থপর্য্যটনলিপ্সু মহাশয়গণের মানসিক বলের ন্যায় শারীরিক বলেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সকল বস্তুরই সদ্ব্যবহার হইতে পারে। সেইজন্য শারীরিক বলার্জ্জনও দোষণীয় নহে। শারীরিক বলের অসদ্ব্যবহার হইলে তাহা দোষনীয় বটে।

রাজযোগ।

তুমি পাতঞ্জলীয় যোগ পদ্ধতিকেও রাজযোগ বলিতে পার না। কারণ পাতঞ্জলদর্শনে ঐ প্রকার পদ্ধতিকে রাজযোগ বলা হয় নাই।

পাতঞ্জল দর্শনের মধ্যে রাজযোগের উল্লেখ নাই। তজ্জন্য পাতঞ্জলদর্শনকে রাজযোগ সম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র বলা যাইতে পারে না। রাজযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিয়ৎ পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘেরণ্ড-সংহিতায় এবং শিব সংহিতায় রাজযোগ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ কোন কোন তন্ত্রেও রাজযোগ বা রাজবিদ্যার উল্লেখ আছে।

গৃহস্থ।

গৃহস্থেরও তপস্যায় অধিকার আছে। পূর্ব্বকালে অনেক গৃহস্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। রাজা বৃষভানু গৃহস্থ হইয়াও তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি অপত্যকামনায় জগন্মাতা কাত্যায়নীর উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ এই প্রকার—

"প্রাণাপানৌ সমানোদানব্যানানেকমানসঃ।
নিয়ম্য যতবাক্ স্বস্মিন্নাসনে বিশদচ্যুতঃ॥
অগ্নিং বায়ৌ জলে বায়ুং জলমাকাশতোনয়ৎ।
কুণ্ডলিন্যা সহাত্মানং সহস্রারমুপানয়ৎ॥"

পূর্ব্বকালে গৃহস্থের যোগেও অধিকার ছিল। ঐ বৃষভানু রাজা তপস্যার সঙ্গে যোগানুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় উত্তরখণ্ডে রাধা হৃদয়ে এই প্রকার আছে,—

"কালিন্দ্যাঃ কচ্ছমভ্যেত্য অপঃ স্পৃষ্ট্বা শুচিঃ শুচী।"

শক্তি শক্তিমান।

শক্তি শক্তিমানের সংযোগে নানা প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল শক্তিও কোন কার্য্য করেন না, কেবল শক্তিমানও কোন কার্য্য করেন না।

জড়ের শ্রেষ্ঠত্ব।

জড়ের শোক বোধ নাই। জড়ের কোন প্রকার কষ্টবোধ নাই। জীবের অনেক প্রকার কষ্টবোধ আছে। সেইজন্য জীব অপেক্ষা জড়ও শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিত।

সমতাবাদী ভগবান দত্তাত্রেয় কোন জাতীয় কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করিতেন না। অমল আত্মজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বত্র তাঁহার সমদর্শন ছিল। তিনি সর্ব্বভূতে, তিনি সর্ব্বজাতি মধ্যে সর্ব্বকালে এক অখণ্ড আত্মা অনুভব করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না। সেইজন্যই তিনি পবিত্রাপবিত্র উভয়কেই সমান চক্ষে সমদৃষ্টিতে সমানভাবে দর্শন করিতেন। সেজন্য তিনি আত্মদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। আত্মদর্শী পণ্ডিতের যে সমদর্শন হয় তদ্বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

আত্মদর্শী অঘোরাচারসম্পন্ন মহাপুরুষগণও সমদর্শী বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারাও বেদোজ্জ্বলা নির্ম্মলা বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত।

পরমহংস।

প্রত্যেক পদার্থই যাহার আনন্দের কারণ তিনিই সর্ব্বানন্দ। তিনি নিজেও প্রত্যেক পদার্থের আনন্দের কারণ। তিনি কাহারও নিরানন্দের কারণ নহেন। কেহ তাঁহারও নিরানন্দের কারণ হয় না। পরমহংসই সর্ব্বানন্দ। তাঁহার নিরানন্দ নাই।

অমৃত।

বিষ জড় পদার্থ হইলেও তাহা পান করিলে প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু হইতে পারে। বিষ এক প্রকার জড় পদার্থ হইয়াও যদ্যপি জীবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে তাহা হইলে অমৃত অপ্রাকৃত জড় পদার্থ হইলেও তাহা পান দ্বারা জীব অমর হইতে পারিবে না কেন? যেমন বিষের মৃত্যু সম্পাদনী শক্তি আছে তদ্রূপ অমৃতেরও মৃত্যুবারিণীশক্তি আছে। সেইজন্য অমৃত পানে জীবও অমর হইতে পারে।

জল।

মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে ততদিনই জল পান করে। তাহার মরিবার সময়েও তাহাকে জল দেওয়া হয়। তখনও সে জলপান করে। জলকে জীবন বলা হয়। অভিধানানুসারে জলের অর্থও জীবন। জলাবলম্বনে অনেক দেবদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। কোন দেবীর উদ্দেশে শাস্ত্রানুসারে ঘটস্থাপনা করিতে হইলে তন্মধ্যেও জল প্রদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বরুণদেব। তাঁহার শক্তিই বারুণী। সেই বারুণী প্রভাবেই ভগবান বলরাম কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকিতেন। শাম্ভবী শক্তি গঙ্গা তিনিও জলরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। প্রত্যেক তীর্থও জল। শাস্ত্রানুসারে অপ নারায়ণ অবগত হওয়া যায়। অপেরই একনাম জল।

বেদের ত্রৈবিধ্য।

প্রধানতঃ চতুর্ব্বেদকে ত্রিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সেই ত্রিভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের নাম মন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রাহ্মণ এবং তৃতীয় ভাগের বা শেষ ভাগের নাম উপনিষদ। উক্ত ত্রিভাগের মধ্যে মন্ত্রভাগ মধ্যে কেবল নানা প্রকার যজ্ঞ বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রভাগাধ্যয়ন করিলে, বৈদিক ব্রাহ্মণভাগেরও উপনিষদ্ ভাগের সহিত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদিক তিনটী ভাগ পাঠ করিলে তিন ভাগকে একব্যক্তি কর্তৃক রচিত বলিয়া বোধ হয় না। রচনা বিষয়ে ঐ ত্রিভাগমধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। কথিত ত্রিভাগের এক প্রকার রচনাপদ্ধতি নহে। ত্রিভাগের রচনাও ত্রিবিধ। ত্রিভাগের ভাষারও পরস্পর বিশেষ প্রভেদ আছে। সেইজন্য অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কথিত বৈদিক ত্রিভাগকে এক সময়ের রচনা বলিয়া পরিগণিত করেন না! তবে চতুর্ব্বেদকে দিব্যজ্ঞান দ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে কথিত বৈদিক ত্রিভাগই এক পরম পুরুষ হইতে বিকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যে হেতু সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষ দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার সৃজিত একই বৃক্ষে বিবিধত্ব দর্শন করা হইয়া থাকে। বৃক্ষের পত্র সকলকে, পুষ্প সকলকে, ফল সকলকে এবং রসকে কোন্ ব্যক্তি এক প্রকার দর্শন করিয়া থাকেন? শরীরের অস্থি মাংস শোণিতকে, মনকে, বুদ্ধিকে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে হঠাৎ এক বলিয়া বোধ করিবার কি কোন উপায় আছে? ঐরূপে বৈদিক মন্ত্র ভাগকে, বৈদিক ব্রাহ্মণভাগকে এবং বৈদিক উপনিষদ্ ভাগকে সহসা এক বলিয়া ধারণা করিবার উপায় নাই। অস্থি, মাংস, শোণিত, ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধি যেমন একই বস্তুর বিবিধ বিকাশ তদ্রূপ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদও একই বেদের ত্রিবিধ বিকাশ। কিন্তু বাহ্য দর্শনে বেদের ত্রিভাগকে ত্রিবিধ বলিয়াই বোধ হয়

নববর্ষ ।

এস শুভ নববর্ষ ! দাও দরশন !
সখে মোর ! করে লয়ে সে নিত্য রতন,
এস এস বিলাইতে নিত্য কথা সুধা,
মিটাইতে তাপিতের নিত্যলীলা ক্ষুধা ।

সংসারতপন তাপে ক্লিষ্ট প্রাণ মন,
জুড়াও ঢালিয়া নিত্যলীলার জীবন,
সে ত বিভুকরুণার অমৃতের ধার,
চিরদিন সখা বলি দিও উপহার ।

বরষের বার মাস এক এক করি,
চলে গেল, এলে বিভুপদ অর্ঘ্য ধরি ;
দুয়ারে আমার সখে ! আমি ত নারিনু
আদরে বরিতে তোমা—মুখ ফিরাইনু ।

অহেতুকী স্নেহ তব—কত ভালবাস,
কত সাধে এ রতন বিলাইতে আস,
এস সখে ! দাও নিত্যপদ অর্ঘ্যভার
বিনিময়ে কিছু নাই দিবার আমার ।

নিত্য পদাশ্রিত ।
শ্রী——

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা ।

(ক)

জয় শ্রীনিত্যগোপাল প্রভু জ্ঞানানন্দ ।
দান দেহ দীন হীনে তব পাদ্বন্দ্ব ॥
হ'য়েছেন হবেন তোমার যে যে গণ ।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি তাঁদের চরণ ॥
পতিত তারিতে হ'লে ধরায় উদয় ।
মো সম পতিত প্রভো কেহ নাহি হয় ।
কাঙ্গালের বন্ধু তুমি পতিত পাবন ।
লিখিতে তোমার কৃপা লুব্ধ হয় মন ॥
ভক্ত সহ বৈস মম হিয়ার মাঝারে ।
শীতল চরণ রেণু জুড়াক আমারে ॥
তুমি মোর প্রাণারাম দয়ার ঠাকুর ।
অধম পতিতে তব করুণা প্রচুর ॥
তুমি যন্ত্রী আমি কিন্তু যন্ত্র অনিপুণ ।
তুমি শক্তি দিলে তবে গাই তবগুণ ॥
করজোড়ে ভিক্ষা মাগি এই মম আশ ।
জন্মে জন্মে রাখ মোরে চরণের পাশ ।

বর্ত্তমান শ্রীধাম নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে শ্রীভাগিরথী প্রবাহিতা । এই ভাগিরথীর একটী ঘাটের নাম রাণীর চড়ার ঘাট উক্ত ঘাটের অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব্বপারে জলঙ্গী আসিয়া গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছেন । গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গম স্থলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে (উজানে) স্বরূপগঞ্জ । স্বরূপগঞ্জ হইতে প্রায় একমাইল পূর্ব্বে মহেশগঞ্জ । মহেশগঞ্জ পূর্ব্বে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল । পরে এই স্থান নদীয়া জিলায় অন্তর্গত নাটুদহের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও বিপ্রদাস পাল চৌধুরীর অধিকারে আইসে । আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে তথায় উক্ত পাল চৌধুরীগণ অবস্থান করিতেছিলেন ।

আমার দুরদৃষ্ট ও শ্রীনিত্যগোপালের অহৈতুকী কৃপার কথা লিখিতে হইলে আমাকে এমত অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে যে আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা অপ্রাসঙ্গিক ও নীরস বলিয়া বোধ হইবে । তাই করজোড়ে সকাতরে কহিতেছি হে নিত্য কৃপালোলুপ সহৃদয় ভক্ত পাঠক পাঠিকা-

গণ! আপনারা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন এই সব ঘটনার মধ্যে ভগবান নিত্যগোপালের অযাচিত কৃপাসূত্র কিরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে!

ইংরেজি ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মহেশগঞ্জ মধ্য ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ঐ স্কুলসংলগ্ন ডাক ঘরের কার্য্যটীও আমার উপর অর্পিত হয়। তাহা ছাড়া স্কুলের সেক্রেটারি শ্রীযুত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী ও উক্ত জমিদার মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীমান আশুতোষ সিংহের অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হই।

এই সময়ে গোলোকগত ৺শিশির বাবুর শ্রীশ্রীঅমিয় নিমাই চরিত প্রকাশিত হইয়াছেন। আমি উক্ত শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতাম; কিন্তু তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান কি ভগবদ্ভক্ত তাহা হৃদয়ে বিশেষ ধারণা করিতে পারিলাম না। এই সংশয় তরঙ্গে আমি বহুদিন হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে কোনও বিশেষ কারণে উক্ত বালক দ্বয় স্থানান্তরে গমন করিলে আমার মাত্র বিদ্যালয়ের ও ডাকঘরের কার্য্য রহিল। এই দুই কার্য্য আমি ইংরেজি ১৮৯৬সালের মে মাস পর্য্যন্ত করি। এই সময়ের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিটা মায়াপুর প্রকাশিত হয়েন। অনেক মহাত্মা (৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি) শ্রীমায়াপুর প্রকাশোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরগতপ্রাণ ৺ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহোদয় প্রভুর জন্মভিটার আবিষ্কারক। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের একজন চিহ্নিত দাস। মায়াপুরের সহিত চিরদিন ভক্তি বিনোদের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে। আমি এই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুর ও অনেক মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, কিন্তু প্রাণে শান্তি পাইলাম না। আমার এই মানসিক বিকারের ঔষধ দাতা বৈদ্যরাজ যে কোথায় আছেন তাহা আমি তখন কিছুই জানি না।

নদীস্রোতের ন্যায় গণা দিন গুলি তর তর চলিয়া যাইতেছে। একবারও আমার মুখপানে ফিরিয়া চাহিতেছে না। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর চলিয়া গেল।

গ্রীষ্মাবকাশ ও অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে অপর শিক্ষকেরা বিশ্রাম লাভ করিতেন।

আমি প্রতিদিন নবদ্বীপ হইতে নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া মহেশগঞ্জ যাইতাম। ডাক ঘরের কার্য্য হস্তে লওয়ায় আমার একদিনও বিশ্রাম করিবার সুযোগ ছিল না। রবিবারেও যাইতে হইত। ইহাতে শ্রীনিত্যগোপালের প্রথম ও প্রধান কৃপার পরিচয়। কিরূপ তাহা বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন মনে করিতেন যে জীবের বহুপাপ তাঁহার উপর আসিয়া চাপিয়াছে; কি—কোনও পাষণ্ডের মুখে হরিনিন্দা শুনিয়াছেন তখন তিনি গৃহেই থাকুন বা শ্রীকীর্ত্তনমণ্ডলেই থাকুন তৎক্ষণাৎ কলুষ নাশিনী ভাগিরথীতে আসিয়া বহুক্ষণ স্নান করিতেন। ইহাতে তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে গঙ্গা দ্রবব্রহ্ম। এই দ্রবব্রহ্মকে দর্শন স্পর্শন এমন কি স্মরণ করিলেও জীবের অশেষ পাপ তাপ দূরীভূত হয়।

প্রতিদিন গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শনে আমার নিত্যগোপাল দর্শনের ক্রমশঃ সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল।

কোনও কোনও দিন এমত ঘটিয়াছে যে মহেশগঞ্জ হইতে নবদ্বীপ আসিতেছি বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে; কিন্তু পার ঘাটায় নৌকা

তখন নবদ্বীপের পারে। এইরূপ অবস্থায় নৌকার প্রতীক্ষায় আমাকে অনেকক্ষণ গঙ্গার তটে বসিয়া থাকিতে হইত; কোনও কোনও দিন ঝড় বৃষ্টিতেও কষ্ট পাইতে হইত। ভোগের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হয় এই কথা মনে উদয় হওয়ায় সেই দুঃখের সময়ও চিত্তকে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিতাম। সুখের বিষয় এই যে আমাকে অধিক সময় গঙ্গাতীরে থাকিতে হইত এবং গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীধাম নবদ্বীপের দৃশ্যগুলি চিত্রপটের ন্যায় আমার চিত্তবিনোদন করিতেন।

না জানিয়া কেহ অমৃত খাইয়া ফেলিলে সে যেমন অমরত্ব লাভ করে; ধাম মাহাত্ম্য না জানিলেও ধাম দর্শনকারীর পরোক্ষ উপকার ও লাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে কাহারও শীঘ্র হয় কাহারও বিলম্বে হয়।

ইংরেজি ১৮৯৬ সাল। এইটী আমার একটী স্মরণীয় সময়। নবদ্বীপে দ্বাদশ মন্দিরের নিকট একখানি চালাঘরে একটী ডাক্তার তাঁহার ঔষধালয়ে বসিয়া থাকিতেন। আমার প্রতিদিন যাতায়াতের সময় প্রায় তাঁহার সহিত চখোচখী হইত। পূর্ব্বে ইঁহার সহিত আমার কোনও পরিচয় ছিল না।

এইরূপ চাহাচাহিতে কিছু দিন গেল। কোনও কথা নাই। কে কাহাকে চাহিতেছে মনে মনে প্রথমে এই ভাবিতে লাগিলাম। আমিই কি তাঁহাকে চাহিয়াছিলাম? তাহা হইলে তো তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিতাম! আমার বোধ হয় তিনিই কৃপাপরবশ হইয়া এই অভাজনকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাহ্নে আমার বড় তাড়াতাড়ি থাকিত। সন্ধ্যার সময় যখন ফিরিতাম তখন দেখিতাম তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধব সহ নানা আলাপে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুইটী যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। আমার উপর দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্রই তাঁহার বদনে একপ্রকার উৎসাহের জ্যোতিঃ দেখা দিত। যতক্ষণ আমি তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত না হইতাম ততক্ষণ তিনি আমার প্রতি অতি সস্নেহ লোচনে চাহিয়া থাকিতেন।

একদিন আসিবার সময় তাঁহার ঔষধালয়ে যাইয়া বসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাকে পাইয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। জানি না তাঁহার এত আনন্দ কি জন্য? তক্তপোষের উপর পরিষ্কার সাদা চাদর বিছান; ঘরটী খুব পরিষ্কার, ধূনা দেওয়া হইয়াছে। একটী দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। সেই দিন বেশী কথা হইল না। দুই চারিটী সদালাপের পর দেখিলাম তিনি যেন একটু ধ্যানস্থ। যে দুই চারিটী কথা হইল তাহাতে বুঝিলাম তিনি আমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছেন। পরে আরও বুঝিয়াছিলাম যে এ আকর্ষণ শুধু তাঁহার নয়, তাঁহার ভিতর দিয়া আর এক অদ্ভুত আকর্ষণ আসিতেছে। এ আকর্ষণের কথা পরে বলিব। যাহা হউক এখন হইতে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার সময় প্রত্যেক দিন একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। মিশামিশি ক্রমশঃ একটু বাড়িয়া গেল। তখন পরিচয়ে জানিয়াছি ইঁহার নাম ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একদিন ইনি আমাকে একটী গীত শুনাইতে বলিলেন। আমার উত্তরও ঐরূপ; আমি প্রথমে তাঁহাকে গীত শুনাইতে বলিলাম। তিনি ভাল গাহিতে জানেন না এই কথা বলিয়া আমাকে গান শুনাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি ভাল গাহিতে না জানিলেও তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। দুই একটী গান তাঁহাকে শুনাইলাম। কি জানি তাঁহার

ক মনের ভাব, সেই দিন অবধি প্রতিদিন তাঁহাকে আবার দুই একটী গান শুনাইতে হইত। মাঝে মাঝে দুই একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধেরও কথা উঠিত। তখন এমন হইয়াছে যে কোনও কার্য্যবশতঃ কোনও দিন দেবেন বাবুর (ডাক্তার) সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তিনি যেমন দুঃখিত হইতেন আমিও তেমনই দুঃখিত হইতাম।

একদিন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম নবদ্বীপের দ্বাদশ মন্দিরের নিকট অগ্নিদাহে বহু গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র প্রাণের ভিতর কিরূপ হইল! ভাবিলাম ডাক্তার বাবুর ডাক্তারখানাতো চালা ঘরে। তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় নাই তো? তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখি তখনও অগ্নি সম্যক্ নির্ব্বাপিত হয় নাই। দেবেন বাবুর ঔষধালয় বহু পূর্ব্বেই ভগ্নাবশেষ হইয়াছে। ইতি।

ক্রমশঃ

ভক্তকৃপাভিক্ষু—শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু।

বেরেলী।

কোন ভক্ত প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর*

প্রশ্ন।

গুরোরভাবে চার্ব্বাঙ্গি গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ।
তদভাবে চ চার্ব্বাঙ্গি গুরুপুত্রং সমর্চ্চয়েৎ॥
তদভাবে বরারোহে গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ।
এষামভাবে চার্ব্বাঙ্গি গুরুগোত্রং প্রপূজয়েৎ॥
তদভাবে বরারোহে তথা মাতামহস্ত চ।
মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েৎ বিধিনামুনা॥

গুরু গীতা।

ঊঢ়া ধৃতা তথা ক্রীতা মূলেন চ সমাহৃতা।
সকৃৎ কামগতা চাপি পত্নধা গুরুযোষিতঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

এবং গোস্বামী প্রভৃতি অনেক সাধু মহান্তেরা বলেন যে গুরুবংশে যদি কেহ কোন পথাচারীও জন্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একান্ত ভক্তিভাবে তাহা সাধন করিলে গুরুরূপী ভগবানের কৃপা হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আবার অনেক মহাত্মা বলেন যে যিনি উপদেশ দিতে সক্ষম এবং যাঁহার প্রতি ভক্তি হয় কুলগুরু ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

এ সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এবং সবিশেষ মীমাংসা করিয়া উপদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

২। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের সংস্রব কি? এবং মৎস্য মাংস আহার করিয়া কৃষ্ণ উপাসনা হয় না এই শাস্ত্রীয় উপদেশের তাৎপর্য্য কি? মৎস্তজীব হিংসা করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু ছাগ মেষ প্রভৃতি জীব হিংসা করিয়া আহার করিতে

* শ্রীশ্রীদেবের লিখিত কাগজের তাড়ার মধ্যে এই "প্রশ্ন ও উত্তর"টী পাওয়া গিয়াছে। ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীশ্রীদেবের কোন ভক্ত পত্রদ্বারা এই প্রশ্ন কয়টার উত্তর চাহিয়াছিলেন, তিনি নিজে উত্তর না লিখিয়া কোন ভক্তদ্বারা উত্তরটী লিখাইয়াছেন। নিং সং।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় দিগের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য্য কি?

৩। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যদি কেহ কৃষ্ণপরায়ণ হন তবে সেই দীক্ষা গ্রহণ করা যায় কি না? শাস্ত্রীয় যুক্তি কি?

শ্রীযুত ভগবতী বাবু প্রভৃতি অনেকেরই নিতান্ত ইচ্ছা যে আপনার জীবনী সংগ্রহকারক কোন ভক্তের দ্বারা জাতি জন্মস্থান প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র কিছু অবগত করান।

উত্তর।

শ্রীশ্রীহরি।

১। মহাশয়! আপনি প্রথম প্রশ্নে গুরু সন্ততিবর্জ্জন নিষেধের যে কয়েকটী শ্লোক দিয়াছেন তদ্দ্বারা ইহা জানা গেল যে গুরু-সন্ততি বা গুরুগোষ্ঠী পরিত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না? এখন বিবেচ্য গুরুপুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র বা গোত্র মধ্যে যদি কেহ গুরুকরণের যোগ্য না হন তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউক। যথা কুলার্ণব তন্ত্রে—

"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারণং।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেন লিপ্যতে॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥
অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েন্নৌ হি ন শিলা তারয়েৎ শিলাং॥
তত্ত্বহীনং গুরুং লব্ধা কেবলং ভবতৎপরঃ।
ইহামুত্রফলং কিঞ্চিন্নাপরো নাপ্নুয়াৎ প্রিয়ে॥

কলাবাগম সম্মতং। এতদ্ প্রমাণানুসারে গুরুকরণের অযোগ্য হইলে গুরুপুত্র পৌত্র দৌহিত্র বা গোত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে আশ্রয় করা যুক্তিযুক্ত। এখানে শাস্ত্রসম্মত গুরুকরণের যোগ্যপাত্র ও লক্ষণ বলা হইতেছে। যথা কুলার্ণব তন্ত্রে,—

"যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিত সদা।
যতি বর্ণাশ্রমী যোগী স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকজুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টপাশা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
পাশবদ্ধঃ পশুজ্ঞেয়ঃ পাশমুক্তো গুরু স্বয়ম্।
তস্মাৎ পাশহরো যস্তু স গুরু পরমো মতঃ॥
যো বেত্তা সচ্চিদানন্দং হরেদিন্দ্রিয়জং সুখম্।
সেব্যাস্তে গুরবঃশিষ্যৈরন্যে ত্যজ্যাঃ প্রতারকাঃ
যঃ প্রসন্নঃ ক্ষণার্দ্ধেন মোক্ষরত্নং প্রযচ্ছতি।
দুর্ল্লভং তং বিজানীয়াৎ ভবসাগরতারকম্॥"
"গুরু যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে।
গুরু তমেব বৃণুয়ান্নাপরং মতিমান্ নরঃ॥"

বিষ্ণু স্মৃতৌ

পরিচর্য্যা যশোলাভ লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্তোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তানলসো গুরুরাহৃত॥

ইত্যাদি লক্ষণ সম্পন্ন যিনি শাস্ত্র মতে তাঁহারই শরণ লওয়া যুক্তিসিদ্ধ। পুনশ্চ গোস্বামী প্রভৃতি সাধু মহান্তেরা আপনাকে বলিয়া থাকেন যে গুরুবংশীয় কোন পশ্বাচারীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে আছে যথা অন্নদা পটলে,

"পশুমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ ন সিধ্যতি কদাচন।"

এ জন্য তাঁহাদের বাক্যের শাস্ত্রসঙ্গত কোন প্রমাণ না পাওয়ায় পশ্বাচারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

—আবার অনেক মহাত্মা বলেন যে যিনি উপদেশ দিতে সক্ষম তাঁহার নিকট মন্ত্র লইবে। একথাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কেননা দীক্ষা দিতে অনেকেই সক্ষম কিন্তু দীক্ষাশক্তিময় করিয়া দীক্ষা দিতে অনেকেই অক্ষম। শুধু মন্ত্রদ্বারা মনের ত্রাণ হয়না। মন্ত্রশক্তিময় কোটি মন্ত্র

যিনি দিতে পারেন তৎপ্রদত্ত মন্ত্রই মনের ত্রাণ করিতে পারে। আর ভক্তি হইলেই কুলগুরু ত্যাগ করিয়া যা'র তা'র নিকট মন্ত্র লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ দেখে শুনে গুরু করাই ব্যবস্থা। আসল কথা এই, যিনি পাপক্ষয়কারিণী দিব্যজ্ঞানপ্রদায়িনী মন্ত্রশক্তি দান করিতে পারেন তাঁহারই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। আর যিনি কেবল গুরুগিরি করিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য উচ্চকুলাভিমানী হইয়া শিষ্যব্যবসা পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা লোকবঞ্চক—নিজেও কোন কালে মুক্ত নহেন, অপরকে মুক্ত করিতে অক্ষম। তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

২। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ সংস্রব আছে এবং এই আহারও এক প্রকার নহে। এবং ধর্ম্মও এক প্রকার নহে। মুখ্যতঃ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ধর্ম্ম ও আহার ত্রিবিধ। সাত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির সাত্বিকী আহারই প্রিয়, রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির রাজসিক আহারই প্রিয় এবং তামসিক ব্যক্তির তামসিক আহারই প্রিয়। আবার তামসিক, রাজসিক হইতে সাত্বিকই শ্রেষ্ঠ এবং তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক হইতে শুদ্ধসত্বই শ্রেষ্ঠ। এই শুদ্ধসত্বভাবই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং এই বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া, মুদ্রা, ভোজন ইত্যাদি সমস্তই শুদ্ধসত্বময়। তখন কি করিয়া হিংসাপূর্ণ মৎস্য মাংস বৈষ্ণবধর্ম্মের আহার্য্য সামগ্রী হইবে? ইহা হইতেই পারেনা। শুদ্ধসত্বময় বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্বময় বস্তুই আহার্য্য। এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়িদিগের মৎস্য মাংসাদি আহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষেধ থাকার ইহাই তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ আহারের সহিত প্রকৃতির অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। যিনি যে জাতীয় আহার প্রিয় তাঁহার প্রকৃতিও সেই জাতীয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত বহু মত আছে। বাহুল্য ভয়ে বিস্তরেন অলম্।

পুনশ্চ যদি কোন গুণাতীত ভক্ত বা সিদ্ধ যোগী বা কোন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহার কোন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করেন তাহা হইলে তাঁহার কোন দোষ হয় না। কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকেন। তাঁহারা কিছু করিয়াও কিছু করেন না, এই এক কারণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা নিত্যমুক্ত হওয়ায় তাঁহারা তেজীয়ান পুরুষ। শাস্ত্র তাঁহাদের সর্ব্বাধিকার ও স্বেচ্ছাচার প্রদান করিয়াছেন। যথা—
"তেজীয়াংসাং ন দোষায় বহ্নে সর্ব্বভুজো যথা"। অতএব তাঁহাদের গুণাতীত ভাব যাঁহারা না বুঝিয়া সংসারাবদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করেন শাস্ত্রমতে তাঁহারা ঘোর পাতকী এবং সেইমত মহাপুরুষদিগকে সংসারী ব্যক্তি কখন চিনিতে সক্ষম হন না। সেই সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সেইসমস্ত মহাপুরুষেরা সংসারে কি ভাবে বিচরণ করেন তাহা শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন' যথা—

"যোগী লোকোপকারায় ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ন কাঙ্ক্ষয়া।
অদন্ গৃহ্নন্ কুলান্ সর্ব্বান্ ক্রীড়েচ্চ পৃথিবীতলে॥

সর্ব্বপায়ী যথা সূর্য্য সর্ব্বভোগী যথানলঃ।
যোগী ভুঙ্‌ক্তাখিলান্ ভোগান্ তথা পাপৈর্নলিপ্যতে॥

সর্ব্বস্পর্শী যথা বায়ু যথাকাশশ্চসর্ব্বগঃ।
সর্ব্বে যথা নদী স্নাতাস্তথা যোগী সদা শুচিঃ॥
যথা গ্রামগতং তোয়ং নদীযুক্তং ভবেৎ শুচিঃ।
তথা ম্লেচ্ছগৃহাদ্যাদি যোগিহস্তগতঃ শুচিঃ॥"

যথা মহানির্ব্বানতন্ত্রে—

"বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশকালতথাবা হ্যন্নমন্ত্রীয়াদবিচারয়ন্॥"

সিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে শাস্ত্র এতদূর স্বেচ্ছাচার প্রদান করিয়াছেন, তাহার মানে, তাঁহারা আকাশবৎ সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রবর্ত্তক বা সাধকশ্রেণীর অন্তর্গত তাঁহাদের ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তদ্ধর্ম্মোপযোগী আহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

৩। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা অভুক্ত যে কোন জাতীই হন তিনি যদি লক্ষণাক্রান্ত যথার্থ কৃষ্ণভক্ত হন তবে তাঁহার নিকট চতুর্ব্বর্ণ ই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বশাস্ত্রেষু দীক্ষিত:।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ণস্যাদ্ বৈষ্ণবো শ্বপচো গুরু:॥"

তথাহি আদি পুরাণে,—

"বৈষ্ণবো পরমারাধ্যো বৈষ্ণবো পরমো গুরু:।"

তথাহি মহাভারতে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ:।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধম:॥"

এতদ্ সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে বহুল প্রকার প্রমাণ আছে, ইচ্ছা হইলে তাহা দর্শন করিতে পারেন।

৪। গুরুমহারাজের জীবনী কোন ভক্ত সংগ্রহ করিতেছেন; তাহা ছাপা হইলে সময় মত জানিতে পারিবেন। ইতি [শ্রী—]

গৌর সন্ন্যাসী কেন ?

এই প্রবন্ধ আরম্ভ করার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যলীলাস্থল পুণ্যভূমি নদীয়া ও নদেবাসী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

সাধারণ-ভাবে আমরা নদীয়া ও নদেবাসী বলিলে বুঝি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি ও সেই স্থানের অধিবাসিগণ, কারণ মহাপ্রভু হইতেই নদীয়া ত্রিলোক-পরিচিত। কিন্তু যদি আমরা সার্ব্বভৌম উদার ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাই যে জগতের প্রত্যেক গৌর ভক্তের হৃদয়ই দিব্য-নদিয়া এবং প্রত্যেক গৌর-ভক্তই দিব্য-নদীয়া-বাসী। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি যত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অর্থাৎ হে নারদ! আমার ভক্ত যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করে, আমি বৈকুণ্ঠ ও যোগীর হৃদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বকও সর্ব্বদা সেই স্থানে অবস্থান করি। তাই বলি যে ভক্তের হৃদয় তন্ত্রীতে সর্ব্বদা সেই সুমধুর গৌর-নামাবলীর আনন্দ-ময় ধ্বনি আনন্দে বাজিতেছে যে ভক্তের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা গৌর-চন্দ্র প্রকাশিত থাকিয়া মধুর নদীয়া-লীলার অভিনয় করিতেছেন সে হৃদয় কি নদীয়া নয়? যেখানে সেই নদীয়াজীবনের নদীয়ালীলার প্রকাশ তাহাই নদীয়া, তাহাই দিব্য-নদীয়া। তাই বলি প্রত্যেক গৌর ভক্তের হৃদয়কেও নদীয়া বলা যাইতে পারে। এবং যে সমস্ত ভক্তের হৃদয়াকাশে নদীয়া-চাঁদের উদয় হইয়াছে তাঁহারা সকলেই নদীয়াবাসী। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নদে-বাসী বলিতে এই বিশ্ববাসী গৌর ভক্তগণকেই বুঝাইবে।

নদেবাসি! প্রাণের নদেবাসি! তোমাদের অন্ধের নয়ন জীবনের জীবন প্রাণাধিক গৌরহরি আজ সন্ন্যাসী কেন, অনুসন্ধান করিয়াছ কি? প্রিয়তম পুত্রের মুখ মলিন দেখিবামাত্র মাতা

পিতা বিষাদের কারণ অনুসন্ধান করেন, প্রিয়তম আত্মীয়ের কোন মনোদুঃখের কারণ হইবামাত্র তাহার প্রিয়তম তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে তাহা উন্মোচনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের জগৎ-প্রিয়তম প্রাণাধিক গৌরহরিকে দীন হীন কাঙ্গালবেশে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া আছ ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভাই নদেবাসি! বেশ ভাল করে অনুসন্ধান কর, তোমাদের এমন সোণার গৌরের সন্ন্যাসের কারণ কি? তোমরা গৌর বিনে জানিনা তোমরা গৌরগত-প্রাণ তোমরা গৌর-সুখে সুখী গৌর-সুখের জন্য তোমরা কি না করিতে পার? তাই তোমা-দিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি গৌর সন্ন্যাসী কেন অনুসন্ধান কর এবং প্রাণপণে তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া গৌর-সুখে সুখী হও। বেশ করে তন্ন তন্ন করে খুজিয়া দেখ তোমাদের গৌরের প্রাণে কি দুঃখ। তোমাদের প্রাণ-গৌরের অমন ভুবন মোহন রূপ দেখিয়া কাহার না প্রাণ মন মুগ্ধ হয়? তোমাদের প্রাণ গৌরকে অমন দীন হীন কাঙ্গাল বেশে দেখলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? তাই ভাই নদেবাসি! নদীয়া-জীবনের সন্ন্যাসের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদের মত বোধ হয় গৌর দুঃখে দুঃখী আর আছে কিনা সন্দেহ, তাই তোমরা প্রাণপণে গৌর-সুখের চেষ্টা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস সেই জন্যই বলি তোমাদের প্রাণ-গৌর যে পন্থাবলম্বনে সুখী হন সেই পন্থানুসরণ করিয়া তোমরাও সুখী হও।

নদেবাসি! আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, দীনহীন কাঙ্গাল প্রবন্ধ-লেখক, তোমাদের প্রাণ-গৌরের সন্ন্যাসের কারণ যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট নিবেদন করি।

শ্রীভগবান তাঁহার নরলীলার কত কত অদ্ভুত অচিন্ত্য লীলারই যে অভিনয় করেন তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীভগবান নিজে আচরণ করিয়া জগতকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম কারণ জীবোদ্ধার, দ্বিতীয় কারণ, কি প্রকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নিত্যপ্রেম লাভ করিতে হয় তাহা জগতকে শিক্ষা প্রদান। অবশ্য ইহা ব্যতীত আরও অনন্ত কারণ রহিয়াছে। তবে আমি উক্ত দুইটী সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিব।

ধর্ম্মসংস্থাপণপূর্ব্বক জীবের দুঃখ মোচনের জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে পরম দয়াল শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ও অদ্যাবধি অবতীর্ণ হইতেছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই। পূর্ণ ব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্রীশ্রীগীতাতেই তাহার প্রমাণ জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে এবং অন্যান্য গ্রন্থাদিতেও আছে। যে যুগে যে ভাবে আসিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে, শ্রীভগবান সেই ভাবে আসিয়াই তাঁহার অলৌকিক লীলাদি করিয়া থাকেন। তবে শ্রীভগবানের পার্থিব লীলার সহিতও কার্য্য কারণের বিশেষ সংযোগ থাকে। শ্রীভগবান স্বয়ং বিধির প্রবর্ত্তক কাজেই সহসা তিনি কোন বিধির লঙ্ঘন করেন না। এবার কলিহত দুর্ব্বল জীবের দুঃখ তাপ হরণ করিবার জন্য শ্রীভগবানের যে যে লীলার অভিনয় করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তিনি যথা নিয়মে যথা সময়ে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন। বাল্য-কালেই কত অলৌকিক লীলার অভিনয় করিলেন, তাঁহার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কত অভিনব লীলার বিকাশ হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার নবদ্বীপ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য জগতে

প্রেম-বিতরণ ও জীবোদ্ধার। কাজেই যথা-সময় সেই লীলার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিহত দুঃখী জীবের জন্য যে গোলোকের ধন হরিনাম আনিয়াছিলেন তাই দুঃখী জীবকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের ভাই নিত্যানন্দ এবং প্রাণসম ভক্ত বৃন্দকে সঙ্গে লইয়া মধুর হরিনাম দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়রে কলির পাষাণ-হৃদয় জীব, ইহাতে তাহাদের প্রাণ গলিল না। তাহারা মধুর হরিনামে মুগ্ধ হইল না। বরং মহাপ্রভুর ভুবন মোহন বেশে তাহাদের ঈর্ষা-ভাব আসিল। তাই প্রভু জীবের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন বেশ আমি দীন হীন কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম করিলেও যদি জীবে হরিনাম করে আমার তাহাতেই পরমানন্দ আমার তাহাতে দুঃখ নাই, আমি তাহাই করিব। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে।

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হাতে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥
ভাল সে আইলাম আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল আইলাম সংহারিতে॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
একগুণ বন্ধ আর হৈল কোটী পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়িগেল অশেষ বন্ধনে॥
ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সর্ব্বজীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখাসূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মত উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলো দেখোঁ কে মোহারে মারে॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস করণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।
এতেক বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমিতো জানহ অবতারের কারণ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড)

লীলাময় শ্রীশ্রীগৌরহরি আজ জীবকে হরিনাম বিলাইবার জন্য দীন হীন কাঙ্গালবেশে সন্ন্যাসী সাজিলেন, জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মধুর "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন, আজ কঠিন কলিজীবের পাষাণ প্রাণ গলিল, আজ জীব হরিনামে মুগ্ধ হইল। আহা! অমন সোণার চাঁদকে দীনহীন কাঙ্গাল বেশে দেখলে কোন পাষাণ হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? মোহমুগ্ধ কলির জীব পূর্ব্বে বুঝিল না এখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ঐ ভুবনমোহন গৌররূপে এবং সেই সুন্দর মুখের মধুর হরিনামে জীব বিভোর হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর আজ বড়ই আনন্দ, দুঃখী জীব হরিনাম করিতেছে; তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া শুনিয়া মহাপ্রভুর পরমানন্দ হইতেছে। এই জন্যই তো তাঁ'র আসা। তাঁহার

সন্ন্যাসে দুঃখ নাই। কলির দুঃখী জীবের মুখে হরিনাম শুনিয়া তাঁ'র সমস্ত দুঃখ দূরে গিয়াছে।

সন্ন্যাসী বেশে এই হ'ল তাঁর জীবোদ্ধার লীলা। পরে তিনি কখনও রাধাভাবে "কোথা প্রাণ বল্লভ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, আবার কখনও বা কৃষ্ণভাবে "রাধে! রাধে!" ব'লে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেন। মহাপ্রভুরমধ্যে রাধাকৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ এই দু'ই মিলিয়াই শ্রীশ্রী মহাপ্রভু কাজেই তাহার মধ্যে উভয় ভাবেরই পূর্ণ বিকাশ হইত। মহাপ্রভু রাধা-ভাবে কৃষ্ণ-বিরহে কোনও সময় এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাষাণে মাথা কুটিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই সমস্ত লীলা দ্বারা জগতকে দেখাইয়াছেন যে সেই ত্রিভুবনপতি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসুন্দরকে লাভ করিতে হইলেই স্ত্রী পুত্রাদি সহ এই মায়াময় বিষয়-বিষে পরিপূরিত সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইতে হইবে। সেই সর্ব্বসারাৎসার জগৎ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে সমস্ত ত্যাগ করিয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া পাগল হইতে হইবে। সাংসারিক কোন আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত সেই প্রাণ-বল্লভকে লাভের সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাস অর্থেই সম্যক্ প্রকার ত্যাগ। মহাপ্রভু তাই স্নেহের জননী স্নেহের ঘরণী প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জগতকে দেখাইলেন যে কোন পন্থাবলম্বনে সেই জগৎ-বল্লভ প্রাণ-কৃষ্ণকে লাভ করা যায় এবং সেই ত্রিভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণই যে জগতের একমাত্র আরাধ্যধন তাহাও জগতকে শিক্ষা দিলেন। এই হ'ল মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দ্বিতীয় কারণ। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীনিবাস হরিদাস আদি যত্তজন।
বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরখে বদন॥
হেনকালে মহাপ্রভু সভা সন্নিধানে।
কহয়ে অন্তর কথা শুনে সর্ব্বজনে॥
ধনজন যৌবন সকল অকারণ।
না ভজিনু সত্যবস্তু কৃষ্ণের চরণ॥
নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া।
না করিনু কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥
সংসারে দুর্লভ এই মানুষ শরীর।
কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারীর॥
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি সুত পিতা মাতা মিছাসব গেহ॥
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর।
কহিল সভামে এই মরম উত্তর॥
(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)

তাই বলি প্রাণের নদেবাসি! এই জগৎ-ভরিয়া কেবল মধুমাখা "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়, হরিনামে জগত মাতোয়ারা হইয়া যায়, কলিহত জীব মধুর হরিনামামৃত পানে, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ লাভ করিয়া শ্রীহরিচরণে আত্মসমর্পণ করে, ইহাই তোমাদের প্রাণ গৌরের ইচ্ছা। এই কার্য্য সাধন জন্তই তোমাদের গৌরের সন্ন্যাসী-বেশ। তোমরা নদেজীবনের প্রিয়তম নদেবাসীগণ যদি প্রাণপণ চেষ্টায় দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হরিসভা, হরিনাম সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠানে ব্রতী হও, যদি হরি নামের বন্যায় ২।১ খানা ক্ষুদ্র পল্লীও ভাসাইতে পার, তা হ'লেই তোমাদের প্রাণ গৌরের অপার আনন্দ হইবে। ঐ দেখ তোমাদের প্রাণ গৌর আড়ালে কেবল তোমাদের মুখ পাণে চেয়ে আছেন, ভাবে বুঝা যায় যেন বলিতেছেন "আমার আদরের নদেবাসি! তোমরা হরিনাম প্রচার কর,

আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি; হরিনামের মধ্যেইতো আমার অপূর্ব্ব বিকাশ। জগত হরিনামে মাতাইয়া দাও। জীবের মুখে হরিনাম শুনিলে আমার বড় আনন্দ হয়।" তাই বলি নদেবাসি! তোমরা হরিনাম প্রচারে ব্রতী হইয়া তোমাদের প্রাণগৌরকে সুখী কর এবং তোমরাও গৌর-সুখে সুখী হও। মধুমাখা হরিনাম বলে জীবের প্রাণ আপনা হইতেই প্রেমরসে আপ্লুত হইবে এবং পরিশেষে সমস্ত সংসারাসক্তি শূন্য হইয়া, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্ত হইবে। কলিহত জীবের সংসারাসক্তি শূন্য হইয়া শ্রীশ্রীহরি মন্দিরে যাইবার পক্ষে মধুর হরিনাম কীর্ত্তনই প্রথম সোপান। এই অসামান্য হরিনাম-বলেই জীব অনায়াসে শ্রীশ্রীনিত্যপাদপদ্ম লাভ করিতে সক্ষম হয়।

প্রাণের গৌর ভক্ত বৃন্দ!

তোমরা প্রাণ গৌরের চির দিনের সঙ্গের সঙ্গী। তোমরা প্রাণে প্রাণে জান যে সেই আনন্দময় শ্রীব্রজধামের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই তোমাদের প্রাণগৌর, তাই তাহাকে মাধুর্য্য ভাবে সম্ভোগ করিতে বড় ভালবাস. তাই তাহাকে সেই ব্রজের যুগলভাবে দেখতে বড় ভালবাস, সেইজন্যই একাধারে রাধাকৃষ্ণ তোমাদের প্রাণ গৌরকে সন্ন্যাসীবেশে দেখলে প্রাণে বড় ব্যথা পাও। ব্যথা পাইবার কথা বটে, কিন্তু উপায় কি? কলিহত জীবের পাষাণ-হৃদয় গলাইতে যে ঐরূপ সন্ন্যাসেরই প্রয়োজন। তাই তোমাদের প্রাণগৌর সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, তোমরা সেজন্য দুঃখিত হইও না। তোমরা তোমাদের হৃদয়-নদীয়াতে দিব্য-আসনে নব নটবর বেশে তোমাদের প্রাণ গৌরকে শ্রীশ্রীলক্ষী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একাসনে বসাইয়া মধুর যুগল রস আস্বাদন করিয়া দিব্যানন্দ লাভ কর এবং জগতে মধুর হরিনাম প্রচারের সহায়তা করিয়া প্রভুর অনুগামী হও। জয়গৌরচন্দ্রের জয়! জয় নদেবাসীর জয়!! জয় গৌর-ভক্ত বৃন্দের জয়!!!

কাঙ্গাল
বিনয়

গোপাল দর্শন।

পরম বৈষ্ণব এক ভকত সুজন।
কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি থাকে নিমগন॥
"শ্রীনিত্যগোপাল" নামে বিগ্রহ বাড়ীতে
প্রেমানন্দে পুজে তাঁ'রে একমন চিতে॥
চন্দন লেপন করি তাঁ'র রাঙ্গা পায়।
পুলকে প্রেমের ভরে মাখে নিজ গায়॥
এমনি করিয়া সাধু কাটায় জীবন;
সহসা ভাবিলা মনে যাবে বৃন্দাবন।
গোপালের সেবাকার্য্য অপরের করে,
সমর্পিয়া, রাখে বলি, বৃন্দাবন তরে;—
ক্ষুন্নমনে বড় সাধে, শ্রীরাধারমণে—
দর্শন করিতে সাধু ছুটি প্রাণপণে,
অবশেষে বৃন্দাবনে হ'য়ে উপনীত;
নিজকে ভাবিল ধন্য, হ'লো মন প্রীত।
স্নানাহ্নিক জপতপ করি সমাপন।
দর্শন করিতে গেল শ্রীরাধারমণ॥
গিয়ে সেথা দেখে হায় একই গোপাল।
ভাবিল, করিল দুঃখ, "হায়রে কপাল,—
এরই তরে এত কষ্ট এত আশা নিয়ে;
আসিলাম গৃহ ফেলে এতদূর দেশে।
হেথায় যাঁহার তরে মোর আগমন।
কই সে কোথায় তাঁ'রে পাব দরশন;
গোপাল কহিল হাসি-"যাও চ'লে ঘরে।
পাইবে দেখিতে মোরে সেথা প্রাণ ভ'রে॥

একই আমি নানা ভাবে থাকি নানা ঘটে
মিছে কেন এথা সেথা আস যাও ছুটে ॥
যেরূপ দেখিতে মোর এসেছ হেথায়।
ঘরে গিয়ে সেইরূপ দেখিবে সেথায়" ॥
বৈষ্ণব আসিয়া ঘরে হেরে চমৎকার।
গোপাল নাহিক হায়, পরিবর্ত্তে তার ;
শ্রীরাধারমণ আসি বাঁশরী ধরিয়া ;
শ্রীরাধারে বামে লয়ে রয়েছে দাঁড়িয়া।
ভক্তবাঞ্ছা ভক্ত ইচ্ছা পুরাবার তরে।
কত নব নিত্য লীলা অনুষ্ঠান করে ॥
ভকতে বুঝিতে পায় অভকতে নয়।
হেন নিত্য ভক্ত প্রতি মতি যেন রয় ॥

নিত্যকৃপাভিক্ষু
"অনন্ত"

শ্রীশ্রীদেবের সেবকগণের প্রতি

নিবেদন।

"শ্রীশ্রীনিত্য-লীলা" (শ্রীশ্রীদেবের সুমধুর নরলীলা) সত্বরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে হইলে ঠাকুরের ভক্তগণের নিকট ঐ সম্বন্ধে যে সকল কড়চা আছে তাহা সত্বর সংগ্রহ করা আবশ্যক। কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের বিষয় যাহা অবগত আছেন তাহা হয় ত' লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ পান নাই। জীবনের স্থিরতা নাই, সুতরাং ভক্তগণের দেহান্তে ঐগুলি সংগ্রহের আর উপায় থাকিবে না। অতএব প্রার্থনা আগামী শ্রীশ্রীজন্মতিথির মধ্যে ভক্তগণ ঠাকুর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সমগ্র লিপিবদ্ধ ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রমে ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। তৎপরে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে উহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। আশা করি, ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

শ্রীনিত্যচরণাশ্রিত
শ্রীসতীশ চন্দ্র সেন।

কৃপাছায়া।

(১)

আজ অষ্টমী তিথি মঙ্গলবার। ইতঃপূর্ব্বেই আমার জ্বর হইয়াছে অদ্যাপি আরোগ্য হয় নাই। রাত্রি প্রায় ৮টা আমি অবসন্ন দেহে ঘরের এক বারান্দায় শুইয়া আছি। এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমার মুখ হইতে বলিলেন "আহা মাটী কি সুন্দর আমার মাটী বড় ভাল লাগে গো আমার মাটী বড় ভাল লাগে"। এই অমৃত-ময় গন্ধর্ব্ব-বিনিন্দিত স্বর যে কত মধুর, কত কোমল এবং কতদূর হৃদয়-গ্রাহী আমি বালক তাহা কিরূপে বর্ণনা করিব। এই মধুর বাণী শ্রবণ-মাত্রই আমার হৃদয়ে এক অভিনব শান্তির সঞ্চার হইল। এই গুরুকৃপারূপ শান্তিই বুঝি নিত্য-শান্তি।

এই শান্তির জন্যই বুঝি সাধক এত ব্যস্ত, এই শান্তির জন্যই বুঝি মহাবীর কবীর প্রভৃতি মহাত্মারা সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন ; এই শান্তির জন্যই বুঝি মানব সংসার ছাড়িয়া

গৈরিক-বস্ত্র-ধারী হয়। এই শান্তির আশায় বুঝি কেহ কেহ এক মনে সদ্‌গুরুর সেবা করে, আবার কেহ কেহ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কিন্তু এ সমস্তই সেই গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই আমি গৈরিক বসন ধারী শ্বেতকায় দীর্ঘ শ্মশ্রু ত্রিশূল-ধারী এক মহ'-পুরুষকে শায়িত অবস্থায় ছায়ারূপে অবলোকন করিলাম; দেখিবামাত্রই আমার অন্তঃকরণ কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। যদিও মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলাম না; তথাপি গুরুবোধে তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সৌম্য মূর্ত্তি বেশীক্ষণ আমার ভাগ্যে দর্শন হয় নাই, দেখিতে দেখিতে উহা যেন কোথায় সরিয়া গেল আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু হায়! এখন আমি বুঝিতেছি যে, শ্রীগুরু জ্ঞানানন্দদেবই আমার প্রতি সদয় হইয়া, আমাকে এক কথায় উপদেশ দিয়া গেলেন যে, মাটীর দেহ শেষে মাটিতে মিশিয়া যাইবে; "তাই আমার মাটি বড় ভাল লাগে" অতএব তুমি এই অনিত্য দেহের বৃথা অহঙ্কার করিও না।

মাটীর এক অ-সাধারণ গুণ এই যে, নির্জ্জনে বৃক্ষচ্ছায়ায় ভূমিতলে বাস করিলেও শ্রীকৃষ্ণপদে দাস্যভক্তি লাভ হয়; তাই যোগী-ঋষিগণ অসার সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে বৃক্ষচ্ছায়ায় ভূমি-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; তাই বলি তুমি তাঁহাদের অনুসরণ কর। ইহাই ছায়ারূপী শ্রীগুরুদেবের উপদেশ।

(২)

মায়ের আজ আবার এক নূতন খেলা। মা সন্তানকে না দেখে থাকতে পারেন না; তাই আজ সন্তানকে দেখতে এসেছেন। মা তাঁর শিশু সন্তানকে নানারূপ খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখেন; কিন্তু যখন সন্তান খেলনা ফেলিয়া মা, মা, বলিয়া কাতরোক্তিতে কান্না আরম্ভ করে, তখন মায়ের সাধ্য কি যে সন্তানকে না দেখে থাকতে পারেন? সেইরূপ জগৎ-জননী মা জগদম্বা পৃথিবীস্থ তাঁহার ত্রিগুণাত্মক সন্তানদিগকে ভোগৈশ্বর্য্যরূপ নানাবিধ খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন কিন্তু যখন মায়ের এই ত্রিগুণাত্মক সন্তান মা, মা, বলে ক্রন্দন আরম্ভ করে, তখন মায়ের সাধ্য কি যে না এসে থাকতে পারেন। সন্তানের কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা দেখিলে মাতা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করেন। তাই বুঝি মা জগদম্বা আজ সন্তানের কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া তাহাকে বিশ্ব-বিমোহিনীরূপে স্বপ্ন যোগে দেখা দিয়া গেলেন।

আজ কৃষ্ণ পক্ষের ৫মী তিথি বেশ অন্ধকারও আছে। বর্ষার ঘনঘটায় জগৎ যেন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিক স্তব্ধ। আমি যেন দুইজন সহচরের সঙ্গে এক নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ একটী সুন্দরী বালিকা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। অনুমান তাহার বয়স ৪ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার বয়স বেশী না হইলেও মুখের সুন্দর হাসি যেন শরৎ-কালীন ফুটন্ত কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গের অনুপম লাবণ্য ও হাসিমাখা "গৌর গৌর" উচ্চারিত মুখ কমল দর্শনে আমরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। তাহার সেই মধুমাখা কথায় আমার মনে ভক্তির সঞ্চার হইল এবং যেন জগতকে ভুলিয়া মা, মা বলিতে বলিতে তাঁহাকে কোলে লইলাম। তৎপরে মায়ের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া কতইনা মা, মা বলিয়া কাঁদিলাম; কিন্তু মায়ের মুখে আর ত কোন

কথাই নাই। কেবল শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুনির্ম্মল হাসি।

মায়ের এই জগৎ-ভোলান মূর্ত্তি আমি বেশীক্ষণ দেখিতে পাই নাই। দেখিতে দেখিতে উহা যেন বায়ুতে লীন হইয়া গেল। আমি তখন মা, মা বলিয়া কতই না কাঁদিলাম, কিন্তু কৈ মা ত' আর আসিলেন না। মায়ের এই আনন্দময়ী মূর্ত্তির সন্দর্শনে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু আমি মায়ের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মূর্ত্তির সন্দর্শন-লালসায় লালায়িত হইয়া পুনরায় ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম।

আহা মায়ের লীলা বুঝা ভার। পুনঃ সেই মূর্ত্তি, মা যেন এবার কতই ক্ষুধার্ত্ত; মা আজ দীনের ঘরে দীনতা দেখাতে আসিয়াছেন। আমি মায়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ আমার সাধ্যমত উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া দিলাম; মাতা ও তাহা খাইলেন। এক্ষণে আমি আবার কাঁদিতে লাগিলাম, কিন্তু কি জন্য যে কাদিলাম তাহা জানি না। এত কান্নাতেও কিন্তু মায়ের মুখে একটীও কথা নাই; কেবল সেই পূর্ব্বের মত মধুর হাসি। দেখিতে দেখিতে মাতা যেন আমাকে এক ঘোর অন্ধকারময় অরণ্য মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে আমি যেন ভয়বিহ্বল হইয়া আরও কাঁদিতে লাগিলাম। দেখ মায়ের কি দয়া, সন্তানের কান্নায় মা আর যাইতে পারিলেন না; যেন নিকটেই বসিয়া রহিলেন। আহা মায়ের আমার কি অসীম দয়া। যাকে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন মাতা তাহাকে সেই রূপেই দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে ডাকার মত ডাকতে হবে নতুবা তিনি মুখ তুলে চাইবেন না; অতএব তাঁহাকে ডাকতে হ'লে ডাকার মত ডাকাই উচিত। যদি কেহ মা জগদম্বার কৃপা পাত্র হইতে ইচ্ছা কর তবে এই বেলা সময় থাকিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক নিয়ত মা, মা বলিয়া ডাক; তাহা হইলে দেখিবে তিনি অনতিবিলম্বে তোমার সর্ব্বদুঃখের অন্ত করিবেন। মায়ের এইরূপ কৃপা পাত্র হইতে হইলে আত্ম-সংযম পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

একটি বালকের লেখা।

নিত্যলীলা।

(১)

শ্রীশ্রীদেব শ্রীধাম নবদ্বীপ বিহারকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত গৃহাশ্রমী একটি সেবক * কাতরপ্রাণে একদিন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন যে তিনি কামের উৎপীড়নে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছেন, ঠাকুর দয়া করিয়া তাঁহার কাম-বৃত্তি লোপ করিয়া দিন। করুণাময় একটু হাসিয়া বলিলেন "তোমরা কি ভক্ত-বংশ লোপ করিতে চাও?" ভক্তটি নিরুত্তর। কালক্রমে এই ভক্তটির একটি কঠিন রোগ হয়। রোগের অবস্থা বিবেচনায় স্ত্রী-সহবাস তাঁহার শরীরের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সেবকটি আবার ঠাকুরের নিকট সেই পূর্ব্ব প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইলেন; এবার ঠাকুর ভক্তটিকে মৌখিক বেশী কিছু বলিলেন না। রাত্রিযোগে ভক্তটি স্বপ্ন দেখিলেন যে ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার লিঙ্গ-চ্ছেদ করিয়া দিলেন। তার পর দিন হইতে ভক্তটির স্ত্রী-সহবাস প্রবৃত্তি

* বিশেষ কোণ কারণে ভক্তটির নাম উল্লেখ করা হইলনা। ঠাকুরের ভক্তগণ কৌতূহল বোধ করিলে এই লেখকের নিকট গোপনে ঐ ভক্তটীর নাম জানিতে পারেন।

লোপ হইয়া গেল। তিনি বিবাহিতা ধর্ম্ম পত্নীর সহিত একত্রে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেম-সম্বন্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধন্য, ধন্য, ধন্য মদনমোহন! ধন্য তোমার শ্রীচরণ মধুকর॥

(২)

ঠাকুরের অপর একটী ভক্ত নবীনচন্দ্র সেন কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে কাজ করিতেন। অবসর সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। এই সেবকটি একটী কঠিন পীড়ায় অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট রোগ-যন্ত্রণার কথাও নিবেদন করিতেন। ঠাকুর রোগাদি ভোগদ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়, জীবের অহঙ্কার নষ্ট হয়, ইত্যাদি নানা উপদেশে সেবকটিকে আশ্বস্ত করিতেন। পরিশেষে একদিন তিনি রোগ-যন্ত্রণায় একেবারে অধীর হইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া আরোগ্য কামনা করেন। ভক্তের কষ্টে ঠাকুরটীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অল্প দিন মধ্যে নবীনবাবু রোগমুক্ত হইলেন, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! দয়ালের শিরোমণি ভক্তের প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্য-গোপালের নবনীত সুকোমল দেহে ঐ রোগ দেখা দিল। ঠাকুর আমার সারা জীবন ঐ রোগটী ভোগ করিয়াছিলেন। মনরে! এমন দয়াল কতজন দেখিয়াছ?

(৩)

ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-আশ্রমে। সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ শ্রীচরণ দর্শন পান এবং ঠাকুরের সমক্ষে মধুর মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া আনন্দময়ের সঙ্গে পরম আনন্দ সম্ভোগ করেন। সঙ্কীর্ত্তন শেষে সমাধি-অবসান অবস্থায় ভাব-মদিরা জড়িত রসনায় অপূর্ব্ব সুমধুর ভাষায় ঠাকুর কত কি বলেন আর ভক্তগণ তৃষিত-চাতক-সদৃশ সেই বচনসুধা পান করেন। ভাবের আবেশে ঠাকুর কত কি তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন, কখন কখন অলক্ষিতে আপনার স্বরূপ বর্ণনাও করিয়া ফেলেন, আবার পরক্ষণে যেন মহা-অপরাধীর ন্যায় সাবধান হইয়া ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাকুর! তুমি লুকা'বে কাহাদের নিকট? যাহারা তোমার 'নয়ন' দেখিয়াই চিনিতে পারে তাহাদের কাছে তুমি লুকাইতে চাও কোন সাহসে? তুমিই তো বলিয়াছ "স্বামী যত ছদ্মবেশেই থাকুন না পতিব্রতা কুলকামিনী তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারে।" যে দিনকার কথা বলিতেছি ঐ দিন সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনানন্দের অবসানে ঠাকুর স্থায়ীভাবে অবস্থিত হইলে পর ভক্তবর কালিদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় দাদার সহিত ঠাকুরের আলাপ হইতে লাগিল। বহুবিধ প্রসঙ্গের পর ঠাকুর বলিলেন "কম্পাসের কাঁটা ঠিক থাকিলে আর জাহাজের জন্য ভাবনা নাই। কালিদাস বাবু বলিয়া উঠিলেন "তাও যে থাকিতেছে না—কম্পাসের কাঁটাও যে নির্দ্দিষ্ট-মুখে থাকেনা।" ঠাকুর প্রভূত সাহস দিয়া মহা গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন "না থাকে না থাক, নৌকা যেখানে ইচ্ছা যাক, ভয় নাই, মাজি শক্ত আছে।"

করুণাময় নিত্যভক্তবৃন্দ! তোমরা সকলেই এক এক খানি জাহাজ। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ক্ষুদ্র তরণীখানি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারে।

নিবিড় বন-প্রান্তরের অতি গুপ্তস্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজের মকরন্দ সম্ভোগ করিয়া মধুকরগণ যখন কার্য্যান্তরে ভ্রমণ করে তখন সুমধুর গুণগুন রবে মধু সম্ভোগ-কাহিনী-কীর্ত্তন-ছলে বুঝি জগৎবাসীকে সেই নিভৃত আনন্দ সম্ভোগের সংবাদ দিয়া বেড়ায়। শ্রীনিত্যচরণ-মধুকরগণও আনন্দময়ের সহবাসে আনন্দ সম্ভোগান্তে কার্য্যান্তরে বিচরণ-কালে নদীয়া-

বাসীকে এই অপূর্ব্ব বস্তুটির সন্ধান দিয়া বেড়াইতেন। ঠাকুর কিন্তু তৎকালে সমস্ত সেবকের এই অভ্যাসটি ভাল বাসিতেন না। তিনি নিষেধ করিয়া বলিতেন "আমাকে লইয়া ফিরি করিও না।" একদিন এই লেখক তাঁহার কোন মিত্রকে ঐ "চিনির পাহাড়ের" সংবাদ দেয়। মিত্রটি কি জানি দুর্ভাগ্যে অথবা লীলা-ময়ের কোন অজানিত লীলা-রহস্যে এই সংবাদের অসদ্ব্যবহার করেন অর্থাৎ যেরূপ অকপট দীনতা ও ভক্তিভাবে মহাপুরুষ দর্শনে যাওয়া বিধি আছে তাহার অতিক্রম করিয়া একটু উদ্ধতভাব অবলম্বন করিয়া ঠাকুরের দর্শন কামনা করেন এবং সেই উপলক্ষে বিরক্তি প্রকাশ করিতেও ক্রটী করেন নাই। সেই হইতে বহির্জগতে ঠাকুরের সংবাদ দিতে আমাকে নিষেধ করিয়া (কোন ভক্ত মুখে) আমাকে এমন সাবধান করিয়া দেন যে আমি সেই হইতে ঠাকুরের বর্ত্তমান পার্থিবী লীলা-দেহে অবস্থান-কালে আর কাহারও নিকটে ঠাকুরের কথা আলোচনায় সাহস পাই নাই! ঐ মিত্রটি কিছু সাধনা-গর্ব্বী। ঐ উপলক্ষে তিনি আমার উপর রুষ্ট হইয়া ঠাকুর দত্ত আমার তাৎকালীন দীনতার সুযোগ অবলম্বন করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া ছিলেন যে তিনি (মিত্রটী) "আমার ভক্তি শোষণ করিয়া লইবেন"। ঠাকুর আমার উহা শুনিয়া ও আমাকে শঙ্কিত মনে করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন বটে? এবড় কঠিন ঠাঁই, তা যেন মনে করেন না। ইত্যাদি।" অর্থাৎ এখানে সে বুজরুকি চলিবেনা।

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।
ভক্তি ভিক্ষু

পিলু—ঝাঁপতাল।

সহস্রদল-কমলে দিব্যজ্যোতিঃ অভ্যন্তর,
রাজে গুরু জ্ঞানানন্দ, পদ্মাসনে কি সুন্দর॥
দলে দলে ভক্তগণ, চারিদিকে শোভমান,
তারকা বেষ্টিত যেন, অকলঙ্ক সুধাকর॥
তপত কাঞ্চন-কায়, পদনখে চন্দ্রোদয়,
কটিপরে শোভা পায় কিবা গৈরিক অম্বর॥
পরিসর হিয়ামাঝে, মালতীর মালা সাজে,
মৃণাল-নিন্দিত ভুজে, স্থিতরে অভয় বর॥
সকরুণ সুধাভাষ, বিম্বাধরে মৃদু হাস,
কুন্দ ফুল-সুসদৃশ, দশন সুমনোহর॥
নাসা তিল ফুল যেন, পদ্ম পলাশলোচন,
স্নেহ দৃষ্টি মনোরম, ঢালে শান্তি অনিবার॥
ঢল ঢল শ্রীবদন, প্রফুল্ল কমল যেন,
সে মধু করিতে পান, পিয়াসী আঁখি ভ্রমর॥

ওঁ তৎসৎ। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, ফাল্গুন। } ২য় সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর।

(ক)

অনলের নির্ব্বাণ না হইলে অনলের দাহিকাশক্তিরও নির্ব্বাণ হইতে পারে না। অনল থাকিতে তাহার দাহিকাশক্তির নির্ব্বাণ হয় না। পরমেশ্বর থাকিতে পরমেশ্বরের শক্তির ধ্বংশ হইতে পারে না। পরমেশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে পরমেশ্বরের শক্তির অস্তিত্ব গ্রথিত। পরমেশ্বরও নিত্য, তাঁহার শক্তিও নিত্য। ১

সত্ব, রজঃ, তমঃগুণ যাঁহার সম্পূর্ণ অধীন তিনিই ঈশ্বর। ২

যিনি ঈশ্বর তিনিই ঈশ্বরী। একরূপে তিনিই পুরুষ, একরূপে তিনিই প্রকৃতি। ৩

ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয়। তিনি পূর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট। ৪

ঈশ্বর কোন কালে বদ্ধও ন'ন্, তিনি কোন কালে মুক্তও ন'ন্। অথচ তিনি স্বেচ্ছায় বদ্ধ হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। তিনি স্বেচ্ছায় মুক্ত থাকিলেও তাঁহার কোন লাভ নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবেও লিপ্তের ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। ৫

ঈশ্বর নিত্য। তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই। সময়ে সময়ে তিনি দেহ ধারণও করেন, সময়ে সময়ে তিনি দেহ ত্যাগও করেন। ৬

ঈশ্বর এবং ঈশাতে কোন প্রভেদ নাই। ঈশ্বরই জীবের শিক্ষার জন্য ঈশারূপে পুত্রভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঈশা স্বয়ং বাইবেলে বলিয়াছেন, "I and my father are one। ৭

পঙ্কে পঙ্কজ হয়। অথচ রূপগুণে পঙ্ক আর পঙ্কজ সমান নয়। ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরের সমস্ত গুণ সৃষ্টিতে আছে, বলিতে পার না। ঈশ্বর নিত্য বলিয়া সৃষ্টিও নিত্য বলা সঙ্গত নয়। ৮

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। সৃষ্টি তাঁহার শক্তির পরিচায়ক। ৯

যাঁহার কোন অভাব নাই তিনিই ঈশ্বর। যাঁহার কোন অভাব আছে তিনি জীব। ১০

সমস্ত ধন যাঁহার তিনিই পূর্ণধনী। সমস্ত ধন ঈশ্বরের। ঈশ্বরই পূর্ণ ধনী। ১১

ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বর সাকার। ঈশ্বর মূর্ত্তিপ্রতিমূর্ত্তিতে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী। ১২

আমি এইরূপ সম্বরণ করিয়া অন্যরূপ হইতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর একরূপ সম্বরণ করিয়া অনন্তরূপ ধারণ করিতে পারেন। ১৩

এক ভাব বহু ভাষায় ব্যক্ত করিলে বহু হয় না। ঈশ্বর অনন্ত রূপ ধারণ করিলেও তাঁহাকে এক ভিন্ন বহু বলি না। ১৪

এক সংস্কৃত ভাষায় কত কথা আছে। এক ঈশ্বরে কত শক্তি আছেন। ১৫

আমি এখন সাকার। এই জন্য আমাকে স্নেহ যত্ন করিতে পারিতেছ। যখন কেবল নিরাকার রহিব তখন আর আমাকে স্নেহযত্ন করিতে সক্ষম হইবে না। ঈশ্বর সাকার হইলে তাঁহার পূজা করা যায়। ১৬

তোমার সামগ্রীর উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। তোমার সামগ্রী তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার। সকলেই ঈশ্বরের। তাঁহার যাহাকে যাহা ইচ্ছা করিবেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিবার কাহারো অধিকার নাই। ১৭

সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকে জানাও সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাকে দর্শনস্পর্শন করিতে না পারিলে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয় না, তাঁহাকে শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা সম্ভোগ করিতে না পারিলে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয় না। ১৮

সচ্চিদানন্দ নারায়ণ। তিনি সূর্য্যের কারণ কারণ-সূর্য্য, তিনি আকাশের কারণ কারণাকাশ, তিনি বায়ুর কারণ কারণ-বায়ু, তিনি অগ্নির কারণ কারণাগ্নি, তিনি বারির কারণ কারণ-বারি, তিনি পৃথিবীর কারণ কারণ-পৃথিবী। ১৯

জিহ্বা ব্যতীত কথা কহা যায় না। জিহ্বা হইতে বাক্-শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। বাইবেলের মতে ঈশ্বর ইব্রাহিম এবং মহাত্মা মুশার সহিত কথা কহিয়াছিলেন বাইবেলের মতেও ঈশ্বর সাকার। ২০

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী অথচ অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি গুপ্ত রহিয়াছেন। জ্ঞানীর পক্ষে তিনি ব্যক্ত। ২১

যাঁহার শক্তি আছে তিনি শক্তিমান। শক্তিমান যদি না থাকিতেন তাহা হইলে কেবল শক্তিদ্বারা কোন কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইত না। শক্তিমান অভাবে শক্তিও থাকিতে পারেন না, আর শক্তির অভাবেও শক্তিমান থাকিতে পারেন না। 'অগ্নির অভাবে দাহিকা শক্তি থাকিতে পারে না এবং দাহিকাশক্তির অভাবেও অগ্নি থাকিতে পারে না। ২২

সচ্চিদানন্দের নানা শক্তি প্রভাবে নানা কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাঁহাতে নানা কার্য্যকারিণী শক্তি আছে বলিয়া তিনি সগুণ-সক্রিয়। তাঁহার কোন শক্তি না থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারিত। ২৩

পরমেশ্বরের অতুল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে যাহা ছিল না তাহা হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা আবার নাশও করিতে পারেন। অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার আর নাশও না হইতে পারে। দীপশলাকা দাহ্য পদার্থ। অথচ কেমন প্রচ্ছন্নভাবে তাহাতে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বিজ্ঞানবলে, যাহা অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, তাহাও সম্ভববোধ হইতেছে। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি অতি পাষণ্ড-হৃদয়েও ভক্তি প্রেরণা করিতে পারেন। ২৪

ঈশ্বর যেমন বহু ন'ন্ তদ্রূপ তাঁহার ধর্ম্মও বহু নয়। ২৫

অনেককে এক জীব করিতে পারে না। অনেককে এক করিবার ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে। ২৬

ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে অন্ধকারকে আলোক করিতে পারেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অনৈক্য ঐক্য হয়। ২৭

ভগবান কখনই অজ্ঞান হন না। তিনি নিত্যজ্ঞানী। তাঁহার নিত্যজ্ঞান। ২৮

যিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তিনি কল্পতরু নন্ কি প্রকারে বলিব? ২৯

স্বার্থ ব্যতীত জীবজন্তুরা কোন কার্য্যই করিতে পারে না। ভগবানের সমস্ত কার্য্যই নিঃস্বার্থপূর্ণ। ৩০

ছোট চক্‌মকির পাথরেও যে আগুন আছে তাহার এক কণাতে কত কত দেশ, কত কত নগর, কত কত গ্রাম ও পল্লী দাহ হইতে পারে। ক্ষুদ্রদেহধারী ভগবানের অতি অল্পমাত্র শক্তিতে কত কত মহাপাপীর মহাপাপ সকল ভস্মীভূত হইতে পারে। ৩১

মুসলমান সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল চন্দ্রমাস্বরূপ মহাপুরুষ জনিদকে ঈশ্বর কুকুররূপে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতেও ঈশ্বর নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ৩২

ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর নন্। ৩৩

ঈশ্বর অজড় এবং অশক্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। ৩৪

যিনি কাহারো অধীন নন্ তিনিই প্রভু। ঈশ্বরই সকলের প্রভু। সকলে তাঁহার দাস। ৩৫

ঈশ্বর প্রভু, তাঁহার দাস কি প্রকারে প্রভু হইবে? ঈশ্বর কাহারো অধীন নহেন। তাঁহার দাস তাঁহার অধীন। ৩৬

ঈশ্বর অর্থে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ঐশ্বর্য্যেরই অপর নাম বিভূতি দেওয়া যায়। ৩৭

ঐ অগ্নিতে যত প্রকার বর্ণের দাহ্য চূর্ণ নিক্ষিপ্ত হইবে তুমি অগ্নির তত প্রকার রূপ দেখিবে। একেশ্বরে বহুরূপের প্রকাশ ঐ প্রকারে হয়। ৩৮

নরের পঞ্জর হইতে যিনি নারী সৃষ্টি করিতে পারেন তিনি নররূপ ধারণ করিতেও পারেন। ৩৯

কাহারো পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পুত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের মৃত্যু হইলে আর তাহাকে তিনি রক্ষা এবং প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন না। প্রকৃত রক্ষক এবং প্রতিপালক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। ৪০

তোমার মূর্ত্তিও তুমি নও, তোমার প্রতিমূর্ত্তিও তুমি নও। ঈশ্বরের মূর্ত্তিও ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিও ঈশ্বর নন্ অথচ তিনি মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তিতেও আছেন। ৪১

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই অসংস্কৃত নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল কথাই সংস্কৃত কথা। ৪২

অন্ধকারও সৃষ্ট। সেইজন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারও ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ছিলেন। ৪৩

ঈশ্বর সগুণ এবং সক্রিয়। নিরীশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। ৪৪

ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের ঐশ্বর্য্য নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্যে জীব ঐশ্বর্য্যবান। ৪৫

যে পরমেশ্বর সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে সাকার হইতেও পারেন, নিরাকার হইতেও পারেন। ৪৬

ভগবান শ্রেষ্ঠ সাধুদিগকে দর্শন দিবার জন্য সাকার হইয়া থাকেন। ৪৭

ঐ অগ্নিতে পর্য্যায়ক্রমে নানাবর্ণের দাহচূর্ণ নিক্ষিপ্ত হইলে একই অগ্নির নানারূপ দেখ অথচ অগ্নি তজ্জন্য নিরগ্নি হয় না। এক ঈশ্বরে বহুরূপের বিকাশ হইলে ঈশ্বর কখন অনীশ্বর হইয়া যান না। তজ্জন্য ঈশ্বর বহুও হন না আর্য্যদিগের Pantheism বুঝিতে হইলে উক্ত উদাহরণে বেশ বুঝা যায়। ৪৮

ঈশ্বর নিজ সৃজনী-শক্তি প্রভাবে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমস্ত সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন এরূপ বিবেচনা করিও না। এখনো পর্য্যন্ত তিনি কত সৃষ্টি করিতেছেন। পরেও করিবেন। ৪৯

সন্ন্যাস।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতানুসারে বানপ্রস্থাশ্রমের পরবর্ত্তী যে আশ্রম, সেই আশ্রমকেই অনেক শাস্ত্রে চতুর্থ আশ্রম বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উক্ত আশ্রমের নাম সন্ন্যাসাশ্রম দেওয়া হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ঐ প্রকার আশ্রমাবলম্বীকে 'যতি' বলা যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ঐ প্রকার যতিকে দণ্ডী হইতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে এক-দণ্ডী হইবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহার মতে ত্রিদণ্ডী হইতে হয়। তাঁহার মতে ত্রিদণ্ডীকে কমণ্ডলু ধারণও করিতে হয়। তবে ঐ প্রকারে ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ বিধি-অনুসারেই করিতে হয়। যেহেতু কোন প্রকার অবৈধ কার্য্যই কোন স্মৃতিসম্মত নহে। বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিয়মপূর্ব্বক প্রাজাপত্য-যজ্ঞাচরণ করিতে হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেই প্রব্রজ্যা-গ্রহণোদ্যত মহাত্মার সর্ব্বযজ্ঞেরই পরিসমাপ্তি হয়। তখন তিনি আপনাতেই সর্ব্বপ্রকার অগ্নি আরোপ করেন। তৎপরে তিনি প্রব্রজ্যা-গ্রহণান্তর জ্ঞানযজ্ঞেরই অধিকারী হন। সে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার ভৌতিকাগ্নির প্রয়োজন হয় না। সে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥"

সেই জ্ঞানযজ্ঞে যাজ্ঞিক যিনি, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হইয়াছে।

তিনিই প্রকৃত পণ্ডাসম্পন্ন হইয়াছেন। তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। তাঁহারই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-বিভায় দিঙ্‌মণ্ডল বিভাসিত। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের লক্ষণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে নিহিত আছে। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের বিষয়ই শ্রীভগবান এই প্রকারে নরনারায়ণ শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছিলেন,—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"

ঐ প্রকার পণ্ডিত যিনি, তিনিই অভেদদর্শী, তিনিই অভেদজ্ঞানী। তাঁহার মতন সুধী পাণ্ডিত মহাত্মাগণ সম্বন্ধেই পুনর্ব্বার গীতানুসারে বলা যাইতে পারে,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

তাঁহার যে পণ্ডিত উপাধি তাহা 'পণ্ডা' শব্দ হইতে নহে। যাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও আত্মজ্ঞান হয় নাই, অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই, তাঁহার যে পাণ্ডিত উপাধি তাহা 'পণ্ড' শব্দ হইতেই হইয়াছে। যে হেতু তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। কেবলমাত্র কোন শাস্ত্রের শব্দ সকলের অর্থ জানিলেই সেই শাস্ত্রজ্ঞান হয় না। সেই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বোধ না হইলে যথার্থ সেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করা হয় না। যাঁহার প্রত্যেক শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞানী, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রী। তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রের যে পরস্পর 'ঐক্য' আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিনি সেই ঐক্য যাঁহার বিষয়ে, তাঁহাকেও বুঝিয়াছেন। অতএব তিনি ছিন্নসংশয় হইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে বিবেক যাহা, তাহা তাঁহার লাভ হইয়াছে। অতএব তাঁহার মূর্খতাও অপসৃত হইয়াছে। যতদিন না 'সৎ' সচ্চিদানন্দ এবং সেই সচ্চিদানন্দ ব্যতীত সমস্তই অসৎ বোধ হয় ততদিন মূর্খতাও থাকে। যদ্যপি কোন সংস্কৃত ভাষাবিৎ সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থেরই ভাষার অর্থ করিতে পারেন, শিবাবতার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে তাঁহাকেও অমূর্খ বলা যায় না। যেহেতু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে সংস্কৃতভাষাবিৎ অমূর্খ বা পণ্ডিত নহেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে বিবেকসম্পন্ন যিনি তিনিই অমূর্খ, তিনিই পণ্ডিত। কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের কোন শিষ্য শঙ্করাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মূর্খোঽস্ত কঃ?" সেই জিজ্ঞাসক শিষ্যকে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যস্তু বিবেকবিহীনঃ।" কিন্তু তিনি স্বীয় শিষ্যকে বলেন নাই যে সংস্কৃত ভাষা যিনি জানেন না, তিনিই মূর্খ বা অপণ্ডিত। পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বিবেকীই অমূর্খ, বিবেকীই পণ্ডিত। বিবেকসম্পন্ন যে পণ্ডিত, তাঁহার অজ্ঞানের সঙ্গে সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার ভাস্বরজ্ঞানালোকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।

মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি হইতে থাকিলে, তজ্জন্য অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, সেই অধর্ম্মের রোধ জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি অধর্ম্মের রোধ করিলে, আর ধর্ম্মের গ্লানি হইতে পারে না। তখন ধর্ম্মেরই অভ্যুত্থান হইতে থাকে। ধর্ম্মের সেই প্রকার অভ্যুত্থান অবতীর্ণ-ভগবান কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। তিনিই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অতএব ভগবান যখনই জগতে অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপেও পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্মেরই লোপ করেন নাই। সেইজন্যই শ্রীবেদব্যাসের অবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম।"

আর্য্যদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সে সমস্ত ধর্ম্মও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যদিগের লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারেও পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালিক বিকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অবিকৃতরূপে পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লুপ্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্মকেও পুনর্জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন সন্ন্যাসধর্ম্মে যে বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহারও বিশেষ সংশোধন করিয়াছিলেন। এই কলিকালে সেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের যে প্রকারে সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য, তিনি সেই ধর্ম্মকে সেই প্রকারেই সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ভ্রান্তলোকেরই ধারণা, যে কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই। সেই সকল লোকের প্রবোধ জন্যই স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানও এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলিকালেও যে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে, তাহা তিনি নিজে সন্ন্যাসী হইয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। যদ্যপি এই কলিকালেও সন্ন্যাস গ্রহণ না হইতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান কখনই এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইতেন না। কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে, শ্রীবলদেবের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইতেন না। কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী সন্ন্যাসী হইতেন না, এই কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে মহাপুরুষ ঈশ্বরপুরী, মহাত্মা কেশব ভারতী, রামচন্দ্রপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী এবং ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসী হইতেন না। তাহা হইলে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিশ্বরূপ-ভগবান শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া এই কলিকালেই অনন্তপথের পথিক হইতেন না। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণাদি মতে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য পরমেশ্বর শিবের অবতার। শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থানুসারে শ্রীশঙ্করাচার্য্য শিবাবতার। তাঁহাকে পরমশিবও বলা হইত। অদ্ভুত আত্মজ্ঞান জন্য, অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য জন্য, তাঁহার অবতার কালে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে পরম পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সনাতন সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাবলে 'মণ্ডন' পরে সুরেশ্বরাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সুরেশ্বরাচার্য্যের বেদান্তবার্ত্তিক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতিভা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার উজ্জ্বল আত্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন। সুবিখ্যাত সুরেশ্বরাচার্য্য ব্যতীত ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য অনেক শিষ্য ছিলেন। সে সকলের মধ্যে সনন্দন বা পদ্মপাদই সর্ব্বপ্রধান। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে তিনিই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য। তিনি শঙ্করস্বামী কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থমধ্যে

তাঁহার গুরুভক্তির বিশেষ বিবরণ আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং শঙ্করদিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে তাঁহাকেও শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার বলা হইতে পারে। তাঁহার স্বীয় গুরু ভগবান শ্রীশঙ্করানন্দ স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং একান্ত নির্ভর ছিল। অনেক গ্রন্থে সুরেশ্বর আচার্য্যাপেক্ষাও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থানুসারে সুরেশ্বরাচার্য্যকে ভগবান ব্রহ্মার অবতার বলা যাইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের 'তোটক' নামে যে শিষ্য ছিলেন, তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পুরীদিগের আদি পুরুষ। তিনিই সারদামঠের আদি 'মোহান্ত' ছিলেন। অনেক দশনামী সন্ন্যাসীর মতে তাঁহারও একনাম 'শঙ্কর' ছিল। সেইজন্য অনেকে বলেন অদ্যাপি সারদামঠের যখন যিনি মোহান্ত হন, তখন তিনিও ঐ শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রবাদবাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শিষ্য তোটককে যে সময়ে আত্মবিদ্যাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি তৎসঙ্গে স্বীয় নামও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য অদ্যাপি তন্মতাবলম্বীদিগের মধ্যে, যিনি নিজ যোগ্যতা দ্বারা প্রসিদ্ধ সারদামঠের মোহান্ত হন, তিনিও শঙ্করাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রাচীন প্রথানুসারে কথিত সারদামঠের বর্ত্তমান মোহান্তরাজের নামও শঙ্করাচার্য্য। তিনিও এই কলিকালের সন্ন্যাসী। তিনি পাণ্ডিত্য জন্যও বিখ্যাত। তাঁহারও অনেক সন্ন্যাসী শিষ্য আছে। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলেই এই শ্রীধাম হইতে জগজ্জ্যোতিঃ উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন। তিনি অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য উপাধি সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন দশনামীসন্ন্যাসীসম্প্রদায়ান্তর্গত সারদামঠের মোহান্ত তদ্রূপ ঐ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সমস্ত মঠের প্রত্যেক মঠেও মোহান্ত সকল আছেন। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মোহান্তই সন্ন্যাসী। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই কলিকালের সন্ন্যাসী। তাঁহাদের প্রায় সমস্ত শিষ্যেরই সন্ন্যাস ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের সমস্ত শিষ্যই অবশ্যই কলিকালেই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মোহান্ত-মহারাজদিগের সন্ন্যাসীশিষ্যসকল ব্যতীত সেই সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসীর অনেক সন্ন্যাসীশিষ্যসকলও আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তোটক, পদ্মপাদ এবং মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য্য ব্যতীত ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অপর একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই নাম 'হস্তামলক'। হস্তামলকও এই কলিকালে শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যতীত ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য বহু সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে ভগবান দত্তাত্রেয়ও সন্ন্যাসী ছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে অদ্যাপি বহু সন্ন্যাসী বিদ্যমান রহিয়াছেন, অদ্যাপি সেই সম্প্রদায়ের মতানুসারে কতলোক সন্ন্যাসী হইতেছেন। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি মতে ভগবান ঋষভদেবও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আত্মবিদ্যা-পরায়ণ অবধূত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে তৎকর্ত্তৃক অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতই আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। সেই সমস্ত আত্মবিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতসন্ন্যাসী মহাত্মাদিগেরও কতশিষ্য অদ্যাপি এই ভূমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মহানির্ব্বাণ-মঠের, অদ্বৈতমঠের, পরমহংস-মঠের, অবধূতমঠের

এবং সমাধিমঠের অন্তর্গত কত সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই কলিকালের সন্ন্যাসী, ঋষভ-সম্প্রদায়ে বা অবধূত-সম্প্রদায়ে অদ্যাপিও কত মুমুক্ষু আত্মতত্ত্বাভিলাষী পুরুষশ্রেষ্ঠসকল সুপবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। কলি সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে বাধক হইলে, ঐ সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ কখনই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন না। বেদবেদান্তাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলমতে কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধ থাকিলে, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ আত্মজ্ঞানী, অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ কখনই এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না। তিনি বেদজ্ঞ হইয়া, তিনি বেদান্তবিৎ হইয়া, সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রী হইয়া, কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যবায় থাকিলে, প্রসিদ্ধ কোন নিষেধ বাক্য থাকিলে, তিনি কখনই এই কলিকালে নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না এবং লোককে এই কলিকালে সেই সনাতন-সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়া, লোকসকলকে কখনই অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন না। তিনি যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্ম বিশেষ বিকৃতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নিজ স্বাভাবিক কারুণ্যবশতঃ জীবকুলের উদ্ধার জন্য সেই বিকৃতিপ্রাপ্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম পুনঃ সংস্কার করিয়া, নিজে সেই অপূর্ব্বধর্ম্মামৃত অনেককেই পান করাইয়াছিলেন, অনেককেই অদ্বৈতবারিনী আত্মবিদ্যায় অধিকার দিয়াছিলেন। জীব-শিবের অদ্বৈততা কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অজ্ঞানীদিগকেও জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া স্বীয় গুরুদেব পরমহংসাচার্য্য শ্রীমৎ গোবিন্দভাগবতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দভাগবতও এই কলিকালের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অনন্তদেবের অবতার। সেই অনন্তই নিত্যানন্দাবধূত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অবধূতাশ্রম।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদির মতে অবধূতাশ্রমই কলিযুগোপযোগী সন্ন্যাস। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে॥"

প্রসিদ্ধ নির্ব্বাণ তন্ত্রেও অবধূতাশ্রমের বিষয় বর্ণিত আছে। তন্মধ্যেও কলিযুগে অবধূতাশ্রমী হইতে নাই বলা হয় নাই। তন্মধ্যে বরঞ্চ তদ্বিষয়ের ব্যবস্থাই আছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রেও অবধূত সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাহাতেও কলিযুগে অবধূতাশ্রম প্রবেশ সম্বন্ধে কোন নিষেধ বাক্য নাই। ১৯৪খানি তন্ত্রের মধ্যে কোন তন্ত্রেই কলিযুগের পক্ষে অবধূতাশ্রম উপযোগী নহে বলা হয় নাই। কোন তন্ত্রই অবধূতাশ্রমের বিরুদ্ধ নহে। এই কলিযুগে অবধৌতসন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না এ কথা কোন পুরাণমধ্যেও দৃষ্ট হয় না, একথা কোন উপপুরাণমধ্যেও দৃষ্ট হয় না, একথা বিংশ স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতিতেও দৃষ্ট হয় না, একথা কোন দর্শনেও দৃষ্ট হয় না, একথা নিরুক্তাদি কোন বেদাঙ্গেও দৃষ্ট হয় না, এ কথা চতুর্ব্বেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভগবান দত্তাত্রেয় অবধূত ছিলেন, ভগবান ঋষভদেবও অবধূত ছিলেন, প্রসিদ্ধ জড়ভরতও অবধূত এবং ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও অবধূত ছিলেন। এই কলিযুগে ভগবান বলদেবের অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও অবধূত হইয়াছিলেন, চৈতন্যভাগবতানুসারে সর্ব্বাবতারের সমষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুও অবধূত ছিলেন। যেহেতু

চৈতন্যভাগবতে তাঁহাকে "অবধূত রায়" বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি অবধূত ছিলেন না বলা যায় না। অদ্যাপি দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ে কত অবধূত রহিয়াছেন, অদ্যাপি ঋষভ সম্প্রদায়ে কত অবধূত রহিয়াছেন, কত অবধূত হইতেছেন। বরঞ্চ কোন কোন পুরাণ মতে এবং তন্ত্রমতে কলিযুগে দণ্ডাশ্রম গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু তাহা শ্রৌতসংস্কার। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে কলিযুগে শ্রৌতসংস্কারে কোন ব্যক্তিরই অধিকার নাই। তান্ত্রিক মতানুসারে কলিযুগের জীবদিগের পক্ষে শৈবসংস্কারই বিশেষ উপযোগী। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেও এই কলির পক্ষে তান্ত্রিক মতই বিশেষ উপযোগী। সেইমতে তন্ত্রানুসারেই কলিযুগে সাধনা করিতে হইবে। কোন কোন পুরাণ এবং তন্ত্রানুসারেই কলিযুগের পক্ষেই দণ্ডাবলম্বনে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন বেদমধ্যেই ঐ প্রকার নিষেধবাক্য নাই। অতএব বেদানুসারে কলিযুগেও দণ্ডগ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাস অবলম্বন করা যাইতে পারে। সন্ন্যাস সম্বন্ধে সামবেদেই বিশেষ বিবরণ আছে। সামবেদে সন্ন্যাসোপনিষন্মধ্যেই সন্ন্যাসবিধি আছে। সে বিধি অনুসারে সর্ব্বযুগেই সন্ন্যাস গৃহিত হইতে পারে। কলিযুগের পক্ষে কোন প্রকার সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইলে, তন্মধ্যে তাহার উল্লেখও থাকিত। তন্মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই বলিয়া, সর্ব্বযুগেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইতে পারে।

কোন বেদে ও কোন স্মৃতিতেই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলা হয় নাই। সেইজন্য কলিকালেও সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রীয় প্রমাণাপেক্ষা বৈদিক এবং স্মার্ত্ত প্রমাণই অধিক বলবন্ত। তন্ত্রমতে কলিযুগে অবধূত-সন্ন্যাসী হইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে কলিযুগের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত।

বেণরাজার পিতা অঙ্গরাজা গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগান্তে প্রব্রজ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি গার্হস্থ্য পরিত্যাগে বানপ্রস্থ হন নাই। ভগবান ঋষভদেবও গার্হস্থ্যাশ্রমের পরেই অবধূত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, মৈত্রেয় মুনির প্রতি বিদুর,—"আরও দেখুন, এই জীব ব্রহ্মস্বরূপ;"—"হে মুনে ভগবানই জীবরূপে সকল দেহে অবস্থিত আছেন, এইজন্যই জীব সকল তাঁহার অংশ; এই জীবগণের সংহারই বা কি প্রকারে ঘটিতে পারে।"

অদ্বৈতানুভূতি—

জীবেশ্বরাদিভাবেন ভেদং পশ্যতি মূঢ়ধীঃ।
নির্ভেদ নির্ব্বিশেষেঽস্মিন্ কথং ভেদো
ভবেদ্ধ্রুবং॥ ৭৩

লিঙ্গস্য ধারণাদেব যতোঽয়ং জীবতাং ব্রজেৎ।
লিঙ্গনাশে শিবস্যাস্য জীবতাবেশতা কুতঃ॥ ৭৪
শিব এব সদা জীবঃ জীব এব সদাশিবঃ।
বেত্ত্যৈকমনয়োর্যস্তু স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ॥ ৭৫
অহমানন্দসত্যাদিলক্ষণঃ কেবলঃ শিবঃ।
অনানন্দাদিরূপং যত্তন্নাহমচলোঽদ্বয়ঃ॥৩

অপরোক্ষানুভূতি—

নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ।
তস্মাদ্ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়সে
চিরম্॥ ১০১

যমোহি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ॥ ১০২
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ
ক্রমাৎ॥ ১০৩

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো
মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১০৪

সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে
বুধৈঃ॥ ১০৫

ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো
যতঃ॥ ১০৬

যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ॥১০৭
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চ যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥১০৮
ইতি বা তদ্ভবেদ্ মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তংব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১০৯
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ
স্মৃতঃ॥ ১১০

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দকাদ্বয়ঃ॥ ১১১
সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নেতরৎ সুখনাশকম্॥ ১১২
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতানি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ॥১১৩
যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ
রাজযোগিনাম্॥ ১১৪

অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্ককাষ্ঠবৎ॥ ১১৫
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টি পরমোদারা ন নাসাগ্রবিলোকিনী॥ ১১৬
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী॥ ১১৭

চিত্তাদি সর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ ১১৮
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্য সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ॥১১৯
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্॥ ১২০
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো
মুমুক্ষুভিঃ॥ ১২১

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা॥ ১২২
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী॥ ১২৩
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥ ১২৪
ইমঞ্চাকৃত্রিমানন্দং তাবৎ সাধুঃ সমভ্যসেৎ।
বশ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সন্ ভবেৎ
স্বয়ম্॥ ১২৫

ততঃ সাধননির্ম্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্॥ ১২৬
সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসান্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্॥ ১২৭
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা
শনৈঃ॥ ১২৮

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥ ১২৯
যে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং
পরাম্।
তে তু বৃথৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ॥ ১৩০

নিরঞ্জনাষ্টকম্।

স্থানং ন মানং ন চ নাদবিন্দুং
রূপং ন রেখা ন চ ধাতুবর্ণঃ।

দ্রষ্টা ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥ ১
বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজ-পুষ্পং
শাখা ন পত্রং ন চ বাল্য পল্লং।
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥ ২
ভাবেদং ন শাস্ত্রং ন চ শৌচসন্ধ্যা
মন্ত্রং ন দাপ্যং ন চ ধ্যান ধ্যেয়ং।
হোমং ন যজ্ঞো ন চ দেবপূজা
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥ ৩
অধো ন ঊর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ
পুমান্ন নারী ন চ লিঙ্গমূর্ত্তিঃ।
বিষ্ণুর্ন ব্রহ্মা ন চ দেবরুদ্রঃ
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥ ৪

অবধুতগীতা—

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং
ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ ॥ ১।১৩
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বর্ত্ততে ন চ তে ন মে।
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্ব্বমাত্মৈব কেবলম্ ॥
১।১৫
ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকারবর্জ্জিতং
নিষ্কম্পমেকং হি বিমোক্ষবিগ্রহম্। ১।১৯
সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং নিরন্তরম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসংভবঃ ॥ ১।২১
অনাত্মরূপঞ্চ কথং সমাধি-
রাত্মস্বরূপঞ্চ কথং সমাধিঃ।
অস্তীতি নাস্তীতি কথং সমাধি-
র্মোক্ষস্বরূপং যদি সর্ব্বমেকম্ ॥ ১।২৩
ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিত্তং
নির্ল্লজ্জং ধ্যায়তে কথং। ১।২৬
শিবং ন জানামি কথং বদামি
শিবং ন জানামি কথং ভজামি।
অহং শিবশ্চেৎ পরমার্থমত্ত্বং
সমস্বরূপং গগনোপমঞ্চ ॥ ১।২৭

অনন্তরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ
তত্ত্বস্বরূপং নহি বস্তু কিঞ্চিৎ।
আত্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বং
ন হিংসকো বাপি ন চাপ্যহিংসা ॥ ১।২৯
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশং সুলীনং ভেদবর্জ্জিতম্।
শিবেন মনসা শুদ্ধো ন ভেদঃ প্রতিভাতি মে ॥
১।৩১
ন ঘটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীববিগ্রহঃ।
কেবলং ব্রহ্ম সংবিদ্ধি
বেদ্যবেদকবর্জ্জিতম্ ॥ ১।৩২
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বমাত্মানং সততং ধ্রুবম্।
সর্ব্বশূন্যমশূন্যঞ্চ তন্মাং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥ ১।৩৩
বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা
বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ।
ন ধূমমার্গো ন চ দীপ্তিমার্গো
ব্রহ্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১।৩৪
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১।৩৬
শ্বেতাদিবর্ণরহিতং শব্দাদিগুণবর্জ্জিতম্।
কথয়ন্তু কথং তত্ত্বং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ১।৩৭
যদাহনৃতমিদং সর্ব্বং দেহাদি গগনোপমম্।
তদা হি ব্রহ্ম সম্বেত্তি ন তে দ্বৈতপরম্পরা ॥ ১।৩৮
পরেণ সহজাত্মাপি হ্যভিন্নঃ প্রতিভাতি মে।
ব্যোমাকারং তথৈবৈকং
ধ্যাতা ধ্যানং কথং ভবেৎ ॥ ১।৩৯
যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ন মে কিঞ্চিদ্বিশুদ্ধোহহমজোহব্যয়ঃ ॥
১।৪০
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি নিরাকৃতীদং
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি বিকারহীনং।
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি বিশুদ্ধদেহং সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি
শিবৈকরূপম্ ॥ ১।৪১

মায়ামায়া কথং তাত ছায়াছায়া ন বিদ্যতে।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্ ॥
১।৪৩

আদিমধ্যান্তমুক্তোঽহং ন বদ্ধোঽহং কদাচন।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥
১।৪৪

মহদাদি জগৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং কথং বর্ণাশ্রমস্থিতিঃ ॥১।৪৫

জানামি সর্ব্বথা সর্ব্বমহমেকো নিরন্তরম্।
নিরালম্বমশূন্যঞ্চ শূন্যং ব্যোমাদিপঞ্চকম্ ॥ ১।৪৬

ন ষণ্ডো ন পুমান্ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা।
সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মন্যসে কথম্ ।১।৪৭

ষড়ঙ্গযোগান্নতু নৈব শুদ্ধং
মনোবিনাশান্ন তু নৈব শুদ্ধম্।
গুরূপদেশান্নতু নৈব শুদ্ধং
স্বয়ঞ্চ তত্ত্বং স্বয়মেব বুদ্ধম্ ॥ ১।৪৮

নহি পঞ্চাত্মকো দেহো বিদেহো বর্ত্ততে নহি।
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং তুরীয়ঞ্চ ত্রয়ং কথম্ ॥
১।৪৯

ন বদ্ধো নৈব মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তাহং ব্যাপ্যব্যাপকবর্জ্জিতঃ ॥
১।৫০

যথা জলং জলে ন্যস্তং সলিলং ভেদবর্জ্জিতম্।
প্রকৃতিং পুরুষং তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে ॥ ১।৫
যদি নাম ন মুক্তোঽসি ন বদ্ধোঽসি কদাচন।
সাকারঞ্চ নিরাকারমাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ১।৫
জানামি তে পরং রূপং প্রত্যক্ষং গগনোপমম্।
যথাপরং হি রূপং যন্মরীচিজলসন্নিভম্ ॥ ১।৫৩

ন গুরুর্নোপদেশশ্চ ন চোপাধি র্ন চ ক্রিয়া।
বিদেহং গগনং বিদ্ধি বিশুদ্ধোঽহং স্বভাবতঃ ॥১।৫
কথং রোদিষি রে চিত্ত হ্যাত্মৈবাত্মাত্মনা ভব।
পিব বৎস কলাতীতমদ্বৈতং পরমামৃতম্ ॥ ১।৫৬

নৈব বোধো ন চাবোধো ন বোধো বোধ এব চ
যস্যেদৃশঃ সদাবোধঃ
স বোধো নান্যথা ভবেৎ ॥ ১।৫৭
জ্ঞানং ন তর্কো ন সমাধিযোগো
ন দেশকালৌ ন গুরূপদেশঃ।
স্বভাবসম্বিত্তিরহঞ্চ তত্ত্ব-
মাকাশকল্পং সহজং ধ্রুবঞ্চ ॥ ১।৫৮
ন জাতোঽহং মৃতো বাপি
ন মে কর্ম্ম শুভাশুভম্।
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ॥ ১।৫৯
যদি সর্ব্বগতো দেবঃ স্থিরঃ পূর্ণো নিরন্তরঃ।
অন্তরং হি ন পশ্যামি স বাহ্যাভ্যন্তরঃ কথম্ ॥
১।৬০

স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতনিরন্তরম্।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥
১।৬১

সাকারঞ্চ নিরাকারং নেতি নেতীতি সর্ব্বদা।
ভেদাভেদবিনির্ম্মুক্তো বর্ত্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥
১।৬২

ন তে চ মাতা চ পিতা চ বন্ধু
র্ন তে চ পত্নী ন সুতশ্চ মিত্রম্।
ন পক্ষপাতো ন বিপক্ষপাতঃ
কথং হি সন্তপ্তিরিয়ং হি চিত্তে ॥ ১।৬৩
দিবানক্তং ন তে চিত্ত উদয়াস্তময়ৌ নহি।
বিদেহস্য শরীরত্বং কল্পয়ন্তি কথং বুধাঃ ॥ ১।৬৪
নাবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ন হি দুঃখসুখাদি চ।
নহি সর্ব্বমসর্ব্বঞ্চ বিদ্ধি চাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১।৬৫

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম। ব্রহ্মৈবাহমিতি।
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্ম।
উত্তরগীতা—
অহং ব্রহ্মেতি। অহমেকমিদং সর্ব্বং।

অনেকে বলেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে কলিকালে অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ; মাংস দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি এবং সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না। তাঁহাদের মত সমর্থন জন্য, তাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই শ্লোকও বলিয়া থাকেন,—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণীয় উক্ত শ্লোকাবৃত্তি দ্বারা অনেক সন্ন্যাসদ্বেষী ব্যক্তিই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাহারা যদ্যপি ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। কথিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণীয় শ্লোকে কলিতে সন্ন্যাস বিবর্জ্জন করিবার কথা আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত তাহা কি বিবর্জ্জিত হইতে পারে? এক ব্যক্তি যাহা গ্রহণ করে নাই, তাহা সে ব্যক্তি কি প্রকারে বিবর্জ্জন করিবে? এই কলিতে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কোন শাস্ত্রানুসারে সেই সন্ন্যাস পরিত্যাগের প্রয়োজন হইলে, তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াই তাহা কি প্রকারে পরিত্যাগ করা হইবে? সেইজন্যই বলিতে হয় সাধারণ লোকেরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কলিকালের সন্ন্যাসাদি বিবর্জ্জন বিষয়ক যে শ্লোক আছে, তাহার যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহাদের ঠিক গ্রহণ করা হয় না। ভগবদ্গীতা অনুসারে অবগত হওয়া যায়, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরে তবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া যায়। নানা শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসও এক প্রকার ধর্ম্ম। সন্ন্যাসও সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গত এক প্রকার ধর্ম্ম। শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনের পরে তবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে। সন্ন্যাস ধর্ম্মের পর শাস্ত্রানুসারে আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে না। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস ধর্ম্মই শেষ ধর্ম্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

অবগত হওয়া হইল শ্রীভগবানের শরণাগত হইতে হইলে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গতই সন্ন্যাস ধর্ম্ম। অতএব শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়। ভগবদ্বাক্যানুসারে বুঝিতে হয়, সর্ব্বধর্ম্মের গ্রহণ এবং পরিত্যাগান্তে তবে শরণাপন্নের অবস্থা লাভ করা যায়, তবে সেই সুদুর্ল্লভ অবস্থার অধিকারী হওয়া যায়। সম্পূর্ণ ভগবানে বিশ্বাস না হইলে সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ৮৩ অধ্যায় হইতে নন্দের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

"দণ্ড গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥ ৮১।
পূর্ব্বকর্ম্মাণি দগ্ধ্বা চ পরকর্ম্মাণি কৃন্তনং।
কুরুতে চিন্তয়েন্মাঞ্চ যায়াত্ত্ব মম মন্দিরম্॥ ৮২।
সন্ন্যাসিনঃ পদস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি বৈষ্ণবশ্চ যথা ব্রতী॥ ৮৩।
সন্ন্যাসিনশ্চ স্পর্শেন নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
ভুক্ত্বা সন্ন্যাসিনং লোকশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৮৪।
নত্বা চ কামতো দৃষ্ট্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ।
ফলং সন্ন্যাসিনাং তুল্যং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাং॥ ৮৫।
সন্ন্যাসী যাতি সায়াহ্নে ক্ষুধিতো গৃহিণাং গৃহং।
সদন্নং বা কদন্নং বা তদ্দত্তং নৈব বর্জ্জয়েৎ॥ ৮৬।

ন যাচতে চ মিষ্টান্নং ন কুর্য্যাৎ কোপমেব চ।
ন ধনগ্রহণং কুর্য্যাৎ একবাসা নিরীহিতঃ ॥ ৮৭।
শীতগ্রীষ্মে সমানশ্চ লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
তত্রাস্থৈকরাত্রঞ্চ প্রাতরন্যস্থলং ব্রজেৎ ॥ ৮৮।
যানমারোহণং কৃত্বা গৃহীত্বা গৃহিনো ধনম্।
গৃহং কৃত্বা গৃহীব স্যাৎ স্বধর্ম্মাৎ পতিতো
ভবেৎ ॥ ৮৯।
কৃত্বা চ কৃষিবাণিজ্যং কুবৃত্তিং কুরুতে চয়ঃ।
স সন্ন্যাসী দুরাচারো স্বধর্ম্মাৎ পতিতো
ভবেৎ ॥ ৯০।
অশুভঞ্চ শুভঞ্চাপি অকর্ম্ম কুরুতে যদি।
বহিষ্কৃতঃ স্বধর্ম্মাচ্চাপ্যপহাস্যঞ্চ তদ্ভবেৎ ॥ ৯১।

গার্হস্থ্য আশ্রমের গুরুই সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু নহেন। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে স্বতন্ত্র গুরু করিতে হয়। সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু কোন গৃহস্থ হইতে পারেন না। সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু সন্ন্যাসীই হইতে পারেন।

যিনি অজ্ঞানরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতেছেন তিনিই পরিব্রাজক। তিনি সেই জ্ঞানমার্গাবলম্বনে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর তাঁহাকে সে মার্গে বিচরণ করিতে হইবে না।

সকল অবস্থা যাঁহার দাসী তিনিই পরমহংস। প্রশংসা যাঁহার দাসী তিনিই পরমহংস। বিধি-নিষেধ উভয়ই যাঁহার দাস তিনিই পরমহংস।

তোমার সামান্য আহার নিদ্রা চলন বলনই ত্যাগ হয় নাই। তবে তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ কি প্রকারে বলিব? সন্ন্যাস অর্থে যে সম্পূর্ণরূপ সর্ব্বত্যাগ।

সন্ন্যাসবিধি অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করা অকর্ত্তব্য। যেহেতু তদ্দ্বারা অপরাধ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার বেশদ্বারা অ-সন্ন্যাসীদিগকে প্রবঞ্চনা করা হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ প্রকার সন্ন্যাসবেশীকেও প্রকৃত সন্ন্যাসী বোধে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যিনি অন্তরে সন্ন্যাসী হন নাই, আমাদিগের মতে তিনি বৈধ সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাসীর বেশ না করিলে ভাল হয়।

যোগ সমাধি।

চকমকির পাথর গাত্রে বুলাইলে গাত্র পুড়ে না। দেখিতে তাহা জড়। তাহা যে চেতন অগ্নিময়, তাহা দেখিয়া জানা যায় না। তাহা ঠুকিলে তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়। সেই অগ্নিতে কত দাহ্য দাহ হইতে পারে। চকমকির পাথরে অগ্নি আছে, তাহা যে অগ্নিময় তদ্বিষয়ে ক্ষুদ্র বালকবালিকাগণকে বুঝাইলে বোঝে না, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ না দেখিলে।

মহাপুরুষের সমাধি ইটের গাঁথনির ন্যায় জমাট। তিনি তন্ময় হইয়া আছেন, তাহা দেখিয়া বালকের ন্যায় কোন অজ্ঞান ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। ঐ সমাধিরূপ চকমকির পাথর ঠুকিবার জ্ঞানরূপ ইস্পাত যাঁহার আছে তিনিই চৈতন্যরূপ অগ্নি দর্শনে পুলকিত হন।

বক্তৃতা ও তাহার প্রয়োজন।

উত্তমরূপে বক্তৃতা করিতে পারিলে, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে। তাহা ধনোপার্জ্জনেরও অবলম্বন হইতে পারে। কোন ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা যেন তাঁহার অর্থাগমের হেতু না হয়। ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশাবলী যেন ব্যবসায় করিবার উপায় না হয়।

ধর্ম্ম।

প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা, তাহা ঈশ্বর লাভের কারণ হইয়া থাকে, তাহা পরমার্থ লাভের কারণ হইয়া থাকে।

ভক্তি।

শ্রীভগবানের উদ্দেশে পবিত্রভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে যাহা করা হয় তাহাই অতি পবিত্র, তাহাই অতি উত্তম। শ্রীভগবান সম্বন্ধীয় পবিত্র ভাবাত্মক কোন অনুষ্ঠানই অধম নহে। তোমার বিবেচনায় যাহা বাহ্য পূজা, তাহাও শ্রীভগবান সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাকেও আমি অধম কিম্বা অধমাধম বলি না। আমি ঐ প্রকার বলায় অপরাধ আছে বিবেচনা করি। ভগবান সম্বন্ধে যাঁহারা বাহ্য পূজার আড়ম্বরে মাত্র ব্যস্ত আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাও ধন্য। যেহেতু তাঁহারা সেই আড়ম্বর ভগবান বিষয়ে করিতেছেন। তাঁহারা ক্রমশঃ ঐ প্রকার ভগবদ্বিষয়ক আড়ম্বর করিতে করিতে তদ্বিষয়ে আড়ম্বরশূন্যও হইতে পারেন। যেহেতু ক্রমশঃ কোন কার্য্য করিলে তাহা অবশেষে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

ফ্রান্স দেশীয় কম্পটীর মতে "Adoration of humanity" বৈদান্তিক 'সোঽহং' বাদে 'Adoration of self' বা আত্মপূজা। সে মতে সৃষ্টি অলীক বা মায়িক। সে মতে অপর কোন মনুষ্যকে বা Human beingকে পূজা নহে, নিজে নিজেকে পূজা। নিজেকে পূজা করিবার ব্যবস্থা পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মপূজা নামক পুস্তিকায় আছে। ফ্রান্স দেশীয় অগস্টাস্ কম্পটীর মত এবং আত্মপূজকদিগের মত প্রায় সমতুল্য।

বৌদ্ধমত, শঙ্করাচার্য্যের মত, বেদব্যাসের মত এবং অষ্টাবক্র প্রভৃতি বেদান্তবাদীদিগের মত প্রায় এক প্রকার। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে নিজে স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁহার মতে অপর ব্রহ্ম নাই। বৌদ্ধমতে না হয় নিজেকেও ব্রহ্ম বলেন নাই এবং অপর কাহাকেও ব্রহ্ম বলেন নাই। নিজেকে ব্রহ্ম বলা মহা অহঙ্কারের কথা। তাহা বলা অপেক্ষা, সেই প্রকার ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বুদ্ধের ন্যায় একেবারে নাস্তিক হওয়া ভাল অনেকে বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন তাহাতে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করা হয় না।

অবতারতত্ত্ব।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধারূপিনী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁহাকে অন্তর্কৃষ্ণ বহির্রাধা বলা হয়। রাধাতন্ত্র মতে কালিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তনু। সেই কলিকা-তনুতে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১

শাস্ত্রানুসারে যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই গৌরাঙ্গ বা গৌর। ২

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। তাঁহার প্রকৃতি শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাতে ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥" ৩

প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যমঙ্গলে বলা হইয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তর্কৃষ্ণ বহির্রাধা। সে বিষয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করা যায়। সেই শ্লোক এই প্রকার,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" ৪

আত্মার শক্তিতত্ত্ব।

যেমন বৃক্ষ আর তাহার শাখা প্রশাখা সকল আছে তদ্রূপ আমি আর আমার শাখা প্রশাখা স্বরূপ শক্তি সকল আছে। আমিও এক প্রকার শক্তি। বৃক্ষ আর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল যে প্রকারে অভেদ আমি আর আমার শক্তি সকলও সেই প্রকারে অভেদ। ১

আমি শক্তিমানও নই, আমি শক্তিমতীও নই। আমি শক্তি। এই দেহে আমি আছি, এই জন্য এই দেহ শক্তিমান। আমি এই দেহ ত্যাগ করিলে আর ইহাকে শক্তিমান বলা যাইবে না। কারণ তখন ইহা শক্তিবিহীন হইবে। ইহা শক্তিবিহীন হইলে ইহাকে শব বলা হইবে। তখন এই দেহ নিষ্ক্রিয় হইবে। সুতরাং তখন এ দেহ হইতে কোন গুণের প্রকাশও হইবে না। তখন এ দেহ নির্গুণ হইবে। আমি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নহি। আমার সহিত আমার এই স্থূল জড় দেহের, আমার এই প্রাকৃত দেহের যখন সম্বন্ধ থাকিবে না তখনি এই স্থূল জড় প্রাকৃতিক দেহ নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় হইবে। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জল দর্শনমতে আমি দৃক্শক্তি। বেদান্তদর্শন মতে আমি আত্মা। ২

বাইবেলের নিউটেষ্টেমেণ্ট মতে যিনি গড্, তাঁহাকেই শক্তি বা Spirit বলা যাইতে পারে। কোন সময়ে ঈশার কোন শিষ্য ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাত্মা ঈশা God is Spirit বলিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সিদ্ধ রামপ্রসাদ ব্রহ্মকে শক্তি বলিয়া জানিতেন। সেই জন্যই কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—

"তুমি ব্রহ্ম বল যাঁরে।
আমি মাতৃভাবে বলি কালী তাঁরে॥"

মহাভাগবত, দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, কালীকাপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির মতেও শক্তিকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবার কারণ আছে। অনেক তন্ত্রমতেও শক্তি ব্রহ্ম। শ্রুতিবেদান্তাদি মতে ব্রহ্মই আত্মা।

পরিণীত শুকদেব গোস্বামী।

শুকদেব গোস্বামীর বিবাহ হয় নাই ইহাই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রসিদ্ধ হরিবংশ নামক গ্রন্থে সৌর পুরাণ প্রভৃতির মতে শুকদেব গোস্বামীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার কয়েকটী পুত্র কন্যাও হইয়াছিল। সৌরপুরাণীয় ত্রিংশ অধ্যায়ানুসারে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের পুত্র ঐ শুকদেব গোস্বামীর পঞ্চ পুত্র ও একটী কন্যা। তাঁহার পুত্র পঞ্চজনের নাম ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর। তাঁহার কন্যাটীর নাম কীর্ত্তিমতী।

বিবিধ।

স্থূল বহু। সূক্ষ্ম বহু। কারণ এক। ১

দশবিধ স্থূলেন্দ্রিয়ের মধ্যে দশবিধ সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে। তাহারা দশ প্রকার সূক্ষ্মা শক্তি। ষড়্‌রিপুও সূক্ষ্ম। তাহারাও ছয় প্রকার সূক্ষ্মা শক্তি। ২

স্থূল শরীরে দশ প্রকার স্থূলেন্দ্রিয় আছে। ৩

স্থূল শরীর দশবিধ স্থূলেন্দ্রিয়ের সমষ্টি। ৪

স্থূল দশ ইন্দ্রিয়কে বাহ্যেন্দ্রিয়ও বলা যাইতে পারে। ৫

সূক্ষ্ম শরীর একাদশ সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি। উহারা সূক্ষ্ম শরীরের একাদশ অংশ। উহাদের প্রত্যেককে অন্তরিন্দ্রিয়ও বলা যায়। ৬

যদি অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন শান্তি সম্ভোগ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে অবিরত শ্রীহরির ভজনা কর। ৭

অদ্বৈতবাদের মধ্যেও দ্বৈতবাদ দেখাইতে হইলে সেই অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন না করিলে, তন্মধ্যস্থ দ্বৈতবাদ দেখাইবার সুবিধা হয় না। আমরা সেই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থে দ্বৈতবাদ দেখাইবার সময়ও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ গ্রন্থদ্বয় খণ্ডন করিতে হইয়াছে। আমরা ঐ প্রকার খণ্ডন ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতি অশ্রদ্ধা কিম্বা অভক্তিবশতঃ করি নাই। তাঁহাকে আমাদের ভ্রান্ত বলিয়াও বিশ্বাস নাই। তাঁহার সকল গ্রন্থই যে সত্যে পরিপূর্ণ আমাদের তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলী কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদীদিগের পক্ষে উপযোগী হইয়া আসিতেছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ দ্বৈতবাদী-দিগের পক্ষেও উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে, আমরা ঐ সকল গ্রন্থকে ভক্তগণের পক্ষেও উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল গ্রন্থের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, ঐ সকল গ্রন্থেও যে দ্বৈতবাদ ঐ সকল গ্রন্থেও যে ভক্তিভাবের পরিচয়ও আছে আমরা সাধ্যমত তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত গ্রন্থাবলী দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর পক্ষেই সমানোপযোগী হয়। আমাদের ইচ্ছা সেই সকল অমূল্যনিধি যেন শুদ্ধজ্ঞানী এবং শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে সমভাবে উপযোগী হয়। আমাদের বিশ্বাস শ্রীভগবানের কোন উপদেশই বৃথা নহে। শ্রীভগবানের প্রত্যেক উপদেশে বহু প্রকার ভাব আছে, বহু প্রকার তাৎপর্য্য আছে। সেই সমস্ত উপদেশ শুদ্ধজ্ঞানবিষয়কও বটে, সেই সমস্ত উপদেশ শুদ্ধ ভক্তিবিষয়কও বটে। সেইজন্য সেই সমস্ত উপদেশ প্রত্যেক শুদ্ধজ্ঞানীর এবং প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তেরই অতি আদরের সামগ্রী।

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা-প্রসঙ্গ।

করুণা-স্রোত।

আমাদের "দয়াল ঠাকুর" বলিয়াছেন,—"জীবের প্রতি তাঁ'র (ভগবানের) দয়া করা স্বভাব বোলে দয়া করেন। জীবের প্রতি তাঁ'র ভালবাসা স্বভাব বোলে ভালবাসেন (১)। তাঁহার সেই প্রেম হেতুশূন্য ও নিষ্কাম (২)। ঠাকুর আমাদের এবারের লীলায় ইহার যেরূপ স্পষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার এই অহেতুকী কৃপার, অযাচিত করুণাস্রোতের অসংখ্য অভিনয়ের ক্ষুদ্রতম একটী মাত্র দৃশ্যের যবনিকা অপসারিত করিয়া আপনাদিগের নয়ন-গোচর করিবার অভিলাষ করিয়াছি, অকিঞ্চনের এ দুঃসাহস এবং দুরাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।

আজ প্রায় অষ্টাদশ বৎসরের কথা। তারকেশ্বরের অনতিদূরবর্ত্তী দ্বারহাট্টা-নিবাসী জনৈক বণিকযুবক কলিকাতা লালবাজারের বন্দুকগলিতে এক আত্মীয়ের মসলার দোকানে সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। তখন বাঙ্গালা ১৩০৫ সাল। বণিকযুবক পঞ্চদশবৎসর বয়স্ক, নাম অক্ষয়কুমার চন্দ্র। ভগবৎ-কৃপা অহেতুকী। এই ঐশী কৃপা জ্ঞানের গৌরবে মুগ্ধ নহে, প্রভূত ধনের বশীভূত নহে, অনুপম সৌন্দর্য্যের আয়ত্ত নহে, বৃথা জাত্যাভিমানের বাধ্য নহে; ইহা

(১) সাধক-সহচর, ৫৮ পৃঃ, ৫২শ পাঠ।

(২) সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার, ৩২ পৃঃ, ৫৫শ পাঠ

স্বেচ্ছায় যাঁহাকে বরণ করে, একমাত্র তিনিই ইহার স্নিগ্ধ অমৃতধারায় পরিস্নাত হইয়া সংসার-সন্তাপ অপসারণ পূর্ব্বক অপ্রাকৃত আনন্দরস আস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। সাধন-সম্বলহীন জ্ঞানগৌরববঞ্চিত, বৈশ্যকুলোদ্ভব অক্ষয়কুমারের ভাগ্যচক্রে আজ মহান্ মাহেন্দ্রযোগ সংঘটিত হইয়াছে—ভগীরথ আরাধিত গঙ্গাধারার ন্যায় ঐশীকৃপাপ্রবাহ আজ তাঁহার মস্তকোপরি অবতরণ করিবে; অক্ষয়কুমার ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না, আজ তাঁহার জীবন মহানিশার মহাসুপ্রভাতের শুভউন্মেষ সমীপবর্ত্তী!

বৈশাখ মাস। নিদাঘের কর্ম্মসন্তাপ বিদূরিত করিতে অক্ষয়কুমার মধ্যাহ্ন সময়ে হাবড়া পুলের পার্শ্ববর্ত্তী জগন্নাথ ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। ধীরে ধীরে পূততোয়া ভাগীরথী-গর্ভে অবতরণ পূর্ব্বক মস্তক নিমজ্জিত করিলেন। সর্ব্ব-সন্তাপহারী ঐশীকৃপারূপা গঙ্গাবারি আজ তাঁহার সমস্ত কল্মষ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবদ্দর্শনের দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করিল। মস্তক উত্তোলন করিয়া অক্ষয়কুমার যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, ভাগীরথীর পরপারে এক কনককান্তি মহাপুরুষ কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল অঙ্গ-প্রভা হেমকান্তি মলিন করিতেছে। স্নেহ-প্রেম-বিজড়িত কমনীয় বদনমণ্ডল-শোভা দর্শন করিলে প্রাণে স্বতঃই ভক্তিপ্রবাহ উথলিয়া উঠে। অক্ষয়কুমার সমাগত স্নানার্থিগণকে ভুলিয়া, জনসংঘের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া মুগ্ধনেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন —সেই কাষ্ঠপাদুকা-পরিহিত কাঞ্চন-প্রতিমার গঙ্গাসলিলোপরি ধীর পাদচারণ! তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে লাগিলেন—সেই স্নেহপ্রেমের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ ভাগীরথী-বক্ষে ধীর পাদবিক্ষেপে তাঁহার সমীপে আগমন করিতেছেন; অক্ষয়কুমার আনন্দাশ্রুধারায় পরিস্নাত হইয়া তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সমীপস্থ হইয়া তাঁহার হস্তে একটী বিল্বপত্র প্রদান পূর্ব্বক স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"অক্ষয়! জলে ডুবিয়া বিল্বপত্রটী মুখগহ্বরে পুরিয়া দাও"। অক্ষয় মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় ভক্তি-গদগদচিত্তে হস্ত প্রসারিত করিয়া পত্রটী গ্রহণ পূর্ব্বক জলে নিমজ্জিত হইয়া স্বীয় মুখবিবরে রাখিলেন। ইত্যবসরে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন!

অক্ষয় উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের প্রতিমা, বাঞ্ছিত ধন অকস্মাৎ কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে; তাঁহার আর দুঃখের অবধি রহিল না। অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন; অবশেষে অতি শোকে হতজ্ঞান হইয়া ঘাটেই পড়িয়া রহিলেন।

বেলা অপরাহ্ন প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে ঘাটের জনৈক পাণ্ডা অক্ষয়কুমারকে হতজ্ঞান অবস্থায় নিপতিত দেখিয়া একখানি গাড়ি করিয়া তাঁহাকে কলিকাতার বাসায় পৌছাইয়া দিল। বলাবাহুল্য পাণ্ডাটী অক্ষয়ের পূর্ব্বপরিচিত প্রতিবেশী। বাসার আত্মীয়বর্গ অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-সঞ্চারের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল; অক্ষয় কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অন্তরের জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মুক্তদ্বারপথে আনন্দধামে প্রবেশ করিয়া অপার্থিব সুখসম্ভোগ করিতেছিলেন, অবিরল অশ্রুধারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই ভাবে সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইল—রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি পুনরায় অক্ষয়কুমারের দিব্যদর্শনপথের পথিক হইলেন। তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না—অক্ষয় প্রাণভরিয়া নয়নের সাধ মিটাইয়া সেই আনন্দঘন-মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই কমনীয়-কান্তি স্নেহপ্রেমের জীবন্তপ্রতিমা তাঁহাকে কত আদর করিতে লাগিলেন—কত সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন, পরিশেষে অভয় প্রদান করিয়া—"অক্ষয়! ভয় কি? সময়ে আমি সব ঠিক করিয়া দিব"—এই বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। অক্ষয় পুনরায় দুঃখসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইলেন।

এই প্রকার বাহ্য-চৈতন্য-বিহীন অবস্থায় অক্ষয় কুমারের আট দিবস অতিবাহিত হইল; ইতিমধ্যে তিনি এক বিন্দু জলমাত্র গ্রহণ করিলেন না অথবা একবার মাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়া বহির্জগত নিরীক্ষণও করিলেন না। অক্ষয় প্রেমামৃতপানে বিভোর—তাঁহার আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোথায়? অক্ষয় শ্রীনিত্যগোপালের কামমোহনকান্তি দর্শনে আত্মহারা—তাঁহার আর বহির্জগত দেখিবার সাধ হইবে কেন? এই আট দিবস অক্ষয়কুমার দিবাভাগে দারুণ বিরহ-সন্তাপে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন—এবং যামিনীভাগে বাঞ্ছিত সমাগমে তাহার সহস্রগুণ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় কষিতকাঞ্চন-কান্ত পুরুষপ্রবর অক্ষয়কুমারকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে নানাস্থানে লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন রাত্রে পবিত্র তীর্থ কাশীক্ষেত্রে বিশ্বনাথ সকাশে, কোন রজনীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে, কোন নিশিতে বা মনিকর্ণিকার ঘাটে, কোন যামিনীতে কলিকাতার নিমতলার শ্মশানক্ষেত্রে, কোন দিন বা নিশীথ-সময়ে কালীঘাটে মাতৃ-মন্দিরে লইয়া গিয়া অক্ষয়কে কত অদ্ভুতদর্শন দর্শন করাইয়া, কত মধুর কথামৃত পান করাইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না—অক্ষয়-কুমারের ভাগ্যেও এ সুখসম্ভোগ বহুদিন স্থায়ী হইল না; আট দিবস পরে অক্ষয়ের এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। বলা বাহুল্য অক্ষয়ের আত্মীয়বর্গ এই কয়দিন ধরিয়া তাঁহার সংজ্ঞালাভ এবং আহারের জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু কোন মতেই শুভকার্য্য হইতে পারিয়াছিল না। অষ্টম দিবসে দন্তপংক্তিদ্বয়ের মিলনপথে লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া মুখ-বিবরে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া তাঁহার জনৈক আত্মীয় দেখিতে পাইল, যেন অক্ষয়ের মুখগহ্বরে কোন একটী জিনিষ রহিয়াছে। অক্ষয়ের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে বসিয়াছে—সেই আত্মীয়টী অতিকষ্টে তুলিয়া দেখিল—একটী বিল্বপত্র। তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে এই পত্রের প্রভাবেই অক্ষয় কুমারের এরূপ বিকার দশা। অবিলম্বে সে পত্রটী নষ্ট করিয়া ফেলিল। তথাপি তাঁহার বাহ্য চৈতন্যের কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সে পুনঃ পুনঃ স্বীয় উচ্ছিষ্ট অক্ষয়ের মুখে প্রদান করিতে লাগিল। বার বার অশুচি সংস্পর্শে শুদ্ধসত্ত্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল—অক্ষয়ের দিব্যভাব অন্তর্হিত হইল—তিনি বাহ্য-চৈতন্য ফিরিয়া পাইলেন। স্বাভাবিক জ্ঞানে পৌঁছিয়াই তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভগবদ্দত্ত সেই বিল্বপত্রটী কেহ কৌশলে অপহরণ করিয়াছে। অক্ষয় তখন দ্বিবিধ ক্ষোভে ক্ষুব্ধ। প্রথমতঃ তিনি যে অপার্থিব আনন্দরাশি সম্ভোগ করিতেছিলেন

তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সর্ব্বসুখসম্পদের নিদানস্বরূপ সেই বিল্বপত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অক্ষয় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিঃসহায় বালকের ন্যায় অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শুশ্রূষাকারী আত্মীয়টীর নিকট বিল্বপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; উত্তরে শুশ্রূষাকারী বলিলেন ;—"হাঁ, আমি পত্রটি পাইয়াছি, কিন্তু নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি"। উত্তর শুনিয়া অক্ষয়ের আর দুঃখের অবধি রহিল না।

* * *

বঙ্গীয় ১৩১৭ সালের কথা। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। অক্ষয় কুমারের আর সে দিন নাই। এখন তিনি নিজেই একটী মসলার দোকান খুলিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি রহিয়াছে—দ্বাদশ বৎসরের সংসার-চক্রের নিষ্পেষণ সত্ত্বেও সেই অতীত ঘটনার শুভস্মৃতি এখনও অক্ষয়ের মানসপটে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন হুগলীনগরীতে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেছেন। যদি তাঁহার দ্বারা সেই বিগত রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হয়, এই আশায় অক্ষয় কুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। লীলারস-ময় শ্রীনিত্যগোপাল তখন হুগলীতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবে গম্ভীরা লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। দ্বারহাট্টার দাশরথী স্মৃতিতীর্থ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তের কৃপায় ভগবান লাভ হয়—এ কথা চিরপ্রসিদ্ধ। অক্ষয়কুমার ঠাকুরের কথা অবগত হইয়াছেন—এক্ষণে তাঁহার কৃপা প্রাপ্তির জন্য দাশরথির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দাশরথি, অক্ষয়কুমার এবং আরও দুই একটী নবীন ভক্তের সহিত হুগলীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ঠাকুর জানিতে পারিয়াছেন, তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, সেই অক্ষয়কুমার তাঁহার দর্শন-মানসে হুগলী আসিয়াছেন। দাশরথি, অক্ষয় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই ঠাকুর অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"অক্ষয়! ভালত'?" অক্ষয় প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্—ঠাকুর কি করিয়া তাঁহার নাম জানলেন!—আরও বিস্মিত হইলেন, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট ভাগরথী-বক্ষ-বিহারী সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহিত ঠাকুরের আকৃতি-গত অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য! মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—অক্ষয়ের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, ইনিই সেই মহাপুরুষ, যিনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে অযাচিত ভাবে গঙ্গা-গর্ভে তাঁহাকে কৃপামৃত ধারায় স্নাত করাইয়াছিলেন। অক্ষয়ের সর্ব্বশরীর পুলকে কণ্টকিত—হৃদয় বিস্ময়ে ভক্তিতে আপ্লুত—নয়নদ্বয় অনুরাগভরে অরুণ-বর্ণ—কণ্ঠ বাষ্পচাপে রুদ্ধ! অক্ষয় দেখিতেছেন,—যোগীজনবাঞ্ছিত, মুনিগণবন্দিত, সুরাসুরনরনিচয়-নমিত, সিদ্ধ-মহর্ষিগণনিষেবিত, নিখিলচরাচরসংস্তুত, পরাৎপরতর পরমব্রহ্ম আজ স্বীয় অহেতুকী কৃপা-বশতঃ, স্বকীয় মহীয়সী মহিমা-প্রভাবে অক্ষয়ের চিরসঞ্চিত বাসনা সফল করিতে লীলায় লীলারসময়বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ! সেই গলিত সুবর্ণবৎ লাবণ্যঢলঢল নবনীকোমল-ললিত অঙ্গকান্তি, স্নেহ-প্রেম-বিজড়িত স্নিগ্ধ বিজলীবৎ মৃদুহাস্যযুত বদনমণ্ডল, আজানুলম্বিত করিশুণ্ড-লাঞ্ছিত বাহুযুগল, শান্তির লীলাভূমি বিশাল বক্ষস্থল, সিংহকটি-বেষ্টিত অঙ্গপ্রভাতুল্য-গৈরিকবসন, কোমল কমল সন্নিভ রাতুল চরণ-যুগল নিরীক্ষণ করিয়া অক্ষয় বহির্জগত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার নয়নমনে সেই মদন-মোহনমূর্ত্তি নিয়ত স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল।

সেই ব্রহ্ম-বিগ্রহ অবলোকন করিয়া ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে মানসে প্রণাম করিলেন,

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশি-
ন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরাম স্তমেকং ভজাম
স্তদেকং জগৎসাক্ষি-রূপং নমাম।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ" ॥

ঠাকুর অভয় হস্ত তুলিয়া মৃদুহাস্যে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন,"নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।" পরদিবস শুভ মুহূর্ত্তে জগদ্গুরু জ্ঞানানন্দ অক্ষয়ের দীক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। দীক্ষা সময়ে লীলামৃতমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল অক্ষয়কে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয় মুহুর্মুহু শ্রীশ্রীদেবে স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন। এই সময়ে অক্ষয়ের এক প্রকার জড়াবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিবস অক্ষয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষান্তে বাড়ী যাইবার অভিলাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষার পর সে সংকল্প অন্তর্হিত হইল, তিনি ঠাকুরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"আমি আরও দুই এক দিন এখানে থাকিতে চাই।" ঠাকুর মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"তোমার যেমন সুবিধা হয়।" অক্ষয়ের সঙ্গীরা দেখিলেন তাঁহার এক প্রকার দিব্যোন্মাদ অবস্থা সুতরাং তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া অক্ষয়কে হুগলী রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অক্ষয় লীলারসৈক শ্রীনিত্যগোপাল সমীপে লীলারস আস্বাদনে বিভোর বিগ্রহ হইয়া দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥"

একথা শুধু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নহে, তাঁহার লীলাসম্বন্ধেও ইহা সর্ব্বাংশে প্রযোজ্য। কারণ, আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই, এমন সুমধুর ব্রজলীলাও যোগমায়া সহযোগে সংঘটিত। কে এমন শক্তিমান—মহামায়া যোগমায়ার এই কঠোর আবরণ ছিন্ন করিয়া, তাঁহার মধুময় লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ? তবে এ আনন্দরস আস্বাদনে কে সক্ষম?—তদুত্তরে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে"—

এ হেন যোগমায়ার দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে গৌরীদুলাল শ্রীনিত্যগোপাল কত মধুময়ী লীলার অভিনয় করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তিনি কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় যতটুকু জানাইয়াছেন তাহাই স্মরণ করিয়া—পরকে শুনাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আজ পাঠকবর্গের লীলাভিনয়ের দৃশ্যপট উন্মোচন করিলাম, সুধাময়ী নিত্যলীলার রহস্যময় অঙ্কে এরূপ যে কত শত অভিনয়-দৃশ্য শায়িত রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

গোপাল! তোমার অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছি, তাহা ক্ষমার যোগ্য! কারণ, অমৃতস্বরূপা লীলাকাহিনী পুনঃ পুনঃ আলোচনার লোভ সম্বরণ করা চির-অতৃপ্তি-অনলে দগ্ধীভূত আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি অমৃত-স্বরূপ, তোমার কথাও অমৃত-স্বরূপ। তাই ত' তোমার বিরহ-অনলে দগ্ধীভূতা হইয়াও ব্রজাঙ্গনাগণ তোমার কথামৃত-প্রলেপ-প্রভাবে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ অমৃতস্বরূপ! তোমার কথা শুনিতে সাধ হইতেছে, বলিতে সাধ হইতেছে। তোমার ইচ্ছায় এ সাধ, এ অভিলাষ, এ আকাঙ্ক্ষা পলে পলে বর্দ্ধিত হউক। বিজয়ার আঁধারময় হৃদয়মন্দিরে তোমার অমৃতময়ী স্মৃতির মূর্ত্তিই আমার শোক-দুঃখের সান্ত্বনারূপা ক্ষীণদীপালোক-রেখা! তোমার এই স্মৃতি-রূপা লীলা-দূতীই তোমাকে মনোনিকুঞ্জে আনয়ন করে। তাইত' তোমার লীলাপ্রসঙ্গ এত মধুময়, এত আনন্দময়! তাইত' তোমার লীলাকাহিনী স্মরণ করিতে করিতে তোমারই সেই লীলারসৈকবিগ্রহ স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে! হে আমার স্মরণ-নিকুঞ্জের বাঞ্ছিত-অতিথি!

'ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজমনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্' ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১৪।৩১)

তোমার আবির্ভাব নিখিল-জনগণের দুঃখ-বিনাশক এবং আনন্দ-বর্দ্ধক। তুমি অখিল-মঙ্গল-স্বরূপ! হে বাঞ্ছিত! তোমার লাভাকাঙ্ক্ষায় আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। প্রিয়! কার্পণ্য পরিত্যাগ কর! বঁধু! তোমার স্বজন-গণের হৃদ্‌রোগ বিনাশী ঔষধ আমাদিগকে প্রদান কর। ওঁ তৎসৎ।

নিত্যগোরবানন্দ পরিব্রাজক।

জীব ও জীবকর্ত্তব্য

এই গতিশীল বিশ্ব প্রপঞ্চকে "জগৎ" কহে। গম্‌ধাতুর অর্থই গতিশীলতা, ইহারই অপর নাম "সংসার"। সং+সৃধাতুর অর্থও নিত্যপরিবর্ত্তন-শীলতা। যাহা অনিত্য তাহাই সংসার-শব্দ-বাচ্য। তাহা হইলে ইহাতে নিত্য-ভ্রম হয় কেন? জীব ইহাতে আবদ্ধ হয় কেন? কেনইবা এই জনন-মরণশীল অনিত্যবস্তুতে "কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব" আরোপ করিয়া জীব অনন্ত দুঃখের ভাগী হয়? ইহার উত্তরে দেখা যায় "মায়া"। মায়া কাহাকে কহে,"অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া"। মায়া প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং"। এই মায়া দুই প্রকার "সত্বগুণাত্মিকা মায়া ও রজস্তমোগুণান্বিতা অবিদ্যা"। ঐ নৈর্ম্মল্যাত্মিকা মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি সেই মায়াকে বশীভুত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। এবং ঐ অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি "অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া" জীব শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। সেই অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যতারতম্য-বিশেষে আবার দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হইয়া থাকে; "চেতনা-লক্ষণোজীবঃ স চ জ্ঞানাদভেদাৎ অনেকধা ভবতি ইতি সর্ব্বার্থসিদ্ধিটীকায়াম্"। অতএব যাহাদের চৈতন্য আছে, তাহারাই জীবপদবাচ্য এতদ্ভিন্ন সমস্তই অজীবপদবাচ্য। এই জীবই ইচ্ছা করিয়া মায়াপাশে বদ্ধ হয়, ইহাতে মায়ার

দোষ নাই দোষ জীবের। অসিরদ্বারা হস্ত কাটিয়া ফেলিলে দোষ অসির হয় না দোষ হয় অসিব্যবহার-কারীর। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপমায়া "আভাসচৈতন্য দ্বারা" জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে এবং তাঁহারা উভয়েই এই সমুদয় জগৎ করে। অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্য স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির আধারভূত যে পরমাত্মা তিনি স্বরূপতঃ সম্বন্ধ-রহিত, কিন্তু পরম্পরাধ্যাসবশতঃ তিনি জীবশব্দের বাচ্য হয়েন ইহাকেই জীবাত্মা বলা যায়। ঐ জীবচৈতন্য যে সময় স্বীয় অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত ভ্রমাংশে পতিত হয়, অর্থাৎ স্বকীয় শরীরাদিতে আমিত্ব আরোপ করে তখনই "আমি সংসারী" "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমান হয় আর যখন ঐ ভ্রমের দূরীকরণ হয়, তখনই আমি কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ বোধ করিয়া জীব কৃতার্থ হন। যদি বলেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অহঙ্কার আসিতে পারে না? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, অহংশব্দের ত্রিবিধ অর্থ একটী মুখ্য ও অপর দুইটি গৌণ। পরস্পর অধ্যাসবশতঃ কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্যের যে একীভাব ইহাই মুখ্য অহং শব্দবাচ্য, ইহাতেই সাধারণতঃ লোক অহংশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আর যে দুইটী গৌণ তাহার মধ্যে একটী মাত্র আভাসচৈতন্য ও অপরটি মাত্র কূটস্থ চৈতন্য। আভাসচৈতন্যে লৌকিক প্রয়োগ যথা আমি করিতেছি আমি খাইতেছি, গমন করিতেছি ইত্যাদি। কূটস্থচৈতন্যে বৈদিক প্রয়োগ, যথা আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মহান্ কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ, আমার শোকমোহ জনন মরণ ছিল না, কখন হইতেও পারে না; আমিই নিত্যসৎস্বরূপ। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, যাহাদের চৈতন্য আছে তাহারাই জীব, কিন্তু এই সংসার কারাগৃহে "অবিদ্যানিগড়ে" নিগড়িত জীবকুল শোকজরা-গ্রস্ত দৈন্যপ্রপীড়িত হইয়া যেন শতমলিনতায় মলিন হইয়া রহিয়াছে, যেন তাঁহারা অপরিপূর্ণত্ব বোধ করে বলিয়াই লঘিমা তাঁহাদেরে গ্রাস করিয়াছে, তাই অতিলঘু মনে করিয়া আজ যেন অবসাদগ্রস্ত হইতেছে, সিংহশিশু যেন আজন্ম প্রতিপালক গোমায়ু সংসর্গে আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। তাহার যেন পরমাত্মীয় জীবনবন্ধু স্বজাতি সিংহদর্শনেও ভ্রান্তির ঘোর কাটিতেছে না; যেন ক্ষুদ্র শৃগাল-শিশু মনে করিয়াই গুহার আশ্রয় লইতেছে। এই ক্ষুদ্র-হৃদয়দুর্ব্বলতার বীজ একমাত্র অবিদ্যা। অবিদ্যাই আমাদের সৎকার্য্য প্রতিরোধিকা। বাইবেলের মতে যেমন "সয়তান" সৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক হয় তেমন মায়াও আমাদের সৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এই মায়াই অজ্ঞান! ঐ অজ্ঞান-দ্বারাই ব্রহ্ম আবৃত, তিনি অনাচ্ছাদিত স্বপ্রকাশমান হইলেও অজ্ঞানই তাঁহার দর্শনের প্রতিহন্তা। ব্রহ্ম উপাস্য নহেন উপাস্য ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্ম অজ্ঞান থাকিতে পারে না, আলোক আসিলে অন্ধকার স্বতঃই বিনষ্ট হয়, তাই এই নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয়দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে স্বতঃ প্রকাশমান আনন্দময়কে সম্ভোগ করিয়া সদা আনন্দ-সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া জীব চিরতরে আনন্দময় হইয়া যায়। তাই উপনিষদ্ বলেন "লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ইতি" এইজ্ঞান একমাত্র চেতনাত্মক জীবেরই হয়, ইহা স্বীকার্য্য নহে; জীবমাত্রেরই এজ্ঞান অসম্ভব, কারণ জন্মমাত্রেরই আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞানই থাকে না, কি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে? তাই বলিতে হয় এই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী মনুষ্য, মনুষ্যের এই জ্ঞান সম্ভবপর; তাহাতে আবার

বিপ্রত্ব বেদপারগত্ব ও আত্মনিষ্ঠত্ব আদি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম বলিয়া কথিত। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবেক চূড়ামণিগ্রন্থে লিখিয়াছেন "লব্ধা কথঞ্চিৎ নরজন্মদুর্লভং, ততোঽপিপুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্। যস্ত্বাত্মমুক্তৌ নযতেত মূঢ়ধীঃ সহ্যাত্মহা বিনিহন্ত্যসংগ্রহাৎ।" এই দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়া অথবা শ্রুতিবেদান্তবিৎ হইয়াও যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান না হন তিনিই আত্মহত্যাকারী এবং "বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মানি ভজন্তু দেবতাঃ, আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিদ্ধতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি।" অর্থাৎ তোমরা বহুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাই কর, আর দেবগণেরই অর্চ্চনা কর এবং অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞেরই অনুষ্ঠানকর কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান ব্যতীত শতব্রহ্মকল্পেও মুক্তি হইবে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যগণের মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য স্থল, এই মুক্তির জন্যই সাধনভজন। ইহারই জন্য সাধন চতুষ্টয়ের আশ্রয় গ্রহণ, ইহার জন্যই সাধুসঙ্গ। ইহারই জন্য অনবরত মনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া, অর্থাৎ নিয়ত প্রহরীর কার্য্য করিয়া মনকে সংযতকরা। মনসংযত না হইলে কোন ইন্দ্রিয়েরই সংযম হইতে পারে না। তাই আজ জৈমিনি, গৌতম, কপিল, কণাদ ব্যাস প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণ প্রাণপাত করিয়া যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুতত্ত্বের মূর্ত্তিমৎ প্রতিচ্ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন সংসার দাবানল-ক্লিষ্ট শ্রান্তপথিক বিশ্রান্তির জন্য ঐ স্নিগ্ধশান্ত তরুচ্ছায়ার ক্ষণকালের নিমিত্ত শান্তিভোগ করিতে পারিতেছি। তাই যেন আজ প্রথিত-কীর্ত্তি শুকনারদ জনক বশিষ্ঠ প্রভৃতি আত্মতত্ত্ববেত্তা রাজর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণকে এ মর জগতে এ ক্ষুদ্রজীবনে, এ অশান্তিময় দুশ্ছেদ্য সংসার চক্রের আবর্ত্তে এ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মরুভূমিকর বিশুষ্ক হৃদয়ে আদর্শ পাইয়া, যেন সুদূরপরাহত আশালোকের ক্ষীণরেখার পুনঃ দর্শন পাইয়া মরীচিকা দর্শনবৎ কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ভাবিতেছি ইহা সত্যপন্থা, ইহা মিথ্যা নহে, ইহা শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি নহে। বিশ্বাসের ধ্বজা লইয়া এই সাধন পথে চলিলে কেহ কখনই পথস্খলিত হয় না। এই পন্থার যথার্থ অনুসরণ করিয়া কত মহাত্মা প্রকৃত গন্তব্য স্থলে উপনীত হইয়াছেন। ইহাই বশীকৃতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত সাধুজন সুসেবিত প্রকৃতপন্থা। এস ভাই আমরা অনৈরাশ্য অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে অনন্তশক্তি ধারণ করিয়া (যে হেতু আমরা অনন্তের সন্তান, আমাদের ভিতরেই অনন্তশক্তির সমষ্টিতো আছে) এস জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুজনবাঞ্ছনীয়, স্থিতপ্রজ্ঞের লব্ধব্য আত্মজ্ঞান বা মুক্তির দ্বারস্বরূপ মুমুক্ষুত্বলাভে যত্নবান হই। মুমুক্ষত্ব না আসিলে তীব্রমুক্তি ইচ্ছার প্রবল ঝটিকা না বহিলে মুক্তির বাতায়নদ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। এখন দেখা যাক মুক্তি কি? মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তি মানে মুক্ত হওয়া! মুক্ত হওয়া কি হইতে? বন্ধন হইতে। কে বন্ধন করিল? দেহ, মন, অজ্ঞান ও জগৎ। উহারা আমাকে কি করিয়া বন্ধন করিল? যে হেতু আমি দেহের বশে আছি, মনের বশে চলি, অজ্ঞানের বশে দুঃখ পাই। জগতে নিয়ত মুগ্ধ হই! এই সমস্ত বশে থাকিলে নিত্যই সুখ! ইহারই নাম মুক্তি। কাহারও অধীনে না থাকিলেই আমি স্বাধীন হইলাম, আমাকে কষ্ট দিতে আর কেহ থাকিল না। দেহমন অজ্ঞান সংসার সকলই আমার বশে রহিল। ইহারই নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থাই একান্তবাঞ্ছনীয়। ইহারই জন্য জপধ্যান, ইহারই জন্য সৎগুরুর আশ্রয় লাভ করিতে হয়।

পণ্ডিত—শ্রীদাশরথি ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ বেদান্তভূষণ।

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।

আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল একদিন বৈকালে কালীমাষ্টারের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ডাক্তারবাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, কালীবাবু, হরেন দত্ত, দুই সতীশ, যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী ও আমি। আমাদের সঙ্গে লইয়া ঠাকুর Steamer officeএ উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিধুমুখুয্যে ও মাষ্টার মহাশয় ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া ঠাকুরকে চেয়ার দিলেন। আমরা একখান বেঞ্চির উপর বসিলাম। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "অদ্য রাত্রে আমার বাসায় ভক্তগণ সহিতে ঘি-খিচুড়ি ভোগ লাগুক।" ঠাকুর বলিলেন "বড়ই আনন্দ! বড় আনন্দ"। অমনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ হইতে লাগিল। ২।৩টি ভক্ত ঐ সব যোগাড়ে রহিলেন। এদিকে আফিস-ঘরে ঠাকুর সতীশ ঘোষকে বলিলেন "একটী নাম করতো।" সতীশদা গান ধরিলেন—"জয় জয় গুরু কল্পতরু ত্বংহি শিব শঙ্কর ইত্যাদি"। এই গানটি হইতেছে; ঐ গানের মধ্যে একটি স্থানে আছে—"ভক্তগণ মাঝে হেলিয়া দুলিয়া, ভাবাবেশে ভোলা নাচে বিনোদিয়া, তা তা থৈ থৈ তাথেয়া তাথেয়া প্রেমে তনু গর গর"। এই স্থানটি যেই সতীশদা গাইতে লাগিলেন অমনি আমাদের ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে গরগর; আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সমস্ত শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল; বর্ণ-বৈবর্ণ্য হইয়া গেল; দুই চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমধারা বহিয়া গণ্ডস্থল দিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মৃত্তিকাতে পড়িয়া সে স্থান সিক্ত করিতে করিতে তথা হইতে ধারার সৃষ্টি হইল। মানুষের চক্ষে যে এত জল পড়ে তাহা আমার জীবনে এই প্রথম-দর্শন। যাহা হউক এই গানটীতে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দের বড়ই আনন্দ দর্শন করিতে লাগিলাম। তন্মধ্যে আরো এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। কালীদাস বাবু অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া পাগলের মত গঙ্গার দিকে ছুটিলেন। যখন গঙ্গার দিকে কালীদাসবাবু ছুটিলেন তখনকার অবস্থা তাঁহার এইরূপ—পরিধের বস্ত্রখানি প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে, শরীরে পুলকাবলি, নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে অর্দ্ধস্ফুট বাক্য, সব বুঝা যাইতেছেনা, তবে ২।১টা বুঝা যাইতেছে—সে বাক্যগুলি এই—"মা কালী, আনন্দময়ী" এই কথা বলিতেছেন আর কাঁদিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে হাত মুঠা করিয়া যেই তাঁর নিজের মুখের নিকট লইয়া গেলেন অমনি ভর ভর করিয়া হাত দিয়া বারুণীর গন্ধ বহির্গত হইতে লাগিল। সেই গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি। কালীদাসবাবু জীবনেও কখন মদ খান্ না, এমন কি তামাক পর্য্যন্ত খান্ না। এই ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গঙ্গার দিকে গিয়া পড়িয়াছেন। পাছে তিনি পাউড়ি হইতে নীচে পড়িয়া যান সেই জন্য ভক্তেরা তাঁহাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যাইয়া ৪।৫ জন কালিদাস বাবুকে ধরিলেন; ধরিয়া কালিদাস বাবুর প্রেমানন্দ পুষ্টির জন্য কালিদাস বাবুকে ঘিরিয়া গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুরের সমাধি প্রায় ভাঙ্গিয়াছে; অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইয়াছে; সেই অবস্থায় আবেশের মুখে বরদ-মুখী হইয়াছেন। সেই অবস্থায় ভক্তদিগকে প্রতিদিনই কীর্ত্তনান্তে বর দিয়া থাকেন। উপস্থিত সময়ে আফিসের মধ্যে ছিলেন কেবল কালীবাবু বিধুবাবু, ডাক্তার বাবুও আমি। আর অন্যান্য ভক্তেরা গঙ্গা-কিনারে কালিদাসবাবুকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে আছেন। এমন সময়ে কালীমাষ্টার বলিলেন "ঠাকুর আমাদের গতি কি হবে? আমরা ভজন জানি না, সাধন জানি না আমাদের

উপায় কি? আমাদের উদ্ধার করুন"। বলিয়া ঠাকুরের চরণ চাপিয়া ধরিলেন। তখন ঠাকুর আনন্দ-বদনে বলিলেন "ওগো তোমাদের ভয় নাই **এবার যে আমায় দেখিবে সেই উদ্ধার হয়ে যাবে"**। এইটী বলিয়াই পুনশ্চ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। আমি এই কথাটি অভয়বাণী জানিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য সেই অভয়বাণী ভক্তহৃদয়ানন্দ বর্দ্ধনের জন্য ভেটস্বরূপ প্রদান করিলাম। আশা করি ভক্তেরা এই ভেট পাইয়া আনন্দিতচিত্তে এ অধমকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আলস্য বর্জ্জন করিয়া তাঁহার লীলাকথা লিখিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারি। এইরূপ কিছু কিছু বর-প্রদান-রূপ লীলা করিতে করিতেই ঠাকুরের বাহ্যভাব উপস্থিত হইল—ঠাকুর দেখিলেন কালিদাস প্রভৃতি ভক্তেরা গঙ্গা কিনারে। তিনিও গঙ্গাকিনারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম। ঠাকুর যাইবামাত্র কীর্ত্তনানন্দ আরও বেশ মজিয়া উঠিল। তখন ভক্তেরা প্রায় সকলেই মাতোয়ারা হইয়াছেন; কে কাহাকে ধরে! দেখি এবার ঠাকুর ঠিক আছেন; ভক্তেরা উন্মত্ত হইয়াছেন; সকল ভক্তের চক্ষেই জল ধারা; প্রায় সকলেই মাতোয়ারা; যে ভক্ত নাচিতে নাচিতে গঙ্গা-কিনারে গিয়া পড়িতেছেন তখনি ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া সরাইয়া দিতেছেন। এত ক্ষিপ্রহস্তে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন যে ঠাকুর আমাদের যেন দশভুজ হইয়া দশদিকে হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক ভক্তদিগকে রক্ষা করিতেছেন, পাছে ভক্তেরা পাউড়ির উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়—কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কোন ভক্তই উপর হইতে নীচে পড়িলেন না। এইরূপ কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর আমাদের লইয়া গঙ্গা-কিনারে বসিয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন ও আমাদের লইয়া কত গল্প কত আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কালী মাষ্টারের বাসায় ঘি-খিচুড়ি! ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসাইয়া আমরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে আশ্রমে আসিলাম।

কেশবানন্দ অবধূত।

গোষ্ঠে গোপাল।

গোঠেতে যাইছে, ব্রজের গোপাল
নেহারিবি কেবা আয় গো,
রতন নূপুর রুনু ঝুনু রবে
ঐ শোন মধুর বাজিছে গো।
গো-পালের সাথে নবীন গোপাল
হেলিয়া দুলিয়া যাইছে গো,
নয়ন রঞ্জন শ্রীনন্দনন্দন
সুমধুর হাসি হাসিছে গো।
অলকা তিলকা শ্রীমুখ কমলে
মরি মরি কিবা শোভিছে গো,
ললাটে তিলক মরি কি সুন্দর
প্রাণ মন সদা হরিছে গো।
সুকুঞ্চিত কেশ পড়িয়াছে ভালে
শ্রবণে কুণ্ডল দুলিছে গো,
মস্তক শোভিত মোহন চূড়ায়
মনি মুক্তা কত জড়িত গো।
শিখি পুচ্ছকিবা শোভিতেছে তাহে
দেখিয়ে নয়ন জুড়াল গো,
কণ্ঠে বিরাজিছে বনফুল-হার
পীতবাসে পৃষ্ঠ ঢেকেছে গো।

রতন-জড়িত সুবর্ণ বলয়
শোভিতেছে বাহুযুগলে গো
শ্রীকরে শোভিছে মোহন বাঁশরী
পাদযুগে স্বর্ণ নুপুর গো।
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখা
মোহন সাজে সেজেছে গো
গোপালে করিছে রাখালের রাজা
আগে আগে তাই চলিছে গো।
সবাই সেজেছে গোপালের মত
যেন কত গোপাল যাইছে গো
সবারি শ্রীমুখে কোটী চন্দ্র শোভা
নাচিয়ে নাচিয়ে চলিছে গো।

ধেনু বৎস যত যাইছে আনন্দে
গোপালের পানে চাহিছে গো
জুড়াল নয়ন জুড়াল জীবন
বরজগোপালে নেহারি গো।
এ অতুল শোভা নাহি ত্রিজগতে
ও রূপ মরমে পশিল গো
পাশরিতে নারি পরাণ গোপালে
নয়নে নয়নে ভাসিছে গো।
ধন্য নন্দরাণী গোপাল জননী
এ হেন রতনে লভিছে গো
সুখেতে রহুক ও নীলরতন
এহি আশা সদা হৃদয়ে গো।

বিনয়

প্রেমভক্তি প্রসঙ্গ।

কোন সময়ে গিরিরাজ জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীকে মোক্ষমার্গ বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরম-হিতকারিণী স্নেহসাগরী জগদম্বা তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যথা—

"মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ!
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ।
গুণভেদান্মনুষ্যানাং সা ভক্তি স্ত্রিবিধা মতা॥

দেবী গীতা ৭।২-৪

হে নগাধিপ মুক্তির জন্য তিনটী পথ কথিত আছে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই অনায়াসসাধ্য, সুলভ, মনোবৃত্তিদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং কায় ও চিত্তের পীড়াদায়ক নহে। মনুষ্যদিগের গুণভেদানুসারে সেই ভক্তি ত্রিবিধ।

ইহাতে গৌণীভক্তি বা সাধনাত্মিকা ভক্তির কথা উল্লিখিত হইল। মোক্ষপ্রাপ্তির অন্যান্য পন্থা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও জগজ্জননী ভক্তিযোগই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। এই গৌণীভক্তিরূপ পন্থাবলম্বনে পরাভক্তিরূপ অমৃত সাগরে উপনীত হওয়া যায়।

ভগবান্ যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ-দেব মহারাজ কহিয়াছেন, 'মোক্ষাভিলাষিগণের পক্ষে ভক্তির সাধনাই কর্ত্তব্য'।

ব্রহ্মর্ষি নারদ কহিয়াছেন, 'সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ' অর্থাৎ মুক্তিকামীর ভক্তিই অবলম্বনীয়।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালায় কহিয়াছেন 'মুমুক্ষুণাাকং ত্বরিতং বিধেয়ম্" অর্থাৎ মুমুক্ষুর কাল বিলম্ব না করিয়া কি করা কর্ত্তব্য? 'সৎসঙ্গতি নির্ম্মমতেশভক্তি' অর্থাৎ সৎসঙ্গ নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরে ভক্তি। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী

সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভক্তি প্রচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গঙ্গাস্তব প্রভৃতিতে ভক্তি-ভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শঙ্কর ভগবানের গুরুদেব শ্রীমদ্ভগবদ্ শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদচার্য্য পরিব্রাজক পরমহংস স্বামী তাঁহার অদ্বৈতানুভূতির প্রারম্ভে এইরূপ প্রণাম মন্ত্র লিখিয়াছেন—

সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিং।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥

যিনি সৃজন, পালন এবং লয়ের হেতু, যিনি অচিন্ত্যশক্তি, বিশ্বেশ্বর, যিনি বিশ্বকে বিদিত আছেন, যাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি যাঁহার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই, যিনি অপার সুখসাগর সেই বিমল জ্ঞানঘন শ্রীবল্লভকে নমস্কার।

পঞ্চদশী প্রণেতা বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর স্বামীও প্রণামমন্ত্র দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। ভগবান বসিষ্ঠদেব তাঁহার যোগবাসিষ্ঠ রচনার প্রারম্ভেই সচ্চিদানন্দকে প্রণাম করিয়াছেন, যথা—

যতঃ সর্ব্বানি ভূতানি প্রতিভান্ত স্থিতানিচ।
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥
জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দ্রষ্টাদর্শনদৃশ্যভূঃ।
কর্ত্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাৎ তস্মৈ
জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ॥
স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরে বনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের আবির্ভাব, রক্ষা এবং পরিশেষে যাঁহাতেই লয় হয় সেই সত্য-পরমব্রহ্মকে নমস্কার। জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য ; কর্ত্তা হেতু এবং ক্রিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত প্রকাশিত হন সেই জ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যে আনন্দ সাগরের কণিকাস্বরূপ বিষয়ানন্দ কণা ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দে এবং মনুষ্যাদি জীব সমূহে প্রকাশ পায়—এবং যদীয় আনন্দকণা সকলেরই জীবনস্বরূপ, সেই ব্রহ্মানন্দময় পরমাত্মাকে নমস্কার।

ভক্তির অপার মহিমা। দেশে দেশে যুগে যুগে এই জগদীশভক্তি শান্তির সলিল বিলাইয়া অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। সুরধুনী পতিত পাবনী, তদ্রূপ এই হরিপাদপদ্ম নিসৃতা পরাভক্তিও পতিতোদ্ধারিনী সর্ব্বানন্দ-দায়িনী, ত্রিলোকপাবনী।

শ্রুতিতে দুই প্রকার বিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, পরা এবং অপরা। যথা—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্ত পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে।" অর্থাৎ ব্রহ্মবিদেরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা কহেন পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা। আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে সম্যক জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। যত্নশীল সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বতঃ বা সম্যক্‌রূপে আমাকে জানিতে পারে। পরা বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। অতএব সিদ্ধদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পরা বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তাঁহারা কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এইরূপ কহিয়াছেন,

"ভক্ত্যামামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"

অর্থাৎ তিনি ভক্তি দ্বারা আমি যাহা এবং যেরূপ তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্ম। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভবিষ্যপুরাণে, নারদপঞ্চরাত্রে, গোপালতাপনী শ্রুতিতে, নারায়ণোপনিষদে, অথর্ব্বশিরোপনিষদে এবং পঞ্চমবেদ মহাভারতে সে বিষয়ে প্রমাণ আছে। যাহা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। এজন্য ভক্তিকেই শ্রুত্যুক্ত পরাবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়। সেই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বলিতে হয়

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

কেহ কেহ এরূপ কহেন যে কলিযুগের পক্ষেই ভক্তি। আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বযুগেই তাপদগ্ধ জীবকুলের পক্ষে ভক্তিগঙ্গার অমৃত-প্রবাহ শান্তিপ্রদ—সুখদ, শুভদ। সর্ব্বযুগেই এই ঈশ-ভক্তি জীব-নিস্তারিণী মহাশক্তি। বেদ সত্য-যুগের শাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয়। বেদ কোন মানুষ কিম্বা অমানুষের রচিত নহে। বেদ আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র। সেই বেদে ভক্তির উজ্জ্বল মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে। বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা, বিবিধ প্রার্থনা দ্বারা সেই মহান্ ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতি কহিতেছেন,

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার দেবতা এবং শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি আছে তাঁহারই নিকট বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব মহাত্মারা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তাঁহারই প্রকৃত জ্ঞান হয়। সত্য যুগেই শাস্ত্র এই উপদেশ দিতেছেন। সত্য যুগেও ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, ত্রেতাতেও সে মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, দ্বাপর যুগেও ভক্তিরমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কলিযুগেও ভক্তি মাহাত্ম্য ঘোষিত হইতেছে। মহীয়সী ভক্তিমহিমা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই ঘোষিত হইয়াছে হইতেছে ও হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।

"সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ সকল দ্বারা পূজা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা এক ফল হইয়া থাকে।"

এই বাক্য দ্বারা চারিযুগেই বিষ্ণু ভক্তির সূচনা করা হইতেছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভজনের ভিন্ন প্রকার মাত্র। কলিযুগে শ্রীহরির যে নামে যাঁহার প্রীতি সেই নাম সংকীর্ত্তনই পরিত্রাণের সহজ উপায় রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

মোক্ষকামীর ভক্তিই অবলম্বনীয়। যিনি ঈশ্বরের দিব্যরূপ দর্শন এবং ঈশ্বর সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারও ভক্তিই অবলম্বন। যিনি প্রাণারাম প্রিয়তম সেই অধর চাঁদকে ধরিতে চান ভক্তিই তাঁহার উপায়। ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,

"সেই ভক্তিযোগে হয় কৃষ্ণ দরশন
মন হয় যোগানন্দে তাঁহাতে মগন॥"

সেই পরাভক্তিযোগে শ্রীভগবানের দিব্যরূপ দর্শন, স্পর্শন দ্বারা সম্ভোগ করা যায়, সেই পরাভক্তিযোগে সেই প্রিয়নাথের মধুর অমৃতময় বাণী সকল শ্রুত হয়। সেই পরাভক্তিযোগে শ্রীভগবানের অনুপম স্বরূপ সম্ভোগ করা যায়।

শ্রীভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোহর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন বেদাধ্যয়ন তপস্যা, দান, যজ্ঞ এ সকল দ্বারা তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু অনন্যা ভক্তি দ্বারা আমাকে এইভাবে দর্শন করিতে, তত্ত্বতঃ জানিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হওয়া যায়।

পরমাত্মা বুদ্ধ। বুদ্ধ ঈশ্বর। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গোপাকে বরণ করেন। এই ইচ্ছার হেতু বা জন্ম কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? যিনি জীবস্বরূপ আবরণে গোপন হইয়াছেন সেই জীবই গোপা। * যখন ঈশ্বর জীবকে বরণ করেন তখনই জীব তাঁহাকে লাভ করে। তাই শ্রুতি কহিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনংস্বাং॥

বাগ্মিতা, মেধা, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে। জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক শক্তি রহিয়াছেন। সেই শক্তিযোগেই বুদ্ধ গোপাকে বরণ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে অনন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। যথা—'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'। অর্থাৎ অনন্যা ভক্তিযোগে সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবতী গীতায় ভক্তি-দ্বারাই জগন্মাতাকে ভজনা করিতে হয় একথা তিনি শ্রীমুখেই কহিলেন,—

অতস্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে!
মন্মনা ভব মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মৎপরঃ।
মামেবৈষ্যসি সংসার-দুঃখৌঘৈর্নৈব বাধ্যসে॥

হে মহামতে! তুমি পরমাভক্তিভাবে আমার আশ্রয় লইয়া আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভজন কর ও আমাকে প্রণাম কর। তাহা হইলে সংসার দুঃখ তোমার বিঘ্ন জন্মাইবে না এবং তুমি আমাকে পাইবে। ক্রমশঃ।

হরিপদানন্দ অবধূত।

শ্রীপঞ্চমী।

—:*:—

জ্ঞানানন্দাধিদৈবে! জড়-গণ-মতিদে! জাড্য-পাপাপহারে!
বেদান্তে শেখরস্থে! বেদ-বিধিবরিতে! বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তে!
শুদ্ধে! সত্ত্ব-স্বরূপে! শশি-রুচি-রুচিরে! শব্দ-সঙ্গীত-সারে!
শন্নঃ সুংধংস্ব বিদ্যে! ত্রিজগদঘহরে! নিত্যগোপালদারে!

ভূমিজল-বহ্নি-বাত, লয় করি, অচিরাৎ, উপনীত হ'য়ে শুদ্ধ-নিরালম্বপুরে।
গৌতম-পদার্থ-দলে, উজলিয়া সৌর-দলে, কল্পলতা-বীজ আছে নাদ-বিন্দু-সুরে॥

* শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের পার্থিবী লীলাও নিত্য এবং সত্য। লেখক।

"রসো বৈ সঃ" রূপখানি, তুলনা কি দিতে জানি ? পঞ্চবিংশ-মকরাশে, রবি হেরি' শশি ত্রাসে
বিরাজিছে "স্বে মহিম্নি" শ্বেত-সহস্রারে। পঞ্চপদ চলি' এল মঙ্গল-বাসরে।
সে রূপ-আভাস পেয়ে, প্রভাকর চলে ধেয়ে, রবি-শশি-মহাত্রাস, মহানন্দ-পুঞ্জোল্লাস,
জীবনে জীবন দিতে মকর-আগারে॥ আর কে দেখিবি তোরা মনোহরপুরে॥

শ্রীমহানন্দ অবধূত, জ্ঞানানন্দ-বেদবিদ্যালয় পাংসা, ফরিদপুর

আমি তোমারি

আসিয়াছি আজ তোমার দুয়ারে,
দু'টী কথা নাথ বলিবার তরে।
কতবার হেন বলিব বলিয়া,
তোমার চরণে এসেছি ধাইয়া।
যখনই কিছু বলিবারে যাই,
বলিতে না পারি স্তব্ধ হ'য়ে র'ই।
বলিবার তরে আসিয়াছি যাহা,
নাহি যদি তব ভাল লাগে তাহা;
তা'হ'লে ত তুমি সুখী নাহি হবে,
দারুণ যাতনা তাহে মোর হবে।
যে কথা বলিলে পাইবে বেদনা,
সে কথা বলিয়ে কি সুখ বলনা।
আরো মনে ভাবি কি যে কিবা বলি
তাই ক্ষুব্ধ চিতে যাই ফিরে চলি।
এবার নিশ্চয় বলিব বলিয়া,
হৃদয়ের ব্যথা এসেছি লইয়া।
মোর প্রাণ-ব্যথা তুঁহে না বলিব,
তোমারি পরাণে ব্যথা নাহি দিব।
তোমারি পরাণে নাহি পাও ব্যথা
বলিব কেবল হেন দু'টী কথা।
ওহে প্রাণেশ্বর, ফিরে চাও হেথা,
শুন একবার মোর দুটী কথা

তুমি প্রেমময় সৌন্দর্য্যের খনি
রস ভরা তব ও হৃদয় খানি।
তব শ্রীমুখের সে অমিয় বাণী,
শুনিয়া মুগধ যতেক পরাণি।
হয় যদি কোন রসিক সুজন,
তারে নাও তুমি করিয়া আপন।
আমি ত কুরূপ সৌন্দর্য্য বিহীন,
হৃদয় আমার প্রেম ভক্তি হীন।
নাহি জানি আমি প্রেমসম্ভাষণ
কেমনে তোমার হইব আপন।
তোমারে ভুলাতে হইবে যা' দিয়া,
তাহাত আমাতে না পাই খুঁজিয়া।
তবে যদি নাথ! নিজ দয়া গুণে
প্রেম ডোরে বেঁধে, রাখ ও চরণে,
শিখায়ে, বুঝায়ে, করিয়া গঠন,
ক'রে নাও তব মনের মতন,
তবে পারি বঁধু, তোমারে মজাতে,
তোমারে মজায়ে আপনি মজিতে।
আর যদি নাথ কঠিন হইয়া,
বারেকের তরে না চাও ফিরিয়া,
কিম্বা ফেলে দাও পদাঘাত করি
(তবু) আমি তোমারি আমি তোমারি॥

শ্রীশ্রী নত্যপদাশ্রিত চিন্তাহরণ।

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি

নিবেদন।

শ্রীশ্রীনিত্য-লীলা (শ্রীশ্রীদেবের সুমধুর নরলীলা) সত্বরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে হইলে ঠাকুরের ভক্তগণের নিকট ঐ সম্বন্ধে যে সকল কড়চা আছে তাহা সত্বর সংগ্রহ করা আবশ্যক। কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের বিষয় যাহা অবগত আছেন, তাহা হয় ত লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ পান নাই। জীবনের স্থিরতা নাই, সুতরাং ভক্তগণের দেহান্তে ঐগুলি সংগ্রহের আর উপায় থাকিবে না। অতএব প্রার্থনা আগামী শ্রীশ্রীজন্মতিথির মধ্যে ভক্তগণ ঠাকুর-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সমগ্র লিপিবদ্ধ ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমে ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। তৎপরে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে উহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। আশা করি, ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

শ্রীনিত্যচরণাশ্রিত—
শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীদেবের মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রীভগবানের তত্ত্বরস-আস্বাদন করাই এই "নিত্য-ধর্ম্ম" পত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই শ্রীপত্র-প্রচার দ্বারা যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সমাগত সাধু-ভক্তগণের পরিচর্য্যা, শ্রীশ্রীদেবের সমাজের নিত্য-পূজার ব্যয় সাহায্যও এই পত্র-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। অতএব শ্রীশ্রীদেবের ভক্তগণ সকলেই স্ব স্ব লেখনী-ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভাবানুযায়ী এই পত্রে তত্ত্ব-কথা কীর্ত্তন করেন, এবং সকলেই এই শ্রীপত্রের গ্রাহক হইয়া সদনুষ্ঠানে ব্রতী হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এই পত্র, ধর্ম্মপত্র। ভাবের উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ভাবপ্রবণ কোন কোন লেখক অনেক সময় তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়েন। পক্ষান্তরে, কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতে উহাদিগের রচিত কবিতাদিও এই পত্রে স্থান পাইবে সুতরাং সেই লোকোত্তরগণের ভাষা-দোষ বহুশঃ মার্জ্জনীয়! শ্রীপত্রের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সমালোচকগণ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি পূর্ব্বক কেবল ভাষার বাহ্যসৌন্দর্য্য ও শুষ্ক সমালোচনায় রত না থাকিয়া অন্তর্নিহিত ভাবের সারত্ব গ্রহণ করেন ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা। ইতি।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল।

শ্রীশ্রীনিত্যাষ্টমী উপহার।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬১। সন ১৩২২, চৈত্র। } ৩য় সংখ্যা।

যোগাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

পরমেশ্বর।

কোন কোন রসায়ণবিজ্ঞানমতে মূল পরমাণুকেই উপাদান-পদার্থ বলা হইয়াছে। সে মতে উপাদান মূল পরমাণুর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। যাহার উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না তাহা অনিত্য বলিতে পার না। তাহা নিত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিত্য যাহা তাহার স্রষ্টাও নাই, বিনাশকর্ত্তাও নাই। যে পরমাণুর সৃজন হয় নাই, যাহার বিনাশ হয় না তাহা অনাদি। ১

সর্ব্বশক্তিময় নিত্যপরমাণুকে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলা যাইতে পারে। ২

অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হইয়াছে। নিত্যমূল পরমাণু অদৃশ্য। তাহা থেকে কত দৃশ্য পদার্থ হইয়াছে। ৩

পরমেশ্বরের কত ঐশ্বর্য্য আছে বলা যাইতে পারা যায় না। পৃথিবী সম্বন্ধে সকল কথাই আমরা বলিতে পারি না। ৪

ঈশ্বরই সুখদুঃখ বিধান করিতেছেন। অথচ সুখভোগ কিসে হয় আর দুঃখভোগ কিসে হয় তাহা জানিবারও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ৫

শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত বিভূতিযোগে বলিয়াছেন, —"মুণীনামপ্যহং ব্যাসঃ।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই একরূপে ব্যাস হইয়াছেন জানা হইল। তাই বেদব্যাসের রচিত বেদান্ত শ্রীকৃষ্ণের রচনারূপে পরিগণিত হইতে পারে। ৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে দুর্গাই শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিশক্তি। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতেও কৃষ্ণ সৎ, তিনি পরমেশ্বর। চিৎ এবং আনন্দ তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য। ৭

ঈশ্বর ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থে একরূপ হইতে কতরূপ হন্। ৮

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। সেইজন্য সকলরূপ ধরিতে পারেন। তিনি একটী মানবের আকারে কোন ভক্তকে দর্শন দিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ৯

যত দেবদেবী আছেন তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই প্রণম্য। ১০

ঈশ্বরের দুই প্রকার ঐশ্বর্য্য। জড়ৈশ্বর্য্য আর শক্তি-ঐশ্বর্য্য। ১১

ঈশ্বর যে শক্তিবলে সৃজন করেন তাহার নাম সৃজনীশক্তি। তাহা চিৎশক্তিরই এক প্রকার বিকাশ। ১২

তুমি যাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি কর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকেও তুমি অবজ্ঞা করিতে পার না। ঈশ্বরের নানা প্রতিমূর্ত্তি না মানিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। ১৩

কোরাণ-অনুসারে জানা যায় যে সকল শব ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হইয়াছে সে সকলের প্রত্যেকটীর মধ্যেই কেয়ামৎ পর্য্যন্ত আত্মা থাকিবেন। সে সকলের প্রত্যেকটীর মধ্যে আত্মা যে প্রকারে অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে আছে সেই প্রকারে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর প্রত্যেক অর্চ্চিত প্রতিমূর্ত্তিতেই আছেন। তাঁহার উদ্দেশে স্থাপিত কোন জড় মূর্ত্তিই অবজ্ঞেয় নহে। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের মানবের ন্যায় শরীর। অথচ তিনি মানব নন্।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ১৫

পরমেশ্বর আদি, অনাদি, অনন্ত এবং সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার অনন্ত শক্তি। সেই অনন্তশক্তির মধ্যে প্রত্যেক শক্তিই আত্মা এবং অনাত্মা। ১৬

গঙ্গাস্নানে যাইবার অনেক পথ আছে। গঙ্গা এক্। ঈশ্বর প্রাপ্তির অনেক উপায় থাকিলেও ঈশ্বর এক। ১৭

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতই অবজ্ঞেয় নহে। ১৮

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন মতে অবজ্ঞা থাকিলে ঈশ্বরকেও অবজ্ঞা করা হইবে। ১৯

এক্ তাল্ ক্ষীর হইতে অতি উত্তম এবং পরম সুন্দর মূর্ত্তি করিয়া আহার করিলেও তাহার যেমন আস্বাদন এবং পুচ্ছবিশিষ্ট একটী কদাকার জন্তু প্রস্তুত করিলেও তাহারও সেই প্রকার আস্বাদন। ভগবান পরমসুন্দর গৌর-মূর্ত্তি হইলেও আমার তাঁহাকে দর্শন করিয়া যে আনন্দ হয় তিনি পুচ্ছবিশিষ্ট বরাহমূর্ত্তি হইলেও

তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার সেই প্রকার আনন্দই সম্ভোগ হইয়া থাকে। ১৯

ঈশ্বরের যেমন নানা গুণকর্ম্মশক্তিবাচক নানা নাম আছে তদ্রূপ তাঁহার নানা গুণকর্ম্ম-শক্তিবাচক নানা মূর্ত্তিও আছে। ২০

ঈশ্বর হইতে সমস্তই স্ফুরিত হইয়াছে ঈশ্বরে যাহা নাই তাহা কোন স্থানেই নাই ঈশ্বরে যে অগ্নি আছে তাহা দিব্যাগ্নি, তাহার ন্যায় তেজঃ পৃথিবীর কোন অগ্নিতেই নাই ঈশ্বরে যে জল আছে সেরূপ স্নিগ্ধ শৈত্যগুণ-বিশিষ্ট জল আর কুত্রাপি নাই। পার্থিব সমস্ত সামগ্রীই ঈশ্বরে আছে এবং সে সমস্তই অদ্ভুত এবং তুলনারহিত। ২১

মুশলমানশ্রেষ্ঠ ওমরের জিহ্বাযন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর যে প্রকারে কথা কহিয়াছিলেন সেই প্রকারে ঈশ্বর প্রত্যেক জড় মূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে পারেন। কাশীতে তিনি প্রস্তরমূর্ত্তী অবলম্বনে কত ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ২২

অবধূত।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত দত্তাত্রেয় কাহার শিষ্য তাহার উল্লেখ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব কাহার শিষ্য তাহারও উল্লেখ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরত কাহার শিষ্য তাহারও উল্লেখ নাই। ঐ গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রন্থে ঐ তিন অবধূতের পূর্ব্ববর্ত্তী অবধূতগণের উল্লেখ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই পাওয়া যায় না এবং অবধূত সম্প্রদায়ের আদি কোন মহাত্মা তাহারও কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দত্তাত্রেয়ের, ঋষভদেবের ও জড়ভরতের বিধিপূর্ব্বক অবধূত হইবার বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঐ তিন মহাত্মা অবধূত ছিলেন বটে। কিন্তু তাঁহারা অবধূতদিগের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার কোন উল্লেখ শ্রীভাগবতে কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত-মতে দত্তাত্রেয় অবধূত, ঋষভদেব অবধূত, জড়ভরত অবধূত। ঐ গ্রন্থে অন্য একজন অবধূতের বিষয়ও আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ কয়জনই প্রধান অবধূত।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবকে ত অবধূত বলা হয় নাই।

নানক ও তাঁহার সম্প্রদায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে অবধূত জড়ভরতের দীক্ষিত হইবার বিবরণও নাই। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাকে অবধূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ঐ ভাগবতে অবধূত ঋষভদেবেরও দীক্ষাগ্রহণের বিবরণ নাই। অথচ তাঁহাকেও ঐ গ্রন্থমতে অবধূত বলা হইতে পারে। ভগবান দত্তাত্রেয়েরও দীক্ষাগ্রহণের বিবরণও কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহাকে ভাগবত প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থমতে অবধূত বলা হয়। ঐ কয় মহাত্মার দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকিলেও, ঐ কয় মহাত্মার গুরুর উল্লেখ না থাকিলেও, ঐ কয় মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও যদি উঁহাদের মধ্যে কাহারো সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের অসম্প্রদায়ী যদি না বলা হয় তাহা হইলে মহাত্মা নানককেই বা অসম্প্রদায়ী এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ মহাত্মাগণের প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত দীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই বলা হয় কেন? সেই সমস্ত মহাত্মার প্রকৃত সম্প্রদায় প্রবিষ্ট হওয়া হয় নাই বা বলা হয় কেন? নানা উপনিষৎ ও বেদান্তমতে নিরাকারবাদ, তাহা ত নানক মানিয়া গিয়াছেন

সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। তবে তাঁহাকে অশাস্ত্রীয় মতাবলম্বী বলা হয় কেন ?

বানপ্রস্থ।

প্রথম প্রকরণ।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদবিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্য সকল সম্যক্ প্রকারে পরিপালন করিয়া, স্বীয় গাত্রের মাংস লোল হইলে প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হইলে তবে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার হয়। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে আপনার স্থূল শরীরকে তপশ্চরণোপযোগী করিতে হয়। যে হেতু বানপ্রস্থাশ্রমে তপস্যাই প্রধান অবলম্বন। চিররুগ্ন, কোন প্রকার পাপগ্রস্ত, কোন প্রকার ব্যসনাসক্ত এবং বিষয়বৃদ্ধের পক্ষে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয়নীয় নহে। পূর্ণবৈরাগ্যভাবাপন্ন না হইলে, বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধ না হইলে, অবিচলিত বিবেকসম্পন্ন না হইলে, সংসারকে অসার বোধ না হইলে, সুপবিত্র বানপ্রস্থাশ্রমে অধিকার হয় না। জন্মান্তরীন্ বহু সুকৃতি না থাকিলে, জন্মান্তরীন্ সুসংস্কার না থাকিলে সুপবিত্র দুর্লভ বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কুল্লুকভট্টের মতে মুনিরই অপর নাম বানপ্রস্থী। বানপ্রস্থাশ্রমের বিষয় অনেক স্মৃতিতে, অনেক পুরাণ এবং উপপুরাণ প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত আশ্রমসম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতায়, মহাত্মা স্বায়ম্ভুব-মনু-কথিত মনুসংহিতায় এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কথিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। আমরা অগ্রেই সেই বানপ্রস্থাশ্রম সম্বন্ধে ভগবান বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতা-নাম্নী স্মৃতি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি—

"গৃহী বলী-পলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ। ১। অপত্যস্য চাপত্যদর্শনেন বা। ২। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়ানুগম্যমানো বা। ৩। তত্রাপ্যগ্নীনুপচরেৎ। ৪। অফাল-কৃষ্টেন পঞ্চ-যজ্ঞান্ন হাপয়েৎ। ৫। স্বাধ্যায়ঞ্চ ন জহ্যাৎ। ৬। ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ। ৭। চর্ম্মচীরবাসাঃ স্যাৎ। ৮। জটাশ্মশ্রুলোমনখাংশ্চ বিভৃয়াৎ। ৯। ত্রিষবন-স্নায়ী স্যাৎ। ১০। কপোতবৃত্তি-র্মাসনিচয়ঃ সম্বৎসরনীচয়ো বা। ১১। সম্বৎসরনীচয়ী পূর্ব্বনীচিতমাশ্বযুজ্যাং জহ্যাৎ। ১২। গ্রামাদাহৃত্য বাগ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্। পুটেনৈব পলাশেন পাণিনা শকলেন বা। ১৩।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

বিষ্ণুসংহিতোক্ত চতুর্ণবতিতমোঽধ্যায়— ত্রয়োদশ শ্লোক দ্বারা পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। কথিত ত্রয়োদশ শ্লোকেই বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু সংহিতোক্ত চতুর্ণবতিতমোঽধ্যায় দ্বারাই বানপ্রস্থের সমস্ত কর্ত্তব্যই নির্ণয় করা হয় নাই। বানপ্রস্থের অবশিষ্ট বিষ্ণু সম্মত কর্ত্তব্য সকল বিষ্ণু-সংহিতার পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল ধীশক্তিসম্পন্ন পাঠকবর্গের গোচরার্থে বিষ্ণুসংহিতার সম্পূর্ণ পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়টিই এই স্থলে লিখিত হইতেছে,—

"বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষয়েৎ। ১। গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ স্যাৎ। ২। আকাশ-শায়ী প্রাবৃষি। ৩। আর্দ্রবাসা—হেমন্তে। ৪। নক্তাশী স্যাৎ। ৫। একান্তর-দ্ব্যন্তর-ত্র্যন্তরাশী বা স্যাৎ ৬। পুষ্পাশী। ৭। ফলাশী। ৮। শাকাশী। ৯। পর্ণাশী। ১০। মূলাশী। ১১। যবান্নং পক্ষান্তয়োর্ব্বা সকৃদশ্নীয়াৎ। ১২। চান্দ্রায়ণৈর্ব্বা বর্ত্তেত। ১৩। অশ্মকুট্টঃ। ১৪। দন্তোলূ-

এবং অদ্যাপি ঐ নিরাকার উপাসনা তাঁহার

খলিকোবা ॥ ১৫ । তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং জগৎ। তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথা ধৃতম্ ॥ ১৬ । যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চ দুষ্করম্। সর্ব্বং তত্তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্ ॥ ১৭ ।"

অতঃপর কথিত পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের ভাবার্থ নির্ণীত হইতেছে,—

বানপ্রস্থকে তপস্যাবলম্বনে শরীর শোষণ করিতে হইবে। শারীরিক বিকৃত রস-নিচয় পরিশুষ্ক না হইলে, সেই সমস্ত রস শোষিত না হইলে শরীর হঠ-বিদ্যার উপযোগী হয় না। তপস্যা দ্বারা শরীর অগ্রে হঠবিদ্যোপযোগী না হইলে তাহা রাজবিদ্যার উপযোগী হয় না। রাজ বিদ্যাই রাজযোগ। সেই রাজযোগ দ্বারা মস্তকস্থিত সহস্রার-কমলাসীন রাজরাজেশ্বর পরম শিবের সহিত জীব সঙ্গত হইতে পারে। ঐ প্রকার সঙ্গতি জন্য উপযুক্ত হইলে তপস্যা দ্বারা সর্ব্বাগ্রে স্থূলদেহের শুদ্ধি সম্পন্ন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অগ্নি-প্রজ্জ্বালন দ্বারা বান-প্রস্থাশ্রমাবলম্বীকে পঞ্চতপা হইতে হয়। বর্ষা কালে তাঁহাকে আকাশ-শায়ী হইতে হয়। যখন বানপ্রস্থ, অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত প্রাণায়াম অঙ্গটী সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, যখন তিনি প্রাণায়াম-সিদ্ধ হন তখনি তাঁহার আকাশ-শায়ী হইবার ক্ষমতা হয়। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যমনিয়মাসনাদিতেও সিদ্ধ হইতে হয়। অগ্রে ঐ সকলে সিদ্ধ না হইলে, প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইতে পারা যায় না।

আকাশ-শায়ী হইতে হইলে শবাসনাবলম্বনে প্রাণায়ামের অন্তর্গত কুম্ভক প্রক্রিয়াটী অবিচ্ছেদ ভাবে অবলম্বন করিতে হয়। ঐ প্রকার প্রণালী দ্বারা প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া যখন অবিচ্ছিন্ন স্থৈর্য্যোপযোগী হয়, তখন প্রাণায়াম-প্রক্রিয়া দ্বারা কুম্ভকানুষ্ঠান না করিলেও সময়ে সময়ে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত স্থৈর্য্য-নিবন্ধন স্বভাবত কুম্ভক হয়। সেই স্বভাবিক কুম্ভকের সহিত শবাসনাবলম্বিত হইলেই আকাশশায়ী হইতে পারা যায়। আকাশেরই অপর একটী নাম শূন্য। শূন্যে শয়ন করিতে হইলে কোন প্রকার অবলম্বন থাকে না। নিরাবলম্বাবস্থাতেই শূন্যে শয়ন করিবার ক্ষমতা হয়। কোন সাধক যোগী ঐ প্রকার শূন্যে বা আকাশে শয়ন করিতে সক্ষম হন না। শূন্যে-বা আকাশে নিরালম্বভাবে শয়ন করিবার ক্ষমতা কেবল সিদ্ধ-যোগীরই আছে। সিদ্ধ-প্রাণায়ামী বা সম্পূর্ণ-যোগ-সিদ্ধেরই আকাশ-শায়ী হইবার ক্ষমতা আছে। যখন বানপ্রস্থ সম্পূর্ণ-যোগসিদ্ধ অথবা প্রাণায়াম-সিদ্ধ হন, তখনি তিনি আকাশ-শায়ী এবং আকাশাসীন হইতে সক্ষম হন। সে অবস্থায় তিনি আকাশ বা শূন্যাবলম্বনে বিচরণ করিবারও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কোন অবস্থায় বানপ্রস্থে অনিকেত হইবার পদ্ধতি আছে। বানপ্রস্থ অনিকেত হইলে তাঁহাকে শয়ন করিবার সময় অনাবৃত স্থানেই শয়ন করিতে হয়। সেই অনাবৃত-স্থান-শায়ীকেও বানপ্রস্থ-আকাশ-শায়ী বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে প্রাবিট্ বা বর্ষার সময়ে আবরণ-পরিশূন্য-স্থানে শয়ন করিতে হয়। হেমন্তে তাঁহাকে আর্দ্র-বসনে রহিতে হয়। তাঁহার হেমন্তে নিদ্রিত হইবার সময়েও অনার্দ্র-বসন পরিধান করা অকর্ত্তব্য। বানপ্রস্থ নিয়ম-পূর্ব্বক-নক্তাশীও হইতে পারেন। যে সমস্ত সামগ্রী ভোজনে বানপ্রস্থের ধর্ম্মহানি হয় না, তিনি সেই সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে কোন সামগ্রী এক-দিবসান্তর দুই-দিবসান্তর অথবা তিন-দিবসান্তর ভোজন করিয়া একান্তরাশী, দ্ব্যন্তরাশী অথবা ত্র্যন্তরাশী হইতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে দিবসে অথবা রাত্রে পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী, পর্ণাশী অথবা মূলাশী হইতে পারেন। তিনি

নিয়মাধীন হইয়া প্রতি পক্ষান্তে, দিবসে কিম্বা রাত্রে কেবলমাত্র যবান্নও ভক্ষণ করিতে পারেন। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে চান্দ্রায়ণ দ্বারাও দৈনিক ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

কোন বানপ্রস্থ স্বীয় আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তিনি সেই পাতিত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তিনি সেই পাতিত্য হইতে শুদ্ধ হইবার জন্যও পবিত্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সেজন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ একটী চান্দ্রায়ণ-ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া তৎপরে অপর একটী চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই ব্রতান্তে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে গাভী এবং বৃষ দান করিতে হইবে। যেহেতু তদ্বিষয়ে ধর্ম্মরাজ যম ব্যবস্থা দিয়াছেন।

চান্দ্রায়ণ-ব্রত-ব্যতীত নানা-শাস্ত্রে সংযত বানপ্রস্থের জন্য অন্যান্য ব্রতাদিও নির্দ্দিষ্ট আছে। বানপ্রস্থ স্বীয় ইচ্ছানুসারে অশ্মকুট্ট কিম্বা দন্তোলূখলিকও হইতে পারেন। বানপ্রস্থাশ্রমের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তপস্যামূলক। যে দ্বিজ বানপ্রস্থ হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তপস্বী হইতে হইবে, তপস্যার প্রধান-অঙ্গ তিতিক্ষা। সেইজন্য বানপ্রস্থ-তপস্বী হইতে হইলে অতিশয় তিতিক্ষাশীল হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই তপস্যার সূত্রপাত। সেইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে তিতিক্ষারও আরম্ভ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেও তপোময়ী তিতিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসাশ্রমের সঙ্গেও তপোময়ী তিতিক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। স্মৃতিসম্মত সন্ন্যাসাশ্রমীর তপস্যার অন্যান্য কয়েকটী অঙ্গের সহিতও সংশ্রব আছে। তপস্যার সহিত স্মার্ত্ত সর্ব্বাশ্রমীরই সংশ্রব আছে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেইজন্য অবশ্যই তপস্যার প্রাধান্য স্বীকার্য্য।

বানপ্রস্থাশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মূলই তপস্যা। অধিক আর কি বলিব এই সমস্তের মূলই তপস্যা। দৈব এবং মনুষ্যজাত জগতের মূলও তপস্যা। ঐ সকলের মধ্যও তপস্যা হইতে। ঐ সকলের অন্তও তপস্যা হইতে। ঐ সকল তপস্যা দ্বারাই ধৃত হইতেছে। তপস্যা অতিক্রম করা যায় না। সেই জন্যই যাহা দুশ্চর, সেই জন্যই যাহা সুলভ নহে, সেই জন্যই যাহা দূরস্থ, সেই জন্যই যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই পুরাকালে তপস্যার অধিক আদর ছিল। তপস্যা দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায় বলিয়াই ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা-গণ তপস্বী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারাই রাজর্ষি-ব্রাহ্মণ, ঋষি, মহর্ষি এবং পরিশেষে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ক বিশেষ বৃত্তান্ত বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণে এবং ভগবান বেদব্যাস-প্রণীত অধ্যাত্মরামায়ণে নিহিত আছে। বামণপুরাণানুসারে তপস্যা দ্বারা অন্ধরাজ, শ্রীমহাদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা পুরাকালে অনেকেই শ্রেষ্ঠ-পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে তপস্যা দ্বারা অনেকেই শ্রীভগবানের কৃপা-পাত্র হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও মাধাইকে তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। সেইজন্য তপস্যা কোন সাধারণ অনুষ্ঠান নহে। সেই জন্যই তপস্যা এবং তপস্বী প্রত্যেক সজ্জন কর্ত্তৃকই অভিনন্দিত হইবার যোগ্য॥

আপাততঃ আমরা পরম-তাপস নর-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

সন্ন্যাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর]

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। দশমোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে। ১১। ইত্যাদি।

সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। ঋণত্রয় মোচন, আত্মশ্রাদ্ধ, বহ্নিস্থাপন, সাকল্যহোম, ব্যাহৃতি-হোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, যজ্ঞোপবীতহোম, শিখাচ্ছেদন ও আহুতি প্রদান। মহাবাক্যের উপদেশ, শিষ্যকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে গুরুর প্রণাম।) ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার।

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্তই উপাসনাদি কথন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্—অষ্টমোল্লাসঃ।

কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥২২৮
গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥২২৯
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥২৩৭
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যূয়মনৃণিং কুরুতাচিরাৎ ॥২৩৮
ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ।২৪৩
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥২৪৪
ভাবয়ন্ মৃতবৎ কায়ং দহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা!
স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥২৫৫
ঐং ক্লীং হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য মন্ত্রবিৎ।
যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ ॥২৫৬
হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্ ॥২৫৭
ছিত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিয়োজয়েৎ।
ত্বং হি বালরূপতপস্বিনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তুতে ॥২৫৮
কামং মায়াং কূর্চ্চমন্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৫৯
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ গুরুম্ ।২৬৩
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংস সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥২৬৪
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎতত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে ॥২৬৬

অনন্তর সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ মনে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। (২২৮)। হে পরব্রহ্মন! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, নাথ! এক্ষণে আমার সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে প্রসন্ন হউন। (২২৯)। তৎপরে শিষ্য কৃতস্নান ও জিতাত্মা হইয়া আহ্নিক-কার্য্য সমাধা করিবেন, পরে তিনটী ঋণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। (২৩১)। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রানুচরগণ, ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, সনকসনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এবং পিতৃগণের যেরূপ পূজা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (২৩২, ২৩৩)। হে দেবি! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, পূর্ব্বদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষ এবং পশ্চিমে মাতামহপক্ষের পূজা করা সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে বিধি। (২৩৪, ২৩৫)। পূর্ব্ব দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিমিত্ত দুই

দুই আসন স্থাপন করা এবং এই আসনে যথাক্রমে দেবতা প্রভৃতির আবাহন পূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। (২৩৬)। অনন্তর যথাবিধি সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্-পৃথক্-পিণ্ড-প্রদান-বিধিক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (২৩৭)। হে পিতৃগণ! হে মাতৃগণ! হে দেবগণ! হে ঋষিগণ! আমি গুণাতীতপদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে অঋণী করুন। (২৩৯)।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৭

তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষি মাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যুয়মনৃনিং কুরুতাচিরাৎ ॥২৩৮
ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।

পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই আত্মস্বরূপ, অতএব আত্মা-ব্রহ্মে আত্মসমর্পন করিবার জন্ম আপনার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য। (২৪০)। হে দেবি। পূর্ব্ববৎ আসন সংকল্প করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক আরাধনান্তর পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। (২৪১) দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পিণ্ডদানার্থে যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া আপনার জন্ম উদগ্র-কুশ আস্তীর্ণ করিবে। (২৪২)। মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুদর্শিত প্রথানুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিয়া চিত্ত শুদ্ধির জন্ম—

মুমুক্ষুশ্চিত্ত শুদ্ধার্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ।২৪৩
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥২৪৪

অনন্তর গুরু, উপাসনানুসারে বেদীর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবেন। (২৪৫)। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শিবপ্রদর্শিত পদ্ধতিমতে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করতঃ পূজান্তে বহ্নি স্থাপন করিবে। (২৪৭)। পরে গুরুদেব পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত বহ্নিমধ্যে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া সাকল্য হোম করিবেন। (২৪৮) অগ্রে ব্যাহৃতি পশ্চাৎ প্রাণহোম করিবে, এই সময় প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের প্রত্যেকের আহুতি দিবে। (২৪৯)। অনন্তর দেহে আমার অধ্যাস বিনিবৃত্তির জন্ম তত্ত্বহোম করা কর্ত্তব্য; পৃথিবী, সলিল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ইত্যাদি বুদ্ধিন্দ্রির, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় কার্য্য, প্রাণকার্য্য এই সকল পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, গৃহস্থ যখন আপনার বলী, পলিত ও অপত্যের অপত্য দেখিবে, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণ যে সে আশ্রমে থাকিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও মহাভারত পাঠ করিবে। চণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং হরিনাম ও গঙ্গাস্নান যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া না করে, তাহার জন্ম বৃথা হইয়া থাকে। গ্রাম্য-আহার ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বীতস্পৃহ হইয়া পুত্র হস্তে নিজ ভার্য্যার ভারার্পণ পূর্ব্বক অথবা তাহার সহিত বনগমন করিবে। নানাবিধ পবিত্র মুনিজনযোগ্য আহার এবং শাকমূল ও ফল দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং যথাবিধি বক্ষ্যমান মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃস্নান, জটাবল্কল, নখশ্মশ্রুধারণ, সর্ব্বভূতে মৈত্রী, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ও চিত্তৈকাগ্রতা

সম্পাদন করত বেদাধ্যয়নে নিত্য নিরত হইবে। যথাবিধানে বৈতানিক অনলে আহুতি দিবে। দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ করিবে। নক্ষত্রযজ্ঞ, নবশস্যেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে। চরু ও পুরোডাশ দেবতা-উদ্দেশে প্রদান করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক শেষ ও স্বয়ংকৃত লবণ ভক্ষণ করিবে। দিবসে আহরণ করিয়া রাত্রিকালে একবার মাত্র আহার করিবে। সুখ প্রয়োজনে যত্নশীল হইবে না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবে না, ভুমিশায়ী হইবে, গৃহে মমতাশূন্য হইবে ও বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে। ফলমূলাভাবে তাপস-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, তদভাবে বনবাসী-গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। এরূপ ভিক্ষার অভাব হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষাহরণ করতঃ বনে বাস করিয়া অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইলে ঈশানদিক্ আশ্রয় পূর্ব্বক সরলগমনে যোগনিষ্ঠ হইয়া যাবৎ না দেহপাত হয়, তাবৎ জল ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করতঃ দেহপাত করিবে। এইরূপে পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে। যথাক্রমে আশ্রম পালন করিয়া ইন্দ্রিয়জয়পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সমাধা করিবে ও ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন পরিব্রজ্যাশ্রমে মনোনিবেশ করিবে। বেদ সমুদায় অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থাশ্রমে মন দিবে। দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকে গমন করে। সর্ব্বস্বদক্ষিণ প্রজাপতি দেবতাকে যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে। সর্ব্বসঙ্গমুক্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ করিবে। মৃণ্ময় ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষমূলাশ্রয়, কৌপীনাদিবস্ত্র, সঙ্গত্যাগ ও শত্রুমিত্রে সমতা এই সমস্ত মুক্তপুরুষের লক্ষণ। জীবন বা মৃত্যু কদাচ কামনা করিবে না। সত্যপূত-বাক্য বলিবে, সাবধানে পাদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রাদিদ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে ও মনঃপূত কার্য্য করিবে। অপমানজনক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কাহারো সহিত বিরোধ করিবে না। তাহার ভিক্ষাপাত্র অছিদ্র হইবে ও তৈজসপাত্র হইবে না। অলাবু, দারু, মৃত্তিকা ও বংশনির্ম্মিত পাত্র অতিথিদিগের ভিক্ষাপাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতি একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে, প্রচুর ভিক্ষা করিবে না। প্রচুর ভিক্ষা করিলে বিষয়ে আসক্তি আসিয়া পড়ে। যতি পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল-মুষলের কার্য্য শেষ হইলে, পাকাঙ্গার নির্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের আহার হইলে ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিলে, এইরূপ সময়ে নিত্য ভিক্ষা আচরণ করিবে। সমাদর, লাভ, গৌরব, নিন্দা ও ইন্দ্রিয়সুখস্পৃহা ইচ্ছা করিলে যতি ব্যক্তি পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। যতি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষা করিবে, অনিমন্ত্রণেও গৃহস্থেরা তাঁহাকে পূজা করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ সকল দগ্ধ করিবে। ধারণাদি দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণ দ্বারা বিসয়-সঙ্গ ত্যাগ করিবে ও "সোঽহমস্মি" এইরূপ চিন্তাদ্বারা রিপু দমন করিবে। জরাশোকে আক্রান্ত, ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসার কাতর, রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বজনে সুকৃত ও শত্রুজনে দুষ্কৃত নিক্ষেপ করিয়া ধ্যানযোগে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। যতি-ব্যক্তি গোদোহন পরিমিত কাল ব্যাপিয়া গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিবে ও মধুমাংসবর্জ্জিত

ইঙ্গুদীফলাদিসম্ভূত স্নেহ ভোজন করিবে। অসৎকথা, ক্রীড়া ও পরনিন্দা নিয়ত ত্যাগ করিবে। হে জাবালে! তোমায় ভিক্ষুর এই উৎকৃষ্ট বিধি বলিলাম, আর পুত্রাদিতে মমত্বত্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত ফল বলিলাম, তাহা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তাতেই হইয়া থাকে, জানিবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের দ্বার গৃহস্থ আশ্রম। অতএব গৃহস্থ আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৃহস্থব্যক্তি তাহাদিগের সেবায় সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন নদ-নদী সমুদায় সাগরে গিয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ অন্য আশ্রমবাসীরা গৃহস্থের সাহায্যে অবস্থান করে। যেমন জলজন্তুগণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুকবর্গ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। সন্তোষ, ক্ষমা, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্যকথন ও ক্রোধত্যাগ; এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ জানিবে। এইরূপে যখন ভিক্ষুক ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করতঃ স্বর্গাদি ফল-লাভে নিস্পৃহ হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারে রত হইবে, তখন তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষ লাভ হইবে। মুহূর্ত্তকাল সন্ন্যাস করিলে যখন পরমগতি প্রাপ্তি হয়, তখন সন্ন্যাস অপেক্ষা মুক্তির কারণ পরম ধর্ম্ম আর নাই। এই সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ধর্ম্ম বটে, কিন্তু কলিযুগে ইহা অতি দুর্ঘট। হে দ্বিজপুঙ্গব জাবালে! যতিদিগের ধর্ম্ম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? বল।

ক্রমশঃ।

প্রকৃতি।

প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত বস্তু বিকাশিত হইয়াছে সে সমস্ত প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে। ২

প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব যিনি পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, না জানি তিনি আরো কতই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক মনোহর বস্তু দর্শনেই কত পুলকিত হইতে হয়। অপ্রাকৃতিক-মনোহর যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি কতই পুলকিত হইয়াছেন। ২

শক্তি।

কোন জড়ই সর্ব্বশক্তিমান নহে। কিন্তু অনেক শক্তিমান জড় আছে। আমি এক প্রকার শক্তি। এই দেহ সেই শক্তিমান।

গুরু।

যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটে রহিয়াছে তাহাকে শীতে অভিভূত হইতে হয় না। গুরুরূপ পরমাগ্নির নিকটে থাকিলেও অজ্ঞানরূপ শীতে অভিভূত হইতে হয় না।

মহাপুরুষ।

পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর আছে তিনিই পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ ভরসা করেন। তিনি পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ ভরসা করেন বলিয়াই তিনি বিপদে নিরাপদ।

সাধনা।

(১)

কোন সম্ভ্রান্ত লোক অসহায় হইলে কতকগুলি লোক তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন, তিরস্কার, অবমাননা, ঘৃণা অথবা নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে তাঁহার ভয় হইতে পারে, রাগ হইতে পারে, অবমাননা বোধ হইতে পারে, প্রতিশোধ

লইবার ইচ্ছা হইতে পারে এবং দুঃখ বোধ হইতে পারে।

(২)

ক্ষুধা থাকিতেও অত্যন্ত দন্তশূলবশত যেমন আহারের প্রতিবন্ধক হয় তদ্রূপ ভগদ্দর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও সেই দর্শন সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া থাকে।

হত্যা।

রাজা, প্রজা, দুঃখী, সুখী, ধনী ও নির্ধনীর মধ্যে যাহাকেই হত্যা করিবে পৃথিবীতে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে। সেই হত্যার জন্য শাস্ত্রানুসারেও অন্তে নরকে যাইবে। নরহত্যার সাজা আছে। মৎস্যহত্যার কি সাজা নাই? মৎস্যহত্যার জন্য জগতে কে সাজা দিবে? যে রাজা সাজা দিবেন তিনিই যে মৎস্য-ভক্ষণ করেন। ১

ব্যাঘ্র তোমার সন্তান খাইলে তাহাকে হিংস্রজন্তু বলিয়া তাহার প্রতি কত দোষারোপ কর। দস্যু তোমার সন্তান নষ্ট করিলে তাহার প্রতিও কত দোষারোপ কর। সেই সন্তানের শোকে কতই রোদন কর। মৎস্যগণের সন্তান হনন করিলে তাহাদেরও কি তোমার কষ্টের ন্যায় কষ্টানুভব হয় না? তোমাদের যেরূপ জন্ম-মৃত্যু আছে তাহাদেরও তদ্রূপ জন্ম-মৃত্যু আছে। তবে তাহাদের প্রতি অত্যাচার কর কেন?

জীব।

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় জীব ঈশ্বর-ব্যতীত আর কাহারো অধীন নয়। জীব ভ্রান্তিক্রমে আপনাকে পরাধীন বোধ করে।

মনুষ্য।

কোন ব্যক্তি অত্যুচ্চ হর্ম্মে বাস করিতেছেন। কেহ বা পর্ণ-বিরহিত হীন কুটীরে বাস করিতেছেন। হর্ম্ম্যে যিনি বাস করিতেছেন তাঁহার পার্থিব উপাধি রাজা। যিনি পর্ণ-বিরহিত-হীনকুটীরবাসী তিনি নির্ধন দরিদ্র। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই মনুষ্য। তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিলেই নরহত্যা করা হয়। তাঁহাদের উভয়ের জীবনই অমূল্য। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যেই চৈতন্য সমানভাবে আছেন।

মত।

(১)

আমি দেখিয়াছি কেহ ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলে তুমি ভক্তির অপ্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্যই প্রতিপন্ন কর। আমি দেখিয়াছি কেহ জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিলে তুমি জ্ঞানের অপ্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া ভক্তির প্রাধান্যই প্রতিপন্ন কর। আমার মতে যিনি ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদন করেন তাঁহার মত স্বীকার করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা উচিত। কারণ ভক্তিকার্য্যে ভক্তি প্রধান, জ্ঞানের কার্য্যে জ্ঞানই প্রধান।

(২)

পাতঞ্জলদর্শনের যে মত তাহার পোষকতার জন্য সেই মতকর্ত্তার অন্য কোন মতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অথচ সে কারণে তাঁহার মত ত জগতে অগ্রাহ্য হয় নাই। অবশিষ্ট পাঁচ খানি দর্শনের প্রত্যেক খানির মত সমর্থন করিবার জন্যও অন্য কোন মতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। অধুনাই বা অন্য কোন মতের আশ্রয়

গ্রহণ ব্যতীত কোন গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিবে না কেন ?

মীমাংসা।

পরম জ্ঞানের সাহায্যে যে মীমাংসা করা হয় সেই মীমাংসাই অভ্রান্ত এবং সত্য।

তর্কাশ্রয়ে প্রকৃত-মীমাংসা হইতেই পারে না।

নিষেধ।

প্রাচীনকালের কত মুনি-ঋষি কেবল ফলমূলাহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। দেখ অদ্যাবধি বঙ্গের বিধবারা মৎস্য-মাংস ভক্ষণ না করিয়াও কেবল ঘৃত-দুগ্ধে কেমন হৃষ্টপুষ্ট হইতেছেন। একটী গাভী বধ করিয়া তোমরা দশজনে একদিন আহার করিবে। সে গাভীটী জীবিত থাকিলে কতকাল তাহার দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা পালিত হইতে পারিবে।

অবতার-তত্ত্ব।

শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীনিমাই পণ্ডিত নানা শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তিনি সন্ন্যাসান্তেও ভক্তিভাবে থাকিতেন। তিনি ভক্ত ভক্তপ্রিয় ছিলেন। অনেক জীবই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা রূপ, গুণ এবং নাম কল্পিত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় সাকার মিথ্যা; নিরাকারই সত্য। রাজর্ষি জনকের গুরু প্রসিদ্ধ অষ্টাবক্রও তাঁহার অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক গ্রন্থে সাকার মিথ্যা এবং নিরাকার সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু জীব-শিক্ষার্থে সর্ব্বগুরু গৌরাঙ্গ-ভগবান সন্ন্যাস করিয়াও তুলসী প্রদক্ষিণ এবং তুলসীমূলে জল প্রদান করিতেন। তিনি বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ এবং সেই গৃহকে নমস্কার পর্য্যন্ত করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে আছে,—

"সভার সহিতে আইলেন করি স্নান ;
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জল দান॥
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সভা লঞা ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥"

সর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীগৌরহরি আকার এবং সাকার পূজা করিয়াছিলেন। তিনি পূজনীয়া তুলসী গঙ্গা প্রভৃতি পূজা দ্বারা আকার উপাসনার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা সাকার উপাসনার প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আকার এবং সাকারের সত্যতা অদ্যাপি অনেক অদ্বৈতজ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত স্বীকার করেন না। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বভূষণ ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার রচিত গঙ্গা প্রভৃতি দেবীগণের স্তবে আকার উপসনার বিশেষ মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিষয়ক 'শঙ্করদিগ্বিজয়ম্' গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি যে সাকার উপাসনার অবজ্ঞা করিতেন না তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সাকার চণ্ডালরূপবিশিষ্ট বিশ্বনাথকে কাশীধামে পূজা করিয়াছিলেন, স্তব করিয়াছিলেন একথা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা কখন তাঁহাকে কেবল নিরাকারবাদী বলিয়া উল্লেখ করেন না। তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি' নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থেও তাঁহার সাকারবাদিত্বের পরিচয় আছে। আকার এবং সাকারের সত্যতা সম্বন্ধে মৎপ্রণীত 'সিদ্ধান্তদর্শন' নামক গ্রন্থে অনেক কথাই প্রকাশিত আছে। প্রসঙ্গবাহুল্যভয়ে তৎসম্বন্ধে এই স্থলে কহা হইল না।

আত্মা ব্রহ্ম।

শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণ-তন্ত্রানুসারে আমি আত্মা। শ্রুতিমতে আমি নিরাকার, স্মৃতিমতে আমি নিরাকার, পুরাণমতে আমি নিরাকার, উপপুরাণ-মতে আমি নিরাকার, তন্ত্রমতে আমি নিরাকার, বেদান্তমতে আমি নিরাকার, যে সমস্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আত্মাকে নিরাকার বলিয়াছেন তাঁহাদিগের মতেও আমি নিরাকার। আমি আমার দেহ দর্শন করিতেছি। আমি আমাকে দর্শন করিতেছি না। 'আমি আছি' জ্ঞান দ্বারা বুঝিতেছি। আমি আমাকে দর্শন করিতেছি না বলিয়া আমি নিরাকার। অথচ 'আমি নিরাকারে'ই আকার রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে নিরাকারেই আকার থাকে। ব্রহ্মও নিরাকার অবশ্য সেইজন্য তাঁহারও আকার আছে। জীবের জীবত্ব অনিত্য। সেইজন্য জীবের আকারও অনিত্য। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নিত্য। সেইজন্য তাঁহার আকারও নিত্য। সেইজন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে "সদাকারং" বলিয়াছেন। সদাকার অর্থে নিত্যাকার বুঝিতে হয়। যে হেতু সৎ অনিত্য নহে। যিনি নিত্য তাঁহার সমস্তই নিত্য।

ভক্তি।

সচ্চিদানন্দ-বৃক্ষের মূল গোলোকে। সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি স্বর্গ এবং মর্ত্তে বিস্তৃত। সেই বৃক্ষের মূলে ভক্তি-বারি সেচন করা অতি কঠিন। তাহা করিতে হইলে সচ্চিদানন্দের কৃপা লাভের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপা যাঁহার মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই গুরু।

রেভারেণ্ড বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রতি

আপনার মতে ঈশা কেবল Son of God, সেই জন্যই ঐ ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য ঐ ব্যক্তিকে ঈশার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু বাইবেলের মতে জগতের সমস্ত নর-নারী সেই ঈশ্বর বা গডের সৃষ্ট। সুতরাং বাইবেল-অনুসারেই কোন্ মনুষ্যকে Son of God বলা না যাইতে পারে? বাইবেল-অনুসারে প্রত্যেক নরই Son of God এবং প্রত্যেক নারীকে Daughter of God বলা যাইতে পারে। তবে মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্যই সেই ঈশ্বরের সুপুত্র বা সৎপুত্র নহে। ঐ প্রকারে নারীসমূহের মধ্যেও প্রত্যেক নারীই ঈশ্বরের সুপুত্রী বা সৎপুত্রী নহেন। জগতের প্রত্যেক সৎলোকই ঈশ্বরের সৎপুত্র। জগতের প্রত্যেক অসৎলোকই ঈশ্বরের কুপুত্র বা অসৎপুত্র। প্রত্যেক সৎনারী ঈশ্বরের সৎপুত্রী। প্রত্যেক অসৎনারী ঈশ্বরের অসৎপুত্রী। কেবল ঈশাকেই ঈশ্বরের একমাত্র সৎপুত্র কখনই বলা যাইতে পারে না। কারণ মনুষ্যসমূহ মধ্যে অনেক সৎলোকই আছেন। সেইজন্য ঈশ্বরের অনেক সৎপুত্র আছেনও স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন্ জীব, কোন্ জন্তু ঈশ্বরের পুত্র নহে? তবে আমরা কেন কেবল মাত্র ঈশাকেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিব?

শ্রুতিমতে ব্রহ্মের একত্ব এবং বহুত্ব।

শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সুতরাং এই সমস্তের কিছুই অনিত্য বলিতে পার না। কথিত হইয়াছে শ্রুতিমতে এই সমস্তই ব্রহ্ম। শ্রুতি-বেদান্ত-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্র সকল মতে ব্রহ্ম নিত্য সত্য। সেইজন্য এই সমস্তই শ্রুতির বচনানুসারে ব্রহ্ম বলিয়া

এই সমস্তও নিত্য-সত্য স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্ত অনিত্য-অসত্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও এই সমস্ত বলা হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মকেও অনিত্য অসত্য বলিতে হয়। শ্রুতি মতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া অনাত্মা অবিদ্যাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। কারণ অনাত্মা অবিদ্যাও সেই সর্ব্বের অন্তর্গত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনাত্মা অবিদ্যারও নিত্য-সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অনাত্মা অবিদ্যাও ব্রহ্ম বলিয়া সেই অনাত্মা অবিদ্যাকেও হেয় বলিতে পার না। ঐ শ্রৌত বচনে ব্রহ্মই এই সমস্ত বা সর্ব্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম কেবল অদ্বৈত নহেন। ব্রহ্ম এক এবং বহু উভয়ই বটেন।

অবতারবাদ।

পুরাণকর্ত্তারা এত সত্যবাদী ছিলেন যে তাঁহাদের বর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাহার অতি জঘন্য চরিত্র ছিল তাহার চরিত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই গোপন করেন নাই। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সেই সকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন সে সকলই সত্য ও সঙ্গত। তাঁহাদের কথিত অবতারবাদ কখনই মিথ্যা নহে।

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম।

তুমি ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাক অথচ ঐ গৃহকে ব্রহ্ম-মন্দির বলিতেছ। ব্রহ্ম কি কেবল ঐ গৃহের মধ্যেই আছেন তাই ঐ গৃহটীকে ব্রহ্ম-মন্দির বলিতেছ? সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম যে অধোর্দ্ধে পূর্ণ, এই বিশ্বই যে তাঁহার মন্দির। তুমি যে গৃহকে ব্রহ্ম-মন্দির বল সেটা এই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম-মন্দিরের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

তোমরা ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা কর, ব্রহ্মের স্তব কর, ব্রহ্ম ঐ সমস্ত শুনিতে পান মনে করিয়াই কর। ব্রহ্ম যদি আমাদের স্তব ও প্রার্থনা শুনিতে পান তাহা হইলে তাঁহার তোমাদের এবং আমাদের মত কর্ণ আছে, কারণ কর্ণের দ্বারাই শ্রবণ করা হয়। শ্রবণশক্তি ও কর্ণ যাঁহার আছে তাঁহার অবশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয়ও আছে, কারণ শ্রবণ-শক্তি ও কর্ণ যাঁহার আছে তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিও আছেন। তোমরা মুখে ব্রহ্মকে খুব বাড়াও, কিন্তু তোমাদের তাঁহার নিকট প্রার্থনা ও স্তব করায় প্রকারান্তরে জানাইতেছ তিনি একজন তোমাদের মতনই একাদশ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব! তাঁহার শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি আছে, সুতরাং তাঁহাকেও জীব বলিতে হয়। কারণ শ্রবণ-শক্তি ও শ্রবণেন্দ্রিয় জীবেরই থাকে। আর যদি বল ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত শ্রবণশক্তি প্রভৃতি নাই, তাহা হইলে তোমার তাঁহার নিকট প্রার্থনা ও স্তব করা বৃথা। কারণ ঐ সমস্ত করায় কোন ফল দর্শিবে না। তাহা হইলে ঐ সমস্ত অতি ছেলে-মানুষী। নিজের দুঃখ প্রার্থনা দ্বারা যাঁহাকে জানাইলে তিনি তাহা শুনিতে পান না, তবে এমন দুঃখ জানাইবার প্রয়োজন কি? ঐ প্রকার করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। কোন কোন তন্ত্রে, কোন কোন পুরাণে, বেদান্তে ও শ্রুতিতে আছে ব্রহ্মের কর্ণ নাই অথচ তিনি শ্রবণ করেন, পদ নাই অথচ চলেন, তাঁহার কোন স্থূল জড়-ইন্দ্রিয় নাই অথচ ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি-সকল তাঁহাতে আছে। ঐ প্রকার কথা কত অসঙ্গত ও অযুক্ত-যুক্ত তাহা বলা যায় না। কর্ণ নাই অথচ ব্রহ্ম শ্রবণ করেন। ঐ অমূলক অসঙ্গত-কথা ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী নামে খ্যাত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিতে

পারেন, কিন্তু প্রস্তর, দারু, মৃত্তিকা ও ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহে সেই ব্রহ্মের আবির্ভাব বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হন্। ব্রহ্মের কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, ব্রহ্মজ্ঞানী নামধারীরা স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, জড়-মূর্ত্তীতে ব্রহ্মোপাসকেরাও তাঁহার আবির্ভাব না দেখিয়াও সে সকলে তাঁহার আবির্ভাব বলেন। ঐ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই স্ব-স্ব-অভিমত-শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। অথচ পরস্পর পরস্পরের যথেষ্ট নিন্দা করেন। ঐ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের জড়মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের অর্চ্চকদের প্রতি বড় ঘৃণা। ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহাদের মহা-অজ্ঞান মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানীদের ম্লেচ্ছ ও এক প্রকার নাস্তিক মনে করেন। অথচ উভয় শ্রেণীর লোকেদেরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আন্দাজে উভয়েই কথা কন। আন্দাজী-কথা যাঁহারা কন্ তাঁহাদের জ্ঞান কিছুই নাই।

বিবিধ।

বৃক্ষের ন্যায় বীজ বৃহৎ নহে। বিশ্বরূপের ন্যায় যিনি বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন, তিনি বৃহৎ নহেন। বীজে বৃক্ষ হইবার শক্তি আছে। যিনি বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন, তাঁহাতেও বিশ্বরূপ হইবার শক্তি আছে। ক্ষুদ্র বীজই যেমন বৃক্ষ হয় তদ্রূপ ক্ষুদ্রাকারবিশিষ্ট কৃষ্ণই বৃহদ্বিশ্বরূপ হন।১

পাপ করিলেই অপরাধ হয়। বিনা পাপে অপরাধ হয় না। শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও নিষ্পাপ হওয়া যায়। নিষ্পাপ হইলে আর পাপজনিত অপরাধ থাকে না। যিনি পাপজনিত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি ক্ষমা করিলেও নিষ্পাপ হওয়া যায়। পাপজনিত অপরাধের ক্ষমা হইলেও সে অপরাধ থাকে না। প্রত্যেক পাপীই দোষী। সেইজন্য দোষ-পরিশূন্য পাপী নাই। যিনি পাপ-পরিশূন্য হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত নির্দ্দোষী হইয়াছেন।২

'ক্রটন' নামক বৃক্ষে চারিপ্রকার বর্ণ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। একই ক্রটন নামক বৃক্ষে যে প্রকারে চারি প্রকার বর্ণ বিকাশিত হইয়াছে, সেই প্রকারে একই ব্রহ্মাতে চতুর্ব্বর্ণ বিকাশিত হইয়াছিল। ঐ ক্রটন নামক বৃক্ষে যে চারি প্রকার বর্ণ বিকাশিত হইয়াছে,—যে প্রকারে সেই চারি প্রকার বর্ণই একই ক্রটনের চারি প্রকার বিকাশ সেই প্রকারে চতুর্ব্বর্ণই একই ব্রহ্মার চারি প্রকার বিকাশ। ক্রটনে যে চারিবর্ণ রহিয়াছে, সেই চারি বর্ণের সহিত ক্রটনের যে প্রকারে অভেদত্ব আছে সে প্রকারে ব্রহ্মা হইতে যে চারিবর্ণ বিকাশিত সে চারিবর্ণের সহিতও ব্রহ্মার অভেদত্ব আছে।৩

যেরূপ আমি আছি, আমার এই জ্ঞান আছে তদ্রূপ আমার অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান আছে। 'আমি আছি' আমার এই অদ্বৈতজ্ঞান থাকায় সে'জন্য আমার অন্যান্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের লোপ হয় নাই। অদ্বৈত-আত্মজ্ঞান লাভ হইলে অন্যান্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের লোপ হয় না। আমার 'আমি আছি' এই অদ্বৈত-জ্ঞানই অন্যান্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের কারণ হইয়াছে। আত্মজ্ঞান অন্যান্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের কারণ। কিন্তু অন্যান্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আত্মজ্ঞানের কারণ নহে।৪

শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে শয্যায় শয়ন করেন, তাহা পবিত্র। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে আসনে উপবেশন করেন, তাহা পবিত্র। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে গৃহে বাস করেন, তাহা পবিত্র। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত সামগ্রী সম্ভোগ করেন, সে সমস্ত সামগ্রীও পবিত্র। ভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে

সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী ভোজন করেন, সে সমস্ত তাঁহার প্রসাদ হইলে, সে সমস্তও অতি পবিত্র। পুরুষোত্তমধামে শ্রীভগবানকে নিবেদনের উপযোগী যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ভগবান জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করা হয়, সে সমস্ত চণ্ডাল, যবন এবং ম্লেচ্ছাদি স্পর্শ করিলেও অপবিত্র হয় না। শ্রীভগবানের সম্ভুক্ত সমস্ত সামগ্রীরই পবিত্রতা নষ্ট হয় না। পেষিত লসুন যে পাত্রে আছে সে পাত্র হইতে সে লসুনকে স্থানান্তরিত করিলেও সেই পাত্রে লসুনের গন্ধ থাকে। মৃগনাভির পাত্র হইতে মৃগনাভিকে অন্য স্থানে লইয়া রাখিলেও সেই মৃগনাভি-পাত্রের গন্ধের লোপ হয় না। ভগবানের ব্যবহৃত সামগ্রী সকল হইতে তিনি নিজধামে গমন করিলেও ঐ সকল সামগ্রীর পবিত্রতা থাকে।৫

বহুলোক যাঁহাকে অপমাননা করে, বহুলোক যাঁহাকে ঘৃণা করে, বহুলোক যাঁহাকে তিরস্কার করে, বহুলোক যাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করে, তিনি প্রকৃত দোষী হইলেও তিনি ক্ষমা এবং দয়ার পাত্র।৬

যে দোষীর প্রতি কোন প্রকার উৎপীড়নাদি হয় না, সেই দোষী অনুতপ্ত হইলে, তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। অনুতপ্ত দোষীর প্রতি দয়া করা উচিত।৭

অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী বলেন ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য কেহ করিতে পারেন না। ঐ বিষয়ে অপর এক শ্রেণীর অন্য প্রকার মত আছে। তাঁহারা বলেন কত লোক কত প্রকার পাপ করিতেছে, তাহারা সে সমস্ত পাপ কি আপনাদিগের ইচ্ছাক্রমে না করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় করিয়া থাকে? তাঁহারা বলেন নানা প্রকার পাপজনক কার্য্য সকলও যদ্যপি সেই দয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে করিতে হয় তাহা হইলে পাপীদিগকে কৃত পাপ সকলের মহা কষ্টজনক ভয়ঙ্কর ফল সকল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় কেন? যিনি দয়াময়, তাঁহার জীবের প্রতি দয়া করাই কর্ত্তব্য। তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া জীব সকলকে পাপে লিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল পাপ জন্য তাঁহাদিগকে নানা প্রকার কষ্ট প্রদান করেন এ তাঁহার কি প্রকার দয়াময়তা?৮

বেদসংকলে ভগবদ্বাক্য নাই বলিয়া বিষ্ণুস্মৃতি, পুরাণ সকল, উপপুরাণ সকল এবং আগম-নিগম-তন্ত্রসকলাপেক্ষা বেদ সকল শ্রেষ্ঠ নহে।৯

বিষ্ণুপুরাণমতে বিষ্ণুই মহাপুরুষ। অনেক শাস্ত্রেই তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে।১০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যাঁহাকে আত্মা বলা হইয়াছে কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রানুসারে তিনিই পরমাত্মা। উক্ত গীতায় পরমাত্মা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গীতায় জীবাত্মা শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে যেমন মহাপুরুষ বলা হইয়াছে তদ্রূপ কোন শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে পুরুষ বলা হইয়াছে।১১

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ পরমেশ্বরকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে তদ্রূপ অন্যান্য কয়েকখানি শাস্ত্র মতেও বিষ্ণু মহাপুরুষ, বিষ্ণু পরমপুরুষ। কোন শাস্ত্রে সেই পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ উৎকলখণ্ডে সন্নিবেশিত আছে। পুরুষোত্তম যোগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।১২

সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিলেও তুমি স্বার্থশূন্য নও। কারণ ক্ষুধা-নিবৃত্তি করা স্বার্থ না থাকিলে তোমার ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত না। অযাচিত বৃত্তিতে থাকিলেও তুমি নিস্বার্থ নও। কারণ তাহাতেও তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি করা স্বার্থ আছে।১৩

শ্রীশ্রীনিত্যাষ্টমী ।

—:*:—

শ্রীনিত্য-অষ্টমী তিথি !   নমি গো জননি !
সর্ব্বশুভক্ষণময়ি !   পরমকল্যাণি !
তোমার উদয়ে মাগো !   গৌরীর দুলাল—
পাণিহট্টে আবির্ভূত শ্রীনিত্যগোপাল ।
প্রেমরূপা পরা-শক্তি,   তুমি মাগো পরা-মুক্তি,
শুভঙ্করী পরা-ভক্তি,   জীব-নিস্তারিনী ।
ব্রহ্ম-আবির্ভাব-তিথি !   ব্রহ্ম-স্বরূপিনী ॥

আগামী ২৮শে চৈত্র সোমবার বাসন্তী অষ্টমী—**ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের শুভ-জন্ম-তিথি !** এতদুপলক্ষে উক্ত দিবসে কালীঘাট **মহানির্ব্বাণ-মঠে** মহামহোৎসব হইবে * । সর্ব্বসাধারণের মহোৎসবে যোগদান এবং সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয় । নিবেদন ইতি ।

নিত্য-পদাশ্রিত
সেবকমণ্ডলী ।

শ্রীগৌরী-দুলাল ।

(১)

পবিত্র জাহ্নবী-তটে ক্ষুদ্র পাণিহাটি,
আজি যেন উৎসব-ভবন ।
স্বরগের সুধারাশি,
কে যেন মরতে আসি'
দিয়াছে ঢালিয়া ;—সুখে বহে মন্দ-সমীরণ ;
গায় পিকবধূ, কুঞ্জে গুঞ্জরে মধুপগণ ।

(২)

'বাসন্তী অশোকাষ্টমী'—আধ খানা চাঁদ
ওই শুভ্র আকাশের গায়,
ছড়ায় জোছনারাশি ;
—আনন্দে হাসিছে নিশি—
হাসে ফুল্ল ফুলকুল দুলিয়া মলয়-বায় ;
পাপিয়া আকাশে উড়ি' কা'র আগমনী গায় ?

---

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীজন্মতিথির পরবর্ত্তী রবিবার মহামহোৎসব না হইয়া এ বৎসর শ্রীশ্রীজন্মতিথির দিবসেই (অর্থাৎ ২৮শে চৈত্র সোমবারেই) উক্ত মহোৎসব-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে ।

(৩)

স্বরগের মরতের আনন্দ জমাট
অই কার মূরতি সুন্দর,
'গৌরী'র অঙ্কেতে শোভে ?
রূপ হেরি মন-ক্ষোভে
চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে লুটিতেছে শশধর।
শিশু-রূপী একি সেই পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর !

(৪)

আহা কি সুন্দর ছবি গৌরী মা'র কোলে।
—রূপ হেরি' ভুলিল ভুবন !
তপ্ত কাঞ্চন-কায়,
নবনী-কোমল-প্রায়
বিজড়ি-জড়িত, তাহে প্রেমারুণ দু' নয়ন ;
মৃদু-হাসি বিম্বাধরে, মোহিছে জগতমন।

(৫)

মধুর বসন্ত কাল,—মহাষ্টমী তিথি,
চৈত্র মাস, আদিত্য-বাসরে,
পরিহরি নিত্যধাম,
বিলাইতে 'নিত্য'-নাম,
জীবগণে ভাসাইতে প্রেমের পীযূষ-ধারে,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন আজি 'গৌরী-অঙ্ক'পরে।

(৬)

"সর্ব্ব-ধর্ম্ম," করজোড়ে দাঁড়ায়ে চৌদিকে,
নতশিরে করিছে স্তবন।
হেরি নব অবতার,
ঢালিছে কুসুমাসার,
আনন্দে স্বরগ হ'তে যতেক অমরগণ ;
গৌরীর অঙ্গন আজি ইন্দ্রের নন্দন-বন।

(৭)

সার্থক হইল আজ 'বীরেশ্বর'-পূজা—
গৌরী মা'র আনন্দ অপার !
ধর্ম্মের পালন তরে,
শিশুরূপে ধরা' পরে—
'শ্রীনিত্যগোপাল' আজি অঙ্কেতে শোভিছে তাঁর ;
অধরে ধরে না হাসি, বহে প্রেম-অশ্রু-ধার।

(৮)

অপ্রাকৃত দিব্যশিশু গৌরীমা'র কোলে
হাসি' হাসি' করে স্তন পান,
চম্পক-অঙ্গুলী দিয়ে
অন্য স্তন পরশিয়ে ;
চক্রধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশে সুচিহ্নিত শ্রীচরণ
বালক-স্বভাবে করে ইতস্ততঃ বিক্ষেপণ।

(৯)

সতৃষ্ণ নয়নে মাতা পলক ভুলিয়া
পুত্র-মুখ ঘন নেহারয় ;
কভু বা কমলমুখে,
চুম্বিছে বিমল সুখে ;
চঞ্চল নয়নে শিশু মাতৃ-মুখ পানে চায় ;
অনন্ত স্বরগ-সুখ জননী লভিছে তায়।

(১০)

দেখ রে জগত আজি নয়ন ভরিয়া,
গৌরীকোলে সোণার গোপাল
প্রেমময় রসরাজ,
এসেছে ধরায় আজ,—
গাওরে অযুত-কণ্ঠে "জয় শ্রীনিত্যগোপাল" !
"শ্রীনিত্যসুন্দর জয়" ! "জয় শ্রীগৌরীদুলাল" !!

ওঁ তৎসৎ নিত্যগৌরবানন্দ

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা-প্রসঙ্গ।

প্রসাদে ওঁকার।

যুগে যুগেই শ্রীভগবান তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণকে লইয়া তাঁহার প্রিয়তম শ্রীশ্রীনিত্য লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই লীলা-রস আস্বাদন করিয়াই জগতের অন্যান্য জীবগণও সেই দেবদুর্ল্লভ নিত্য-প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। এই মধুর নিত্য-লীলা শ্রবণেও কতশত হৃদয়মরু প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়া যায়। তাই জগতে শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ কত শত নব নব লীলার অভিনয় করেন। আজ আমাদের প্রাণের ঠাকুর নিত্যগোপালও তাঁহার অতি আদরের ভক্ত লইয়া একটী মধুর লীলার অভিনয় করিয়াছেন, আজ প্রাণের নিত্য-ভক্তগণকে তাহাই উপহার দিতেছি।

শ্রীধাম গোলোক হইতে যে মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ মাত্র লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ অপরূপ-রূপ লাবণ্য লাভ করিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে, বীণাযন্ত্রে মধুর হরিনাম গান করিতে করিতে কৈলাস-ধামে দেবাদিদেব মহেশের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যে মহাপ্রসাদ কণামাত্র লাভ করিয়া পাগল ভোলা প্রেমাবেশে অবিরাম নৃত্য করিয়াছিলেন, আজ এ প্রবন্ধে সেই মহাপ্রসাদ-লীলা সম্বন্ধেই দু' চারি কথা লিখিত হইবে। দেবর্ষি নারদ ও [illegible] দেবাদিদেব মহেশের মহাপ্রসাদ [illegible] সম্বন্ধে শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুরের উক্তি এইরূপ :—

রুক্মিণী প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইনু।
পূর্ণ মনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিনু॥
কোটী ইন্দু সম জ্যোতি কোটী কামরূপ
কোটী দিবাকর তেজ হৈল অপরূপ॥
শতগুণ বল মহাপ্রসাদ পরশে।
বীণা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে॥
আমারে দেখিয়া প্রভু পুছিলা মহেশ।
হাসিয়া কহিলা—আজি অপরূপ বেশ॥
অতি অপরূপ তেজ দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেনে হেনরূপ কহ না নিশ্চয়॥
আদ্য অন্ত যত কথা সকল কহিল।
শুনিয়া মহেশ পুনঃ আমারে গঞ্জিল॥
ঐছন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া॥
আমা দেখিবারে পুনঃ আসিয়াছ প্রেমে।
এ হেন দুর্ল্লভ ধন নাহি আন' কেনে॥
শুনিয়া মহেশবাণী লজ্জিত হইয়া।
নম্রিত বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া॥
আছে মহাপ্রসাদ-কণা বলি দিল সুখে।
পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে॥
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর।
পদতল-তালে মহী করে দুর দুর॥

ইত্যাদি :—

চৈঃ মঃ

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের সন্নিকট আশোক-পুর গ্রাম,—নিত্যভক্ত শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই স্থানেই বসত-বাটী। ইঁহারা চারি সহোদর, অম্বিকাপ্রসাদ, বিশ্বম্ভর, নবীন ও ক্ষিতীশ। বলা বাহুল্য যে ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণাশ্রিত। বিষয়-কার্য্য-উপলক্ষে অম্বিকাবাবু বহুদিন যাবৎ নবাবগঞ্জ (রংপুর) বাসা বাটীতে থাকেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণ আবশ্যক মত কখন বাটীতে কখনও বা নবাবগঞ্জে থাকেন। বিশ্বম্ভরবাবু প্রথমে মোক্তারী করিতেন পরে কিছু দিন হইল

মোক্তারী ত্যাগ করিয়া রংপুর কানুনগো-টোলাস্থিতরাজা জানকীবল্লভ সেন মহাশয়ের জমিদারী কাছারী ভোকমিরগঞ্জের সদর নায়েবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আজ এই বিশ্বম্ভরবাবুকে উপলক্ষ করিয়াই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের এই অভিনব প্রসাদমাহাত্ম্যের অভিনয়।

রংপুর, নিলফামারীর অধীন এই মিরগঞ্জ গ্রাম। কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিশ্বম্ভর বাবু ১৩২২ সালের ১৭ই আষাঢ় বেলা অনুমান ১২ টার সময় প্রথম মিরগঞ্জ কাছারীতে উপস্থিত হন। কাছারীর অন্যান্য অমাত্যবর্গ জানিতেন যে একজন নূতন নায়েব আসিতেছেন, বিশ্বম্ভর বাবু যাইবা মাত্র জমিদারী কেতায় তাঁহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করা হইল। সে দিন পরিচয় আদি দিতে ও নিতেই অতিবাহিত হইল। পরদিন বিশ্বম্ভরবাবু চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একটী নূতন লোক আসিলে আমরা সাধারণতঃ তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টায় থাকি; বিশ্বম্ভরবাবুর অদৃষ্টেও তাহা বাকী থাকিল না। তবে বিশ্বম্ভরবাবু নিত্য-দাস, তাঁহাকে জব্দ করা তো সহজ নহে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু যেই পদ সতত ধেয়ায়।
নিত্য-দাস সেই পদ অনায়াসে পায়॥

এই ভাবে ২।৪ দিন অতিবাহিত হইল, বিশ্বম্ভরবাবুকে আমলাগণ তেমন আপনার ভাবিতে পারিলেন না। বিশ্বম্ভর বাবুর অসুবিধা হইলেও তাঁহার প্রাণে এক অভিনব উপায়ের প্রেরণা আসিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যা কালে একাকীই সেই প্রাণমন-বিমোহন-কারী মধুর "নিত্যগোপাল নাম" গান করিতে লাগিলেন। নামের অসীম শক্তি, অপূর্ব্ব মহিমা,—

নাম বিনু নাই আর কলিকালে ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
নাম সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥

তাই বিশ্বম্ভর বাবুর এই অভিনব উপায়ে ক্রমশঃ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ ২।১ জন করিয়া এই শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বাবু মনে মনে তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের অসীম দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিহ্বল হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার কৃপায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিত্য-নাম-সঙ্কীর্ত্তনও আনন্দে, উৎসাহে চলিতে লাগিল।

বিশ্বম্ভর বাবু চাকুরী লইয়া এই প্রথম কাছারীতে গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার প্রাণের প্রাণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেব গুরু মহারাজের ভোগ দিবার বাসনা হইল। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন ভোগ দিবার দিন স্থির করিলেন। মিরগঞ্জ হাট বসে, হাটেই আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে হয়, কারণ নিলফামারী এখান হইতে অনেক দূরে, অন্য স্থানেও কিছু পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পূর্ব্বের হাটেই বিশ্বম্ভর বাবু মহা উল্লাসে তাঁহার প্রিয়তম ঠাকুরের জন্য জিনিষ পত্র কিনিলেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন উক্ত কাছারীর মোহরার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় অতি পবিত্র-ভাবে আগ্রহের সহিত মিষ্টান্ন আদি ভোগ পাক করিলেন। যথা সময় ভোগাদি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে নিবেদন করার জন্য দক্ষিণ-দ্বারী এক খানি ঘরে যথাবিহিত সাজাইয়া দেওয়া হইল। বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার আদরের ভাষায় তাঁহার প্রাণের-কথায় ভোগ নিবেদন করিলেন এবং ভোগ সম্মুখে রাখিয়া উক্ত অশ্বিনীবাবু এবং হরেন্দ্রবাবু নামীয় অন্য একজন

আম্‌লাকে লইয়া করতাল সংযোগে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল; ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বিশ্বম্ভরবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"ঠাকুর আমাদের ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন।" হরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কিরূপে বুঝিলেন?" বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন,—"এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইতেছেন না? ইহাই তাহার নিদর্শন।" হরেন্দ্রবাবু যেন কেমন হইয়া গেলেন, তিনি জীবনে কখনও ভোগে এমন অপূর্ব্ব সুগন্ধ পান নাই বা এমন সুগন্ধের কথা শুনেন নাই। তাই আজ হরেন্দ্রবাবু ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আহা আপনাদের ঠাকুরের এত মহিমা! এমন তো কখনও শুনি নাই।" পরে সকলেই যথারীতি প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হইলেন।

এই ঘটনার পর হইতেই কাছারীর অমাত্য-বর্গের মনে কেমন এক নব ভাবের সঞ্চার হইল; সকলেই ঠাকুরের কথা শুনিতে ইচ্ছুক, সকলেই ঠাকুরের লীলা-কাহিনী শুনিবার জন্য লালায়িত। আজ আমার বিশ্বম্ভর দাদারও মহা সুযোগ উপস্থিত; আজ তাঁ'র বড় আনন্দের দিন, তাই তিনি সুযোগ পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কাছারীর এসিষ্টাণ্ট আমিন বাবু জয়গোপাল ঘোষ শ্রীশ্রীদেবের ফটো এবং শ্রীশ্রীদেবের রচিত ধর্ম্ম-গ্রন্থের জন্য মঠে লিখিলেন এবং শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার গ্রাহক হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই শ্রীশ্রীগ্রন্থাবলী ও ফটো আসিল, সকলেই আগ্রহের সহিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রীনিত্যনাম-কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এইরূপ শ্রীশ্রীনিত্যলীলা-প্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত হইতেছে ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিন বিশ্বম্ভর বাবুর সহোদর সতীশ বাবু বাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতাকে পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর আনন্দ আরও বাড়িল। কারণ সতীশ বাবু তো কেবল পার্থিব ভ্রাতাই নহেন, তিনি পরমার্থ ভ্রাতাও বটেন; তাই তাঁহাকে পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বিশেষ আনন্দ হইল। সকলেই আনন্দিত হইয়া আবার ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীনিত্য-ভোগ দিবার মানস করিলেন। উপরোক্ত হরেন্দ্র বাবু বিশেষ আগ্রহের সহিত অতি পবিত্র ভাবে ভোগের জিনিষ পত্র ক্রয় করিলেন। আজ সতীশ বাবুই ভোগ পাক করিলেন। ভোগের প্রধান উপকরণ পায়স এবং লুচি। যথাবিহিত ভোগ পাক হইলে পূর্ব্বোক্ত ভোগের ঘরে ভোগ লইয়া গেলেন। ভোগ দুই থালায় আলাহেদা করিয়া দেওয়া হইল; এক থালায় গুরুদেবের, অন্য থালায় ইষ্টদেবের। দুই ভোগই বিশ্বম্ভর বাবু যথানিয়মে নিবেদন করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মত বিশ্বম্ভর বাবু সতীশ বাবু এবং হরেন্দ্র বাবু শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আজ হরেন্দ্র বাবু কেবলই সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; কীর্ত্তন করিতেছেন বটে, কিন্তু কখন সেই সুঘ্রাণ পাইবেন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেছেন। নিত্যলীলা কে বুঝিবে! আজ আর তেমন সুঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে না; সুঘ্রাণ পাইলেন বটে কিন্তু পূর্ব্বদিনের মত নয়। কীর্ত্তন থামিল কিন্তু হরেন্দ্রবাবুর কিছুতেই মন উঠিল না। ঠাকুর যে ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছেন না। বরং বলিতে লাগিলেন,—"আমি বোধ হয় কোন অপবিত্র ভাবে জিনিষ পত্র কিনিয়াছি তাই আপনাদের ঠাকুর আজ ভোগ গ্রহণ করেন নাই।" এইরূপ নানা প্রকার খেদোক্তি করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে সতীশ বাবু বলিলেন,—"আমরা একটা নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, ভোগ

নিবেদিত হওয়ার পর কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য।" বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন,—"বেশ চল যাই।" সকলে বাহিরে যাইবেন এমন সময় সতীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দুইটী ভোগের মধ্যে কোনটী ঠাকুরের কোনটী ইষ্টের?" বিশ্বম্ভর বাবু নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং সকলে মিলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে গেলেন। বিশ্বম্ভর বাবু এবং সতীশ বাবু একান্ত-মনে শ্রীশ্রীদেবের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে 'প্রাণের ঠাকুর হে! শুনি তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু, আজ আমাদের এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভো! তুমি ভোগ গ্রহণ করিয়াছ তাহার একটী বিশেষ চিহ্ন আজ আমাদিগকে দেখাইয়া আনন্দ দাও প্রভো!' কিছুকাল পরে বিশ্বম্ভর বাবু করতালি পূর্ব্বক কপাট খুলিয়া ভোগের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ঘরে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহা বর্ণনাতীত। দেখিলেন, শ্রীশ্রীগুরুদেবের মিষ্টান্ন ভোগের থালার উপরে এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে **ওঁকার** লিখিত রহিয়াছে। ইহা কাল্পনিক নহে, প্রসাদ হইতে এক ইঞ্চি উচু অক্ষরে যেন স্কেলে আঁকা। ঐ ওঁকারটী যেন কত মনি-মুক্তা-খচিত, তাই উহা হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু দেখিয়াই সতীশ বাবুকে ডাকিলেন, সতীশ বাবু দেখিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। হরেন্দ্র বাবুও গেলেন, সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! ঠাকুর যে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন হরেন্দ্র বাবুর আর তাহা বুঝিবার বাকী রহিল না। সকলেই সেই প্রসাদ-রূপী নিত্যগোপালকে শত শত প্রাণপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রাণ ভরিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় ওঁকার দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ ওঁকার নষ্ট করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে কাহারই প্রাণে চাহিল না। কিছুকাল পরে অগত্যা সকলেই আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। পরদিন সতীশ বাবু রংপুর আসিবেন, রাত্রিতে স্বপ্নাদেশ হইল যে 'এ প্রসাদ রংপুর নিয়ে গেলে না?' সতীশ বাবু বলিলেন—"কেমন ক'রে রেল গাড়ীতে নিয়ে যাব?" ঠাকুর বলিলেন,—"কেন জগন্নাথের প্রসাদ যে প্রকারে লওয়া হয় সেইরূপে।"

ঠাকুর! তোমার শ্রীনিত্যলীলা আমরা সামান্য জীব কি বুঝিব? আজ কি জন্য তোমার এ খেলা তাহা কে বলিবে? তবে আমরা একান্ত-মনে তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে যে তুমি আমাদের সে বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ কর, তাহা বুঝিলাম আর বুঝিলাম যে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদেও তোমারই শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব বিকাশ। গুরুদেব! তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, আর ঐ ওঁকারেও ঐ ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ। শ্রীশ্রীপ্রসাদও যে তোমারই শ্রীমূর্ত্তি আজ আমাদিগকে তাহা বেশ বুঝাইলে প্রভো! আমরা অন্ধ তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে কিছু না দেখাইলে কি আমরা কিছু দেখিতে পারি? প্রসাদের অনন্ত মহিমা, অসীম শক্তি, মানবের সাধ্য কি যে প্রসাদ মহিমা বর্ণন করে। তুমিই একদিন শ্রীমুখে বলিয়াছিলে ঃ—

"প্রসাদিত এ অন্নের অনন্ত মহিমা।
এ মহাপ্রসাদে হরি কৃপার সুষমা ॥
জানেন প্রসাদ-তত্ত্ব মহাদেব শিব,
জানেন প্রসাদ-স্বাদ প্রসাদ-প্রভাব,
বিমলা পুরুষোত্তমে, প্রসাদ পান সুপ্রেমে,
করেন প্রসাদে-ভক্তি হর-মনোরমা ॥
শ্রীমহা-প্রসাদে হয় সংসারে বিরক্তি,
প্রসাদ-প্রসাদে হয় শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি,
সুপবিত্র এ প্রসাদে, হেরি সুপ্রেম-কুমুদে,
(তাহা) সে সুপ্রেমে নিবেদিত নাহিরে উপমা ॥
চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছে প্রসাদ পরশিলে,

দূষিত হয় না তাহা তাহারা খাইলে,
হয় না তাহা উচ্ছিষ্ট, সর্ব্ব কালে তাহা শ্রেষ্ঠ
তাহার মহিমা কন শ্রীবিষ্ণু শ্রীরমা ॥”

আহা! প্রসাদ কি সামান্য বস্তু! তাঁহার প্রসাদে এ প্রসাদ যার লাভ হয়, ত্রিজগতে সেই ধন্য। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন নীলাচলে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাপ্রভু প্রসাদ-মহিমা যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন তাহা চৈতন্য-মঙ্গলে এইরূপ: শ্রীনিবাস বলিলেন,—

এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাও।
নির্ভয়ে পুছিয়ে প্রভু যদি আজ্ঞা পাও ॥
প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যে কালে।
চকিত দেখিল—ইহা কহিবে আমারে ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস।
কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ ॥
কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন।
শৃগাল কুক্কুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব কিবা দেবগণে।
সভার দুর্ল্লভ বস্তু না পাই যতনে ॥
নারদ প্রহ্লাদ শুক আদি ভক্তগণ।
তাহার দুর্ল্লভ এই কহিল মরম ॥
হেন মহা-প্রসাদ ভুঞ্জয়ে সব জনে।
কহিল মরম কথা এই মোর মনে ॥
হেন মহা-প্রসাদ পাইয়া যেবা জন।
অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ ॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহো নষ্ট হয় সে শূকর যোনি জন্ম ॥
কুকুরের মুখ হইতে পড়ে যদি তভু।
পাইলে মাত্র খাইবে ইথে দোষ নাহি কভু ॥

তাই বলি প্রসাদ কি সামান্য বস্তু! ঠাকুর, কবে তোমার কৃপায় তোমার প্রসাদ-মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া আনন্দে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিত্য-প্রেমে মাতিয়া যাইব? এমন দিন কি হ'বে প্রভো?

প্রিয় বিশ্বম্ভর দাদা ও সতীশ দাদা ও প্রিয় হরেন্দ্র বাবু! আজ তোমরাই ধন্য, তোমাদের নয়নমন আজ সার্থক হইল। নিত্যপ্রসাদ যে কি বস্তু তাহা আজ তোমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিলে। আর তোমাদের প্রাণের ঠাকুর যে তোমাদের কাতর ক্রন্দন শুনিতে পান তাহাও বেশ বুঝিলে। আমরাও আজ এই মধুর নিত্যলীলা শ্রবণ করিয়া প্রাণ মন জুড়াইলাম। জয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জয়! জয় শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেবের জয়!! জয় শ্রীশ্রীনিত্যপ্রসাদের জয়!!!

প্রকাশক—বিঃ

শ্রীনিত্যগোপালাষ্টমী।

অতিহর্ষযুতা আজি প্রকৃতি সুন্দরী।
ফুল্ল-ফুল-কুল হাসে কত বা মাধুরী ॥
হাসি হাসি মন্দ মন্দ মলয় পবন।
চলিছে আনন্দে আজি কত মনোরম ॥
শাখিকুল পরিয়াছে নব-পত্র-বাস।
হাসিছে প্রকৃতি সতী কিবা মহোল্লাস ॥
কোকিলের কুহু-ধ্বনি পরাণ জুড়ায়।
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনিতেছে তায় ॥
সরোবরে সুখে চরে হংস চক্রবাক্।
দয়েল পাপিয়া দেখে হইয়ে অবাক্ ॥
কুল কুল রব করি শ্রীজাহ্নবী সতী।
আসে যার নিতু নিতু এই পানিহাটী ॥
শ্রীবাসন্তী মহাষ্টমী আজ দয়া করি।
হেথা নিয়ে এলো সতী পরমা সুন্দরী ॥
কোলে করি নিত্যধন, নিত্যধাম হ'তে।
কলিকবগ্রস্ত সব জীব তরাইতে ॥

গৌরীমাতাক্রোড়ে শোভে সোণার মূরতি ।
রাতুল চরণ খোর, শ্রীজাহ্নবী সতী ॥
মলয় পবন নিজে ব্যজন ঢুলায় ।
জোড় হাতে দেবগণ নিত্য জয় গায় ॥
চুম্বন করিছে মাতা কতই আদরে ।
পুলকে পুরিত অঙ্গে আনন্দ না ধরে ॥
জন্মেজয় পিতা করে মহামহোৎসব ।
মাঙ্গলিক কার্য্যে রত আত্মীয় বান্ধব ॥
নাগর নাগরী কত আসে আর যায় ।
শ্রীনিত্যগোপাল হেরি পরাণ জুড়ায় ।
কেহ স্নেহভরে হেরে কেহ প্রেমভরে ।
রূপ দেখি কেহ কেহ কামানলে মরে ॥
আপন আপন ভাবে করয়ে দর্শন ।
গৌরীমাতাক্রোড়ে শোভে শ্রীনন্দনন্দন ॥
জগতের পতি যিনি বিধাতৃ-বিধাতা ।
লক্ষ্মীদেবী অনুরাগে যার অনুগতা ॥
গোলোকের নাথ সেই, গৌরীমাতাক্রোড়ে ।
ক্ষুধিত হইয়া আজি স্তনপান করে ॥
কি সুন্দর রূপখানি আহা মরি মরি ।
সহস্র কন্দর্প জিনি লাবণ্যমাধুরী ॥
সুললিত অঙ্গ আহা কত সুকোমল ।
কিবা মনোরম আহা চারু গণ্ডস্থল ॥
নয়ন খঞ্জন-সম, মিঠি মিঠি চায় ।
তা' দেখি জননী দেবী কত সুখ পায় ॥
ভুরু কিবা মনোহর বর্ণি কি শকতি ।
যাহা দেখি রতি দেবী নিন্দে নিজ পতি ॥
পক্কবিম্বসম আহা সুচারু অধর ।
গৌরী মাতা স্পর্শ করে আনন্দ অন্তর ॥
চরণের কিবা শোভা যাই বলিহারি ।
সনকাদি ঋষি যার দর্শন ভিখারী ॥
মোর কিবা সাধ্য সেই রূপ বর্ণিবারে ।
যাহা সাধ্য নহে কারো এ তিন সংসারে ॥
বীণাকরে বাণীদেবী স্তব-স্তুতি করে ।
বেদধ্বনি করে ব্রহ্মা আনন্দ অন্তরে ॥
কুবের ঋদ্ধির তরে কর জোড়ে যাচে ।
ডুম্বুরু বাজায়ে হর **নিত্য** বলি নাচে ॥
নারদাদি মুনি যত একদৃষ্টে চায় ।
পুত্রমুখ দেখে সুখে জন্মেজয় রায় ॥
শ্রীনিত্যগোপালাষ্টমি নমি তব পায় ।
কৃপাকরি ল'য়ে এলে **শ্রীনিত্য** ধরায় ॥
ধ্যানযোগে যোগিগণ নাহি পায় যাঁরে ।
সে ধন আনিলে দেবি, জীব তরাবারে ॥
পরম করুণাময়ি, বিতর করুণা ।
নিত্যনাম গায় যেন সতত রসনা ॥

ওঁ তৎসৎ ।

শ্রীনিত্যপদাশ্রিত

শ্রীগুরুগৌরবানন্দ অবধূত ।

নিবেদন ।

শ্রীশ্রীনিত্য-লীলা (শ্রীশ্রীদেবের সুমধুর নরলীলা) সত্বরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় । ইহা করিতে হইলে ঠাকুরের ভক্তগণের নিকট ঐ সম্বন্ধে যে সকল কড়চা আছে তাহা সত্বর সংগ্রহ করা আবশ্যক । কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের বিষয় যাহা অবগত আছেন, তাহা হয় ত লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ পান নাই । জীবনের স্থিরতা নাই, সুতরাং ভক্তগণের দেহান্তে ঐগুলি সংগ্রহের আর উপায় থাকিবে না । অতএব প্রার্থনা আগামী শ্রীশ্রীজন্মতিথির মধ্যে ভক্তগণ ঠাকুর-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সমগ্র লিপিবদ্ধ ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমে ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন । তৎপরে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে উহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে । আশা করি, ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন ।

শ্রীনিত্যচরণাশ্রিত— শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ।

হোরি ।

আজু, হোরি খেলত বনমালী ।
কুঞ্জ কুঞ্জোপরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে,
(কিবা) বাজত মোহন মুরলী,
আজু হোরি খেলত বনমালী ।

(আজু) নাচত শ্রীরাধা সুন্দরী,
সব সখি মিলি, দেয়ত করতালী,
গাওত বরজ কুঁয়ারী,
আজু হোরি খেলত বংশীধারী ।

কিবা, আবির। রঞ্জিত ঘাগরি,
সব সখীগণ, আনন্দে মগন
মারত কানুকো পিচ্‌কারী,
আজু, হোরি খেলত রাধাপ্যারী ।

কুম্কুম ছোড়ত নন্দলালা,
সখীগণ অঙ্গে, নব নব রঙ্গে,
হাসত বৃষভানু বালা,
আজু, হোরি খেলত নন্দলালা ।

৫

আবির রঞ্জিত কিশোরী,
কৃষ্ণগুণ গান, করিছে কীর্ত্তন,
গোবিন্দ বদন নেহারি,
আজু, হোরি খেলত ব্রজনারী ।

মিলল সব সহচরী,
একহি আসনে, রাধা কৃষ্ণসনে
মিলাওল কিবা বলিহারি,
আনন্দে ভাসল ব্রজপুরী ।

নাচত ময়ুর ময়ুরী ,
গাওত কোকিল, ব্রজবিহগকুল,
উঠল আনন্দ লহরী,
নাচত যমুনাকো বারি ।

সব সখী ঘেরি ঘেরি
গাওত নাচত, হাসত বোলত
হেরত যুগল মাধুরি
আজু, হোরি খেলত ব্রজনারী

সাজাওল কুসুম ভূষণে,
চুয়া চন্দন, করে বিলেপন,
ব্যজন করে দুঁহুজনে,
তাম্বুল যোগায় বদনে ।

১০

আয় সখি ! ত্বরা করি,
যুগল মিলন, করি দরশন,
মিলল কিশোর কিশোরী,
আনন্দে ভরল ব্রজপুরী ।

বিনয়

প্রেমভক্তি প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যোগাচার্য্য মদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"কলিতে ভক্তিযোগে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়।" এই ভক্তিযোগকে ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যযোগ বলিতে হয়। ভক্তি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপা। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"জ্ঞান হইতে ভক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়া জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলা যায়। ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না।" বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার বেদান্তভাষ্যে "ভক্তি-রপি জ্ঞানবিশেষা" বলিয়া ভক্তিও জ্ঞানের বিকাশ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫৫শৎ শ্লোকানুসারে ভক্তিকে জ্ঞানের বিকাশ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য ভক্তি জ্ঞানস্বরূপা। ভক্তিযোগকে ভক্তিজ্ঞান-যোগ বলা যায়। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ ভক্তিযোগদর্শনে সেই পরাভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—"কেহ সেই পরাভক্তিকে কেবলা ভক্তি বলিয়া থাকেন, কেহ সেই পরাভক্তিকে মুখ্যা ভক্তি বলিয়া থাকেন, কেহ সেই পরাভক্তিকে অনন্যা ভক্তি বলিয়া থাকেন, কেহ সেই পরাভক্তিকে নিষ্ঠা-ভক্তি বলিয়া থাকেন, কেহ সেই পরাভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলিয়া থাকেন, কেহ সেই পরাভক্তিকে পরম প্রেমরূপা পরাভক্তি বলিয়া থাকেন"। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তাচার্য্যগণ ভক্তিকে অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ "সা কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা" বলিয়াছেন। মহাত্মা শাণ্ডিল্য "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" বলিয়াছেন। ভক্তিযোগ-দর্শনে এইরূপ আছে, "পরম প্রেমই পরানুরক্তি স্বীকৃত হইলে, নারদ ভক্তিকে যাহা বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্যও ভক্তিকে তাহা বলিয়াছেন বুঝিতে হয়। পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজের মতে পরম প্রেমই ভক্তি নহে, পরানুরক্তিই ভক্তি নহে। তাঁহার মতে ভক্তির সহিত প্রেমের যোগও হইতে পারে। ভক্তির সহিত প্রেমের যোগ হইলে সেই ভক্তিকে প্রেমাভক্তি বলা যাইতে পারে।" পরানুরক্তি বা পরম অনুরাগ ভক্তি নহে কিন্তু অনুরাগের সহিত তাহার সংস্রব আছে। বস্তুতঃ পরাভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগেরও বিকাশ হইয়া থাকে। ভক্তিযোগদর্শনে যথা—"পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দস্বামী মহারাজের মতে ভক্তিই অনুরাগ নহে। তাঁহার মতে পরাভক্তির সহিত অনুরাগের সংস্রব আছে। তাঁহার মতে পরাভক্তি অনুরাগাত্মিকা। যাঁহার পরাভক্তি আছে তাঁহার ভগবানে পূর্ণানুরাগ আছে।" (৯০পৃঃ)। যাঁহাতেই পরাভক্তির বিকাশ হইয়াছে তাঁহাতেই অনুরাগের প্রকাশ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। প্রেমের অন্তর্গত অনুরাগ। সেই পরাভক্তি বিকাশাবস্থায় প্রেমও বিকাশিত হইতে পারে এবং হয়। সেই জন্য ভক্তির সহিত প্রেমের যোগ হওয়ায় তখন ঐ পরাভক্তিকেই প্রেমাভক্তি বলিতে হয়। দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা শাণ্ডিল্য এই প্রেমাভক্তিকেই পরাভক্তি কোথাও বা ভক্তিআখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ পরাভক্তির লক্ষণ সকল বর্ণনাকালে উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছেন,—"ওঁ যথা ব্রজগোপিকাণাম্"। দেবর্ষি নারদ কহিলেন,—এই ভক্তির লক্ষণ কোথায় দেখিতে পাইবে? স্বয়ংই উত্তর দিলেন,—ব্রজগোপীগণে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ব্রজগোপীগণ প্রেমভক্তিসম্পন্না বলিয়াই বর্ণিত

হইয়াছেন। অতএব দেবর্ষি নারদ প্রেমা-ভক্তিকেই ভক্তিশব্দ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন স্বীকার করিতে হয়।

"মহাত্মা জন্মেজয়ের মতে আত্মরতিই ভক্তি"। (ভক্তিযোগদর্শন)। "যিনি ঈশ্বর তিনিই আত্মা বলিয়া আত্মরতি হইলে সেই ঈশ্বরেই রতি হয়। জীবাত্মায় রতি হইলে সে রতিকে আত্মরতি বলা যায় না। জীবত্ববিহীন যে আত্মা সেই আত্মাই ঈশ্বর।" (ভক্তিযোগ-দর্শন)। শ্রীভগবানে যে রতি মহাত্মা জন্মেজয় তাহাকেই ভক্তি বলিয়াছেন। নারায়ণ স্বামী আত্মরতি বা শ্রীভগবানে রতিকেই আত্মানুরক্তি বা শ্রীভগবানে অনুরাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ভক্তি দ্বারাও ঈশ্বরে রতি হইতে পারে, জ্ঞান দ্বারাও ঈশ্বরে রতি হইতে পারে, প্রেম দ্বারাও ঈশ্বরে রতি হইতে পারে। কিন্তু অনুরাগ প্রেমাত্মক। ভক্তিযোগ-দর্শনে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"নারায়ণ স্বামীর মতে আত্মরতিই আত্মানুরক্তি। পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ আত্মানুরক্তিকে আত্মভক্তি বলেন নাই। তাঁহার মতানুসারে আত্মানুরক্তিই আত্মপ্রেম।"

শ্রীভগবানে রতি হইলে স্বভাবতঃই সংসারে বিরতি হয়। প্রেমরূপা ভক্তি দ্বারাও শ্রীভগবানে রতি হইয়া থাকে। এজন্য প্রেমরূপা ভক্তিও সংসার-বিরাগের কারণ হন। যখন শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট হয়, যখন সেই পরম প্রেমাস্পদ রসময়ের রসসাগরের একবিন্দু আস্বাদনে জীব আনন্দে মাতিয়া উঠে, তখন সংসারের শত প্রলোভন, শত বিঘ্ন তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। সে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিত বর্ষার নদীতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ঈশ্বরানুরাগের প্রবল স্রোতে চিরবাঞ্ছিতের উদ্দেশে ধাবিত হয়। এই স্বাভাবিক বৈরাগ্যের প্রতিকূলে যাহা আসে তাহাও ঐ স্রোতে ভাসিয়া যায়। খরস্রোতা সুরধুনীর গতিরোধে গজরাজের ন্যায় অবিদ্যা মায়ার কুহক-করী এই ঈশ্বরানুরাগ-প্রবাহে পরাজিত হয়। জ্ঞানস্বরূপিণী ভক্তিদেবীর উজ্জ্বল প্রভায় ছলনাময় সংসার-প্রলোভনের মহাতামস দূরে পলায়ন করে।

ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য একেরই তিন প্রকার বিকাশ। এক বীজই যেমন বৃক্ষ, বৃক্ষের ফল এবং ফলের রস তদ্রূপ এক পরাশক্তিই জ্ঞানরূপ বৃক্ষ, বৈরাগ্যরূপ ফল ও সেই ফলের রসস্বরূপ ভক্তি। এজন্য ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য একত্রাবস্থিত। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"যেরূপ নারিকেল বৃক্ষে নারিকেল ফলোৎপন্ন হয় তদ্রূপ জ্ঞানবৃক্ষে যে বৈরাগ্য নামক ফলোৎপন্ন হয়, সেই ফলের বারিকেই ভক্তি বলা যায়।" এজন্য ভক্তিযোগই ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্য যোগ। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ঋষভদেব ঐ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য-লক্ষণসম্পন্ন পারমহংস ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ভক্তিযোগ বলিলে বিশেষ কোন চিহ্ন ধারণ, বিশেষ কোন নিয়মের পালন কিম্বা কোন গণ্ডী বোঝায় না। ভক্তি মানবমাত্রেরই ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে। পতিত জীবকুলের ত্রাণকারিণী শ্রীভগবৎকৃপাকল্পলতিকার দিব্যফল এই ভক্তিযোগ।

জীবের মনোবৃত্তির স্ফুরণ স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গণের যে ঈশ্বরে স্বাভাবিকী গতি তাহাই ভক্তিযোগের রহস্য। ভগবান কপিলদেব জননী দেবহুতিকে ভাগবতী ভক্তি-সম্বন্ধে উপদেশ কালে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—

দেবানাং গুণলিঙ্গানাং আনুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নির্গীর্ণমনলো যথা॥

অর্থাৎ "যাহাদের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয় সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। গুরুনির্দ্দিষ্ট বা বেদবিহিত কর্ম্মকারিগণের ইন্দ্রিয় সকলে ঐ বৃত্তির উদয় হয়। জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে তদ্রূপ ঐ ভক্তিও লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে।"

বেদবিহিত কর্ম্ম বা গুরুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মযোগ এই বৃত্তি উদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণালোকে বিহগ-কাকলী শ্রুতিগোচর হয়। সূর্য্যই ঐ অরুণপ্রকাশের এবং বিহগরবের কারণ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অরুণোদয় ও বিহগধ্বনিকে কখন সূর্য্যোদয়ের কারণ বলা যায় না। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াই থাকে। এই ভক্তি উদয়ের কাল উপস্থিত হইলে বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে অর্থাৎ তত্তৎ অধিকারী বেদবিহিত সৎকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু তজ্জন্য ঐ কর্ম্মযোগকে ভক্তির জনক বলা সঙ্গত নহে। ঐ ভক্তিলাভের সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি নারদ কহিয়াছেন, "মহৎকৃপয়া ভগবৎকৃপালেশাদ্বা"। মহৎকৃপা এবং ভগবৎকৃপাই এই ভক্তি-প্রাপ্তির উপায়। যিনি অজ্ঞানান্ধকারে ভাস্করস্বরূপ, যিনি ত্রিতাপতপন-দগ্ধ জীবের পক্ষে সুশীতল শান্তিপাদপ, যিনি ইহপরকালের একমাত্র আরামের স্থল, অহেতুকীস্নেহসাগর, অভক্তবৎসল, অযাচিত-দয়াসিন্ধু সেই নরাকার পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ পরমদেব শ্রীগুরুদেবই শ্রীহরি। এ বিষয়ে নিত্যতন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—"যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং"। যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। সেই শ্রীগুরুদেবের প্রতিই পরাভক্তি করিতে হয়। গুরুগীতা-মতে "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।" ভক্তি প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ এবং প্রধানাবলম্বন শ্রীগুরুকৃপা। মহতে সেই শ্রীগুরুদেবের বিকাশ আছে জন্য মহৎব্যক্তির কৃপাও শ্রীগুরুকৃপা। তাই বলিতে হয় 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'। "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

মনের স্বাভাবিকী গতি মনন, চক্ষুর স্বাভাবিকী গতি দর্শন, শ্রুতির স্বাভাবিকী গতি শ্রবণ। ভক্তিযোগীর ইন্দ্রিয় সমূহে যে বৃত্তির উদয় হয় তাহাতে তাঁহার স্বভাবতই ঈশ্বরের মননে, ঈশ্বরের রূপ দর্শনে এবং ঈশ্বর বিষয়িণী কথা শ্রবণে আসক্তি হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক আসক্তি উদিত হওয়ায় তিনি স্বভাবতঃই ঈশ্বরের ধ্যানপরায়ণ যোগী হইয়া থাকেন। ইহাই ভক্তিযোগের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। স্বভাবতঃ যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা কষ্টকর হয় না। এজন্য তপস্যায় অক্ষম দুর্ব্বল জীবের তাহা একান্ত উপযোগী। এজন্য একান্ত-মনে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা করা প্রয়োজন, যেহেতু তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা।

ওঁ তৎসৎ।

চ...রপদানন্দ অবধূত

শ্রীগুরু নানক সাহেবের উপদেশ।

(১৩২২, ভাদ্র। 'অর্চ্চনা' হইতে উদ্ধৃত)

"এক পরমেশ্বরের নামই সত্য।"

২

"একটি মাত্র সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে তেমনি একবার মাত্র ভগবান স্মরণ করিলেই কোটি কোটি পাপ দগ্ধ হয়।"

৩

"যদি ভবনদী পার হইতে হয় তবে যাঁহারা পার হইতে জানেন তাঁহাদের নিকট উপদেশ লইবে। তাঁহারা পরম জ্ঞানী, তোমাকে পারে লইয়া যাইবেন। নদীতে চোরা পাহাড় আছে, চড়া আছে, ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে প্রকৃত গুরুর সাহায্য গ্রহণ কর তাহা হইলে নৌকা চড়ায় ঠেকিবার ভয় থাকিবে না।"

"যদি হাতে পায়ে গায়ে ধূলা লাগে তাহা হইলে জল দিয়া ধুইলে তাহা যায়; যদি মল-মূত্রের দ্বারা কাপড় নষ্ট হয় তাহা হইলে সাবান দিয়া ধুইলে পরিষ্কার হয়; যদি পাপকার্য্য দ্বারা মনে ময়লা পড়ে তাহা হইলে ভগবানের নামে সে ময়লা দূরীভূত হয়।"

ভক্তভিক্ষু—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

"আমি!"

ইমন কল্যাণ—চৌতাল

আমি অপ্রাকৃত, সদা অবিকৃত,
অনাদি অনন্ত চিরবিদ্যমান।
আমি অদ্বিতীয়, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়,
অজাত অমর, নাহি পরিণাম॥
আমি নিত্য সত্য, শুদ্ধ নির্ব্বিকার,
অবর্ণ অরূপ, নিত্য নিরাকার,
আমি নিরঞ্জন, প্রয়োজনহীন,
অযোগী, কেবল, অজ্ঞেয়, নির্ণাম॥
(আমি) অদাহ্য, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য, অশোষ্য,
অখণ্ড, অচিন্ত্য, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য,
অক্ষয়, অব্যয়, নাহি রে অন্বয়,
(আমি) অদ্রষ্টা, অভোক্তা, নহি দৃশ্যমান,
(আমি) নহি হ্রস্ব দীর্ঘ, নহি সূক্ষ্ম স্থূল,
(আমার) নাহি হ্রাস বৃদ্ধি নাহি রে নকল,
(আমি) নহি সদসত, মূর্খ বা পণ্ডিত,
নহি আমি হেয়, নহি গরীয়ান॥

আমি অপুরুষ, আমি অপ্রকৃতি,
নহি শিশু বৃদ্ধ, যুবক যুবতী,
নহি কভু জ্যেষ্ঠ, নহি রে কনিষ্ঠ,
নহি ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহত মহান;—
(আমার) নাহি রে সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগরণ,
নাহি সুখ দুঃখ, রিপুর পীড়ন,
নাহি পুণ্যপাপ, রোগ শোক তাপ,
নাহি হিংসা দ্বেষ, মান অপমান॥
(আমার) নাহি পিতামাতা, নাহি বন্ধু ভ্রাতা,
নাহি পতি পত্নী, নাহি সুত সুতা,
নাহি পরিজন, সম্বন্ধ-বিহীন,
আমি অমায়িক, নহি প্রাণী প্রাণ;—
(আমি) নহি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনী, যতি,
নহি জীব জন্তু, নহি সৎসতী,
নহি শ্যামাশ্যাম, নহি শিবরাম,
নহি পরব্রহ্ম, আত্মা ভগবান॥

(আমি) নহি প্রভু ভৃত্য, নহি গুরু শিষ্য,
(আমার) নাহিপূজ্য ধ্যেয়; নাহিরে উপাস্য,
নাহি মোর সাধ্য, নাহি রে আরাধ্য,
(আমি) অবদ্ধ, অমুক্ত, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম;—
(আমি) নহি গানপত, নহি রে বৈষ্ণব,
নহি ব্রাহ্ম সৌর, নহি শাক্তশৈব,
নহি উপাসক, নহি রে প্রেমিক,
(আমার) নাহি প্রেমাস্পদ, নাহি প্রাণারাম।

(আমি) একত্বে বহুত্বে নহি রে লিপত,
আমি সদা এক বহুর অতীত,
আমি তত্বাতীত, নহি দ্বৈতাদ্বৈত,
নাহি মোর লয়, কৈবল্য, নির্ব্বাণ;—
আমি রে তুমিত্ব তিনিত্ব যে শূন্য,
(কিছু) নাহি ছিল, আছে, রবে আমা ভিন্ন,
আমি 'আমি' নই, নিরুপাধি হই,
আমি নহি কভু জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান॥

তৎসৎ। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত

মায়া, যোগ, জ্ঞান ও অহঙ্কার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

"নাস্তি যোগাৎ পরং বলম্"।

এজগতে বল কাহার নাই? ধনী হউন, দরিদ্র হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, বল সকলেরই আছে। বলশূন্য কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। তবে কেহ বা ধনবলে বলী, কেহ বা জ্ঞানবলে বলী, কেহ বা যোগবলে বলী, কেহ বা পরোৎপীড়নে বলী। অন্ধেরও বল আছে, খঞ্জেরও বল আছে, মূকেরও বল আছে। অবস্থাভেদে, আচারভেদে, শাসনভেদে বলের তারতম্য ঘটিতে পারে সত্য; কিন্তু জীবমাত্রেরই বল আছে ইহা সকলেরই স্বীকার করিতেই হইবে। মুমূর্ষু ব্যক্তিরও বল আছে, যেহেতু মুমূর্ষু ব্যক্তিরও মহানিদ্রায় অভিভূত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও একটু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগের শক্তি থাকে। বলব্যতীত জীব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। এই বলই সর্ব্ব কার্য্য সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়; এই বলই জীবের সম্বল, বলই জীবের উপাস্য, বলই জীবের ভরসাস্থল। যোগী, ভোগী, দেবতা, দানব, ইহারা সকলেই বলের ভিখারী; সকলেই বললাভের জন্য ব্যাকুল। যিনি ভক্ত, উপাস্য দেবতার তুষ্টিসাধনই যাহার পক্ষে দিব্য-মুক্তি, তিনিও বলের ভিখারী; কেননা তিনিও সর্ব্বদা হৃদয়কে ভক্তিবলে বাঁধিয়া উপাস্য দেবতার প্রীতিবর্দ্ধনে চেষ্টিত আছেন। বল সাধনার অঙ্গ, বল সজীবতার জ্বলন্ত উদাহরণ, বল হতোদ্যম হৃদয়ের সঞ্জীবনী সুধা। তাই বলি বল কে না চায়? বল বলিতে কেবল শারীরিক শক্তি বুঝায় না, বল বলিতে কেবল আধিপত্য বুঝায় না; বস্তুতঃ বল বলিতে সমস্তই বুঝায়। প্রতি কার্য্যের সাধনই বল। বল জীবে আছে, উদ্ভিদে আছে, জলে আছে, অণু-পরমাণুতে আছে। বল কোথায় নাই, কেহ কি বলিতে পারেন! বল সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও বলের পূর্ণতা ভগবান ব্যতীত কাহাতেও নাই; যোগী যোগবলে, জ্ঞানী জ্ঞানবলে বলী সত্য; কিন্তু ভগবান ব্যতীত সর্ব্ববলে বলী কেহই নহেন ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ভক্ত ভগবৎস্বরূপে বিলীন হইলেও হইতে পারেন সত্য; কিন্তু তখন আর ভক্তকে ভক্ত

আখ্যা দেওয়া যায় না, তখন ভক্তই ভগবান, তখন ভক্তই নিত্যানন্দময় পরম পুরুষ, তখন ভক্তই শাশ্বত নির্ব্বিকল্প অচিন্ত্য ব্রহ্ম।

বল-বৃদ্ধিকল্পে কাহার না ইচ্ছা হয়? যিনি ভক্ত তিনি কি বল নহেন?

যিনি যোগী হইতে ইচ্ছুক তিনি যোগবলের প্রার্থী কিন্তু তাঁহার যোগবলের আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের নিকট হইতে বাহাদুরী লইবার জন্য নহে বরং তাহা তাঁহার উপাস্য দেবতা দর্শনের জন্য, তাহা তাঁহার সাধনার সাহায্যের জন্য, উহা তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। যোগবলের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মুনিগণ যোগবল লাভ করিতে শিষ্যবর্গকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। মানুষ একদিনে যোগী হইতে পারে না; মানুষ একদিনে ষড়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; ক্রমশঃ এক সোপান হইতে সোপানান্তরে উঠিয়া মানুষ উন্নত হয়। ভক্তিও একদিনে কাহাতেও আবির্ভূত হয় না। বীজ যেদিন ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, সেই দিনেই বীজ ফল প্রসব করে না, তাহাতেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করে, বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার জন্য ক্ষেত্রপতির চেষ্টিত হইতে হয়।

যোগ ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হয়। যদি বলি ভক্ত যোগ করেন না, কেবল ভগবানকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াই ধন্য হন; মানিলাম তাহা হইল; কিন্তু সেই ভক্তি আসিল কোথা হইতে? সেই অহৈতুকী ভক্তি তাঁহাকে কে শিক্ষা দিল? সেই দৃঢ় আগ্রহভাবে তন্ময়তা, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ভগবানের নামোচ্চারণ তাঁহাকে কে শিক্ষা দিল! উহা কি তাঁহার প্রাক্তন যোগাদি অনুষ্ঠানের ফল নয়? উহা কি ঐশী শক্তির বিকাশ নয়? একদিনেই কি প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? একদিনেই কি ধ্রুব হরি হরি বলিয়া সাশ্রুনেত্রে বনে বনে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছিলেন? এক দিনেই কি নারদ দেবর্ষি হইতে পারিয়াছিলেন? কখনই নহে। বহুজন্মের তপস্যাই তাঁহাদিগকে ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী করিয়া তুলিয়াছিল। তজ্জন্যই বলি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অধিকার অনুসারে যাহার যেরূপ যোগানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহার তাহাই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগোপদেশ দিয়াছিলেন।

যোগের উপকারিতা না থাকিলে যোগ শিক্ষা কেহ করিত না; যোগের অলৌকিক শক্তি না থাকিলে যোগিগণ পূজিত ও কীর্ত্তিত হইতেন না। যোগশক্তি তুচ্ছ নহে, যোগ শক্তিদ্বারা লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করাই যোগ শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার নহে। যোগশক্তি পরম বিজ্ঞানের আকর, যোগশক্তি অদৃশ্য বস্তুর দর্পনস্বরূপিণী।

এই যোগ প্রক্রিয়া একদিনে কেবলমাত্র একটী মুনি দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা বহু মুনি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা প্রাচীন মুনিগণের অনায়াসলব্ধ ধন নহে। ইহা সাধনার সুফল, ভগবানের দান, সাধন পথের পাথেয়।

এই যোগশক্তি যাঁহার বিদ্যমান তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তিনি সাধারণের মত মায়াপাশে বদ্ধ নহেন, তিনি সর্ব্বদাই সংসারে বীতরাগ। সংসারে থাকিলেও তিনি নিদ্রিত নহেন, তিনি প্রবুদ্ধ, তিনি দিব্যানন্দে বিভোর, তিনি নির্ম্মুক্ত।

যোগশক্তি এ জগতে অতুলনীয়া। যোগ শব্দের বহু অর্থ পাওয়া যায়; অর্থবাহুল্যের তাৎপর্য্যও আছে; কিন্তু এ প্রবন্ধে পাতঞ্জলোক্ত যোগের কথাই উল্লেখ করিব।

যুজ ধাতুর গণ "যুজ য ঔ ও সমাধৌ।"

(ইতি কবিকল্পক্রমঃ)। উপরোক্ত গণ দ্বারা বুঝা যায় যে যুজ ধাতুর অর্থ সমাধি। "য" থাকা হেতু উহা দিবাদিগণীয়, "ঙ" থাকা হেতু উহা অনিট্ এবং "ঙ" থাকা হেতু উহা আত্মনে পদী। যুজ্ ধাতু ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া যোগ শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুজ্ ধাতুর মুখ্যার্থ সমাধি; কাজেই যোগ বলিতে কেবল সমাধিই বুঝা যায়। তজ্জন্যই কোন কোন দার্শনিক বলেন যে যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ বলিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের সমাধিরূপ মুখ্যার্থকে গৌণীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক যোগিবর পতঞ্জলির উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে যোগের মুখ্যার্থ সমাধি এই কথা প্রথমতঃ বলিয়া তৎপর সমাধিকে সপ্তাঙ্গ করিয়া রাখিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হইত না। যাহা হউক যখন আমরা যোগাভ্যাসে অভ্যস্ত নই এবং যোগ বিষয়ে সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই, তখন শুধু হটকারিতা অবলম্বন করিয়া একজনকে উন্নত এবং অপরকে অবনত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পতঞ্জলির উদ্দেশ্যের কোন গভীর তাৎপর্য্য আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক অধুনা যোগ কি, যোগের অঙ্গ কি, যোগ কয় প্রকার, যোগী কয় প্রকার, যোগের রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ইতি পাতঞ্জলদর্শনম্।

বিষয়সম্বন্ধাচ্চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ। বৃত্তেরনেকত্বাদ্ বৃত্তয়ো বহবঃ। তাসাং নিরোধঃ স্বকারণে লয়ো যোগঃ।

চিত্তের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু যে যে অবস্থা বিশেষ উহাতে আবির্ভূত হয়, উহাই চিত্তের বৃত্তি। সেই বৃত্তিকে স্বকারণে লয় করিবার নামই যোগ।

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ"

ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ ॥

চিত্তবৃত্তি সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার। যথা;—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্ত পূর্ব্বোক্ত কোন একটী বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। তজ্জন্যই দার্শনিকগণ বৃত্তি সমূহকে চিত্তের ভূমি বলিয়া থাকেন। উক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত বৃত্তি যোগের প্রতিকূল। কারণ উঁহারা চিত্তে যতক্ষণ আধিপত্য করিতে থাকে, ততক্ষণ যোগশক্তির আবির্ভাব হওয়া দূরের কথা বরং নানাপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্যে সমধিক মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আর একাগ্র ও নিরোধ বৃত্তি যোগের অনুকূল। যেহেতু উহারা যোগক্রিয়ার সাহায্যকারিণী।

ক্রমশঃ

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী।

মুদ্রাকর-প্রমাদ—

এই সংখ্যায় ৬৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলামের শেষ লাইনটী তথায় না বসিয়া প্রথম কলামের উপরে বসিবে। তাহাতে এইরূপ পাঠ হইবে, যথা—এবং অদ্যাপি ঐ নিরাকার উপাসনা তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত—ইত্যাদি।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম
বা
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়
মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধাণ উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, বৈশাখ। } ৪র্থ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বৃহন্নারদীয়পুরাণ। পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় হইতে—

যখন সকল বস্তুর প্রতিই মানসিক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, বিদ্বান্ মানব, তখনই সন্ন্যাস করিবে, বৈরাগ্য অভাবে সন্ন্যাস করিলে পতিত হইবে। সন্ন্যাসী সর্ব্বদা বেদান্তাভ্যাসরত, শমদমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ববর্জ্জিত, নিরহঙ্কার

এবং মমতাহীন হইবে। সন্ন্যাসী শমাদিগুণ-সম্পন্ন ও কামক্রোধবর্জ্জিত হইবে, উলঙ্গ থাকিবে বা জীর্ণ কৌপিন পরিধান করিবে, মুণ্ডিত-মুণ্ড হইবে, শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে সমতা জ্ঞান করিবে। একদিনের অধিক গ্রামে থাকিবে না, তিন দিনের অধিক নগরে থাকিবে না, নিত্য ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। একান্নাশী হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা যেমন পাঁচ বাড়ীর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে, সন্ন্যাসী সেরূপ করিবে না; একজনে যাহা ভিক্ষা দিবে, তাহাই ভোজন করিবে। চুল্লীর অঙ্গার পরিষ্কৃত ও সমগ্র পরিবারের ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইলে অর্থাৎ অপরাহ্নে, সন্ন্যাসী, কলহাদিবর্জ্জিত উত্তম দ্বিজনিকেতনে ভিক্ষা করিতে পর্য্যটন করিবে। সন্ন্যাসী ত্রিকাল-স্নানীয় নারায়ণ-পরায়ণ হইবে, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় থাকিবে, নিত্য প্রণব জপ করিবে। যে যতি একান্নাশী নহে বা কদাচিৎ লাম্পট্য করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে বিপ্রগণ! সন্ন্যাসী যদি লোভযুক্ত বা দম্ভযুক্ত হয় ত তাহাকে বর্ণাশ্রম-বিগর্হিত চাণ্ডালতুল্য জানিবে। সন্ন্যাসী আত্মাকে নারায়ণ ভাবিবে; আময়, দ্বন্দ্বদোষ, মমতা ও মাৎসর্য্য আত্মাতে নাই ভাবিবে; আত্মাকে শান্ত, মায়াতীত, অব্যয়, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সনাতন, নির্ম্মল ও পরমজ্যোতির্ম্ময় মনে করিবে। ভাবিবে আত্মার বিকার নাই, আদি নাই, অন্ত নাই; আত্মা জগতের চৈতন্য-হেতু, গুণাতীত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপনিষৎপাঠ, বেদার্থচিন্তা এবং ইন্দ্রিয়জয়পুরঃসর সহস্রশীর্ষা দেবদেবের ধ্যান সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। যে সন্ন্যাসী মাৎসর্য্যাদি-বিহীন এবং এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠ তিনি পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

তাপনীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, সেই মায়া তমোময়, অর্থাৎ অজ্ঞান স্বরূপ। এই মায়াকে সর্ব্বপ্রাণী অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভবই মায়ার প্রতি প্রমাণ, অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মায়ার প্রামাণ্য হইতে পারে না, এই প্রকার শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। ১২৫

শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মায়া জড়স্বরূপ ও মোহরূপ এবং সেই মায়া এই অনন্ত জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাও সেই শ্রুতি প্রমাণে উক্ত আছে। যে হেতু বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা প্রভৃতি সকলেরই মায়া স্পষ্টরূপে অনুভব হইতেছে। ১২৬

অচেতন ঘটাদি পদার্থের যে স্বভাব তাহাকেই জড় বলিয়া থাকে এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে মোহ বলা যায়। লৌকিক ব্যবহারে কেবল এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১২৭

যদিও পূর্ব্বোক্ত প্রকার লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ মায়া যে বিশ্ব-ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল; কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যে সেই মায়ার বিনাশ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু কেবল যুক্তি দ্বারা সেই মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও সেই মায়ার স্বরূপ অনিশ্চিত বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং সেই মায়াকে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। ১২৮

মায়া সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অসৎ বলা যায় না। যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখন অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না এবং জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই মায়ার বিনাশ হয়; অতএব মায়াকে সৎও বলিতে পারা যায়

না ; যে বস্তু সৎ তাহার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না। অতএব মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলিতে পার না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে ঐ মায়াকে জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্য এবং তাহার নিবৃত্তি হয় এই নিমিত্ত তুচ্ছ বলা যায়। ১২৯

এইক্ষণ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে তিন প্রকারে বিভক্ত বলা যায়। তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক—ইহার বিশেষ এই—জ্ঞানদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। শাস্ত্রীয় শক্তির অনুধাবন করিয়া মায়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ মায়া যে কোন একটী বাস্তবিক পদার্থ তাহাই অনুমিত হইবে। ১৩০

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, মায়া দ্বিবিধ। স্বাধীন ও পরাধীন ; কিন্তু এক পদার্থ উভয় প্রকার হইতে পারে না। এইক্ষণ এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া এক পদার্থের উভয় প্রকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—যে হেতু চৈতন্যব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না. এই নিমিত্ত মায়াকে পরাধীন বলা যায় এবং ঐ মায়াই অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যথাভূত করে, এই হেতু মায়াকে স্বাধীন বলিয়া থাকে। একই মায়া চৈতন্যের আশ্রিতত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হেতু পরাধীন ও স্বাধীনরূপে প্রতিপন্ন হইল। ১৩২

কিরূপে মায়া অসঙ্গচৈতন্যকে অন্যথাভূত করিয়া থাকে, তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে।—মায়ার এমন একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে, সেই শক্তিদ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপাদন করিতে পারে এবং চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তি প্রভাবেই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৩৩

পূর্ব্বোক্ত মায়া শক্তির এই একটী আশ্চর্য্য গুণ যে, মায়া আত্মার অন্যথা ভাব প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই সেই আত্মাতে জগৎ ভাসমান করে। এইরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার সেই সমুদয় কার্য্য চমৎকারজনক নহে ; কারণ মায়া করিতে না পারে এমন কার্য্যই নাই এবং তাহাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে। ১৩৪

যেমন জলের দ্রবস্বভাব, অগ্নির উষ্ণস্বভাব এবং প্রস্তরের কাঠিন্যস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অঘটন-ঘটন স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মায়া যেমন অঘটন-সংঘটন করিতে পারে, এইরূপ অঘটন- ঘটনাশক্তি আর কাহারও নাই। ১৩৫

মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাহাকেই লোকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে। অতএব কিরূপে তুমি সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিবে? সুতরাং তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে অনুসন্ধান করাও অবিধেয়। ১৪১

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতের কোন একটী বস্তুর প্রতি সবিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তাহার

বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, এই নিমিত্ত এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না? বাস্তবিক সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, কোনরূপেও মায়াস্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না। ১৪২

তত্ত্ববিবেক।

আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট; বিশুদ্ধসত্ব, রজ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থাস্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ, মায়াও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্বিকভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে এবং ঐ প্রকৃতি যে সময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্য ভাব আশ্রয় করে অর্থাৎ যখন তাহাতে সাত্বিক ভাব না থাকে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলা যায়। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যারূপে বিভিন্ন হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন। ১৫-১৬

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, তিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীব নামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানা প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই কারণ শরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই কারণশরীরের অভিমানী জীব সকলকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। প্রাজ্ঞগণ এই স্থূল শরীরকে বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণশরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীর ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিদান এবং স্থূল শরীর কেবল জীবের সুখাদিভোগার্থ। সেই স্থূলশরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত তাহা প্রাজ্ঞজীবের ভোগার্থ। ইহা তমগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮

নির্গুণ ও উপাধিসম্বন্ধরহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণন করা যায়, তাহা কেবল অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নিগু'ণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানা প্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। ৫২

নির্ব্বাণতন্ত্রম্। চতুর্দ্দশঃ পটলঃ। ১ম অংশ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অবধূতো যথা ভবেৎ।
বীরস্য মূর্ত্তিং জানীয়াৎ সদা তপঃপরায়ণঃ॥
যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং সন্ন্যাসধারণং পরম্।
তদ্রূপং সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রকুর্য্যাৎ বীরবল্লভঃ॥
দণ্ডিনাং মুণ্ডনঞ্চৈবামাবাস্যায়াং চরেদ্ যথা।
তথা নৈব প্রকুর্য্যাত্তু বীরস্য মুণ্ডনং প্রিয়ে।
অসংস্কৃতকেশজালমুক্তালম্বিতমূর্দ্ধজঃ।
অ।স্থমালাবিভূষশ্চ রুদ্রাক্ষান্ বাপি ধারয়েৎ॥

দিগম্বরো বীরেন্দ্রশ্চ অথবা কোপিনী ভবেৎ।
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ কুর্য্যাৎ ভস্মবিভূষণম্॥
ক্ষমাদানং তপোধ্যানং বালভাবেন শৈলজে!
শিবোঽহং ভৈরবানন্দঃ সমুণ্ডো কুলনায়কঃ॥
এবং ভাবপরো মন্ত্রা হেতুযুক্তঃ সদা ভবেৎ।
সম্বিদা সেবনং কুর্য্যাৎ সদা কারণসেবনম্॥
ভবেৎ সাক্ষাৎ স পুরুষঃ শম্ভুরূপো ন সংশয়ঃ।
নির্ব্বাণমুক্তিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বীরভাবতঃ॥
অবধূতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সহযোগী ন সংশয়ঃ।
স্বরূপোঽপি ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি সহলোকবান্॥
সংপূর্ণফলমাপ্নোতি বিপ্রো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ।
ত্রিভাগফলমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বীরভাবতঃ।
পাদদ্বয়স্য বৈশ্যস্য শূদ্রস্য চৈকপাদকম্॥
ব্রাহ্মণস্য বিনা অন্যস্য সন্ন্যাসো নাস্তি চণ্ডিকে।
কুর্য্যান্ মোহেন চান্যত্র সৈব পাপাশ্রয়ো নরঃ
গুপ্তভাবেন দেবেশি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে॥
সন্ন্যাসিনা সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে।
দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে চ যদি মৃত্যু র্ন জায়তে॥
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ।
অবধূতাচাররতঃ হংসঃ পরমপূর্ব্বকঃ॥
সৈব সানন্দবিখ্যাতা দ্বাদশাব্দে সরস্বতী।
অবধূতস্য চাখ্যাতং শৃণুষ্ব পর্ব্বতাত্মজে॥
বনেঽরণ্যে প্রান্তরে চ গিরৌ চ পুর এব চ।
একস্থানে চ সংস্থিত্বা ইষ্টধ্যানাদিকঞ্চরেৎ॥
যো মন্ত্রদানতৎপ্রাজ্ঞঃ শরণং পরিকীর্ত্তিতঃ।
শ্রেষ্ঠকেশৈর্জ্জটাজূটঃ সদাত্মবৎ সমাচরেৎ॥
অন্তর্যামী মহাবীরো অবধ্যঃ স চ শৈলজে।
নানাশাস্ত্রেষু যো বিজ্ঞো নানাকর্ম্মবিশারদঃ॥
সদেষ্টদেবীভাবেন ভাবয়েৎ যো হি চাবলাং।
স এব ভারত বীরো মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ঊর্দ্ধবাহুঃ সদা বীরো মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
সর্ব্বত্র সমভাবো যঃ স চ নরোত্তমো ভবেৎ॥
নানাদেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থভূমিষু।
ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কুর্য্যাৎ যত্নেন পূজনং।
দেবতায়াঃ সদা ধ্যানং শ্রীগুরুপূজনং তথা॥
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
অবধূতাশ্রমে দেবি যস্য ভক্তিশ্চ নিশ্চলা।
তস্য তুষ্টা ভবেৎ কালী কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে॥
অবধূতং সমালোক্য শম্ভুং জ্ঞাত্বা তু পূজয়েৎ।
শক্তিতঃ পঞ্চতত্ত্বানি যত্নেনৈব নিবেদয়েৎ॥
অশক্তঃ পরমেশানি ভক্তিতঃ পরিতোষয়েৎ।
অবশ্যং পূজয়েদ্বীরং গৃহস্থঃ সাধুরূপকঃ।
যো নার্চ্চয়তি তং বীরং স ভবেদপদাশ্রয়ঃ॥

নির্ব্বাণতন্ত্রম্। ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যদ্রূপং দণ্ডধারণম্।
সাধুরূপো গৃহস্থশ্চ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবাদিনঃ॥
সর্ব্বমায়াপরিত্যক্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সমত্বং সর্ব্বজাতিষু।
পুত্রেরিপৌ সমত্বঞ্চ সমং সর্গে চ পার্থিবে।
দয়াভাবশ্চ সর্ব্বত্র পুত্রে মিত্রে রিপৌ ভবেৎ।
লাভালাভে জয়ে নাশে নিন্দায়াং পৌষ্টিকে তথা॥
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধো সর্ব্বদা সমভাবুকঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা জ্ঞানং যস্য চিত্তে ন বিদ্যতে॥
সন্ন্যাসধর্ম্মস্তস্যৈব নান্যস্য সুরপূজিতে।
সন্ন্যাসধারণং কার্য্যং বিপ্রস্য মুক্তিহেতবে।
যো বিপ্রো ধারয়েদ্দণ্ডং সৈব নারায়ণঃ স্বয়ং।
চতুর্ভুজাঃ প্রজায়ন্তে দণ্ডধারণমাত্রতঃ।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তো ব্রাহ্মণো গমনঞ্চরেৎ।
গত্বা চ দাণ্ডিনং দৃষ্ট্বা প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ।
ত্বমেব দেবদেবেশ ত্বমেব ত্রাণকারকঃ।
ত্বমেব জগতাং বন্ধুঃ ত্রাহি মাং শরণাগতং।
ইতি শ্রুত্বা দণ্ডধারী পপ্রচ্ছ সাদরাজ্জনং।
কস্ত্বং কস্য সুতস্ত্বং হি কথমাগমনং বদ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং বিপ্রঃ প্রোবাচাত্মনিবেদনম্।
বিপ্রবংশে সমুদ্ভূতঃ হ্যমুকোঽহং বিবেকবান্।
নাস্তি মে পিতরৌ সাক্ষাৎ নাস্তি মে স্ত্রীসুতাদয়ঃ
মৃতৌ চ মাতাপিতরৌ মৃতা ভ্রাতাদয়ঃ সুতাঃ।
পশ্চাৎ স্বকান্তানাশে তু হ্যহমত্যন্ততাপবান্।

অতএব হি ভো স্বামিন্ দেহি মে পরমাশ্রয়ম্ ।
সত্যং কুরু দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদুক্তং বৈ-ময়ান্তিকে ।
মিথ্যাভাষণদোষেণ ব্রহ্মবর্ত্ম বিবর্জ্জিতঃ ।
ভবত্যেব ন সন্দেহো দ্বিজমৎপুরতো বদ ।
স্থিতায়াং যৌবনাক্রান্তায়াং কান্তায়াং পরমেশ্বরি ।
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্ ।
পিতরৌ বিদ্যেতে দেবি যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্ ।
সন্ন্যাসং বিফলং তস্য রৌরবাখ্যং স গচ্ছতি ।
বিদ্যতে বালভাবে চ যস্য কান্তা সুতস্তথা ।
সন্ন্যাসধারণং তস্য বৃথা হি পরমেশ্বরি !
সগুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যং প্রযচ্ছতি ।
ইত্যাদি দৃঢ়বাক্যন্তু শ্রুত্বা দণ্ডী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সন্ন্যাসদানং তত্রৈব দত্ত্বামুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ।
আদৌ দশাক্ষরং মন্ত্রং প্রথমং শ্রাবয়েৎ গুরুঃ ।
তৎ শ্রুত্বা চ মহাবর্ত্ম গমনং কারয়েৎ ততঃ ।
ক্রোশং বা ক্রোশযুগ্মন্বা বেগেন গমঞ্চরেৎ ।
গুরুণা সহ শিষ্যেণ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বিধাবয়েৎ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাবাহো মাং ত্যক্ত্বা ন হি গচ্ছতু ।
শিষ্যং পরমহংসত্বং তৎসমো নাস্তি ভূতলে ।
ক্ষন্তব্যমপরাধং মে ত্বমেব বিষ্ণুরূপধৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং বন্ধুস্ত্বমেব সর্ব্বপূজিতঃ ।
ত্বমেব পরমো হংসস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ তু মা ব্রজ ।
স শিষ্যো দণ্ডিনং দেব ইতি বাক্যং বদেদতঃ ।
অতঃ স পরমো হংসঃ পথিকঃ প্রথমোদিতঃ ।
তত্রৈব দর্শনার্থায় চান্তরিক্ষে চ দেবতা । •
সস্ত্রীকাঃ পরিবারাশ্চ আয়ান্তি দিগ্বিদিক্ষু চ ।
এতস্মিন্ সময়ে দণ্ডী শাস্তয়েৎ শিষ্যমুত্তমম্ ।
ফুৎকারং বহুশো দত্ত্বা মন্ত্রেণানেন সুব্রতঃ ।
ফুৎকারৈর্বায়ুযোগশ্চ পুনঃ প্রাণং নিয়োজয়েৎ ।
জন্মান্তরন্তু তত্রৈব তৎক্ষণে জায়তে কিল ।
জন্মান্তরং সমালোক্য সংস্কারমাচরেদ্গুরুঃ ।
কুণ্ডান্তকে সমানীয় অন্নপ্রাশনমাচরেৎ ।
অমুকত্বং সমাভাস্ত পুষ্পং বহ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ।
ইতি নাম্না তু সংস্থাপ্য মহাসংস্কারমাচরেৎ ।

ততোঽপি দণ্ডিনং দেবি শিষ্যায় জ্ঞানহেতবে ।
শৃণু মহাভাগ মদ্বাক্যং হৃদয়ংকুরু ।
জন্মান্তরন্তু তত্রৈব পৃথিব্যাং নাধিকারিতা ।
মৃতদেহস্বরূপোঽয়ং শরীরোঽয়ং ন সংশয়ঃ ।
বীরতো ভব সর্ব্বত্র তোয়াত্তাহারচেষ্টয়া ।
ব্রহ্মণে তু যদত্তং তন্মাত্রভোজনং তব ।
পঞ্চতত্ত্বং সমাসেব্যং গুপ্তভাবেন পার্ব্বতি ।
সদৈব মানসীং পূজাং সদা মানসতর্পণং ।
ত্রিসন্ধ্যং মানসং যাগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ ।
সদৈব মানসং ভোগং ত্যাগং কুরু প্রযত্নতঃ ।
ষড়্বর্গেষু জিতো ভূত্বা নরো নারায়ণঃ স্বয়ং ।
ভবত্যেব ন সন্দেহো দণ্ডধারণমাত্রতঃ ।
পিতৃবংশে সপ্তদশ মাতৃবংশে ত্রয়োদশ ।
কান্তায়াঃ সপ্তমশ্চৈব লক্ষ্মীনারায়ণো ভবেৎ ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শিষ্যশ্চেতদব্রবীদ্বচঃ ।
যদুক্তং ময়ি মুক্ত্যর্থং তৎকরোমি নিরন্তরম্ ।
পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং কস্মাৎ ভাবাৎ বদস্ব মে ।
যত্রৈব বর্ত্ততে দণ্ডী বহুশিষ্যসমাবৃতঃ ।
তত্র গত্বা প্রযত্নেন পঞ্চতত্ত্ববিচেষ্টয়া ।
অথবা বীরমধ্যে তু যত্নেন গমনং চরেৎ ।
তত্ত্বজ্ঞানী গৃহস্থস্য সন্নিধানে ব্রজেৎ কিল ।
সুদূরমপি গন্তব্যং যত্রাস্তে কুলনায়কঃ ।
ভিক্ষাকার্য্যা ন চ স্বার্থং দেবতায়াঃ কৃতে পুনঃ ।
আচার্য্যপত্নীং দৃষ্ট্বা তু ভিক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
হে মাতর্দ্দেহি মে ভিক্ষাং কুণ্ডলীং তর্পয়াম্যহম্ ।
এবমুক্ত্বা ততো দণ্ডী মহাসংস্কারমাচরেৎ ।
কুণ্ডান্তিকে সমানীয় হোময়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ।

ক্রমশঃ—

আত্মানুসন্ধান ।

প্রথম অধ্যায় ।

* আত্মজ্ঞান হইলে কোন সন্দেহ থাকে না, ভগবদ্দর্শন হইলেও কোন সন্দেহ থাকে না,

নতুবা জীবের মনে বহু প্রকার সন্দেহ থাকে। সেই জন্য কঠোপনিষদোক্ত নচিকেতার চিত্তেও একটি বদ্ধমূল সন্দেহ ছিল। তাঁহার সেই সন্দেহ ধর্ম্মরাজ যমসকাশে এই প্রকারে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। "কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং পরলোকোপযোগী দেহসমন্বিত জীবাত্মা নামে একটি পদার্থ আছে। অন্য মতে বলিয়া থাকেন যে এরূপ জীবাত্মা নামে কোন পদার্থই নাই। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ইহারাই জগতে সকল কার্য্য করিতেছে এবং ঐ সকল শরীরাদি সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়া থাকে। আপনি উপদেশ দ্বারা উক্ত মতদ্বয়ের একতর পক্ষ নির্ণয় করিলেই আমি চরিতার্থতা লাভ করিব।" তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মরাজ যম জ্ঞানলিপ্সু নচিকেতার ভক্তি পরীক্ষা জন্য তাঁহাকে লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন।

"নচিকেতঃ! আমি তোমাকে তিনটি বর প্রদান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ঐ বরত্রয় যে তোমাকে প্রদান করিব, তাহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলিতেছি তুমি জ্ঞানসাধন প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর কামনা কর। জ্ঞানসাধন অতি কঠিন কর্ম্ম, অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিরাই তত্ত্বানুসন্ধানের অধিকারী; অমরবৃন্দও এই দুরূহ ব্যাপারের অধিকারী কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানচর্চ্চা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেছ। অতএব তুমি আর এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না, তুমি অন্য যে বর প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি এই সাধ্যাতীত উত্তম হইতে নিবৃত্ত হও।" কৃতান্ত-বাক্য-শ্রবণে মুমুক্ষু নাচিকেতা এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিয়াছিলেন—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥"

যম বাক্যানুসারে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের দুর্জ্ঞেয়ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সুরগণেরও সহজে অধিকার হয় না। সেই জন্যই তাহা নরের পক্ষে অতি দুর্লভ। কিন্তু কঠোপনিষদানুসারে ঐ তত্ত্বে মহাত্মা যমরাজার সম্যকাধিকার ছিল। সেই জন্যই রাজপুত্র নাচিকেতা তাঁহার প্রতি কহিয়াছিলেন—

"যাহা হউক আপনি ভিন্ন এই দুর্ব্বোধ ধর্ম্মবক্তা যে আর কেহ আছেন, তাহাও অন্বেষণ করিয়া দেখিতেছি না। আমি যে মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাই আমার প্রার্থনীয়, আমি অন্য বরের অভিলাষ করি না। আপনি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া আমার মনোরথ সফল করুন। আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।" তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ ক এই প্রকার কথিত হইয়াছিল।

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥ এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাগুয়া কামভাজং করোমি॥ যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্তলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথ্যাঃ সতূর্য্যা আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥"

নচিকেতার আত্মতত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং অধ্যবসায় পরীক্ষা জন্যই তৎপ্রতি উক্ত শ্লোক সকল কথিত হইয়াছিল। কিন্তু আত্মপরিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হইলে কোন প্রকার প্রলোভন দ্বারাই তাহার অন্যথা করা

যায় না। আত্মানাত্মবিবেক ব্যতীত আত্মপরিজ্ঞানে দৃঢ়সংকল্প হয় না। আত্মানাত্ম-বিবেকই সংসারের অনিত্যতা বুঝিবার কারণ। ঐ প্রকার বিবেকই বিরাগোৎপত্তির কারণ। সেই বিরাগবশতঃই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে অনাস্থা হয়। তখন শতবর্ষজীবী হইবারও ইচ্ছা হয় না। পুত্রপৌত্রাদি প্রাপ্তি বিষয়েও বাসনা থাকে না। সে অবস্থায় গো অশ্ব গজাদি লাভ জন্যও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সে অবস্থায় জগতের সর্ব্বরত্ন প্রাপ্তিও অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া থাকে। সে অবস্থায় যদ্যপি সসাগরা ধরণীর আধিপত্য লাভ হয়, তাহাও আত্মজ্ঞানের সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ বোধ হয়। সে অবস্থায় নিজ ইচ্ছানুরূপ আয়ুপ্রাপ্তি বাসনাও রহে না। সে অবস্থায় স্বর্গাস্বর্গ সম্পর্কীয় সর্ব্ব কামনারই তিরোধান হয়। মর্ত্ত্যলোকে যে সমস্ত বস্তু দুর্ল্লভ বলিয়া পরিগণিত, সে অবস্থায় সে সমস্তের কোনটিকেই দুর্ল্লভ বোধ হয় না। যে সমস্ত পরমাসুন্দরী বিদ্যাধরীগণকে অমর স্বর্গীরা পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞানীর সে সমস্ত সম্ভোগেও অভিলাষ হয় না। তাঁহার তাহাদের বীণাবিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণেও সুখানুভব হয় না। তাহাদের প্রেমমৃক্ষিত নয়ন সঞ্চালন দ্বারাও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না। তাহারা অনুরাগসহকারে নিয়ত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেও তাঁহার চিত্তবিনোদনের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই দুর্ল্লভতা বোধ করেন না। যেহেতু তাঁহার বিবেচনায় আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই রমণীয় নহে। তাঁহার সর্ব্বদাই আত্মারাম হইবার জন্য ব্যাকুলতা। সেই জন্য তিনি সর্ব্বদাই আত্মধ্যানপরায়ণ। সেই জন্য তিনি সর্ব্বদাই আত্মজ্ঞানানুরাগে উৎফুল্ল। তাঁহার বিবেচনায় আত্মা পরমপ্রেমাস্পদ। তিনি আত্মার নিত্যতার ন্যায় আত্মপ্রেমেরও নিত্যতা বোধ করিয়া থাকেন। বেদোক্ত উপনিষদাদিমতে এবং বেদান্ত প্রভৃতি আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থাবলীর মতে আত্মা নিত্য। আত্মা নিত্য বলিয়া সেই আত্মার প্রতি আত্মার প্রেমেরও নিত্যতা আছে।

ঔদ্দালকিপুত্র মুমুক্ষু নচিকেতার আত্মপরিজ্ঞানাভিলাষ হইয়াছিল। যাঁহার আত্মপরিজ্ঞানাভিলাষ হইয়া থাকে, তাঁহারই অনাত্মপ্রেমে অনাস্থা হইয়া থাকে, তাঁহারই প্রাকৃতপ্রেমে অনাস্থা হইয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার অপ্রাকৃত আত্মাতেই অপ্রাকৃত প্রেমসঞ্চার বিষয়িণী আস্থা হইতে থাকে। ঐ প্রকার অবস্থা পাইবার উপক্রম হইলেই প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইতে থাকে। মুমুক্ষু নচিকেতার ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্তি দ্বারাই আত্মা ব্যতীত সর্ব্ব বস্তুতেই বীতরাগ হইয়াছিল। সেই কারণ তিনি ধর্ম্মরাজ যমের প্রতি প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে আত্মজ্ঞান লাভ জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বরপ্রদানস্বরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, মুমুক্ষু নচিকেতা তাঁহাকে এই প্রকার বৈরাগ্যজনক বাক্য সকল কহিয়াছিলেন—"যমরাজ! আপনি সামান্য যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতে চাহিলেন, তাহার ভোগের বিশ্বাস নাই। যে সকল ভোগ্যবস্তু আপনি অদ্য আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা কল্য আমি ভোগ করিতে পারিব কিনা—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। আর আপনি যে অপ্সরা সম্ভোগের বর প্রদানের কথা বলিলেন, তাহাতেও আমি বাধ্য নহি। কারণ অপ্সরাসম্ভোগে সুখের আশা দেখিতেছি

না। বরং অসুখ বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। নিয়ত অপ্সরাসম্ভোগ আপাতমধুর বটে, পরিণাম বিরস, সুখসম্ভোগে থাকিলে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। আর আপনি যে দীর্ঘায়ু বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও আমি প্রার্থনা করি না। আমি দীর্ঘজীবনকেও অল্পক্ষণ স্থায়ী বোধ করি। অতএব আপনি যে রথাদি বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহা আপনারই বাহন হউক। বিদ্যাধরীসম্ভোগ আপনারই সুখবৃদ্ধি করুক। আপনিই দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন। আমার ঐ সকল বরে প্রয়োজন নাই।" ঐ সকল বাক্যাবসানে মুক্তিলিপ্সু, নচিকেতা পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, "কৃতান্ত! ধনদ্বারা মনুষ্যের যথার্থ পরিতোষ হইতে পারে না—কারণ ধনের উপার্জ্জনে যেরূপ কষ্ট, সেই ধনের রক্ষণেও সেইরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে; অতএব ধন সর্ব্বদাই অসুখের কারণ। আর ধনপ্রাপ্তির অভিলাষ হইলে, যদি তাহা সংঘটন না হয়, তাহাতে আশাভঙ্গ জন্য অধিক মনস্তাপ উপস্থিত হয়। আমি আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, যাবৎ আপনি শাসনকর্ত্তা থাকিবেন তাবৎ দীর্ঘজীবনের ফলও হইতে পারে, অতঃপর যখন এই শাসন অন্য হস্তে ন্যস্ত হইবে, তখন সে দীর্ঘজীবনও থাকিবে না। শমনদেব, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না, তত্ত্বজ্ঞানলাভই আমার অভিলষিত বর। আপনি উক্ত বর প্রদান করিয়া আমার মনোরথ সফল করুন।"

মনুষ্যগণ জরামৃত্যুর অধীন, সুরবৃন্দ জরামরণের বাধ্য নহেন। মানবগণ অমরবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সকল বর প্রার্থনা করিলে আরাধনা দ্বারা লাভ করিতে পারে। আমি ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর বর প্রার্থনা করি না। যে সকল মনুষ্য রথ, অশ্ব ও অপ্সরাগণের সহিত আমোদপ্রমোদ অভিলাষ করে, তাহাদিগের অন্তকালে অধোগতি লাভ হয়। এই জানিয়া শুনিয়া কোন্ বিবেকী ব্যক্তি উক্তরূপ কেবল ঐহিক সুখকর বর প্রার্থনা করিয়া থাকে? যাঁহারা পরমার্থদর্শী, তাঁহারা দীর্ঘজীবনকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান পরম পদার্থ বলিয়া সেই জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান্ থাকেন।"

আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু নচিকেতা আত্মানাত্ম-বিবেকবশতঃ তীব্র বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যসূচক বাক্য সক বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাঁহার যে বি অনুভূত হইয়াছে, তিনিই সেই তত্ত্ববিষয়ক উপদেষ্টা হইবার যোগ্য। বিবেকী নচিকেতা বৈরাগ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া সে তত্ত্ব তাঁহার আত্মদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সে তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। যিনি বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার নিয়ত সেই তত্ত্ব সম্ভোগ করিতেই ইচ্ছা হয়। একবার কোন উত্তম সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া কে পুনর্ব্বার কোন অধম সামগ্রী সম্ভোগ করিতে চাহে। যে ব্যক্তি পলান্ন ভোজন করিয়াছে, যে ব্যক্তি পলান্নের আস্বাদন অবগত হইয়াছে, তাহার পর্য্যুষিতান্নে রুচি হইবে কেন? সেই জন্যই বলি যিনি বৈরাগ্য সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার আর অবৈরাগ্যে রুচি হয় না। অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া কে পুনর্ব্বার বিষপান জন্য ব্যগ্র হয়, বৈরাগ্যামৃত সম্ভোগান্তে কে অবৈরাগ্য বিষ সম্ভোগ জন্য উন্মুখ হয়, সেই জন্যই বৈরাগ্যামৃতপায়ী নচিকেতার অবৈরাগ্যরূপ বিষে রুচি হয় নাই।*

অবৈরাগ্যের কারণ সংসারে মুমুক্ষু নচিকেতার অরুচি হইয়াছিল বলিয়া তিনি ধর্ম্মরাজের প্রতি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেনঃ-

---

* চিহ্নিত অংশ সর্ব্বধর্ম্ম মাসিকপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল

"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্মচেত্তা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদা-
নতি দীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥"

তৃতীয়াধ্যায়।

মুমুক্ষু নচিকেতার আত্মানুসন্ধানে অনুরাগাধিক্য দর্শনে ধর্ম্মরাজ কহিয়াছিলেন :—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥
স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভিপ্সিনন্নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্রনাস্ত্য
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মিনিত্যম্॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

তংদুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগা ধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥"

যাঁহারা আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করেন,—তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ সকল শ্লোক বিশেষ উপযোগী। ঐ সকল শ্লোকোক্ত উপদেশাবলী

ধারণা করিতে পারিলে, আত্মবোধ বিষয়ে উপকার হইয়া থাকে।

যাঁহার আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে তিনিই ধন্য। যাঁহার আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তিনি দেহাদির অনিত্যতা বুঝিয়াছেন। তাঁহারি আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্য আগ্রহ হইয়াছে।

প্রথমতঃ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান জন্য প্রবৃত্তি না হইলে দুর্ল্লভ আত্মজ্ঞান লাভের উপায় হয় না। বিদ্যাভ্যাসের পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাসের প্রবৃত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্তি না হইলে বিদ্যাভ্যাস করা হয় না। বিদ্যাভ্যাস না করিলে বিদ্যার্জ্জন হয় না। যাঁহার বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে দৃঢ়াধ্যবসায় আছে তিনি বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহার আত্মতত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্তি হইয়াছে, তিনি আত্মতত্ত্বানুসন্ধান-করিয়া থাকেন। দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করিলে, আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্য অনুরাগ হইয়াছে তাঁহাকেই আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিতে হয়। তিনি প্রকৃত আত্মানুসন্ধায়ী। তিনি আত্মানুসন্ধানে রত বলিয়া তিনি আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।

কর্ম্মকাণ্ড হইতে আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদানুসারে কোন প্রকার কর্ম্মই মোক্ষের কারণ নহে, মোক্ষলাভ বিষয়ে আত্মজ্ঞানই কারণ। যিনি আত্মজ্ঞ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণে আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভান্তে দুর্ল্লভ মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় দেহ আত্মা নহে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয় সকলও আত্মা নহে। সে সমস্তই অনাত্মা। আত্মা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পদার্থই অনাত্মা। অনাত্মা যাহা শ্রুতি বেদান্তাদিমতে তাহা সৎ নহে। শ্রুতি বেদান্তানুসারে তাহা অসৎ। অসৎ যাহা, তাহাই অসত্য, অসৎ যাহা তাহাই অনিত্য। শ্রুতি বেদান্তাদিমতে যিনি সৎ, তিনিই 'আত্মা', তিনিই অবিনশ্বর। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মধ্যে সাঙ্খ্যযোগোপদেশে তাঁহারি নিত্যতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয় কথিত অবধূত গীতা মধ্যে তাঁহারি নিত্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অনেক আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থেও আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক অন্যান্য শাস্ত্র সকলেও আত্মার নিত্যতা সূচিত হইয়াছে। সে সকল মতে তিনিই সত্য। অনিত্য জীব তাঁহা হইতেই বিকাশিত হইয়াছে। তিনি যেন বিস্তৃত সমুদ্র আর জীব যেন তাঁহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ। তিনি যেন বৃক্ষ, জীব যেন তাঁহার ফল। জীবের মায়া সংশ্লিষ্টতাবশতঃ তাঁহার সহিত জীবের স্বাতন্ত্র্য। জীবের মায়া সংশ্রব পরিত্যক্ত হইলে জীবের কোন বন্ধন রহে না। জীব সর্ব্ববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইলে তখন আর তাহার মায়িকতা থাকে না। তখনি তাহাকে আত্মজ্ঞানী বলা যায়। তখনি তাহার স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে, তখনি তাহার আত্মবোধ হইয়া থাকে। তখনি তাহার আপনাকে কৃষ্ণের বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তখনি তাহার তত্ত্বমসি মহাবাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বোধ হইয়া থাকে। তখনি তাহার আপনার জনকের সহিত আপনার ঐক্য বোধ হইয়া থাকে। সেই ঐক্য বোধ জন্য তাহার নিজ জনকই তাহার নিজের স্বরূপ এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। সেই অদ্বৈত বোধ জন্য সে অবস্থায় তাহার সেই নিজ জনকের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হইয়া

থাকে, উচ্ছ্বসিত ভক্ত হইয়া থাকে ঐ প্রকার অদ্বৈতজ্ঞানে পরাভক্তির উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতে থাকে। ঐ প্রকার অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত, ঐ প্রকার আত্মজ্ঞানের সহিত পরাভক্তির বিশেষ সংস্রব আছে। সন্তানের যে অবস্থায় আপনার সহিত আপনার জনকজননীর অভেদত্ব বোধ হয়,—সেই অবস্থাতেই তাহার স্বীয় জনকজননীর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, সন্তান তাহার আপনার পিতামাতার আত্মজও বটে, অঙ্গজও বটে। প্রত্যেক জীবও পরমাত্মার আত্মজও বটে, অঙ্গজও বটে। যেহেতু, জীবের পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হইতে উৎপত্তি হয় না। ফলের উৎপত্তিকারণ বৃক্ষ, অথচ স্বরূপতঃ বৃক্ষ এবং ফল পরস্পর অভেদ। জীবের উৎপত্তিকারণ পরমাত্মা হইলেও ঐ প্রকার পরমাত্মার সহিত জীবের বা জীবাত্মার অভেদত্ব আছে।

ভক্ত।

কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণনামশ্রবণে আনন্দ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যশ্রবণে আনন্দ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণগুণমাহাত্ম্যশ্রবণে আনন্দ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণমাহাত্ম্যশ্রবণে আনন্দ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণচরিত্র পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আনন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে।

সত্য।

তুমি বলিতেছ সত্য হইতে অসত্য বিকাশিত হইতে পারে না। তোমার মতে তুমি নিজে তঃসত্য? তবে তুমি মিথ্যা কথা কহ কি প্রকারে? তবে তোমা হইতে মিথ্যা কথার বিকাশ কি প্রকারে হয়? আমাদিগের মতে সত্য হইতে সত্যেরও বিকাশ হইয়া থাকে, সত্য হইতে অসত্যেরও বিকাশ হইয়া থাকে। সত্য হইতে বিদ্যাও বিকাশিত, সত্য হইতে অবিদ্যাও বিকাশিত। সত্য সর্ব্বকারণ, সত্য নিত্যকারণ, সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত কোন দ্রব্যেরই বিকাশ হইতে পারে না। যেরূপ স্বর্ণের অস্তিত্ব ব্যতীত স্বর্ণালঙ্কার সকলের বিকাশ হইতে পারে না।

শীত এবং গ্রীষ্মে পরস্পর পার্থক্য আছে, উভয়ে পরস্পর বৈপরীত্য আছে। কিন্তু উভয়ই কি এক কালের বিকাশ নহে? ঐ প্রকারে সত্যাসত্য এক হইতেই বিকাশিত। ঐ প্রকারে বিদ্যা এবং অবিদ্যা এক হইতেই বিকাশিত। অনাদি একই সর্ব্বকারণ।

ভাব।

শত্রুতা এবং মিত্রতা এক ব্যক্তির প্রতি হইতে পারে না। সেইজন্য শত্রুতার মধ্যেও নিষ্ঠা আছে বলিতে হইবে। শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার যে ভাব আছে, সে ভাবের সহিতও নিষ্ঠা থাকার প্রয়োজন আছে। ভগবানের প্রতি অনন্যভক্ত হইলেই তদ্বিষয়ক নৈষ্ঠিকভাব লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রেমাত্মক ভাবের সহিতও নিষ্ঠা থাকার প্রয়োজন আছে। ভগবানের প্রতি প্রেমাত্মক যে কোন ভাব সম্পূর্ণরূপে হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেই নিষ্ঠা বর্ত্তমান রহে।

নির্ব্বিকার বা আত্মজ্ঞানী।

তুমি বিড়ালকে, কুকুরকে, গাভীকে এবং বৃষকে বারংবার প্রহার করিয়া, বারংবার

তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেও তোমার আলয়ে তাহারা আসে। সেইজন্য তাহাদেরও স্তুতি নিন্দা সমান। তোমার কি ঐ সকল জন্তুর মত স্তুতি নিন্দা সমান হইলে সন্তুষ্ট হও? ঐ সকল জন্তুগণও সকল জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। সে জন্য তাহারা সকলে কি নির্ব্বিকার হইয়াছে? তুমিও কি তাহাদের মতন সকল জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে নির্ব্বিকার হইতে চাও?

অনেক সময়ে কুক্কুর তুলসী বৃক্ষে প্রস্রাব করিয়া থাকে। সেজন্য কুক্কুরকেও কি নির্ব্বিকার বলিতে হইবে? তুমি কি কুক্কুরের মতন নির্ব্বিকার হইতে চাও? মুষিকের কোন দেব বা দেবীর সিংহাসনে প্রস্রাবকরণ, শিবের মস্তকে আরোহণ প্রভৃতি মহা অজ্ঞানের কার্য্য। ঐ সকল নির্ব্বিকারের কার্য্য নহে।

বিষ্ঠাতে কত কৃমি থাকে, বিষ্ঠাতে কত পোকা হয়। বিষ্ঠাতে তাহারা কেমন আনন্দে থাকে। বিষ্ঠাতে তাহাদের ঘৃণা বোধ হয় না। সে জন্য কি তাহাদের নির্ব্বিকার বলিবে? নির্ব্বিকার মহাপুরুষকে কি বিষ্ঠার কৃমি, বিষ্ঠার পোকার সমান বলিতে চাও? ছি! ঐ প্রকার কথা মুখেও আনিও না। পঙ্ক-প্রণালীর পঙ্কেও কত পোকা হয়। পর্য্যুষিত পঙ্কে তাহাদের ঘৃণা হয় না। সেজন্য কি তাহাদের নির্ব্বিকার বলিতে হইবে? যাঁহার মন বিকার বিহীন তিনিই প্রকৃত নির্ব্বিকার। আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষই কোন প্রকার প্রাকৃত বিকারে অভিভূত নহেন। আত্মজ্ঞানীকেই নির্ব্বিকার বলা যায়।

স্বার্থশূন্যতা।

অনেকেই স্বার্থবশতঃ নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। যিনি নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করেন, তিনিই ধন্য। ১

যিনি কোন স্বার্থবশতঃ কোন কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই স্বার্থ সিদ্ধ না হইলে তিনি অসুখ এবং অশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন। ২

যিনি নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে অসুখ এবং অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। ৩

স্বার্থের সহিত কামনার সম্বন্ধ। ৪

নিঃস্বার্থভাবের সহিত কামনার সম্বন্ধ নাই। ৫

শ্রীভগবান স্বার্থজন্য কোন কর্ম্ম করেন না। তিনি যে সমস্ত কর্ম্ম করেন সে সমস্ত কর্ম্মের ফল দেবদেবীগণ এবং নানাপ্রকার জীবগণই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ জন্য কোন প্রকার কর্ম্মেরই প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন শূন্য। ৬

তৈলের বিশুদ্ধত্ব।

তৈল মাংসজাত নহে। সেইজন্য ঘৃতাপেক্ষা তৈল শুদ্ধ। তৈল তিল, সর্ষপ, নারিকেল এবং এরণ্ড প্রভৃতি হইতেই বিকাশিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ঘৃতাপেক্ষা তৈলের শুদ্ধতা। সেই জন্য কোন কোন মহাত্মার মতে ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধাচারিণী বিধবার পক্ষে ঘৃতাপেক্ষা তৈলই বিশেষ উপযোগী। সেইজন্য তাঁহাদের তৈলই ব্যবহার করা উচিত। তাঁহাদের জান্তব ঘৃত ব্যবহার করা উচিত নহে। ঘৃত কোন বৃক্ষ হইতে ক্ষরিত অথবা বিকাশিত হয় না। গাভী প্রভৃতি স্ত্রীজন্তু হইতে দুগ্ধের বিকাশ হইয়া থাকে। সেইজন্য দুগ্ধ এবং ঘৃত প্রভৃতি ব্রহ্মচারী এবং শুদ্ধাচারিণী বিধবাদিগের পক্ষে উপযোগী না হইলে ভাল হয় ইহাই আমাদিগের

মধ্যে অনেকের মত। তৈলাপেক্ষা দুগ্ধ এবং ঘৃতাদিদ্বারা স্থূল শরীর অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধ এবং ঘৃতাদি দ্বারা অধিক শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। শারীরিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে তমোগুণেরও বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই ব্রহ্মচারীর এবং বিধবার পক্ষে ঘৃতাদিভোজন তৈলভোজনাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত নহে। শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা বিধবাদিগের পক্ষে নিরামিষ্যভোজনই প্রশস্ত। দুগ্ধাদি কোন না কোন জন্তু হইতে নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ঐ সকলকে নিরামিষ্য ভোজ্য সকলের মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। যে সকল ব্রহ্মচারী এবং বিধবাদিগের কৌলাচার প্রভৃতিতে রতিমতি আছে, তাঁহারা যদ্যপি কৌলাচারানুসারে সাধনাদি সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তন্ত্রাদি শাস্ত্রমতে তাঁহাদিগের ইষ্টনিবেদিত বৈধ মাংস ভোজনে পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে বলিয়া তাঁহারা অবশ্যই দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর এবং আমিক্ষাদি ব্যবহার করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের ঐ প্রকার ব্যবহারে কোন প্রত্যবায় হয় না। যেহেতু বিধি সম্মত কার্য্যে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় না।

বিবিধ।

আমার এই প্রাকৃত দেহত্যাগ হইলে, যাঁহারা এই প্রাকৃত দেহাবলম্বনে আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা আর আমাকে এই প্রাকৃত দেহাবলম্বনে আমায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিবেন না। যাঁহারা আমাকে এই প্রাকৃত দেহাবলম্বনে প্রেম করেন তাঁহারা আর আমাকে এই প্রাকৃত দেহাবলম্বনে প্রেম করিবেন না। আমার অত্যন্ত আত্মীয়গণও গোবর-ছড়া দিয়া আমার দেহকে শ্মশানে বিদায় করিবে, এই দেহ তাহারা স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে। তাহারা সে অবস্থার এই দেহকে অতি অপবিত্র মনে করিবে। ১

আমি নিরাকার, আমি সাকার। কিন্তু এই আকারাবলম্বনে আমাকে কত প্রকার সামগ্রী সম্ভোগ করাইতেছে। আমার এই আকার প্রাকৃত। ইহা অপ্রাকৃত নহে। তথাপি ইহা আমার নানাপ্রকার সামগ্রী সম্ভোগের কারণ হইয়া থাকে। আমাকে যাঁহারা ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা আমার এই প্রাকৃত রূপাবলম্বনেই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। যাঁহাদের আমার প্রতি প্রেম আছে তাঁহারা এই প্রাকৃত রূপাবলম্বনেই আমার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। ২

কোন পাষাণকে অগ্নির উপরে রাখিয়া উষ্ণ করিলে সেই পাষাণে যে প্রকারে উষ্ণতা শক্তি সঞ্চারিত হয় সেই প্রকারে কালীক্ষেত্রের ঐ পাষাণ নির্ম্মিত কালীপ্রতিমায় কালীশক্তির আবির্ভাব রহিয়াছে। যে অগ্নিতে কোন কোন পাষাণ উষ্ণ করা হয়, সেই অগ্নিতে যেরূপ উষ্ণতা শক্তি সেই পাষাণেও সেইরূপ উষ্ণতা শক্তি থাকে। শিবরূপ অগ্নিতে কালীনাম্নী উষ্ণতা শক্তি আছেন। সেই শৈবী শক্তি যে পাষাণে সঞ্চারিত হয় সে পাষাণেও সে শক্তির আবির্ভাব রহে। সেই শৈবী শক্তি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, সেই শৈবীশক্তি কোন পাষাণে সঞ্চারিত হইলেও সেই পাষাণ হইতেও সেই শক্তির কার্য্য সকল হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিতে সেই শৈবীশক্তির আবির্ভাব হইলে, সেই ব্যক্তি হইতেও সেই শৈবীশক্তির কার্য্য সকল হইয়া থাকে। ৩

লৌহ পুড়িয়া অগ্নি হইলে, সেই লৌহেরও অগ্নির ন্যায় দাহ করিবার ক্ষমতা হয়। জীব ঐ প্রকারে ব্রহ্মীভূত হইলেও তাহার ব্রহ্মত্ব হয়।

যে প্রকারে লৌহের অগ্নিত্ব হইতে পারে সেই প্রকারে জীবেরও ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব হইতে পারে। ৩ক।

যে সাকারের উপাসনা করে সে সাকার, আকার এবং নিরাকারের উপাসনা করে। আকার অবলম্বনে সাকারের উপাসনা করিতে হয়। আকার অবলম্বন না করিয়া সাকারের উপাসনা হইতে পারে না। সাকার উপাসনা বিষয়ে ভক্তিই প্রধানাবলম্বন। পূজাদি ভক্তির অন্তর্গত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকেও এক প্রকার যোগ বলিয়াছেন। আকারবিশিষ্ট নিরাকারই সাকার। নিরাকার আকারবিশিষ্ট হইলে, তিনি অনিরাকার হন্ না। সাকারের উপাসনা করিলেও নিরাকারের উপাসনা করা হয়। কিন্তু নিরাকারের উপাসনা করিলে সাকারের এবং আকারের উপাসনা করা হয় না। ৪।

বৃহৎ সিন্ধুর যদ্যপি সে নিজে কি বোধ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে নিজে যাহা তাহা নিশ্চয়ই বোধ করিত। তাহা হইলে সেই সিন্ধু হইতে এক বিন্দু জল গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিলে সে কি আপনাকে সেই সিন্ধুর অংশ সিন্ধু বোধ করিত না? শ্রুতিবেদান্তানুসারে আত্মাই ব্রহ্ম এবং সেই আত্মা-ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। সুতরাং জীবাত্মাই নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্মের একটী ক্ষুদ্র অংশ স্বীকার করিলেও নিশ্চয়ই সেই ক্ষুদ্র জীবাত্মাও নির্ব্বিকার এবং আপনি যে সেই নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্ম ক্ষুদ্রের অংশ তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে নির্ব্বিকারও বোধ করেন। তাহা হইলে তিনি সবিকার হন না এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য তাঁহার জ্ঞানলাভোপযোগিনী সাধনার প্রয়োজন হইত না। ক্ষুদ্র সিন্ধুবিন্দুর জ্ঞান থাকিলে যেমন আপনাকে সে সিন্ধুর অংশ সিন্ধু বুঝিত তদ্রূপ জীব যদ্যপি সেই নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্মের অংশ হইত তাহা হইলে সে আপনাকে সেই নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্মের অংশ নির্ব্বিকার আত্মা-ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয়ই বোধ করিত। ৫।

তুমি স্বর্ণকে সত্য বলিতেছ। অথচ কোন প্রকার স্বর্ণালঙ্কারকে সত্য বলিতেছ না। স্বর্ণ ছিল, এখন আছে, পরেও থাকিবে। স্বর্ণালঙ্কার পূর্ব্বে ছিল না। তাহা এখন করা হইয়াছে। পরে স্বর্ণ গলাইয়া ফেলিলেও তাহা থাকিবে না। এই জন্য বলা হইতেছে স্বর্ণ নিত্য সত্য। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার অসত্য ও অনিত্য। উক্ত উদাহরণানুসারে প্রত্যেক নাম রূপ মিথ্যা, কল্পিত ও অনিত্য বলা যাইতেছে। কিন্তু স্বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে অন্য সমস্ত দ্রব্যেরও নিত্যত্ব স্বীকার করা হয়। যেহেতু অদ্বৈতমতানুসারে স্বর্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যকেই প্রাকৃত বলা যাইতে পারে। প্রাকৃত হইতে যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বা বিকাশ হয় সে সমস্তই প্রাকৃত। বেদান্তানুসারে স্বর্ণ অপ্রাকৃত নহে বলিয়া স্বর্ণালঙ্কার সকলও অপ্রাকৃত নহে। বেদান্তানুসারে ব্রহ্ম বা আত্মাকে অপ্রাকৃত বলা যাইতে পারে। অতএব ব্রহ্ম বা আত্মার যে সমস্ত বিকাশ সে সমস্তকে প্রাকৃত কি প্রকারে বলা যাইবে? সে সমস্তকেও ব্রহ্মের ন্যায় অপ্রাকৃত বলিতে হয়। আম্র বৃক্ষের আম্র সকলই বহু বিকাশ। আম্র বৃক্ষের সহিত আম্র ফলের যে প্রকারে অভেদত্ব আছে সেই প্রকারে ব্রহ্ম বা আত্মারও ব্রহ্ম বা আত্মার বিকাশ সকলের সহিত অভেদত্ব আছে। ৬।

যে সকল মনোবৃত্তি, যে সকল গুণ ও যে সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত তুমি জীব সে সকলের নির্ব্বাণ হইলে আর তুমি জীব থাকিবে না। তখন তুমি নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় অজীব হইবে। সে

অবস্থায় তোমার সুখও থাকিবে না, দুঃখও থাকিবে না। সে অবস্থায় তোমার জ্ঞানও থাকিবে না, অজ্ঞানও থাকিবে না। ৭।

যাঁহার দয়া নির্দ্দয়া নাই, যাঁহার মমতা নির্ম্মমতা নাই, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। ৭ ক।

জীবন্মুক্ত পুরুষ অধীন নহেন। ৭ খ।

যাঁহার দয়া আছে তিনি দয়ার অধীন। যাঁহার মমতা আছে তিনি মমতার অধীন। যাঁহার কর্ত্তব্য আছে তিনি কর্ত্তব্যের অধীন। সেই জন্য তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যায় না। ৭ গ।

স্থান সকলের মধ্যে প্রত্যেক স্থানই অনিত্য নহে। স্থান সকলের মধ্যে প্রত্যেক স্থানই প্রাকৃত নহে। নিত্য অপ্রাকৃত স্থানও আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে শাশ্বত স্থানের উল্লেখ আছে। বৈকুণ্ঠ শাশ্বত স্থান। গোলোক শাশ্বত স্থান। শিবলোক শাশ্বত স্থান। কালীকৈবল্যধাম শাশ্বত স্থান। ব্রহ্মলোক শাশ্বত স্থান। আরো অন্যান্য অনেক শাশ্বত স্থান আছে। ৮

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়ও রচনা করিয়াছেন, তিনি সীতার বনবাস, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, ব্যাকরণকৌমুদী প্রভৃতি এবং কত দুর্ব্বোধ গ্রন্থ সকলও রচনা করিয়াছেন। যাঁহার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণমালায় অধিকার, তাঁহার ঐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রভৃতি দুর্ব্বোধ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ সকল দুর্ব্বোধ গ্রন্থে অধিকার নাই। একই শাস্ত্রের কোন উপদেশ, একই শাস্ত্রের সাধনা দেখিয়া কোন কোন লোকের অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং কোন কোন উপদেশ ও সাধনাপদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাদেরই অতি দুরূহ বোধ হয়। তাঁহারা দুরূহগুলিরই অধিক প্রশংসা করেন। তাঁহাদের সেগুলিতেই অধিক শ্রদ্ধা। একই ভগবানের কতকগুলি উপদেশ অতি সহজ। সেই জন্য অনেকের সেগুলিকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সেই সকল লোকের শ্রীভগবানের কতকগুলি উপদেশকে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ সকল অধিকারী এক শ্রেণীর নয়। ৯

মনোযোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সকল প্রকার সাধনা ও মনোযোগ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ১০

গণেশ সিদ্ধিদাতা। উৎকলখণ্ডপুরাণানুসারে জ্ঞানই গণেশ। ঈশ্বরলাভরূপ সিদ্ধিদাতা গণেশ। জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরলাভরূপ সিদ্ধিতে অধিকার হয়না। ১০ ক

যেরূপ কোন গন্তব্যস্থানের পথ না পাইলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তদ্রূপ জ্ঞান নামক পথ না পাইলে ঈশ্বর অন্বেষণে ঘুরিতে হয়। ১০ খ

ঈশ্বরলাভ সম্বন্ধে অজ্ঞানই বিপথ বা বিপরীত পথ। সেই পথে যাঁহারা ঘুরিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রকৃত গন্তব্য পথ হারাইয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই পথভ্রান্ত; সেই জন্যই অজ্ঞানরূপ বিপথে ঘুরিতেছেন। ১০ গ

মায়া, যোগ, জ্ঞান ও অহংকার ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

একণে দেখা যাইতেছে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বলায় একবারে সমস্ত বৃত্তির নিরোধ বলা হয় নাই এবং উহা সম্ভবপরও নহে, যেহেতু চিত্তবৃত্তির মধ্যে একতমের আবির্ভাবে অপর বৃত্তির তিরোধান হইয়া থাকে। ইহাই চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সর্ব্ব বৃত্তির নিরোধ কথনই সম্ভবে না। আবার সর্ব্ব শব্দ প্রবেশ দ্বারা সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না বলিয়া অব্যাপ্তি দোষ ঘটে ইহাও ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে। তজ্জন্যই (ক) ভাষ্যকার মীমাংসা স্থলে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন,

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥"

তদা (তস্মিন্ নিরোধকালে) দ্রষ্টুঃ (চিৎস্বভাবস্য আত্মনঃ) স্বরূপে (চিন্মাত্রতায়াং) অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ।

"যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা আত্মার চিন্মাত্রতায় বা স্বরূপে অবস্থান হয় তাহাই যোগ। ইহা দ্বারা নিরুদ্ধ বৃত্তিই আত্মার স্বরূপে অবস্থানের হেতু বলা হইয়াছে।" ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আত্মার স্বরূপে অবস্থান হইতে পারে না। তজ্জন্যই উক্ত ত্রিবিধ অবস্থা যোগের অত্যন্ত প্রতিকূল। চিত্ত স্বভাবতঃই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণাচ্ছন্ন।

১। রজোগুণের আধিক্য বশতঃ মনের অস্থিরতাই ক্ষিপ্ত বৃত্তি। যখন চিত্তে রজোগুণের আবির্ভাব হয়, তখনই মন নব নব বাহ্য সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-ত্যাগের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হইয়া উঠে। দৈত্যাদিতে এই ক্ষিপ্ততা সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষিপ্তবৃত্তি উপস্থিত হইলে রজোগুণের সমস্ত কার্য্যই প্রকাশ পায় কাজেই এ অবস্থায় যোগ করা সম্ভবপর নহে।

২। যখন মন তমোগুণের প্রভাবে হিতাহিত না বুঝিয়া ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া তমোগুণের কার্য্য প্রকাশ করিতে থাকে তখন সেই মনোবৃত্তিকে মূঢ় বলা যায়। এ অবস্থায় যোগ করা যায় না। এই মূঢ়-বৃত্তি রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে।

৩। সত্ত্বগুণের উদ্রেক-হেতু যখন চিত্ত দুঃখপ্রদ বিষয় পরিহার পূর্ব্বক সুখকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া স্থির হয় তখন তাহাকে বিক্ষিপ্ত বৃত্তি বলে। দেবতারা বিক্ষিপ্ত-বৃত্তি-সম্পন্না। ইহাও যোগের প্রতিকূল।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ চিত্ত রজোগুণদ্বারা প্রবৃত্তিরূপ তমোগুণদ্বারা পরাপকারনিরত এবং সত্ত্বগুণদ্বারা সুখময় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে ভোজরাজ বলিয়াছেন :—

"এতাস্তিস্র শ্চিত্তাবস্থাঃ সমাধাবনুপযোগিন্যঃ"

অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তি সমাধির অনুপযোগিনী।

৪। যখন কোন এক বিষয়ে চিত্ত নিশ্চল নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে তখন তাহাকে একাগ্রবৃত্তি বলে। ইহাই সাত্ত্বিক-বৃত্তি। একাগ্রবৃত্তির উপকার সম্বন্ধে মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥১৪॥

যেমন ইষুকার (শরনির্ম্মাতা) শরনির্ম্মাণ-কালে একাগ্রতা-হেতু সমীপবর্ত্তী রাজাকে দেখিতে

(ক) "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" এই সূত্রটী পাতঞ্জল দর্শনান্তর্গত বুঝিতে হইবে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সঙ্গতি রাখিবার জন্যই ব্যাসদেব উক্ত সূত্রটীর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন।

পায় না, সমাধিস্থ পুরুষও তেমনি একাগ্রতা-কালে জগৎ দেখিতে পায় না; তজ্জন্যই তাহার সমাধি-হানির সম্ভাবনা থাকেনা। আর সমাধির নাশ না হইলে ধ্যেয়-সাক্ষাৎকার অবশ্যই ঘটিয়া থাকে।

কপিলোক্ত একাগ্রতার ফল-প্রদর্শক সূত্রের ন্যায় নিম্নলিখিত শ্লোকটীও স্মরণ রাখা একাগ্রতা-শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। যথা ;—

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে ॥

৫। যখন চিত্তের সমুদয় বৃত্তি নিরোধ হয়, কেবল মাত্র দগ্ধ-সূত্রের ন্যায় সংস্কার মাত্র থাকে তাহাকে নিরুদ্ধবৃত্তি বলে।

মনোবৃত্তি যত প্রকারই থাকুক না কেন উহারা সমস্তই পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

একাগ্র ও নিরুদ্ধবৃত্তি যোগসিদ্ধির প্রধানতম সোপান-স্বরূপ। অতএব যিনি শিক্ষা করিবেন তাহাকে সর্ব্বপ্রথমেই চিত্তের বৃত্তিগুলির মধ্যে কাহার কি শক্তি তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক; অন্যথা ভ্রান্তি, দুঃখ, শোক, কামক্রোধাদি, যোগশিক্ষার্থীকে কখন কখনও ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার বৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। কামাদি বৃত্তি সমূহে দুঃখের কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া উহারা ক্লিষ্টবৃত্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তিরূপ বৈরাগ্যাদি বৃত্তি অক্লিষ্টা।

এতদ্ভিন্ন আরও পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আছে,—

"প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥৬॥

যথাঃ—প্রমাণ-বৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্প-বৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি, এবং স্মৃতিবৃত্তি। এই পাঁচটী বৃত্তির লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। যথা ;—

১। প্রমাণ-বৃত্তি।

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগমকে প্রমাণ বলে।

(ক) ইন্দ্রিয়দ্বারেণ বাহ্যবস্তূপরাগাচ্চিত্তস্য তদ্বিষয়সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ-প্রধানাবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্

ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগ হইবার পরই চিত্তমধ্যে তৎতৎবস্তুর সামান্য বিশেষ নিরূপণান্তর বিশেষ নির্দ্ধারণরূপিণী যে বৃত্তি জন্মে তাহাই প্রমাণ-বৃত্তি।

(খ) গৃহীত-সম্বন্ধাল্লিঙ্গালিঙ্গিনী সামান্যা অনাধ্যবসায়োঽনুমানম্ ॥

প্রথমে একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করণান্তর, তৎপরে প্রত্যক্ষ বস্তুটীর ধর্ম্ম অন্যত্র আরোপিত দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতিই অনুমান।

(গ) আপ্তবচনমাগমঃ।

বিশ্বস্থবাক্য শ্রবণের পর তদাকারা বৃত্তি জন্মিলে তাহাই আগম বলিয়া খ্যাত হয়। (বেদবাক্য)।

এক্ষণে বিপর্য্যয়বৃত্তি কি? তাহাই লিখিতেছি।

২। বিপর্য্যয়ো মিথ্যা-জ্ঞান-মতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥

ব্যাখ্যা ;—

অতথা ভূতেঽর্থে তথা ভূতোৎপত্তমানং জ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানম্।

এক প্রকার বস্তুকে অন্য একপ্রকার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করাই বিপর্য্যয় জ্ঞান। যেমন শুক্তিকায় রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান প্রভৃতি। বিকল্পবৃত্তি যথা ;—

৩। শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।

ব্যাখ্যা ;—

শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ। শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যস্য সঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী; বস্তুনস্তথাত্ব মনপেক্ষমাণো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প ইত্যুচ্যতে।

ইতি ভোজরাজকৃত-রাজমার্ত্তণ্ডবৃত্তিঃ।

কোন বস্তু নাই অথচ শব্দ-জন্য একপ্রকার জ্ঞান জন্মে; উহাই বিকল্পবৃত্তি। নরশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলেও নরশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি উচ্চারণ করিলে একটী অর্থ শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হয়, উহাই বিকল্পবৃত্তি।

এ সম্বন্ধে মীমাংসকও বলিয়াছেন;

"অত্যন্তমপি অসত্যর্থে শব্দো জ্ঞানং
করোতি হি।"

অর্থাৎ পদার্থ সকল অসৎ হইলেও শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে।

নিদ্রাবৃত্তি যথা ;—

৪। অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি র্নিদ্রা ॥১০॥

ব্যাখ্যা ;—

সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়-বিশেষঃ। কথং সুখমহমস্বাপ্‌সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি। দুঃখমহমস্বাপ্‌সং স্ত্যানং মে মনো ভ্রমত্যনবস্থিতম্ গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্‌সং গুরূণি মে গাত্রানি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খলু অয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শোন স্যাৎ; অসতি প্রত্যয়ানুভবে তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়ে ন স্যুঃ। তস্মাৎ প্রত্যয়-বিশেষো নিদ্রা।

ইতি মহর্ষিবেদব্যাসভাষ্যম্

যে চিত্তবৃত্তির অভাবপ্রত্যয়ই অবলম্বন (বিষয়) তাহাই নিদ্রা। প্রবুদ্ধাবস্থায় উহার স্মরণ হয় না বলিয়া নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ। আমি সুখে নিদ্রিত হইয়া ছিলাম; আমার প্রসন্নমন আমার প্রজ্ঞাকে সমুজ্জ্বল করিতেছে, আমি দুঃখে নিদ্রিত হইয়াছিলাম আমার মন অসার অকর্ম্মণ্য হওয়ায় অস্থির হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে; আমি মূঢ় বলিয়া গাঢ় নিদ্রার অভিভূত হইয়াছিলাম। আমার দেহ ভারাক্রান্ত হইয়াছে; আমার চিত্ত ক্লান্ত হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় হইয়াছে ইত্যাদিরূপ অনুভব প্রবুদ্ধব্যক্তির হয় না। আর নিদ্রাকালে চিত্তবৃত্তি না থাকিলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় চিত্তাশ্রিত বিষয়ের স্মৃতি হইতে কখনই পারিত না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে নিদ্রা একটী প্রত্যয় বিশেষ।

স্মৃতিবৃত্তি যথা :—

৫। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা ;—

প্রমাণেনাভিভূতস্য বিষয়স্য যোঽয়মসম্প্রমোষঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধাবুপারোহঃ সা স্মৃতিঃ।

অনুভূত বিষয়ের সংস্কার দ্বারা পুনরায় বুদ্ধিতে আরোপণই স্মৃতি। স্মৃতি প্রধানতঃ দুই প্রকার ;—ভাবিতস্মর্ত্তব্যা ও অভাবিতস্মর্ত্তব্যা। জাগ্রৎ সময়ে অভাবিতস্মর্ত্তব্যা হইয়া থাকে; আর যে স্মরণের বিষয় কল্পিত তাহাই ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা। যাহা অকল্পিত তাহাই অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা বলিয়া জানিবে।

উপরি লিখিত চিত্তবৃত্তি সমূহ নিম্নোল্লিখিত উপায়ে নিরোধ করা যাইতে পারে, যথা ;—

ক্রমশঃ

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীগৌরীদুলাল।

একদা মোদের শ্রীগৌরী-দুলাল
নদীয়া-বসতি-কালে,
স্থির-অচল সমাধি-মগন
বুক ভাসে আঁখি-জলে।
কীর্ত্তনের রোল শুনি উত্তরোল
ভাবেতে বিভোর অঙ্গ,
তড়িত-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াল
শ্রীরূপ হ'ল ত্রিভঙ্গ।
কোটী শশী জিনি দেহের কান্তি
বিজুলী খেলিছে তায়,
আল্‌তা মাখান রাতুল চরণে
পরাণ বিকায়ে যায়।
আর কি হেরিব ও রূপ-মাধুরী
বাল-দুলালিয়া ঠাম,
বিম্ব-অধর কাঁপিতেছে যেন
জপিছে কাহার নাম।
মধুর মুরতি মধুর প্রকৃতি
ঢল ঢল দুটী আঁখি,
শ্রীঅঙ্গে বহিছে নয়নের লোর
কি হয়েছে কিবা দেখি।
বিনা সূতে মালা গাঁথিয়া কেহ বা
দিয়াছে মোহন গলে,
অমানুষী রূপ হেরিয়া ভকত
পড়িল শ্রীপদ-মূলে।
চৌদিকে শ্রীরূপ ঘেরিয়া দাঁড়াল
প্রভু যেন মাতোয়াল,
প্রেম-গরজন শুনিয়া ভকত
বলে সামাল সামাল।
কভুবা স্তম্ভিত শ্রীমূর্ত্তি প্লাবিয়া
শত-মুখী গঙ্গা বহিছে,
নবনীত-গড়া তনুখানি মাঝে
কোটী শশী যেন হাসিছে।
"নিত্য" রোম-কূপে কোটী বিশ্ব রাজে
হেরিছে বা কোন জন,
এমন মোহন স্বরূপ নেহারি
না মজিলি মূঢ় মন?
জীবেরে দেখা'য়ে ঊর্দ্ধ-বাহু হ'য়ে
হাসিয়া কি যেন কয়,
অভাগী দাঁড়ায়ে হেরিছে ওরূপ
প্রাণ যেন নিকসয়।
জয় নিত্য-রূপ সুধা-রস-কূপ
নিত্য নিরমল কায়,
জনম-মরণ-তাপ-নিবারণ
ওপদ-পঙ্কজ-ছায়।

নির্ম্মলা বালা।

লাইফ্ ইন্‌সিওর
বা
জীবন বীমা।

একদা কোন নিত্য-ভক্ত আবশ্যক-বশতঃ পদব্রজে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইতেছেন; পথ চলিতে চলিতে নিজেই নিজের মনে মধুর হরি-গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন; কখনও বা শ্রীবামন-অবতারের লীলা স্মরণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইতেছেন; শাস্ত্রে আছে "গমনে বামনঞ্চৈব"; কখনও বা নানা প্রকার প্রাকৃতিক শোভাদর্শনে আনন্দিত হইতেছেন। এইরূপ আনন্দে ভক্ত পথ চলিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ

হইতে ডাকিতেছে। ভক্ত পিছুপানে তাকাইলেন, দেখিলেন একটী বাবু তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। বাবুটীর পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ জাঁক জমকের, হাতে একটী 'গ্ল্যাড্‌ষ্টোন' ব্যাগ। ভক্ত ইহা দেখিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন কিন্তু বাবুটী উঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয় শুনুন, আপনি বোধ হয় নবদ্বীপ যাইবেন, আমিও নবদ্বীপ যাইব। চলুন, এক সঙ্গে কথা বার্ত্তায় যাওয়া যাক্।" ভক্ত এই সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে তত সন্তুষ্ট না হইলেও মুখে বলিলেন, "তবে চলুন্।" বাবুটী নানা প্রকার বৈষয়িক কথা-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ভক্ত মনের কষ্ট মনেই রাখিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর বাবুটী বলিলেন "মহাশয়! আপনি লাইফ্ ইন্‌সিওর করিবেন কি ?"

ভক্ত—লাইফ্ ইন্‌সিওর কি বুঝিতে পারিলাম না।

বাবু—বলেন কি মশাই, লাইফ্ ইন্‌সিওর বুঝিলেন না ? বড়ই আশ্চর্য্য !—"জীবন বীমা।"

ভক্ত—আমরা তো জানি, ধনী লোকেরা নোট, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পোষ্টাফিসে বিমা করে, বিমা করিলে নাকি জিনিষ নিরাপদে পোঁছে এবং খোয়া গেলেও ক্ষতি-পূরণ পাওয়া যায়।

বাবু—বেশ বলেছেন। এও তাই, জীবন-বিমা করিলে, মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি প্রচুর পরিমাণে টাকা পায় এবং তদ্দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে।

ভক্ত—বুঝিলাম, তবে জীবন-বিমা মানে, জীবনের নিরাপদ অবস্থা নহে ? কেবল স্ত্রী পুত্রাদি টাকা পাইবে। আচ্ছা আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী পুত্রাদি অতুল ধনের অধিকারী হইলে আমার কি লাভ ? আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিনই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, মরিলে "কাকস্য পরিবেদনা।" জীবন বীমা করিলে পরলোকে যাইয়া আমি কি তজ্জন্য কোন সুখানুভব করিব ? না স্ত্রী পুত্র পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দ দেখিতে আসিব ? সুখ-দুঃখ-দাতা একমাত্র শ্রীভগবান। একজন লক্ষপতি হইয়াও চির অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে আবার ভগবদিচ্ছায় অতি দীন-দরিদ্রও পরম শান্তিলাভ করিতেছে। কাজেই কতগুলি অর্থ পাইলেই যে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সুখী হইবে এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। আপনি বলিতেছেন ইহার নাম জীবন বীমা কিন্তু আমার জীবনকে নিরাপদ করিতে তো ইহাতে কোন যুক্তিই দেখিনা ! আচ্ছা এ জীবন বীমার নিয়মাদি কিরূপ ?

বাবু—আজকাল ভক্তদিগকে বোঝান বড় শক্ত। আপনারা তো ইংরেজী পড়েন নি, আপনারা দুখানা বাজে বই পড়েছেন মাত্র। তা পড়ে শুনে কি এ সব বিষয় বোঝা যায় ? ইংরেজী কথার বাঙ্গলা মানে করিতে গেলে কি তাহার অর্থ ঠিক থাকে ? যাক্, লাইফ ইন্‌সিওরের নিয়মাদি শুনুন।

আপনার বয়স আন্দাজ ৪০ হইবে। আপনাকে 'এ্যাডমিশন ফি' ১০৲ টাকা উপস্থিত দিতে হইবে। পরে প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া প্রিমিয়ম দিতে হইবে। আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এরূপ দিতে পারিলে আপনার মৃত্যুর পর আপনার ওয়ারিশগণ একবারে ৫০০০৲ হাজার টাকা পাইবেন। বুঝিলেন তো কেমন সুযোগ ? এ সুযোগ কি ছাড়্‌তে আছে ? বিশেষতঃ আমাদের এ কোম্পানী বড় ভাল, ইহাতে কোন গলদ নাই। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আপনার লাইফ্ ইন্‌সিওর করুন।

ভক্ত—সব বুঝিলাম, নিয়মগুলি ভালই। আমি সারা জীবন দুঃখ কষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব তাহা না খাইয়া না পরিয়া আপনাদের কোম্পানীতে দিব ; এই ভাবে আমি মরিয়া গেলে, আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার প্রচুর ধনলাভ করিয়া সুখী হইবে। আপনাদের ওরূপ কোম্পানীকেও নমস্কার, আর আপনাকেও নমস্কার!

বাবু—আমি তো পূর্ব্বেই ব'লেছি, যে আপনাদিগকে এ সব বুঝান বড় মুস্কিল, কিন্তু বুঝে দেখুন, আমার কথামত একটা ইন্‌সিওর করা ভাল ছিল।

ভক্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আপনি যখন কিছুতেই নিরস্ত হইতেছেন না তবে শুনুন বহুদিন হইল আমার লাইফ্ ইন্‌সিওর করিয়াছি।

বাবু—বলেন কি ? আচ্ছা, কোন স্থানে এবং কোন আফিসে ?

ভক্ত—**শ্রীধাম নবদ্বীপে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় আফিসে।**

বাবু—এরূপ ইন্‌সিওর কোম্পানীর নাম তো কখনও শুনি নাই। আচ্ছা এরূপ কোম্পানী আরও আছে নাকি ?

ভক্ত—বহু আছে, উপস্থিত এখানেই **হেড্ আফিস।**

বাবু—কোন্ কোন স্থানে কি কি নামে আফিস আছে, বলুন দেখি।

ভক্ত—তবে শুনুন, এই শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ আফিস, শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দ আফিস, শ্রীধাম কাশীতে হরগৌরী আফিস, অযোধ্যায় সীতারাম আফিস ইত্যাদি। আবার ইহার যে কত শাখা প্রশাখা আছে তাহা কত বলিব। এই সকল কোম্পানীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার আমাদের প্রাণগোপাল শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ।

বাবু—আপনার কথা তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, ইহার নিয়মাদি কিরূপ ?

ভক্ত—ইহার নিয়মগুলি অতি সুন্দর। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই, ইহার যে কোন আফিসে জীবন বীমা করিতে পারে। ইহাতে ডাক্তারের পরীক্ষা নাই, কোন জাতীর বিচার নাই, ধনী-দরিদ্রের তারতম্য নাই, কোন 'এ্যাড্‌মিশন ফি নাই, মাসে মাসে প্রিমিয়মও দিতে হয় না। আমাদের কোম্পানীর মালিক শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বড় দয়াল, তাই এই কোম্পানীর প্রাপ্য প্রিমিয়ম প্রেমভক্তিও তাঁহার নিকট হইতে অযাচিত ভাবে পাওয়া যায়। উক্ত কোম্পানী গুলির যে কোন কোম্পানীতে জীবন বীমা করিলে, ইহকালে তো সুখ হয়ই পরন্তু পরকালেরও কোন ভয় থাকে না, ইহকাল এবং পরকালের জন্য জীবন নিরাপদ হয়। এই কোম্পানীতে জীবন-বীমা করিলে যে নিত্য-ধন লাভ করা যায় তাহা অনন্ত অক্ষয়, তাহা দ্বারা জীবনে-মরণে দিব্য-শান্তি লাভ করা যায়। আমি বহুদিন হইল এই কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া ইহকাল এবং পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমাদের কোম্পানীতে জীবন বীমা করিলে ভবভয় থাকে না।

ভক্তপ্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাবুটীর মুখ যেন ক্রমশঃ ম্লান হইতে লাগিল। বাবুটী শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া কত শত লোকের লাইফ্ ইন্‌সিওর করাইবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু এই সমস্ত শুনিয়া তাঁহার সে উৎসাহ ভঙ্গ হইল এবং কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। বাবুটীর এই অবস্থা দেখিয়া ভক্ত দয়ার্দ্র-চিত্তে বলিলেন—"কি ভাবিতেছেন ? না হয় আমাদের কোম্পানীতেই আপনার লাইফ্ ইন্‌সিওর করুন।" বাবুটী আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ভক্ত-সঙ্গে চলিতে লাগিলেন এবং

যথাসময় শ্রীধাম নবদ্বীপ পৌছিলেন। পৌছিবা মাত্রই বাবুটী বলিলেন—"এই স্থানে তো আপনাদের গৌরাঙ্গ আফিস, চলুন দেখি আফিসটী কেমন, এবং আফিসের কর্ত্তাটীই বা কেমন।" ভক্ত আনন্দে অধীর হইয়া বাবুটীকে সঙ্গে লইয়া একবারে সেই কাঙ্গালের ঠাকুর মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখীন হইলেন এবং বাবুটীকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন আমাদের গৌরাঙ্গ আফিসের মালিক দাঁড়ায়ে আছেন। আর ধনী, দরিদ্র, দীন দুঃখী অধম পতিত ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমস্তকেই অতি সমাদরে আহ্বান করিতেছেন। বলিতেছেন,—"তোরা কে কোথায় আছিস্ শীঘ্র চলে আয়, আমার কাছে লাইফ্ ইন্সিওর করিলে তোদের কোনও দুঃখ থাক্‌বে না"। বাবুটী সেই ভুবন মোহন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রেমে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রাণমন ঐ রাঙ্গা শ্রীপাদপদ্মে বিকাইয়া দিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তও প্রেমবিহ্বল হইয়া দাড়ায়ে আছেন। কিছুকাল পরে বাবুটী প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ভক্তের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল করিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় বাবুটীর আর পূর্ব্বকার ইন্সিওর কোম্পানীর কাজ করিতে হইল না। তিনি দিনে দিনে গৌর প্রেমে মাতিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

তাই আমার অনুরোধ, হে জগৎবাসি। তোমরা কেহই এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিও না। প্রত্যেকে নিজের রুচি অনুসারে যে কোন (দিব্য আফিসে) লাইফ ইন্সিওর করিয়া ইহকাল পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হও।

কাঙ্গাল—বিনয়।

ওঁ তৎসৎ

সর্ব্বধর্ম্ম প্রচারিতে যিনি অবতার
সেই নিত্যগোপাল দেবে নমি বারবার।
গৌরাঙ্গ রূপেতে হ'ল ভক্তির প্রচার,
নিত্যগোপাল বেশে সর্ব্বধর্ম্মের উদ্ধার।
গৌরাঙ্গ-রূপেতে যাহা ছিল অপুরণ,
নিত্যগোপালরূপে তাহা করিলা সাধন।
জয় জয় নিত্যগোপাল গুপ্ত অবতার,
যাঁহা হইতে সর্ব্বধর্ম্ম হইল প্রচার।

গুরু বিশ্বাসের অবস্থা।

স্বয়ং শ্রীভগবানই গুরু। গুরু আর কেহই নহেন। ভগবানকে সাকার আকার নিরাকার নিরাকারাতীত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কলিকালে মানবের মন সঙ্কীর্ণ সেই কারণে নিরাকার ধারণা অসম্ভব। সেই কারণেই দয়াময় ভগবান শ্রীগুরুরূপে আসিয়া জীবকে মন্ত্রদানে ত্রাণ করেন। তাই বলিতেছি দয়াময় শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আর ভবপারের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুগীতাও বলিতেছেন :—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমিও একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম গুরুই ত শ্রীভগবান? তাহা হইলে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া বনে গিয়া কাহার সাধনা করা হয় এবং সে সাধনারই বা প্রয়োজন কি? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "গুরুই শ্রীভগবান" যাহার হৃদয়ে এই

বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার আর সন্ন্যাসীর বেশে জঙ্গলে যাইয়া সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং সে যে মুহূর্ত্তে গুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে তাহার সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তিলাভ হয়। তাহাকে আর ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিতে হয় না। দিবারাত্র সে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া থাকে এবং তাহার সর্ব্বস্থানেই শ্রীগুরুর মূর্ত্তি স্ফুরিত হয়। তখন তাহার অবস্থা ঠিক খড়্‌লি নারিকেলের মতন হয়। লোকে দেখিতেছে যে নারিকেলটী আস্ত রহিয়াছে কিন্তু ঐ নারিকেল যখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তখন তাহার ভিতর কি দেখা যায়? শাঁস হইতে খোলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন পাঁকাল মৎস্য পঙ্কের মধ্যে দিবারাত্রি নিহিত রহিয়াছে কিন্তু যখন ঐ পাঁকাল মৎস্য ধরা হয় তখন কি তাহার গাত্রে পাঁক লাগিয়া থাকে? না। সেইরূপ যদি কাহারও শ্রীগুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস হয় তাহারও অবস্থা ঠিক ঐরূপ হয়। অর্থাৎ সে নির্লিপ্ত-ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার প্রাণে হিংসা দ্বেষ কিছুই থাকে না এবং সেই সকলকে সমভাবে ভালবাসে। যদি বলেন কিরূপ? তদুত্তরে বলি তিনি যে সর্ব্বদেহে শ্রীগুরুর মূর্ত্তির স্ফুরণ অনুভব করিতেছেন। অতএব তাঁহার হিংসা দ্বেষ কিছুই আসিতে পারে না এবং তাই তিনি সকলকে সমভাবে ভাল বাসিতে সক্ষম হন এবং ঐ ভালবাসারই অপর নাম বিশুদ্ধ প্রেম বা আত্মপ্রেম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ
(প্রেমানন্দ)

বাসনা-কামনা ত্যাগ

দেহ প্রাণো মনো বুদ্ধিশ্চিত্তাহঙ্কারমিন্দ্রিয়ম্।
দৈবঞ্চ বাসনা চেষ্টা তদ্‌যোগাৎ কর্ম্ম সম্ভবেৎ॥৫।৫
শান্তিগীতা।

দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বাসনা, চেষ্টা ও দৈব ইহাদের সংযোগে কর্ম্ম হইয়া থাকে। শান্তি-গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন। জীব কামনাময় কর্ম্মময়, জীবের যেরূপ কামনা বা বাসনা, যেরূপ চেষ্টাও যেরূপ কর্ম্ম তদনুরূপী "গতি" হইয়া থাকে। জীব যাহাতে অনুরক্ত ও আসক্ত বা সংযুক্ত ও লিপ্ত থাকে সেইরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীব যে প্রতি জন্মে শত শত দুঃখ বেদনা অশান্তি ও শোক তাপ দ্বারা পীড়িত হয় এবং হইতেছে তাহা স্বীয় মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই ঘটিতেছে।

জীব পূর্ব্ব কর্ম্ম বা অভ্যাস-অনুসারেই নির্ম্মল বা মলিন বুদ্ধি, সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তি, মেধা বা জড়মতিত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম-অনুযায়ী শুভাশুভ অবস্থার অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার অধিকারী হয়। যিনি যেরূপ চিন্তা ভাবনা ও কামনা করেন, যেরূপ অনুষ্ঠানও আচরণ করেন তিনি সেই রূপ মন, বুদ্ধি, সেইরূপ সংস্কার ও প্রবৃত্তি, সেইরূপ দেহ ও অবস্থা প্রাপ্ত হন।

যোগবাশিষ্টে বাসনার লক্ষণ ও বিভাগ কথিত আছে তাহা এইরূপ :—

"দৃঢ়-ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপরবিচারণম্।
যদাদানম্ পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা বুধৈঃ
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্ম-বিনাশিনী॥

পুনর্জ্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ॥

পুনর্জ্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্তা স্থিতা সংসৃষ্ট-বীজবৎ।
দেহার্থে ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতিচোচ্যতে॥"

পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া দৃঢ় ভাবনার সহিত পদার্থের প্রাপ্তিবিষয়ে যে ইচ্ছা তাহাই বাসনা নামে কথিত হয়। ঐ বাসনা মলিনা এবং শুদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। মলিনা বাসনা জীবের জন্মের কারণ হয় এবং শুদ্ধা বাসনা জীবের জন্মের বিনাশ-সাধিনী হয়। ঘোর অজ্ঞান এবং রজস্তমোগুণশালিনী অহংকারযুক্ত যে বাসনা তাহাকে পণ্ডিতেরা পুনর্জ্জন্মকরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পুনর্জন্মের অঙ্কুররূপ উক্ত মলিনা বাসনাকে পরিত্যাগ করতঃ ভ্রষ্ট বীজের ন্যায় যে সংস্থিতি কেবল দেহ ধারণ-উপযোগী কার্য্যাদির দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর যে জ্ঞান-লাভ করা তাহাই শুদ্ধ-বাসনা নামে কথিত হয়। আবার শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব বলিয়াছেন যে :—

"লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্ত্তনম্ ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥
লোক-বাসনয়া জন্তোর্দেহ-বাসনয়াপি চ।
শাস্ত্র-বাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥"

স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে যে বাসনা তাহা মলিন-বাসনা জানিবে বিবেকবশতঃ তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া তৎসান্নিধ্য ও সঙ্গ ত্যাগ করিলে তদ্বিপরীত শুদ্ধ বাসনা উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে মলিন বাসনা সমূহ সমূলে দূরীভূত হয়। এইরূপ উপায় দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে। আবার বলিতেছেন যে :—

"অনাত্মবাসনা-জালৈ স্তিরোভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মা নিষ্ঠয়া তেষাং নাশেভাতি স্বয়ং স্ফুটম্॥
যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন
স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্য-বাসনা।
নিঃশেষ-মোক্ষে সতি বাসনানা
মাত্মানুভূতি প্রতিবন্ধ শূন্যা॥
স্বাত্মন্যেব সদাস্থিতা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপয়নং কুরু
বাসনা-বৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে॥
সংসারবন্ধং বিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্ যতিঃ।
বাসনা-বৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥
তাভ্যাং প্রবর্দ্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্রহ্ম-মাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্ভাব-বাসনাদার্ঢ্যাত্তত্রয়ং লয়মর্চতে॥
ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনা-ক্ষয়ঃ।
বাসনা-প্রক্ষয়ো মোক্ষ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥
সদ্বাসনা-স্ফূর্ত্তি-বিজৃ[illegible] ত্যহংসৌ
[illegible]নাপ্যহমা[illegible]দ-বাসনা।
অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণ-প্র[illegible]
[illegible]য়তে সাধু যথা তমিস্রা॥"

অনাত্মবাসনা জালে অর্থাৎ লোক-বাসনা, দেহ-বাসনা ও শাস্ত্র-বাসনারূপ সংসার-জালে আত্মবাসনা তিরোভূত হইয়া আছে। যখন সদ্‌গুরুর নিকট "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের পদার্থ ও বাক্যার্থ অবগত হইয়া স্বরূপাবগতি দ্বারা নিত্য আত্মনিষ্ঠা হইবে তখন অনাত্মবাসনাজালনাশ হইবে। তখন আত্মা স্বয়ম্প্রকাশরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তথাপি দেশ ও কাল-জনিত প্রভেদ আছে। বীজ বৃক্ষের অংশ হইলেও বৃক্ষ হইবার ক্ষমতা নাই, বীজ বই বৃক্ষ হইতে পারে না। বৃক্ষ বীজকে উৎপন্ন করিয়াছে; বীজ-মধ্যে বৃক্ষের প্রকৃতি ও শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে। বৃক্ষ হইতে বীজ চ্যুত হইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ স্বীয় প্রচ্ছন্ন শক্তি-সমূহের বিকাশ করে। বীজের আর কিছু হইবার ক্ষমতা নাই কারণ তাহাতে স্বীয় জনকের স্বভাব প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান। জীব সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়। জীব * ঈশ্বর হইতে বীজবৎ প্রকৃতিক্ষেত্রে পতিত এবং ক্রমে স্বীয়

সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা বুঝা যায়।

কর্ম্মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্ন শক্তি-সমূহের বিকাশ করিতে করিতে কালে ঈশ্বরেই মিলিয়া যায়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে যেমন প্রত্যগাত্মাতে মন অবস্থিত হইবে তেমনই বাহ্য বাসনা-সমূহ ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইবে। আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিত থাকাতে যোগী দিগের মনোনাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বাসনাক্ষয় হয়। অতএব বাসনাক্ষয় বা মনোনাশ দ্বারা স্বীয় অধ্যাসকে অপনয়ন করা উচিত। বাসনা-বৃদ্ধি দ্বারাই কার্য্য হয় এবং কার্য্য-বৃদ্ধিতে বাসনায় বৃদ্ধি হয়। যেমন কোন লোকের হাজার টাকার সম্পত্তি আছে; তাহার বাসনা যে তাহার লক্ষ টাকার সম্পত্তি হয়; সেইরূপ সৎ-আশাই হউক আর অসৎ-আশাই হউক ইহাতে মনুষ্যের আশা মিটে না। আশাই বাসনা; আবার ইচ্ছাকে বাসনা বলা যায়। বাসনা মন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মনুষ্যের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ সংসার-আশার নিবৃত্তি হয় না। যতি ব্যক্তি সংসারবন্ধন ছেদনের নিমিত্ত উক্ত বাসনা ও কার্য্যকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া থাকেন; মানসিক চিন্তা ও বাহ্যক্রিয়া দ্বারা বাসনার

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। চিন্তা ও ক্রিয়া দ্বারা বাসনার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। চিন্তা ও ক্রিয়া দ্বারা প্রবর্দ্ধমানা বাসনা জীবের সংসারের কারণ হয়। অতএব সর্ব্বাবস্থাতে বাসনা, চিন্তা ও ক্রিয়া যাহাতে ক্ষয় হয় তাহা করা উচিত। সকল স্থানে, সকল বিষয়ে, সকল পদার্থে সর্ব্বতোভাবে কেবল সেই শ্রীশ্রীনিত্য-ব্রহ্ম-মাত্র অবলোকন করিয়া শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ পাইবার সদ্বাসনা দৃঢ়রূপে অভ্যাস করা উচিত *। তাহা হইলে সংসারের মলিন বাসনা-সমূহ ত্যাগ হইয়া যাইবে। এই হেতু সাধু, শাস্ত্র এবং ঋষি-মুনিগণ এমন কি ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগ করা উচিত; কর্ম্মত্যাগ করিলে বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাসনা-ক্ষয়ই মোক্ষ; তাহাকেই জীব-মুক্তি বলিয়া থাকেন; সদ্বাসনা উদিত হইলে অন্ধকারাদি মলিন বাসনার লয় হইয়া থাকে। যেমন অতি প্রখর সূর্য্য-প্রভায় অন্ধকাররাশি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়; সেইরূপ স্ত্রী-পুত্রাদি-বিষয়ে, অনাত্ম-বস্তু-সমূহের সঙ্গ-ত্যাগ করিয়া সৎ-সঙ্গ ও আত্ম-নিষ্ঠা দ্বারা সদ্বাসনা দৃঢ়ীভূত হইলে মলিন অসদ্বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়। ব্যাধি, জন্ম ও মরণ পুনঃ পুনঃ দুঃখ-ভোগ ইত্যাদি বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। জীর্ণশীর্ণ-শরীর, পলিত কেশ, গলিত দন্ত, নানা প্রকার ব্যাধি এবং পুনঃ পুনঃ অন্ধতামিস্র মাতৃগর্ভরূপ নরক হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রগাঢ়রূপে সৎ চিন্তা দ্বারা বা সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের ধ্যান করিলে সংসার-বাসনা দূর হইয়া যায়।

বাসনা হইতে আসক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে; আসক্তির দ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া সংসারে কুলালচক্রবৎ ঘুরিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥"

জীবের ভাগ্যে এইরূপ যাতায়াত বহুবার সংঘটিত হয়। অবশেষে জীব ত্রিলোকী-ভ্রমণে বিতৃষ্ণ হইলে উচ্চতর লোকের জন্য স্পৃহা জন্মে; দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে বাসনা হয়। তখন তাহার আর মনোময়-কোষ-সাহায্যে আনন্দ-লাভের বাসনা থাকে না। তখন তিনি উর্দ্ধতর লোকে অবস্থান করেন। সেই সময় শান্তিময় অনন্ত জীবনের বাসনা হয়; ক্রমে এই পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই বিতৃষ্ণা হয়; ধ্যানে আনন্দানুভব হয়, পূজায় স্পৃহা জন্মে; আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঐ নবমাধ্যায়ে ২০।২১ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, বেদত্রয়-বিহিত

কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসকল দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া দিবা ভোগ সকল উপভোগ করেন। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া ক্ষীণপুণ্য হন; পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীলালগোপাল ঘোষ।

অশোক-অষ্টমী।

[শ্রীশ্রীদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষে শ্রীমহানন্দ অবধূত কর্ত্তৃক রচিত

অশোক-অষ্টমী আজি বাসন্তী-প্রভাতে;
জাগিলাম শোক-বুকে ভাঙ্গাগড়া সাথে।
এই ত' অষ্টমী তিথি শক্তি-সন্ধিক্ষণে,
মহাশক্তি-অভিব্যক্তি জ্ঞানানন্দ-সনে।
জন্ম যাঁর ভয়ে ভীত, * জন্ম নাহি যাঁর,
জনমিলা তাঁর গৃহে গৌরীর † কুমার!
আয়ত নীলিম আঁখি আকাশের প্রায়,
চেয়ে আছে মোরপানে,—ভুলা কিগো যায়?
গগন-সদৃশ নিত্যব্যাপ্ত সর্ব্বদাই,
তবু যেন মনে ভাবি 'আছে কিম্বা নাই।'
মধ্যাহ্ন অম্বর-কোলে সহস্র-কিরণ,
অঙ্গুল অর্পিলে চক্ষে নাহিক যেমন;
আমিও তেমনি বলি—'তুমি নাই নাই'
জীবন্ত আকাশ-মত তোমারে গোসাঞি।
অনন্ত-অম্বর-তল অনন্ত কিরণ,
প্রকাশিছে প্রীতি তাঁর ধাঁধিয়া নয়ন।
ঊর্দ্ধে, অধে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, ভিতরে, বাহিরে,
ভাসিতেছে জ্ঞানানন্দ সবার উপরে।
জ্ঞানানন্দ-বিজড়িত ওতপ্রোত ভাবে,
সীমাশূন্য জ্ঞানানন্দ প্রকাশ স্বভাবে।
কে করিবে মর্ম্মোচ্ছেদ হেন তীব্র শ্লেষ,
বারিধির বক্ষে বাস, বারিসনে দ্বেষ!
জ্ঞানানন্দ হ'তে আসি, থাকি তারি মাঝে,
তবুও'ত জ্ঞানানন্দ পরাণে না রাজে!
তাহার ভিতরে থাকি' তাহারে বিসরি,
মরি মরি প্রকৃতির অপূর্ব্ব চাতুরি!!
সীমাশূন্য, তবু দেখি আকৃতি তোমার,
জ্ঞানানন্দ-ঘন তুমি গুরু সবাকার।
সে যথা নাহিক গণে ননদিনীজ্বালা,
কান্ত-সঙ্গ তরে যার পরাণ উতলা,
আমিও তেমতি চাহি' অনন্তের পানে,
তেমতি কহিব কথা জীবন্তের সনে।
ভুলে যাব শত জ্বালা তোমা বুকে করে,
সংসার-রায়ান্ ক্লীব কি করিবে মোরে?
তোমা বুকে ল'য়ে থাকা কি যে সুখ তায়,
সেই জানে যে ধরেছে আপন হিয়ায়।
হৃদয় অনন্ত হয় অনন্ত ধরিয়া,
সর্ব্ব ক্ষত সব জ্বালা যায় জুড়াইয়া।
তোমার পরশ সুখে ডুবে যায় আশা,
কোটি যুগ বুকে রাখি—মিটেনা পিয়াসা।
নাহি তব জন্ম-জরা-শোক-মৃত্যু-ভয়,
গাহে বেদ—'জ্ঞানানন্দ অশোক অক্ষয়'।
অশোক-অষ্টমী আজি হউক অশোক,
মহানন্দেহৃদে এস হে আনন্দ-লোক।

* 'জনং, জননং—'এজয়তি'—কম্পতে ইতি জনং—এজি+খশ্—জন্ম যাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। লেখক।

† শ্রীশ্রীদেবের জননীর নাম গৌরী।

ভ্রমর কমল-বক্ষে-মধুভাণ্ড-লুটে,
সুধালাগি' চকোরিনী চন্দ্র পান ছুটে।
ভ্রমর কি জানে কভু কি সুখ পদ্মের,
চকোরিনী জানে কিগো আহ্লাদ চাঁদের
যে আনন্দ কমলের যে সুখ চাঁদের,
ভক্তে হৃদে ধরি সুখ যথা ঈশ্বরের।
সুখ,—ভগবৎ-স্বার্থ-জানিনু নিশ্চয়,
আনন্দ-সম্ভোগ তরে সৃষ্টিখেলা হয়।
এস গুরু হৃদে ধরি করি নমস্কার,
মহানন্দে জ্ঞানানন্দ করহ বিহার॥

ভক্তিযোগদর্শনের প্রথমসূত্র।

(যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব রচিত ভক্তিযোগ দর্শন।)

"লয়সিদ্ধিযোগ সমাধির সহিত অদ্বৈতজ্ঞান এবং আত্মপ্রেমের বিশেষ সংস্রব আছে।"

সাধনার ফল সিদ্ধি। লয়রূপা সিদ্ধিই লয়সিদ্ধি। সাধনার ফল সিদ্ধি। যে সাধনাত্মিকা ক্রিয়ার ফল লয়রূপাসিদ্ধি তাহাই বা সেই ক্রিয়াই লয়সিদ্ধির সাধনা। লয় অর্থে একে অপরের মিশে যাওয়া। যেমন কালি বা মসি গঙ্গার জলে মিশিয়া যায় অর্থাৎ মসির গঙ্গায় লয় হয়। মসির আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা।

যোগ অর্থে দুইটী জিনিষের মিলন। অগ্নি ও লৌহ মিলিত হইতে পারে। দগ্ধ লৌহ পিণ্ডে লৌহ ও অগ্নি উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। লৌহ ও অগ্নির যোগ হইয়াছে। উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রকৃত যোগাবস্থায় ঐক্য সম্ভাবিত হয়। তখন পৃথক অস্তিত্ব থাকেনা। মসি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইলে লয়যোগে তাহা গঙ্গা হয়। মসি ও গঙ্গার ঐক্য হয়। মসির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা। এই "ঐক্যই প্রকৃত যোগাবস্থা" (সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয় সার)। যেমন কালি গঙ্গায় লয় হয় তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হয়। এই লয় দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগ বা ঐক্য হয়। দেবীগীতায় এই ঐক্যই যোগরূপে বর্ণিত আছে, যথা—

ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

যোগং জীবাত্মনোরৈক্যং। ১৪।১২২

অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যই যোগ। লয়যোগ দ্বারা জীবরূপমসি পরমাত্মা গঙ্গায় পড়িয়া পরমাত্মাস্বরূপই হয়। তখন আর জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা। লয়সিদ্ধিযোগ বলিলে লয়রূপাসিদ্ধি দ্বারা যে যোগ তাহাকেই বুঝায়। ঐ যোগকে বা ঐক্যকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহাই লয় সিদ্ধিযোগসমাধি। তাহার সাধন সম্বন্ধে ঘেরণ্ড সংহিতায় এইরূপ বিবৃত আছে—

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— "অগ্রে যোনিমুদ্রাবলম্বনে নিজে শক্তিময় হইতে হইবে; তৎপরে বোধ করিতে হইবে, পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম পরমাত্মার সঙ্গে, শক্তিভাবাপন্ন নিজের সুশৃঙ্গার রসযোগে বিহার হইতেছে। তদ্দ্বারা আনন্দময় হইয়া ঐ পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম-পরমাত্মা-ব্রহ্মণের সহিত আপনাকে অভেদ বিবেচনা করিতে হইবে। উক্ত অভেদ বা ঐক্যবোধাত্মক লয়সিদ্ধযোগসমাধি হইতেই 'অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং' বোধ হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তদর্শন ২৪৩ পৃঃ) ইহাতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যাইতেছে যে

াধক নিজেকে 'আমি শক্তি বা প্রকৃতি' এবং 'পরমাত্মা' পরমপুরুষ—এইরূপ ভাবে সাধনা করিবেন। সাধক নিজে প্রকৃতি এবং পরমাত্মা পুরুষ না হইলে বিহার সম্ভব হইতেই পারে না। পরমাত্মশক্তিই পরাশক্তি। সেই পরাশক্তির ভাবে ভাবিত হইলে তবে পরম পুরুষ পরমাত্মার সহিত বিহার সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সাধকের নারী-আকারই হউক অথবা নর-আকারই হউক অর্থাৎ সাধকই হউন আর সাধিকাই হউন পরাশক্তির ভাবে ভাবিত না হইলে পরম পুরুষের সহিত বিহার সম্ভাবিত হয় না।

শ্রীভগবানের অবতারকালে এই সাধনের গণ্ডী থাকেনা। প্রবল বন্যায় যদ্রূপ সরোবর রাজপথ, নদী সব একাকার হয়, বিশিষ্ট স্থান দিয়া নৌকা বাহিতে হয় না তদ্রূপ শ্রীভগবানের অবতারকালেও সাধনের গণ্ডী থাকে না। পরাপ্রকৃতির ভাবে ভাবিত না হইয়াও সাধারণ জৈব কাম ভাব অবতীর্ণ-শ্রীভবানে অর্পিত হইতে পারে এবং হয়। তৎকালে লয়যোগে ঐ কামই প্রেম হইয়া যায়। তৎকালে শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় ঐ অপরাপ্রকৃতির ভাবই পরা-প্রকৃতির ভাবে পরিণত হয়। স্পর্শমণিস্পর্শে লোহও কাঞ্চন হয়।

পরাপ্রকৃতি বা পরাশক্তি এক অনেক শাস্ত্রেই সেই পরা প্রকৃতির বিবিধ নাম রূপ ও লীলার বর্ণনা আছে। সাধকের বাসনানুসারে একই পরাপ্রকৃতি বহুরূপ ধারণ করেন। তিনিই দ্বিভুজা গৌরী, তিনিই দশভুজা দুর্গা তিনিই মুণ্ডমালিনী ঘনশ্যামামহাকালী, তিনিই সিংহ-বাহিনী চতুর্ভুজা, তিনিই ষোড়শী, তিনিই ভুবনে-শ্বরী, তিনিই কমলা, তিনিই রাধা। যখন সাধক শিবসুন্দরের সহিত বিহার চিন্তা করেন তখন তাঁহার গৌরী, কালিকা বা কোন শিবশক্তির ভাবে ভাবিত হইয়াই তাহা করিতে হয়। যদি কোন সাধক শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিহার ভাবনা করেন তবে তাঁহাকে সীতাশক্তির ভাবে ভাবিত হইয়াই তাহা করিতে হয়। যেহেতু রামরূপী ভগবান একপত্নীক বলিয়াই শাস্ত্রে বিদিত। যখন সাধক মদনমোহন নিত্যসুন্দর শ্রীনিত্য গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুর ভাবে ভাবিত হইয়া বিহার চিন্তা করিবেন তখন তাঁহাকে রাধাভাবে ভাবিত হইয়াই তাহা করিতে হয়। যেহেতু রাধাভাবে ভাবিত হইলে স্বভাবতই কৃষ্ণে মধুর ভাব হইয়া থাকে। ঐ ভাব দ্বারাই বিহার সম্ভাবিত হয়। সেই বিহারই শ্রীশ্রীরাস গীতামধ্যে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

শ্রীরাধা মাধবস্থাপি রাধায়াশ্চাপিমাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং॥
রাধাসুখসুধাসিন্ধুঃ কৃষ্ণশ্চ স্মরতি রাধিকাম্!
শ্যামপ্রেমময়ীং রাধাং সদাচুম্বতি মাধবম্॥
ত্রিভঙ্গললিতঃ কৃষ্ণো মুরলীং পূরয়েন্মুদা।
চালয়েদ্বেণুরন্ধ্রেষু রাধিকা চ করাঙ্গুলি॥
শ্রীনামাকর্ষণং কৃষ্ণো রাধা গায়তি সুন্দরম্।
শব্দব্রহ্মধ্বনিং রাধাং কৃষ্ণো ধারয়তি ধ্রুবম্॥

কি সাধক কি সাধিকা, কি নর কি নারী উভয়েই রাধাভাবে ভাবিত হইতে পারেন। অঙ্গার মলিন ও তেজহীন কিন্তু অগ্নি সংস্রবে তাহাও উজ্জ্বল অগ্নি হয়। মলিন জীবও তদ্রূপ পরাশক্তি রাধার ভাবে ভাবিত হইয়া পরাশক্তিময় হয়।

যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ কহিয়াছেন—"সেইজন্য পরম প্রেমযোগে যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হন তিনি রাধা ভাবাপন্ন হন স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য পরম প্রেমযোগে যে পুরুষ প্রকৃতি-স্বভাবসম্পন্ন হন তিনি রাধার স্বভাব সম্পন্ন হন। যেহেতু রাধাই পরাপ্রকৃতি এবং পরাশক্তি। পরম প্রেমযোগে পুরুষ সেই শক্তিময় হইলে

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার হইয়া থাকে।" (ভক্তিযোগ দর্শন ২৯পৃঃ)

রাধাভাব মধুর ভাব। এজন্য কেবলমাত্র যাঁহাদের পরমাত্মার প্রতি মধুর ভাব আছে তাঁহারাই এ সাধনায় অধিকারী। বিহার-চিন্তা মধুর ভাব ব্যতীত হইতেই পারে না। যিনি সখ্যভাবে পরম পুরুষকে ভজনা করেন তিনি মধুর ভাবের বিহার চিন্তা করিতে পারেন না। যদি কোন সখ্যভাবাপন্ন নর বা নারীর ঐরূপ চিন্তা সম্ভব হয় তাহা হইলে তাঁহার সখ্যভাবের পরিবর্ত্তে মধুরভাবই বলিতে হইবে। বাৎসল্যভাবেও ঐ সাধনা অসম্ভব। দাস্যভাবেও নহে। যদি বলা হয় কোন দাসীর কি স্বীয় নবনটবর পরমসুন্দর মদনমোহন প্রভুটীর সহিত বিহার কামনা হয় না? তদুত্তরে বলা যায় তখন ঐ দাসীর কেবল দাস্য ভাব নহে, উহার সহিত মধুর ভাবের মিশ্রণ হইয়াছে। এজন্য স্বীকার করিতে হয় লয় সিদ্ধিযোগ সাধনার অধিকার কেবল মধুরভাবিনী গণেরই আছে।

সেই পরাশক্তির কৃপায় জীবে এই ভাব সঞ্চারিত হয়। এই ভাব সঞ্চারিত না হইলে এসাধনাও সম্ভব হয় না। তাই বুঝি মহর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

শ্রীরাধা শ্রীপাদপদ্মং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ জীব-শিক্ষাছলে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"সে ভাব রাধার ভাব সে ভাব কেমনে পাব।"

সাধক শক্তিময় হন অর্থাৎ রাধাভাবে ভাবিত হন, তৎপর 'আনন্দময় সংভূত্বা' অর্থাৎ আনন্দময় হইয়া যান। আনন্দই হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধা। সেইজন্য সাধক রাধাময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত একীভূত হন। ঐ ঐক্যই জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য। ইহাকেই যোগ বলে। এই যোগাশ্রয়েই রাধাকৃষ্ণ একীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ। লয় অর্থে মিশে যাওয়া। জলে জল লয় হয় অর্থাৎ মিশে যায়। রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদন জন্য একই স্বরূপের দুইরূপ। লয়যোগে সেই রাধাকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ।

"রাধাকৃষ্ণ কভু ভিন্ন নন।
একরূপ দুই হ'য়ে, ব্রজে লীলা প্রকাশিয়ে
ব্রজাঙ্গনার করেন হরি বাসনা পূরণ।
জলে জল মিশে যায় রাধাকৃষ্ণ এক হয়
গৌর অবতারে পুনঃ দুয়ে এক হন।"

নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা। ১৩০৫ সাল

জীবাত্মাপরমাত্মায় প্রকৃত যোগাবস্থায় অর্থাৎ ঐক্যে অদ্বৈত বোধ স্ফুরিত হয়। ঐ ঐক্য বোধাত্মক লয়সিদ্ধিযোগসমাধি দ্বারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ বিকাশিত হয়। অদ্বৈতবোধই অদ্বৈত জ্ঞান। অনেক প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদীর মতে অদ্বৈতজ্ঞানই আত্মজ্ঞান।

আত্মাতে যে প্রেম তাহাই আত্মপ্রেম। আত্মা স্বভাবতই প্রিয়। প্রসিদ্ধ পঞ্চদশীতে "ইয়মাত্মা পরানন্দো পরপ্রেমাস্পদো যতঃ।" বলায় আত্মার স্বতঃসিদ্ধ-প্রেমাস্পদতা সূচিত হইতেছে। জগতে অপর যাহা কিছু প্রিয় তাহাও আত্মার্থেই প্রিয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি।"

পুত্র, মিত্র, ধন গৃহ প্রজাদি জগতে যাহা কিছু প্রিয় তাহা আত্মার্থে প্রিয়। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ-প্রেমাস্পদ। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানই

আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মানুভূতি হইয়া থাকে। আত্মানুভূতি ব্যতীত আত্মপ্রেমের বিকাশ হয় না। লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধিতে আত্মজ্ঞান বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ বিকাশিত হয়। তদ্দ্বারা আত্মপ্রেমেরও বিকাশ হয়। এই জন্য লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধির সহিত অদ্বৈত জ্ঞান এবং আত্মপ্রেমের সংস্রব আছে।

ওঁ তৎসৎ। হরিপদানন্দ।

নিবেদন।

১। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার গত সংখ্যায় আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অমিয় জীবন চরিতের কড়চা সংগ্রহের আগ্রহ দেখিয়া আমি যারপর নাই সুখী হইয়া সমগ্র ভক্ত মণ্ডলীর নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি এই যে, যদি কাহারও নিকট শ্রীশ্রীদেবের অমিয় চরিতের কড়চা থাকে তবে তিনি তাহা নিম্নলিখত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইলে আমি কৃতার্থ হইব। কারণ আমি শ্রীশ্রীদেবের অমিয় চরিতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা আমি আরও প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, যিনি যে লীলার কড়চা পাঠাইবেন তাহাতে আমার সংগৃহিত কড়চা হইতে যাহা নূতনত্ব পাইব তাহা অমুক ভক্তের কড়চা হইতে উদ্ধৃত বলিয়া গ্রন্থ-মধ্যে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

২। আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় মহাশয় কোনও সময়ে শ্রীশ্রীদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইলে শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'তুমি সতীশ ঘোষের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবে'। সেই আদেশ পাইয়া উক্ত বন্ধু আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় আমার সকল কড়চাগুলি এক স্থানে সন্নিবেশিত না থাকায় আমি তাঁহাকে দিবার সুবিধা করিতে পারি নাই। এক্ষণে শ্রীশ্রীদেবের ভক্ত-মণ্ডলীর পদরেণুর ভরসা করিয়া আমি স্বয়ং সেই কার্য্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়া ধর্ম্মদাসবাবুকে জানাইতেছি যে তাঁহার লিখিত বাল্যলীলার পাণ্ডুলিপি আমার নিকট পাঠাইলে, আমি পরম বাধিত হইব।

৩। আমার আরও বিশেষ বক্তব্য এই যে মৎ-প্রণীত পাণ্ডুলিপি সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট পঠিত হইয়া যদি ভক্তি-স্নিগ্ধ হৃদয়ে আশ্রয় পাইবার যোগ্য হয়, তবে ইহাই যে মহানির্ব্বাণ মঠের সেবাদি কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।
পোঃ আমলাগুড়া। (মেদিনীপুর)

"সংশয়।"

গত ফাল্গুন মাসের শ্রীপত্রিকা ৫৫ পৃষ্ঠা ১৮শ পংক্তি "জীব ও জীবকর্ত্তব্য" প্রবন্ধে লিখিত আছে "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, উপাস্য ব্রহ্মজ্ঞান।" বোধ হয় গুরুতর বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করায় অস্মদৃশজনের পক্ষে একটু দুর্বোধ হইয়াছে; পরবর্ত্তী শ্রীপত্রে বিষয়টি সম্যক পরিস্ফুট ভাবে ব্যাখ্যাত হইবার ভরসা করি।

জনৈক নিত্যদাস।
C/o সম্পাদক।

নিত্যগোপাল-প্রাণারাম।

—:*:—

শ্রীশ্রীজন্মতিথি উপলক্ষে
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-চরণারবিন্দ-মকরন্দ-গন্ধানন্দিত-শ্রীমন্মহানন্দ-চরণাশ্রিত
শ্রীহৃদয়নাথ সরকার এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার কর্ত্তৃক রচিত।

গীত।

কোরাস্

ধন আমার! মান আমার! জ্ঞান আমার! আমার প্রাণ!
নিত্যগোপাল! নিত্যগোপাল! নিত্যগোপাল! প্রাণারাম্॥
বল, কিসের তরে বিরস এত,—কিসের দুঃখ, কেন গো ম্লান্? [কোরাস্]
বল,—উচ্চকণ্ঠে নিত্যগোপাল তাঁহার চরণে সঁপিয়া প্রাণ॥ ১॥

যাঁহার নামের বিজয়-ধ্বনিতে মাতিয়া উঠিছে পাষাণ-প্রাণ্,
ভক্তি-পুলকে সকলে মিলিয়া জীবন-যৌবন করিছে দান্।
যাঁহার নামের অমিয়-সরসে পাপী-তাপী যত করিয়া স্নান্,
দেখিলা অদূরে মুক্তি-প্রদা দাঁড়ায়ে আমার নিত্য-শ্যাম্॥ ২॥

[কোরাস্]

যাঁহার শান্ত-সৌম্য- রতি দর মাঝার করিয়া আলা,
প্রেমের বাতাসে আকুল করিয়া পাগল করে ঐ চিকন্‌কালা।
যাঁহার রাতুল চরণ-কমল মুকতি-দায়ক "মহানির্ব্বাণ",
শরণ লইলে যায় ভব-ক্ষুধা,—মুক্তদ্বার হয় গোলকধাম্॥ ৩॥

[কোরাস্]

বিপদ-বারণ নামটি যাঁহার স্মরণে হয়গো বিপদ দূর্,
বল সকলে "নিত্যগোপাল" কাঁপা'য়ে মেদিনী গগন দূর্,
নামের আরাবে দেহভূমি ছাড়ি রিপুগণ হ'বে পলায়মান্,
ভাসিবে শান্তির সাগর-সলিলে,—হইবে সকলে শকতিমান্॥ ৪॥

[কোরাস্]

দয়ার সাগর, প্রেমের ঠাকুর, প্রেমে গড়া যাঁর হৃদয়খানি,
শরণ লইলে ল'ন যিনি সদা পাপী-তাপী-জনে কোলে টানি';—
চরণ-কমলে শরণ দানিয়া করেন যিনি আত্ম-দান্,
'হৃদয়-'মন-পরাণ সঁপি' গাওরে তাঁহার বিজয়-নাম্॥ ৫॥

[কোরাস্]

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।
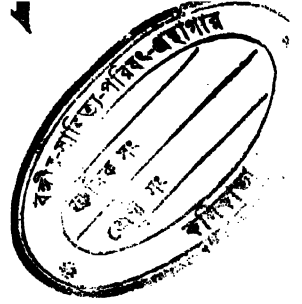
শ্রীশ্রী নিত্যধর্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফূরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধাণ উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

{ ত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ। } ৫ম সংখ্যা

যোগাচার্য্য

শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

আত্মতত্ত্ববোধার্ণব

আত্মজ্ঞান।

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কিছুই অবিদিত থাকে না। প্রকৃত আত্মজ্ঞানিকে কাহারো অনুসারে চলিতে হয় না। ১।

আত্মজ্ঞান প্রভাবে তোমার নরত্বের ধ্বংশ হইলে তুমি কেবল শিবই থাকিবে। আত্মজ্ঞান খড়্গের দ্বারা নরবলি কয়জন দিতে পারে? ২

সকল জীবজন্তুর আকৃতি এক প্রকার না হইলেও সকলের শরীরই অস্থি মাংস এবং শোণিতের সমষ্টি। মনুষ্যের মধ্যে যে আত্মা জগতের অন্যান্য জীবের মধ্যেও সেই আত্মা। ৩।

আত্মজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি কথা শ্রবণ করিলে অথবা আত্মজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি কথা অধ্যয়ন করিলে আত্মজ্ঞান হয় না। ৪।

বাক্যদ্বারা কে বাৎসল্য বোঝাইতে পারে? বাক্যদ্বারা আত্মজ্ঞানও বোঝান যায় না। ৫।

তুমি নিজে কি যখন আত্মজ্ঞানপ্রভাবে জানিতে পারিবে তখনি তোমার মোহের আবরণ অপসারিত হইবে। ৬।

প্রবল বিবেকবৈরাগ্য ব্যতীত আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। ৭।

অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলে নিজের শরীরও দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে যিনি স্বপ্রকাশ জ্ঞানালোকে আসিয়াছেন তাঁহারই আত্মদর্শন হইয়াছে; তিনিই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী হইয়াছেন। ৮।

যেমন অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা যায় তেমনি আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার হইতে পারে। ৯।

আত্মা নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। তাঁহার স্বভাবচরিত্রও নাই। স্বভাবচরিত্রও গুণকর্ম্মের পরিচায়ক। ১০।

কামিনীর প্রতি অনুরাগের কারণ কাম। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কেহ নিষ্কাম হইতে পারে না। ১১।

বেদান্তের মতে আত্মা জাত নহেন। যিনি জাত নহেন তাঁহার জাতিও নাই। ১২।

আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে বলিতেছ। আমি বলি আমিই তুমি। আমার সঙ্গে তোমার কোন ভেদ নাই। ১৩।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবত্বের নির্ব্বাণ হয় না। ১৪।

দণ্ডকমণ্ডলু এবং গৈরিক কৌপীন ব্যবহার করিলে কেহ আত্মজ্ঞানী এবং জীবন্মুক্ত হইতে পারেন না। ১৫।

বেদান্তের মতে আত্মার মৃত্যু নাই। অথচ অনেক গ্রন্থে আত্মহত্যায় মহাপাপ বলা হইয়াছে। ১৬।

চক্ষু কত সামগ্রী দেখিতেছে। কিন্তু দর্পণ ব্যতীত চক্ষু চক্ষুকে দেখিতে সক্ষম নহে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্মদর্শন হয় না। ১৭।

প্রথমতঃ আপনি কে জানিতে হইবে। আপনি কে জানিতে না পারিলে সচ্চিদানন্দকে জানা যায় না। ১৮।

স্থূলদেহ অবলম্বনে আত্মা কখন পুরুষ এবং কখন প্রকৃতি হন্। দেহত্যাগ করিলে আত্মা পুরুষও নন্ প্রকৃতিও নন্। ১৯।

যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার অন্যের প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিবারও প্রয়োজন নাই। ২০।

আমি নিত্য আমার জ্ঞানও নিত্য। আমি আত্মা। কিন্তু জ্ঞান আত্মা নহে। ২১।

আমি আত্মা। আমি ভিন্ন অন্য আত্মা নাই। ২২।

আমি আমার প্রভু; আমিই আমার দাস। আমি আমার সেবা কত প্রকারে করি সেইজন্য আমি আমার দাস। আমি আমাকে নানা কার্য্যে নিয়োজিত করি সেইজন্য আমিই আমার প্রভু। ২৩।

স্বর্ণে খাদ্ মিশান যায়। আত্মার সহিত স্বর্ণের তুলনা হয় না। আত্মা নিত্যশুদ্ধ। স্বর্ণ নিত্যশুদ্ধ নয়। তাহাতে খাদ্ মিশাইলে তাহা অশুদ্ধ হয়। ২৪।

একই বায়ু ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু বহু নহে। কিন্তু পুষ্পোদ্যানের বায়ুতে সুগন্ধ এবং যথায় অধিক বিষ্টা তথাকার বায়ুতে দুর্গন্ধ। একাত্মা হইলেও তাহা গুণকর্ম্ম অনুসারে বহু। ২৫।

বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য ব্যতীত আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। ২৬।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে অধিকক্ষণ লৌহ থাকিলে লৌহও অগ্নি হয়, অগ্নিও লৌহ হয়। লৌহ লৌহই থাকে, অগ্নি অগ্নিই থাকে। ঐ প্রকারে আত্মা চিত্ত ও চিত্ত আত্মা হয়। ঐ প্রকারে আত্মা চিত্ত এবং চিত্ত আত্মা হইলেও আত্মা এবং চিত্তের লোপ হয় না। আত্মা যখন অচিত্ত হন্ তখন তাঁহার চিত্তের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না তখন তিনি কেবল হন। তখন তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। আত্মা কেবল হইলে চিত্তও কেবল অনাত্মা হন। ২৭।

সর্ব্বজ্ঞ হইবার বাসনা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জানিতে পারিবে একব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এক ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান নাই তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ২৮।

বৈরাগ্য নামক শ্মশানে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা জীবত্ব দাহ করিলে কেবলমাত্র সদানন্দ শিবই অবশিষ্ট থাকেন। ২৯।

অভক্ত ভক্ত হইতে পারে। মূর্খ বিদ্বান হইলে সে পণ্ডিত হয়। আত্মা শিব হইলে তাহাতে আর জীবত্ব থাকে না। ৩০।

আত্মা রূপ নহে। আত্মা অরূপ। বিনা জ্ঞান আত্মদর্শন হয় না। ৩১।

যে জ্ঞানে আত্মদর্শন হয় সে জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান। ৩২।

প্রশ্নোত্তরের শেষ তখন হইবে যখন সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। ৩৩।

ব্রহ্মকে বোঝাইবার জন্য যে সমস্ত উপমা দেওয়া হয় সে সমস্তই অবিদ্যাসম্ভূত। ব্রহ্ম অনুপম। অবিদ্যা অথবা অবিদ্যাসম্ভূত কোন বস্তু দ্বারাই ব্রহ্মকে বোঝান যায় না। ব্রহ্মকে বুঝিবার উপায় একমাত্র আত্মজ্ঞান। ৩৪।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে অন্য কোন বিদ্যারই প্রয়োজন থাকে না। ৩৫।

আত্মা চৈতন্য। দেহের মধ্যে আত্মা যতক্ষণ অবস্থান করেন ততক্ষণ জড়দেহও সচৈতন্য থাকে। ৩৬।

আত্মজ্ঞান কি সহজে লাভ হয়! আত্মজ্ঞানের মতন সুদুর্লভ পদার্থ আর কি আছে? ৩৭।

চক্ষু কত পদার্থই দেখিতেছে, কিন্তু তাহা দর্পণ অথবা অন্য কোন স্বচ্ছ, পদার্থের সাহায্য ব্যতীত নিজেকে নিজে দেখে না। আমি কত কি দেখি, কত কি জানি। কিন্তু আত্মজ্ঞান-চক্ষু ব্যতীত নিজেকে নিজে দেখিতেও পাই না, জানিতেও পারি না। ৩৮।

যাঁহাদের আত্মীয় বোধ কর তাঁহারাও তোমার আত্মা। অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাদের সহিত তোমার ভেদ আছে বোধ কর। ৩৯।

আত্মজ্ঞান জীবন্মুক্তির কারণ। জীবন্মুক্তই নির্ম্মতার কারণ। ৪০।

তুমি নাই, তিনি নাই কেবল আমি আছি। আমি এক, আমি বহু নই। মায়াবশতঃ একক বহু বোধ হয়। ৪১।

চন্দ্রের অভাবে রজনী অন্ধকারময়ী হয়। রজনী অন্ধকার নহে। চন্দ্রপ্রকাশে সেই রজনীই জ্যোৎস্নাময়ী হয়। কিন্তু রজনী জ্যোৎস্না নয়। আত্মা জীব নন্। তিনি জীবত্বরূপ অন্ধকারে আবৃত হইলে তাঁহাকেই জীবাত্মা বলা হয়। আত্মা জ্ঞানচন্দ্রের শুভ্রা-

লোকে আবৃত হইলে জীবস্বরূপ অজ্ঞান তিরোহিত হয়। ৪২।

নানা বর্ণের দাহ চুর্ণ আছে। অগ্নিতে যখন যে বর্ণের চুর্ণ প্রদান করিবে অগ্নি তখন সেই বর্ণবিশিষ্ট হইবে। আত্মা ঐ প্রকার নানারূপ জীবজন্তু হইয়াছেন। ৪৩।

আমার মতে দণ্ডী হইবার মূলমন্ত্র আত্মজ্ঞান। প্রকৃত দণ্ডীর আত্মজ্ঞানই কুবৃত্তিদিগকে তাড়না করিবার দণ্ড। ৪৪।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ আত্মার নানা কার্য্য করিবার নানা যন্ত্র, আত্মা স্বয়ং যন্ত্রী। ৪৫।

প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ঞান যাঁহার আছে তাঁহারই শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান অভেদ বোধ হইয়াছে।৪৬

যতদিন না আত্মজ্ঞান হয় ততদিন যত শরীর তত জীবাত্মা বোধ থাকে। ৪৭।

আত্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বশরীরে এক আত্মার স্ফুরণই প্রত্যক্ষ করা যায়। ৪৮।

তুমি আত্মা কি অন্য কিছু তাহা জান না। তুমি কি যখন নিশ্চয় জানিতে পারিবে তখনি তোমার প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইবে। ৪৯।

আমি আর আমার শরীর এক নয়। আমি আর আমার জ্ঞানও এক নয়। উভয়ে বিস্তর প্রভেদ আছে। ৫০।

যখন আত্মা অশরীরী কেবল নিরাকার তখন তিনি পুরুষও নন, তখন তিনি প্রকৃতিও নন্। ৫১।

জাতি অর্থে উৎপত্তিশক্তি। সেই শক্তি প্রভাবে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই জাত। বেদান্তের মতে আত্মা জাত নন্। এইজন্য সে মতে তাঁহার জাতি নাই। ৫২।

এ দেহ ত্যাগ হইলে আমি থাকিব। এরূপ বারে বারে আমি কত দেহ ধারণ করিয়াছি। আমি যতবার দেহ ধারণ করিয়াছি ততবারই আমার দেহের নাশ হইয়াছে। কিন্তু কোন বারই আমার নাশ হয় নাই। কখনো আমার নাশ হইয়া থাকিলে এখন আমি থাকিতাম না। কারণ যাহার নাশ হয় তাহা আর থাকে না। ৫৩।

মুক্তির কারণ আত্মজ্ঞান। ৫৪।

আত্মজ্ঞানী।

যাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়াছে তিনিই প্রকৃত বিদ্বান। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহারাই মূর্খ। ১।

ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁহার অধিকার হইয়াছে তাঁহার সর্ব্ব বিদ্যায় অধিকার হইয়াছে। আপনাতে যিনি ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন তিনি সমস্তই পাইয়াছেন। ২।

দেহ অনিত্য। আত্মজ্ঞানী দেহতত্ত্ব-বোধের জন্য ব্যস্ত নহেন। ৩।

প্রকৃত দণ্ডির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃত দণ্ডী আত্মজ্ঞানী। প্রকৃত দণ্ডী একাধিক আত্মা আছেন স্বীকার করেন না। প্রকৃত দণ্ডির অদ্বৈত জ্ঞান হইয়াছে। আত্মার জাতি নাই প্রকৃত দণ্ডী জানিয়াছেন। ৪।

আত্মজ্ঞানির কিছুতেই অনুরাগ নাই। অনুরাগও মহাবন্ধন। ৫।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানির সম্বন্ধে পুরুষও নাই, প্রকৃতিও নাই। তিনি অপুরুষ, অপ্রকৃতি। ৬।

অনাত্মজ্ঞানী যাহাকে প্রকৃতি বলে তাহা আত্মজ্ঞানির বন্ধনের কারণ হইতে পারে না, তাহা তাঁহার পক্ষে বিঘ্নজনক হইতে পারে না। ৭।

আপনার ন্যায় যিনি সকলকে বোধ করেন তিনি ত প্রকৃত আত্মজ্ঞানী। তাঁহার দ্বারা কাহারো অনিষ্ট হয় না। ৮।

তোমার মস্তক ছেদন করিলে তোমাকে ছেদন করা হয় না। মস্তক জড়দেহের

অন্তর্গত। তুমি অজড় আত্মা। তোমার দেহের সঙ্গে যতদিন সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন সেই দেহে কিঞ্চিৎমাত্র আঘাত লাগিলে তোমার কষ্ট বোধ হইবে। আত্মজ্ঞানীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিলেও তাঁহার কোন কষ্ট বোধ হয় না। ৯।

শুকদেবের মতন নির্ব্বিকার মহাপুরুষ অতি অল্পই আছেন। তাঁহার অদ্ভুত আত্মজ্ঞানের তুলনা নাই। ১০।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

গীতা। ১৩শ অধ্যায়।

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি
ন লিপ্যতে॥ ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

গীতা॥ ১৩শ অধ্যায়।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি
পরাং গতিম্॥ ২৮

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। ২৯

যথা ভূত পৃথগভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ৩০

দত্তাত্রেয়-বিরচিত-জীন্মুক্তি-গীতা।

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৩

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।
আত্ম জ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪

সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে।
একমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫

তত্ত্বং ক্ষেত্রব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা জীবন্মুক্তঃ স
উচ্যতে॥ ৬

কর্ম্মেন্দ্রিয়পরিত্যাগী ধ্যানবর্জ্জিতচেতসঃ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৭

শারীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জ্জিতম্।
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৮

কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৯

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১০

অনাদিবর্ত্তিভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১১

আত্মা গুরুস্তং বিশ্বঞ্চ চিদাকাশো ন লিপ্যতে।
গতাগতং দ্বয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১২

গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মনঃ উচ্যতে।
সোঽহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে॥ ১৩

ঊর্দ্ধধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৪

অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনোধ্যানলয়ং গতম্।
বন্ধমোক্ষ-দ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৫

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৬

হৃদি ধ্যানেন পশ্যতি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোঽহং হংসেতি পশ্যতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৭

শিবশক্তী মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
চিদাকাশং হৃদং সোঽহং জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে॥ ১৮

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা।
সোঽহং মনো বিলীয়েতে জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে ॥ ১৯

সোঽহং স্থিতং জ্ঞানমিদং সূত্রমণিত উত্তরং।
সোঽহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে ॥ ২০

মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণম্।
বিকল্পো নৈব সংকল্পো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২১
মন এব বিদুঃ প্রাজ্ঞা সিদ্ধাসিদ্ধান্ত এব চ।
যদা দৃঢ়ং তদা মোক্ষো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২২
যোগাভ্যাসি মনঃ শ্রেষ্ঠশ্চান্তস্ত্যাগী বহির্জড়ঃ।
অন্তস্ত্যাগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৩

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতা জীবন্মুক্তিগীতা সমাপ্তা।

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ঈশ্বর উবাচ।

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৯০
সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু তৎফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৯১

যতিপঞ্চকম্।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ॥ ১

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনো বিলাসম্।
সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ॥ ২

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ॥ ৩

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী
কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন
তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪

কাশীক্ষেত্রং শরীরং
ত্রিভুবনজননীব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তি শ্রদ্ধাগয়েয়ং
নিজগুরুচরণধ্যানযুক্তপ্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ং
সকলজনমনঃসাক্ষিভূতান্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি
পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃতং যতিপঞ্চকং সমাপ্তং।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো
বিদুঃ ॥ মু, উ, ২।২।৯। শ্রুতি।

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
২।১।১ শ্রুতি।

যদার্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতা
লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদবাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি ॥২

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্য
বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥
মু, উ, ২।২।৫। শ্রুতি।

তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভুবুঃ ॥
শ্বেতাশ্বতারঃ ৫।৬ শ্রুতি।

হস্তামলকম্ ।

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্ণ চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং
মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি ।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪

মুখাভাসকোদর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি জাতু ।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্ ।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬

মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
মনশ্চক্ষুদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু ।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশো রবির্ণ
ক্রমেণ প্রকাশী করোতি প্রকাশ্যম্ ।
অনেকাধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯

বিবস্বৎ প্রভাতং যথারূপমক্ষং
প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্ ।
তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০

যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চাসু
স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১

ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতি মূঢ়ঃ ।
তথাবদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি ।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধস্বচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩

অপরোক্ষানুভূতি হইতে

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ ।
সাধনঞ্চ ভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু ।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥ ৪

নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতগম্ ।
এবং যো নিশ্চয়ঃসম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ ॥ ৫

সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬

বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা ।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা ॥ ৭

নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা ।
চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সংলক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮

সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং স্যান্মে কদা বিধে ।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা ॥ ৯

উক্তসাধনযুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি ।
কর্ত্তব্যো জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১০

হস্তামলকং নামক গ্রন্থ হইতে

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মনীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥ ১৪

অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থ হইতে

স্বর্গস্থিতি প্রলয়হেতু মচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥ ১

হস্তামলকং নামক গ্রন্থ হই ত

কস্তং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতেঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি॥ ১

অবধূত গীতা হইতে

আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াং বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে॥ ৪
ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।
মহদ্ভয়পরিত্রাণাদ্বিপ্রাণামুপজায়তে। ১
যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মন্যেবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিবমব্যয়ম্॥ ২

গীতা।

অষ্টাদশোঽধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষিকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং
কচিৎ ১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে
সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম-সংগ্রহঃ॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক
উচ্যতে॥ ২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধোহিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ
সাত্ত্বিকী॥ ৩০
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে * * *

বিবেক চূড়ামণি হইতে।

"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন॥ ৩৯২"
"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং শিব, স্বয়ং বিষ্ণু স্বয়ং জীব,
স্বয়ং ইন্দ্র স্বয়ং বিশ্ব হয়।
এ প্রকার ক্রমান্বয়, সকলি স্বয়ং হয়,
কিন্তু এক আত্মা ভিন্ন নয়॥ ৩৯২"
৩৯৮ শ্লোক হইতে—
"ব্রহ্মৈব জীব স্বয়ম্"
"জীব হন স্বয়ং ব্রহ্মরূপ।"
"বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্॥ ৪৮৫"
শিষ্য গুরুর প্রতি—
"নিরীশ্বরোঽহম্॥ ৫০১"

উপনিষদ্ হইতে—

একমেবাদ্বিতীয়ম্।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ—পঞ্চমোবেদ উচ্যতে।

ভাগবত ৪র্থ অধ্যায়।

"পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ইতি॥"
ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎ-
পাদ্যৈব।
অগ্নিহোত্রত্রয়োবেদাস্ত্রীদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারকম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং * * *
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।

নির্ব্বাণষট্কম্।

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদিনাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ

চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহং ॥ ১
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তে পঞ্চ বায়ু
র্ন বা সপ্ত ধাতু র্ন বা পঞ্চ কোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদৌ ন চোপস্থপায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥২
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৩
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবম্।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৪
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৬
ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণষট্কং
সম্পূর্ণম্। ক্রমশঃ

ব্রহ্ম।

(ক)

শ্রুতিবেদান্তমতে নিরাকার নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। নানা শাস্ত্রানুসারে সাকারই সগুণ সক্রিয়। ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে, ব্রহ্ম আকার নহেন ইহাই বুঝিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে ব্রহ্ম সাকার নহেন তাহা বুঝিতে হয় না। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে ব্রহ্ম গুণ নহেন বুঝিতে হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি সগুণ নহেন তাহা বুঝিতে হয় না।

(খ)

এক ব্যক্তি আছে এবং নাই কখনই বলা যাইতে পারে না। আছে যাহা, তাহা পরে থাকিবে নাও বলিতে পার না। আছে যাহা বেদশাস্ত্রাদিমতে তাহাত সত্য। সত্য যাহা, তাহা আবার পরে অসত্য কি প্রকারে হইবে? সত্য যাহা তাহা কখনই অসত্য হইবে না। ১

শ্রুতিবেদান্তাদিমতে আত্মা সত্য। সেইজন্য তিনি অসত্য বলিয়া কখন পরিগণিত হইবেন না। নাই যাহা তাহা ত অসত্য। তাহা পরেই বা কি প্রকারে থাকিবে? ২

অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতেই ব্রহ্ম সৎ। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশোঽধ্যায়মতে পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ঐ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

"অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ৩"

প্রকৃতি।

একই প্রকৃতির জড় ও অজড় বিকাশ। সেই জন্যই প্রকৃতিকে জড়া এবং অজড়া উভয়ই বলা যায়। ১।

জড়া প্রকৃতির অন্তর্গত পঞ্চভূত। পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূতই জড়া প্রকৃতির অংশ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অজড়া প্রকৃতি হইতে বিকাশিত। সেই জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটাই অজড়া প্রকৃতির অংশ। ২।

প্রেম।

মমতা ব্যতীত দয়া হইতে পারে। কিন্তু মমতা ব্যতীত স্নেহ হইতে পারে না। ১

স্নেহে বাৎসল্যভাব আছে। স্নেহও এক প্রকার প্রেমের বিকাশ। ২

বিরহ না থাকিলে প্রেম বৃদ্ধি হইত না। যেরূপ অশান্তি শান্তি-বৃদ্ধির কারণ তদ্রূপ বিরহও প্রেমবৃদ্ধির কারণ। ৩

কলিকালে সময়ে সময়ে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেও উত্তম। যেরূপ বর্ষাকালে সময়ে সময়ে সূর্য্যোদয় হয় সেও উত্তম। ৪

প্রাণায়াম।

প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে লঘু পদার্থ সকলই চঞ্চল হইতে থাকে। প্রবলবেগে প্রাণবায়ু বহিতে থাকিলে লঘু মন এবং লঘু মনোবৃত্তি সকলও চঞ্চল হইতে থাকে। সেই জন্য যোগশাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে প্রাণায়ামরূপ কৌশল দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রাণের প্রাবল্য কমাইতে হয়। প্রাণের প্রাবল্য কমিলে প্রাণ মৃদুভাবে বহিতে থাকে। মৃদুপ্রাণকে নিরোধ করিতে পারিলে আর প্রাণের চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ থাকে না তখন প্রাণে অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি অনুভূত হইতে থাকে।

যোগ।

(ক)

প্রথমতঃ কোন প্রকার যোগাসন অবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরকে একেবারে চাঞ্চল্যরহিত করিতে হইবে। তৎপরে মনে কেবল এক পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় ভাবই রাখিতে হইবে। আর একাগ্রতার সহিত বারম্বার প্রাণনিরোধ দ্বারা পরমেশ্বর-বিষয়ক এক ভাবের বহু সংগীত শ্রবণ করিতে হইবে। ঐ প্রকার শ্রবণ দ্বারা যে ভাবের সংগীত শ্রবণ করা হয় মনে সেই ভাবের বিকাশ হয়। অধিক একাগ্রতার দ্বারা সেই ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে এবং স্থায়ীভাবপ্রভাবে সময়ে সময়ে ভগবদ্দর্শনও হইতে পারে। সেই ভগবদ্দর্শন জনিত যে আনন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা অনুপম। সেই অনুপম ভাবজনিত আনন্দকেই ভাবানন্দ বলা যাইতে পারে। ভাবানন্দ দ্বারাই সম্ভোগানন্দ হইয়া থাকে। যেহেতু দিব্যভাব দ্বারাই দিব্য ভগবানকে সম্ভোগ করা হয়। সেইজন্য বলি ভাব দ্বারাই সম্ভোগানন্দ হইয়া থাকে।

(খ)

নানাশাস্ত্রে মনোস্থির হইবার বিবিধ কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদিগের বিবেচনায় উত্তম, আগ্রহ, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতাই মনোস্থিরের কয়েকটী বিশেষ কারণ। ১

একাগ্রতাদি লাভ করিতে হইলে ধৈর্য্যাবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ২

যে সাধকের ধৈর্য্য নাই তাঁহার একাগ্রতা লাভ হয় না।। ৩

যতদিন পর্য্যন্ত না সাধক অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার একাগ্রতাদি-অবলম্বনে সাধনা করিবার প্রয়োজন হয়। ৪

যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সাধনার প্রয়োজন নাই। যাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে তাঁহাকে আহার করিতে হয় না। যিনি সাধন-জনিত ফললাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর সাধনা করিতে হয় না। জল দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে যেমন জলপানের প্রয়োজন হয় না তদ্রূপ সাধনবলে ভগবদ্দর্শন হইলে আর তজ্জন্য সাধন করিবার প্রয়োজন হয় না। ৫

বিবিধ।

ফুল ফল হইতে দেখিয়াছ। কিন্তু ফল ফুল হইতে দেখ নাই। সাধককে সিদ্ধ হইতে দেখিতে পার। কিন্তু সিদ্ধকে সাধক হইতে দেখিতে পার না। ১

তুমি চন্দ্রকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকে চন্দ্র করিতে পার না। তুমি ভক্তিকে জ্ঞান এবং জ্ঞানকে ভক্তি করিতে পার না। ২

একটী সন্তান হইলে তাহার জীবদ্দশায় কতবার কত উৎকট পীড়া হয়। একজনের চিন্তায় পিতামাতাকে কত চিন্তিত করে। তাহাদের অনেকগুলি সন্তান হইলে, আরো অধিক চিন্তিত হইতে হয়। চিন্তায় বড় মনোকষ্ট হয়। সন্তানের উৎকট পীড়ায় ও তাহার বিপদে তাহার মাতা পিতার তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ চিন্তা হয়। সন্তানের স্নেহ নিজ ইচ্ছায় ও চেষ্টায় নিবারণ করা যায় না। সন্তানের উপর হইতে স্নেহ না যাইলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। মায়া থাকিতে স্নেহ হইতে অব্যাহতি পাওয়া অতি কঠিন। স্নেহের সহিত মায়ার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। স্নেহময় পুরুষ মায়াবিহীন হইলে তাঁহার স্নেহের তিরোধান হয়। স্নেহের তিরোধান হইলে তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। নিশ্চিন্ত হইলে অসুখ থাকে না। ৩

তোমার মতে অসত্য নাই। কিন্তু অসত্য এই নাম রহিয়াছে তাহা ত তুমি বুঝিতেছ? প্রত্যেক বুদ্ধিমান অসত্য যে আছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। কোন প্রকৃত বিবরণ গোপন করিয়া অন্য প্রকার কোন বিবরণ বলিলে তাহা কি সত্য? তাহা কখনই সত্য নহে। কোন বালকও তাহা সত্য বলিয়া গণ্য করে না। বুদ্ধিমানদিগের বিবেচনায় সত্য এবং অসত্য উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্যের অস্তিত্বই অসত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। যেমন দুঃখই সুখের অস্তিত্ব প্রমাণ করে তদ্রূপ অসত্যের অভাব যাহা তাহাই সত্য। ঐ প্রকারে সত্যের অভাব যাহা তাহাই অসত্য। যেরূপ জগতে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে তদ্রূপ জগতে সত্যাসত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ৪

জীবন বিহীন যে জীব সে প্রকৃত শব। জীবনবিহীন জীবই প্রকৃত নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। ৫ক

জীবত্ব প্রাকৃত। শিবত্ব অপ্রাকৃত। ৫খ

দন্ত দ্বারা কত উপকার হয়। দন্ত পড়িবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দন্ত পড়িবার সময় পর্য্যন্ত কত কষ্টই বোধ হয়। পুত্র বর্ত্তমানে তাহার পিতামাতার কতই শোক বোধ হয়। পুত্র মরিবার সময় তাহাদিগের কতই শোক হয়। দন্ত পতিত হইলে আর কষ্ট থাকে না। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর পরেও কতদিন পর্য্যন্ত তাহার পিতামাতাকে তাহার মৃত্যুজনিত শোক ভোগ করিতে হয়। ৬

দয়াই ক্ষমার প্রসূতি। দয়াবশতঃ ক্ষমা স্ফুরিত হইয়া থাকে। ৭

নিরাকার সাকার হইলে তাঁহার আকারের সহিত সম্বন্ধ হয়। ৮

কোন মহাত্মার মতে প্রেম নিরাকার, প্রেমাস্পদ নিরাকার। তাঁহার মতে জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞাতা নিরাকার, জ্ঞেয় নিরাকার। ৯

নানা প্রকার আর্য্য বিধিকেই নানা আর্য্যস্মৃতি বলা যাইতে পারে। ১০ ক

প্রত্যেক স্মৃতিতেই অনেকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক বিধি আছে। ১০ খ

যে বিষয়টী সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সেইটীই বিশেষ গ্রাহ্য। ১০ গ

আধুনিক কোন বিধির সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সংস্রব নাই। কিন্তু প্রত্যেক আর্য্যবিধির সহিত আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ

সংশ্রব আছে। সেইজন্য যতদিন আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই প্রত্যেক আর্য্যবিধিও কোন না কোন স্থলে প্রচলিত থাকিবে। ১০ ঘ

প্রভু স্বাধীন। তিনি দাসদাসীর বশীভূত নহেন। ১১ ক

যে ব্যক্তি প্রশংসার বশবর্ত্তী হয় সে ব্যক্তি প্রশংসার দাস। ১১ খ

প্রশংসা যাহার বশে আছে সেই প্রশংসার প্রভু। ১১ গ

পরমপূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর পদে দাসীর ন্যায় প্রশংসা আশ্রিতা হইয়াছিল। কিন্তু পরম বিবেকী পরমবৈরাগী গোস্বামীপ্রভু পদ দ্বারা সেই প্রশংসাকে ঠেলিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রশংসার উপর যথার্থই প্রভুত্ব ছিল। প্রশংসা লাভ হইলে যিনি স্ফীত হন, প্রশংসা লাভ হইলে যাঁহার আনন্দের বোধ হয় তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসার দাস। তাঁহার উপর নিশ্চয় প্রশংসার প্রভুত্ব আছে। সেইজন্য তিনি প্রশংসার দাস। ১১ ঘ

প্রকৃত শুদ্ধভক্ত প্রশংসাকে অতি তুচ্ছ সামগ্রীর ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিবেচনায় শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রীই অত্যুৎকৃষ্ট নহে। ১১ ঙ

বিষ্ণুপুরাণমতে বিষ্ণুই মহাপুরুষ। অনেক শাস্ত্রে তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। ১২ ক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যাঁহাকে আত্মা বলা হইয়াছে কোন কোন আর্য্য শাস্ত্রানুসারে তিনিই পরমাত্মা। উক্ত গীতায় পরমাত্মা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত গীতায় জীবাত্মা শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই। ১২ খ

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে যেরূপ মহাপুরুষ বলা হইয়াছে তদ্রূপ কোন শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে পুরুষ বলা হইয়াছে। ১২ গ

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ পরমেশ্বরকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে তদ্রূপ অন্যান্য কয়েকখানি শাস্ত্র মতেও বিষ্ণু মহাপুরুষ, বিষ্ণু পরমপুরুষ। কোন শাস্ত্রে সেই পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ উৎকলখণ্ডে সন্নিবেশিত আছে। পুরুষোত্তম-যোগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১২ ঘ

তোমার মতে ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞাতা ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইতে পারেন স্বীকার করিলে তাঁহার বিকার আছেও স্বীকার করিতে হয়। কারণ যাঁহার রূপান্তর হয় বেদান্তাদি মতে তাঁহারি ত বিকার আছে? ব্রহ্মের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিলে তাঁহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই আছে স্বীকার করিতে হয়। অপরিবর্ত্তনীয় যিনি শ্রুতিমতে বেদান্তমতে তাঁহাকেই নির্ব্বিকার বলা হয়। ১৩

ঈশ্বর স্বীকার করিলে পাপপুণ্যও স্বীকার করিতে হয়। ১৪ ক

শুকদেবস্বামী বলেন যিনি নিরীশ্বরবাদী তাঁহার পাপপুণ্য স্বীকারেরই বা আবশ্যক কি? যে নাস্তিক পাপ স্বীকার করেন না তাঁহার জীবে দয়াও নাই। পাপ স্বীকারবশতঃই অনেক নাস্তিক জীবে দয়া করিয়া থাকেন। ১৪খ

তুমি নাস্তিক হইলেও তোমাকে যতক্ষণ অন্যের স্নেহের ও দয়ার পাত্র হইতে হইবে ততক্ষণ তোমারও জীবে দয়া ও স্নেহ করা উচিত। যখন তোমাকে অপরের দয়া ও স্নেহের প্রত্যাশী হইতে হইবে না তখন তুমিও নিজইচ্ছানুসারে জীবে দয়া ও স্নেহ করিও না। ১৪ গ

নানা প্রকার বিজ্ঞান আছে। সে সকল বিজ্ঞানের মধ্যে অনেকগুলি অদ্যাপি পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজ্ঞান সকলের যে অঙ্গগুলি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে

বিজ্ঞানপারদর্শী বৈজ্ঞানিকগণও কিছুই জানেন না। সে জন্য বিজ্ঞান সকলের অনাবিষ্কৃত অঙ্গগুলির অস্তিত্ব কি অস্বীকার করিতে হইবে? ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অদ্যাপিও কত জ্ঞানীর পর্য্যন্ত অগোচর রহিয়াছে। সেজন্য কি সেই সকল অস্বীকার করিতে হইবে? ১৫

যাহার দুই পদ তাহাকে দ্বিপদ বলা যায়। যাহার চতুষ্পদ তাহাকে চতুষ্পদ বলা যায়। বিষ্ণু যাঁহার পদ তাঁহাকেও বিষ্ণুপদ বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ শিবাষ্টক নামক স্তবে বিষ্ণু শিবের একটী পদ বলা হইয়াছে।—

"বিধিবিষ্ণুশিবস্তব পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥"

বিষ্ণুপদবিশিষ্ট যে শিব, তাঁহার গঙ্গা নাম্নী শক্তিকে স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে বিষ্ণুপদী বলা হইয়াছে। ১৬ ক

বিষ্ণু পদবী যাঁহার তিনিও বিষ্ণুপদী। গঙ্গার বিষ্ণুর সহিত সমান পদ বা পদবী। সেইজন্য কাশীখণ্ডের অষ্টবিংশতিতমোঽধ্যায়ে গঙ্গাকে বিষ্ণুপদী বলা হইয়াছে। গঙ্গা এবং বিষ্ণুতে কোন ভেদ নাই। উভয়ে সমতুল্য। ১৬ খ।

বেদান্তমতে ব্রহ্মকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী। ১৭ ক।

জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানকে জানা যায়। ভাব ও মহাভাব দ্বারা তাঁহাকে সম্ভোগ করা যায়। ১৭ খ

কোন ব্যক্তি যদি জন্ম হইতে বধির হওয়া প্রযুক্ত কিছু শুনিতে না পায় তাহা হইলে কি সে বলিবে শুনিবার কিছুই নাই? ঈশ্বর কত কথা কহিতেছেন বধির যাঁহারা তাঁহারা সে সকল দিব্য কথা শুনিতে পান না। সে জন্য কি বলিতে হইবে ঈশ্বর কথা কন না? ১৮ ক

জন্ম হইতে বধির ব্যক্তি কোন শব্দ আছে এবং তাহা শুনিতে পাওয়া যায় যেমন তাহার ধারণা নাই তদ্রূপ জন্ম হইতে যাঁহাদের দিব্যচক্ষু অন্ধ তাঁহাদিগের সম্মুখে স্বয়ং ভগবান থাকিলেও তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান না। ১৮ খ

কোন সন্দিগ্ধচিত্ত যুবকপণ্ডিত বলিয়াছিলেন পিতামাতার কাছে সন্তান সর্ব্বদা থাকিলে পিতামাতাকে সেই সন্তান সর্ব্বদা প্রণাম করেন না। তাঁহার মতে সন্তান বহুকাল পরে পিতামাতাকে দেখিলে প্রণাম করে। উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি বলিয়াছিলেন সর্ব্বদা যে ব্যক্তি নিজ গুরুর আলয়ে থাকেন তাঁহার সর্ব্বদাই গুরুকে প্রণাম করিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক সৎ-শিষ্যই নিয়ত নিজগুরুর আলয়ে বাস করিবার সময় গুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত রহেন। সেইজন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদাই প্রণামের ভাব জাগরিত থাকে। তিনি সর্ব্বদা নিজ গুরুকে বাহ্যপ্রণাম না করিলেও অন্তরে তাঁহার প্রণামের ভাব জাগরিত থাকায় তাঁহার সর্ব্বদাই গুরুকে মানসিক প্রণাম করা হয়। গুরুভক্তি-বশতঃ গুরুকে প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হয়। যাঁহার গুরুভক্তি আছে তিনি নিয়তই আপনার গুরুকে মানসে প্রণাম করিতেছেন। ১৯

প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারে। ঐ পুরাণমতে দুর্গা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। কৃষ্ণ সেই সর্ব্বশক্তিমান। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় প্রকৃতিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে,—

"সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।" ২০ক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তাঁহাকেই বিপদভঞ্জন বলা যায়। যেহেতু তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানতা জন্য তিনি বিপন্নকে বিপদ হইতেও উদ্ধার করিতে পারেন। জীব তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ

করিলে জীবের ভিতরের এবং বাহিরের শত্রুরা প্রবল হইতে পারে না। ২০ খ

একব্যক্তির মূর্ত্তির ন্যায় তাহার প্রতিমূর্ত্তী বটে। কিন্তু মূর্ত্তীর জীবন আছে, প্রতিমূর্ত্তীর জীবন নাই। প্রকৃত ভাবের সহিত অনুকরণ করা ভাবের ঐ প্রকার প্রভেদ। ২১

তোমার প্রেমাস্পদের স্বরূপ চিন্তা কি প্রকার করিবে? তুমি ত তোমার প্রেমাস্পদের স্বরূপ দর্শন কর নাই। তোমার প্রেমাস্পদ ত রূপ, গুণ, কর্ম্ম অথবা মহিমা নহেন। তুমি স্বীয় প্রেমাস্পদকে চিন্তা না করিয়া তাঁহার রূপ, গুণ, কর্ম্ম অথবা মহিমা চিন্তা করিয়া থাক। তুমি সেই চিন্তাকেই নিজ প্রেমাস্পদের চিন্তা মনে কর। তোমার প্রেমাস্পদ ত কোন প্রকার জড় বস্তু নহেন, তোমার প্রেমাস্পদ ত প্রাকৃত নহেন। তোমার প্রেমাস্পদ যে আত্মা। আত্মা যে অচিন্তনীয়। ২২ ক

যাহা বোধ বা অনুভব করা যায়, তাহা চিন্তাও করা যায়। যাহা বোধ বা অনুভব করা যায় না, তাহা চিন্তাও করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যাঁহার গুণকর্ম্মমহিমা নাই তাঁহাকে বোধ বা অনুভবও করা যায় না। ২২ খ

রাজা কিম্বা অন্য কোন ক্ষমতাপন্নলোক অসচ্চরিত্র ও নির্দ্দয় হইলে, তাহাদের অধীনস্থ অনেক লোকেরই অপকার হয়। ২৩ ক

প্রাচীন আর্য্য নৃপতিগণ ঋষিদিগের তপঃবিঘ্ন সকল সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মচারীগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেন। বর্ত্তমানে কালের অধিকাংশ রাজাই যাহাতে ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন হয় বরঞ্চ তাঁহারা তাহারি চেষ্টা করেন। কাশীর কোন বিচারপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে পর্য্যন্ত কারালয়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীরাজ নিজের অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে কারামুক্ত হইয়াছিলেন। ২৩ খ

উৎস ক্ষুদ্রাকার। কিন্তু তাহার জল কোন কোন স্থানে নদী হইয়া বৃহৎ হইয়া থাকে। যিনি কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক তিনি যেন উৎসস্বরূপ। পরে তাঁহার সম্প্রদায় কিছুদিনের পরে যেন বৃহৎ নদী হয়। ২৪

একজন ধনী হিন্দুস্থানী ইংরাজি গোড়-তোলা জুতা পরিয়া কাশীধামের কোন প্রকাশ্য পথে হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তদ্দর্শনে কোন শুদ্ধ হরিভক্তের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়াছিল। ভক্তিভাবে জুতা পরিয়া হরিনাম জপ করা উচিত নহে ইহাই অনেক বিধিমার্গানুসারী ভক্তগণের ধারণা। ২৫

ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব লইয়াছ আবার উহার প্রাণপর্য্যন্ত নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছ? অর্থ অনেক সদোপায়েও উপার্জ্জন করা যায়। উহার যে সকল বস্তু অপহৃত হইয়াছে, উহার জীবন থাকিলে সে সকল বস্তু অপেক্ষা আরো কত বস্তু উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তুমি উহার যে সকল বস্তু অপহরণ করিয়াছ সে সকল বস্তু উহাকে ফিরাইয়া দিলেও আবার বুদ্ধিবলে কত বস্তু পাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি উহাকে হত্যা করিলে আর উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে না। উহার সকল বস্তুরই মূল্য আছে। উহার জীবনই কেবল অমূল্য। উহার সেই অমূল্য জীবন নষ্ট হইবার সময় উহার কতই যন্ত্রণা হইবে, উহার কতই ভয় হইবে ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণ করিয়া কতই রোদন করিবে। আর পরমেশ্বরের কোন সৃষ্ট নষ্ট করিলে তিনিও তোমার প্রতি মহা বিরক্ত হই-বেন, তদ্দ্বারা তোমার মহা অপরাধ হইবে, তদ্দ্বারা তুমি মহা পাপ গ্রস্ত হইবে।

তুমি কি জাননা পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান? তাঁহার সৃজিত জীব নষ্ট করিলে তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে তোমাকে কি শাস্তি না

দিতে পারেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে ইহকালে ভয়ানক দণ্ড দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে তুমি যে হস্তের সাহায্যে তুমি যে শারীরিক বলের সাহায্যে উহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছ সেই হস্ত সেই বল স্তম্ভিত হইতে পারে, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে একেবারে অচল পঙ্গু করিতে পারেন। তোমার প্রতি তাঁহার কোপ হইলে তোমার এখনি বাকরোধ হইতে পারে। তোমার প্রতি তাঁহার কোপ হইলে তোমার আর রক্ষা নাই। তাই তোমাকে সতর্ক করা যাইতেছে যে তাঁহার সৃজিত কোন জীবকে নষ্ট করিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিও না, তাহার আত্মীয় স্বজনের মনোকষ্টের কারণ হইও না। তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিও না। তাঁহার বিরুদ্ধে চলিলে তোমার মহা দণ্ড হইবে। ২৬

নবজীবন প্রাপ্তি।

কৃষ্ণপ্রেম জ্বিপাথারে ডুবেছে যে জন,
তার অন্বেষণ বৃথা কর অনুক্ষণ।
খুজিলে কি তারে পাবে? বৃথা খুজিলে কি হবে?
খুজিলে কি কোজ যাবে পাবে দরশন?
আছে কি সে বেঁচে তার হয়েছে মরণ,
এ জীবন ত্যজে সে যে পেয়েছে জীবন,
সে জীবন তার নূতন জীবন।

কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

(১)

প্রকাশ করিতে নারে সে মনোবেদনা,
তাহার যে মনোদুঃখ তুমি ত জাননা।
জানিলে সে মনোদুঃখ, দিতে যে তাহার সুখ
হতো না অন্তরে তার সতত যাতনা!
বুঝিতে মরম-কথা হতো যে ধারণা।

(২)

প্রথম মিলনকালে তোমার চরিত,
জানিলে কি প্রাণ সই তোমারে সঁপিত?
জেনেছে তব চরিত, হবে না আর বিমোহিত,
হবে না আর প্রতারিত মধুর বচনে,
ভুলিবে না হেরে তব সুচারু বয়ানে,
সহিবে না লাঞ্ছনা গঞ্জনা সে এত,
হবে না আর কখন তোমাতে সে রত।

(১)

জলধির জল যেমন শ্যামল,
শ্যাম আমার দেহে তেমন শ্যামল।
অমল শ্যামল, করে ঢল ঢল,
দেখিতে উজল বরণ কাল,
ইচ্ছা হয় হেরি সে রূপ কেবল।

(২)

শ্যাম দরশনে আসি বিজন বিপিনে,
অথবা বিপিনে কেন হবে মম আগমন?
বিপিনে অতুল সুখ শ্যামদরশনে,
দরশন হতে সুখ হয় পরশনে।

ব্রজের সে ভাব সব জাগিছে হৃদয়ে,
জাগিছে রাধার প্রেম, জগতে যা অনুপম,
জাগে হৃদয় মাঝে গোষ্ঠগোচারণ,
রাখালের সখ্যভাবে মগ্ন হয় মন।
মনে হয় বাল্যকাল যশোমতী মায়ে,
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকা রহিতাম শুয়ে।

(১)

হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র অন্তর্দ্ধান!
কে বলিবে রাধে রাধে, ফেলিবে প্রেমের ফাঁদে,
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে কাঁদিবে কে অনুক্ষণ?
পতিত জীবের কেবা করিবে কল্যাণ?

(২)

গৌরাঙ্গ সুন্দর অতি মনোহর,
ত্রিভুবনে নাহি তাঁহার তুলনা।

(৩)

কাম ক্রোধ লোভ মোহ কিসে যাবে ?
মাৎসর্য্যবিহীন কবে হৃদি হবে ?
অজ্ঞান অন্ধকার হবে তিরোহিত,
দিব্যজ্ঞান ভানু হবে প্রকাশিত।
জীবনদর্পণে সতত ভাতিবে সে ভানুর কর ;
মানস আকাশে ভক্তি-শশধর উদিবে কবে ?

(২)

অন্তর বাহিরে কবে গোরাচাঁদ রবে,
গৌরবিনোদিনী হ'য়ে গৌরাঙ্গে ভজিবে ?
গোরাগুণ বিনা আর কিছু না শুনিবে,
গোরাগুণে বিমোহিত, কবে হবে পুলকিত,
গোরাপ্রেমে অবিরত আনন্দে ভাসিবে,
সে মোহনরূপ বিনা কিছু না হেরিবে।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণের নিকট

সানুনয় আবেদন।

ঠাকুরের সেবকবৃন্দের প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের ইচ্ছায় শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া তৃতীয় বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ঠাকুরের রচিত অমূল্য উপদেশরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ; শ্রীপত্রিকা সেই অমিয়সম্ভার মস্তকে লইয়া ভক্তমধুকরগণের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতেছেন। শ্রীপত্রিকাকে উপলক্ষ করিয়া সেবকগণ ঠাকুরের নরলীলা স্মরণ, মনন প্রভৃতিদ্বারা পরমানন্দ সম্ভোগ করিবার অবসর ও সুযোগ পাইতেছেন। শ্রীপত্রিকা "জয় জয় শ্রীনিত্য-গোপাল" "জয় জয় শ্রীজ্ঞানানন্দ নামের" জয় পতাকা পতপত রবে উড্ডীন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ের সংকল্পে অদম্য উৎসাহে কতশত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সহাস্য বদনে ত্রিতাপদগ্ধ-কুলের প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার বাসনা লইয়া ধাবিত হইয়াছে। ভক্তগণ শ্রীপত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব লেখনী গ্রহণ অমৃতময়ের অমৃত-লীলা বর্ণন করত আপনা-দিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এমন সুযোগে, এমন সুখের দিনে ছলনাময়ী, মায়াময়ী, একি এক নূতন খেলার সূচনা করিয়াছেন ! শ্রীপত্রিকা-প্রচারে বাধার সম্ভাবনা উপস্থিত ! অর্থাভাবে শ্রীপত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন উপস্থিত ! ছলনাময়ী, ছলনা ছাড়, মা ; পরীক্ষা হইতে নিত্য-সন্তানগণকে রক্ষা কর মা। সংসারে স্ত্রীপুত্র পরিবার-সেবায় প্রাণপণে অর্থব্যয় করিতে পারি আর শ্রীনিত্যগোপালের সেবক হইয়া তাঁহার সুমধুর উপদেশ পূর্ণ শ্রীপত্রিকার জন্য বৎসরে দুইটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রীনিত্যনাম শ্রীনিত্যলীলা প্রচারে সহায়তা করিতে বিমুখ !

শ্রীদেবের সমগ্র ভক্তমণ্ডলী যিনি নিতান্ত নিঃস্ব তিনি ব্যতীত শ্রীপত্রিকার গ্রাহক না হইলে শ্রীপত্রিকা প্রচারে মহাবিঘ্ন উপস্থিত। কোন কোন ভক্ত নাকি শ্রীপত্রিকার ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন ! কেহ কেহ এক বৎসর দুই বৎসর শ্রীপত্রিকা লইয়া পরিশেষে অর্থ সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। ঠাকুর ! তুমি একদিন বলিয়াছিলে "জাতায় পিষিব, কুলো

দিয়ে ঝাড়িব। দয়াময়, করুণাময়, এই কি তোমার সেই খেলার আভাস ?

ভাই "নিত্যদাস"। তোমরা যে নিত্যদাস ; মায়ারাণী সেই তোমাদের জননী রাজরাজেশ্বরীর পরিচারিকা মাত্র ! ভাই সব, দৃষ্টান্ত দেখাও ; আমার মত ক্ষুদ্র বিশ্বাসী অভাজনকে শিক্ষা দাও ; শ্রীপত্রিকাকে সাহায্য কর ; শ্রীনিত্য-নামের আনন্দ-লহরীতে জগৎ পূর্ণকর ! আমি দেখিয়া নয়ন সার্থক করি।

ঠাকুরের কয়েকটি চিহ্নিত দাস সঙ্কল্প করিতেছেন যে শ্রীপত্রিকাকে সাহায্য করিতে তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। অর্থাভাবে শ্রীপত্রিকা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ আয় হইতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। যে সকল ভক্ত এই সৎ সঙ্কল্পের পক্ষপাতী তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদকের নিকট তাঁহাদের নাম ও সাহায্য-পরিমাণ সত্বর জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্পাদক প্রস্তাব করেন যাঁহারা এইভাবে অর্থ সাহায্য করিবেন, শ্রীপত্রিকার সচ্ছন্দ অবস্থা হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হইবে। সম্পাদকের বিশ্বাস যে অচিরেই শ্রীপত্রিকা এই বাধা অতিক্রম করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইবেন।

জনৈক নিত্যদাস

বাসনা-কামনা-ত্যাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আবার বাসনা হইতে আকাঙ্ক্ষা হয়। যিনি আকাঙ্ক্ষাহীন তিনি সুবর্ণ ও মাটীতে সমান জ্ঞান করেন। অভ্যাস-যোগ দ্বারা বাসনাকে ত্যাগ করা উচিত। অভ্যাস দ্বারা মনকে সংযত করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া থাকে, তখন নিত্য-নির্ব্বাণ লাভ হয়। বাসনাকে কামনা বলা হয়। শ্রীগীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে :—

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।
৬।১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥১৯॥

যখন বাহ্যচিন্তা হইতে বিশেষরূপে চিত্ত সুসংযত হইয়া ভগবৎ-সত্ত্বা চিন্তা করিতে করিতে সেই একাগ্র সুসংযত চিত্ত সম্পূর্ণ স্থিরভাবে ধারণা করে, যখন উহা নিশ্চলভাবে নিত্যরূপ আত্মাতে -স্বস্বরূপে অবস্থিত হয়, যখন আর কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না, বৃত্তি শূন্য হইয়া নিবাতস্থ দীপ শিখার ন্যায় চিত্ত যখন নিশ্চলভাবে, স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তখনই তাঁহাকে যোগযুক্ত বলা যায় ; উহাকেই সংযতাত্মা কহে। মনকে নিগৃহিত করিলে বাসনা ক্ষয় হয়। বৈরাগ্য দ্বারা বাসনা ক্ষয় হয়। যোগীর বাসনা ক্ষয় হইলেই তিনি ভাব-সমাধি প্রাপ্ত হন।

ভগবান আবার বলিয়াছেন যে, অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ বলে যে এই জগৎ অসত্য, অপ্রবিষ্ট, ঈশ্বর-শূন্য এবং অন্যান্য-সম্ভূত ; ইহা স্ত্রীপুরুষের কাম জনিত মাত্র ইহার আর কিছু কারণ নাই। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, অভিমান এবং গর্ব্বযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ স্বীকার করিয়া, অশুচি-ব্রত হইয়া, অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারে বারবার যাতায়াত করে। এইরূপ ব্যক্তি মরণ কাল

পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া, কাম-ভোগ-পরায়ণ হইয়া, "এই কামভোগ পরম পুরষার্থ," এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশা-রূপ পাশে বদ্ধ; এবং কাম ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া তাহারা কাম ভোগার্থ অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ-সঞ্চয় অভিলাষ করে। এই অভিলাষই বাসনা ;ইহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ এবং সুখ দুঃখ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

ইহ লোকের কাম্য বস্তুর ভোগজনিত যত প্রকার সুখ আছে, এবং দিব্য যত প্রকার মহৎ সুখ আছে, সে সকল সুখ তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের ষোল ভাগের এক ভাগ মাত্র।

যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ ভাবে সংসারে বিচরণ করেন, যিনি অহং মমত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে বিহার করেন যিনি প্রকৃতি রাজ্যের কোন বস্তুকে আমি, আমার মনে করেন না, যিনি সর্ব্বত্র নিত্যদেব দর্শন করেন, যিনি নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম (আমি আমার-বুদ্ধি শূন্য) সেই সর্ব্বত্যাগী বীতরাগ ও কামনা শূন্য জ্ঞানী মহাপুরুষই (পরমারাধ্যদেব প্রাপ্ত হন) অতুলীয় পরমা শান্তিলাভ করেন রাগ দ্বেষ বিহীন ; কামনা শূন্য হইয়া অবস্থিতির নামই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর সংসার-মোহে বিমুগ্ধ হইতে হয় না যিনি অন্তিম কালেও এই সুদুর্লভ অবস্থা লাভ করেন তিনি সেই ব্রহ্ম নিত্যগোপালে মিশিয়া গিয়া নিত্য-শান্তি-সমুদ্রে বিলীন হইয়া যান।

যিনি জ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমস্ত রহস্য অবগত হইয়াছিলেন, যিনি প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও বিচার-বলে, রাগ দ্বেষ ও কাম ক্রোধের অতীত হইয়া অচল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে অবস্থান করিয়াছেন সেই বীত-রাগ, অনাসক্ত, প্রজ্ঞাবান মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দদেব; তাঁহার সেই অমিয় চির-ভালবাসা মাখা কথা যিনি শুনিয়াছেন তাঁহারই বাসনা কামনা ত্যাগ হইয়াছে। কেবলই তাঁহাকে প্রাপ্তির বাসনাই প্রবল রহিয়াছে মাত্র ; তিনি আর কিছুই এ জগতে দেখিতে পান না। এইরূপ যে ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্য সম্পন্ন। তিনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ। নিঃশেষভাবে কামনা ও আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য, রাগ শূন্য হওয়ার নামই বৈরাগ্য ; ইহারই নাম ত্যাগ। যিনি উদ্বেগ, ভয় স্বার্থপরতা, রাগদ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা কামনা, আসক্তি ও বিদ্বেষ ত্যাগ করেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বৈরাগী।

বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে :—

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং সঙ্গাদ বোধা
প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোহগোপি নিপাত্যতেহধঃ সঙ্গেন যোগী
কিমুতাল্প সিদ্ধিঃ॥

নিঃসঙ্গতাই যতীদিগের একমাত্র মুক্তি-পদ-লাভের কারণ। সঙ্গ দ্বারা অশেষ প্রকার দোষ সংঘটিত হয়। এমন কি সঙ্গদোষে যোগারূঢ় ব্যক্তিও অধঃপতিত হয় ; অল্প সিদ্ধি লোকদিগের ত কথাই নাই। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে মিথুন-ব্রতী লোকদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনন্ত ব্রহ্ম সেই নিত্যে চিত্ত নিমগ্ন করিবে এবং সাধু-সঙ্গরূপ রতিতে মনকে যোজনা করিবে। আমাদের দয়াল ঠাকুরের উপদেশও এইরূপ যে মুমুক্ষু পুরুষ স্ত্রী এবং স্ত্রী পুরুষ সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক রম্য স্থানে একাকী আসিন হইয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্য গোপাল রূপ ব্রহ্মে চিত্ত নিবেশ করিবে। কামিনী, কাঞ্চন, বসন ও আভরণ আদি দ্রব্য উপভোগ নিমিত্ত লুব্ধ, বিবেক বিহীন লোক সকল দীপ শিখার দগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত

অভিলাষী পুরুষ সঙ্কল্প পূর্ব্বক প্রযত্ন-সহকারে মৈত্র্যাদি বাসনা অভ্যাস করিবেন। সমাধি পাদে পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে যে

মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষানাং সুখ দুঃখ-
পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্॥

মৈত্রি, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটীকে মৈত্রাদি বাসনা কহে। অন্যের সুখে সুখী এইরূপ বাসনাকে মৈত্রী বাসনা বলে। অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়াকে করুণা বলে। পুণ্যশীল পুরুষদিগকে দেখিয়া হৃষ্ট হওয়ার নাম মুদিতা। পাপাচারী পুরুষকে দেখিয়া উপেক্ষা করার নাম উপেক্ষা। এই মৈত্রাদি বাসনার অভ্যাস দ্বারা ক্রমে মাৎসর্য্যাদি বৃত্তি সমূহ নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে।

মন হইতে সকল রকম বাসনার উৎপত্তি হয়; সুতরাং মনকে বাসনার আশ্রয় বলা যায়। শাস্ত্রেও মনকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বলিয়াছেন। এই বাসনাই সু ও কু ভেদে দুই প্রকার; ভগবদ্বিষয়ক বাসনাই সু বাসনা তদ্ব্যতীত যে বাসনা তাহা কুবাসনা বলিয়া কথিত হয়। বহু কুবাসনা-সত্ত্বেও যদি একটী সুবাসনা প্রবল হয় তাহা হইলে সকল কুবাসনা কালে ধ্বংস হইতে পারে। যেমন সামান্য অগ্নিও কালে প্রলয়াগ্নিতে পূর্ণ হয়। যেমন সামান্য অগ্নি একটী খড়ো বাটীতে ফেলিয়া দিলে তাহাতে সমস্ত বাটীটী ভস্মসাৎ হইয়া যায়; সেইরূপ একটী প্রবল সুবাসনা কালে সমস্ত কুবাসনাকে নষ্ট করিয়া থাকে। যেমন স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর আনায়াস-লব্ধ আহারের মধ্যেও পলায়নে ঐকান্তিক বাসনা থাকিলে সে যেমন সুযোগ পাইলেই পলকের মধ্যে নীল আকাশে মিশিয়া যায়; সেইরূপ শত কুবাসনার মধ্যে এক প্রবল সুবাসনা "শ্রীভগবান নিত্যগোপালে" মিশিব এই সুবাসনার প্রাবল্য থাকিলে ঐ সুবাসনাই তাহার সুযোগ দেখাইয়া শ্রীশ্রীনিত্য গোপালে সম্মিলিত করিয়া দেয়। সুতরাং সুবাসনা পরিত্যাগের বিষয় নহে। কুবাসনা যেমন জীবকে বদ্ধ করে, তেমনি সুবাসনা জীবের বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। অতএব ভগবদ্ বিষয়ক কোন বাসনাই ত্যজ্য নহে। ভগবদ্বিষয়ক বাসনাই বিষয়াত্মক বাসনার ক্ষয়ের কারণ। বিষয়াত্মক বাসনাই দুঃখ ভোগের কারণ হয়। আর ভগবদ্বিষয়ক বাসনাতে দুঃখ থাকিলেও সুখের কারণ; এই অমৃত রস যত পান করা যায় মনও সেইরূপ নিঃসঙ্গ হইতে থাকে; অতএব ভগবদ্বিষয়ক বাসনা ত্যজ্য নহে।

মনুষ্যের মুক্তি বাসনাই অধিক হইয়া থাকে; সেই জন্য বলি ভাই সব, বন্ধুগণ, ভগ্নীগণ, এবং মাতৃদেবী সকল যদি শান্তি ও মুক্তি পাইবার বাসনা থাকে তবে শ্রীশ্রীনিত্য গোপাল পাইবার আশা কর। এই ঘোর কলিতে একমাত্র নিত্য-গোপালই মুক্তি দাতা।

নাম সহ নাম কর সার।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনিত্য আশ্রিত।
শ্রীলালগোপাল দাস ঘোষ
গোয়ালিয়র

অবধূতের মাধুকরি।

তুকারামের ত্যাগ-নিষ্ঠা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু বি, এ সঙ্কলিত

'তুকারাম-চরিত' অবলম্বনে

মহানন্দ অবধূত কর্ত্তৃক

মহারাষ্ট্র ভাষা হইতে অনূদিত।

(তুকারাম, মহারাষ্ট্রদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং অনন্তসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন সমগ্র মহারাষ্ট্রে তাঁহার 'অভঙ্গ' (পদাবলী) 'গীতা' ও 'চণ্ডী'র ন্যায় পূজিত ও সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। সংসারে অনিত্যতায় বীতরাগ হইয়া তুকারাম সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তুকারামের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ছত্রপতি শিবাজি তাঁহাকে দর্শনের জন্য উৎসুক হ'ন এবং আপনার কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। বিষয়ী ব্যক্তির সংসর্গে আসিলে পাছে বিষয়স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, এই আশঙ্কায় তুকারাম শিবাজির নিকট গমন করিতে অস্বীকার করিয়া নিম্নানুবাদিত 'অভঙ্গে' তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তুকারামের ত্যাগ-নিষ্ঠা বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী মাত্রেরই অবলম্বনীয়।)

বিশ্বস্রষ্টা, এ জগত করিয়া সৃজন,
করেছেন স্বীয় শুদ্ধ লীলা-প্রকটন ॥
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়,
ধর্ম্মজ্ঞ-চতুর তুমি, সাধু-সদাশয়।
শ্রীগুরু-চরণে তব আছে স্থিরা মতি,
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি ॥ ১

পবিত্র এ "শিব" নাম সার্থক তোমাতে,
সাধু ভক্তে প্রীতি তব আছে ভাল মতে।
ধ্যান-যোগ-ব্রত আর জপ-আরাধন
করিয়াছে মুক্ত তব সংসার-বন্ধন ॥ ২
দেখিতে আমারে তব হইয়াছে আশ,
পত্রেতে তোমার তাহা করেছ প্রকাশ।
কিন্তু নিবেদন মোর শুন নৃপবর !
তোমার পত্রের এই দিতেছি উত্তর ॥ ৩

কানন-নিবাসী আমি, উদাসীন-বেশে,
বাসনা-বিহীন হ'য়ে, ভ্রমি দেশে দেশে।
বস্ত্র বিনা ধূলিময়, অতি কদাকার ;
শীর্ণদেহ, করি নিত্য ফলমূলাহার ॥ ৪

শুষ্ক কর-পদ ;—সদা বিকট আকৃতি,
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি।
বন্ধুভাবে করি আমি এই নিবেদন,
মোরে দেখিবার কথা তুলনা, রাজন্ ॥ ৫

যা'ব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল ?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল !!
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী যিনি তোমারে সদয় ;
তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয় ॥ ৬
তা' না হ'লে বিঠ্ঠলের (১) সেবক যে জন
অপরের কৃপা সেকি চাহে কদাচন, ?

---

(১) বিঠ্ঠল, বিঠোবা বা পাণ্ডুরঙ্গ—(ইষ্টকোপরিস্থিত পরম পিতা।) দাক্ষিণাত্য পণ্টরপুরাধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ বিশেষ।

রক্ষক-পালক মোর প্রভু ভগবান,
কে'বা আছে এ জগতে তাঁহার সমান ? ৭
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
ছাড়িয়াছি, ছিল মনে যত অভিলাষ।
ত্যজিয়া বিষয়-সাধ, সংসারের কাম
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম॥ ৮
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্ঠলের তরে।
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ ;
তোমারেও তা'র মাঝে করি দরশন॥ ৯
ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্ঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পঠাইয়া ?
সাধুগুরু রামদাস (২) শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার॥ ১০
মুক্ত আছে ভিক্ষা-পথ,—হ'বে ক্ষুধা-নাশ,
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্নবাস।
পাষাণ—উত্তম-শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ॥ ১১ *
পর-অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে ?
আয়ু-মাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে।
সম্মান-প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায় ;
কিন্তু বল শান্তি কভু মিলে কি সেথায় ? ১২
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মিলে কখন।
বেশ-ভুষা-আড়ম্বর হেরিলে নয়নে,
মৃত্যু সম বিভীষণ বোধ হয় মনে॥ ১৩

হয়'ত এসব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরক্ত আমার প্রতি হ'বে তব মন।
কিন্তু আমি জানি ভাল, অন্তর্য্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হ'বেন তিনি॥ ১৪

গরীয়ান সেইজন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার।
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
সংসার-কামনা সদা করে তুচ্ছজ্ঞান॥ ১৫

সাক্ষাতে না হ'বে ভূপ! কোন ফলোদয়,
বৃথাকাজে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয়।
দু' একটী কাজ, যাহা ভাল বুঝি মনে,
হ'ক ভ্রম তাই ল'য়ে রহিব যতনে।
তুকা বলে ধনিজন! তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির ভাগ্যবান॥ ১৬

ভাগবতে ২য় স্কন্ধে, ২য় অধ্যায়ে ৪।৫ শ্লোঃ
* "সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈ কিম্ ?
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকুলৈঃ ?
চীরাণি কিং পথি সন্তি বিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাংঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ?
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ?"

লেখক।

(২) শিবাজির গুরু মহাসমর্থ রামদাস স্বামী

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(খ)

ও কে বর্ণিবে রে নিত্যকৃপাকণ।
অসাধনে, যত ভজনহীনে, পেলো কত
সাধনের ধন ॥ ধ্রু

নবদ্বীপের বড়ালের বাঁধাঘাটের নিকট একটী কোঠাঘরে দেবেন্দ্রবাবু ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন। এখন এই স্থানেই প্রতিদিন সায়াহ্নে আমি ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা করিতাম। প্রীতিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মনের কথা হইতে লাগিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে দেবেন বাবু আমপুলিয়া পাড়ার সাধুর আশ্রমের কথা উঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বেও অন্যান্য লোকমুখে উক্ত আশ্রমের কথা সামান্য শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তত মনোযোগ দেই নাই। মনোযোগ না দেওয়ার প্রধান কারণ আমার দুর্ভাগ্যের তখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ নবদ্বীপে সাধুর বেশধারণ করিয়া মাঝে মাঝে অনেক ধূর্ত্ত আসিয়া চাতুরি বিস্তার করিয়া তাহাদের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করে। অনেক সরল তরলমতি যুবক তাহাদের বাগুড়ায় পড়িয়া পরমার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পাপ পথের পথিক হয়। এইরূপে পরিশেষে অনেক ব্যক্তিকে অনুতপ্ত হইতে দেখিয়াছি। বাহুল্যভয়ে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। এই সকল কারণে আমি আমপুলিয়া পাড়ার সাধুর আশ্রমের প্রতি প্রথমে বিশেষ মনোযোগী হই নাই।

দেবেন বাবু আমার অজ্ঞাতসারে সাধুকে আমার কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছেন শুনি। আমি বিস্মিত হইলাম। সাধু যে আমাকে কোনও সময়ে দর্শন দিবেন ডাক্তার বাবু ইঙ্গিতে আমাকে জানাইলেন। শুনিলাম অনেকে কৌতুহল পরবশ হইয়া সাধুকে দর্শন (যাচাই করিতে যান; কিন্তু সকলের ভাগ্যে দর্শন ঘটিয়া উঠে না! নিত্যগোপালকে দর্শন করিতে হইলে সুদর্শনের আশ্রয় লইতে হয়। সুদর্শনের কৃপা হইলে নিত্যগোপাল দর্শন জীবের ভাগ্যে ঘটিতে পারে। আমি অজ্ঞান। অজ্ঞান অন্ধ সমান; সুতরাং আমি সুদর্শন বা পাইব কিরূপে? আর জ্ঞানানন্দ লাভই বা হইবে কিরূপে? জ্ঞানানন্দের ভিতর নিত্যগোপাল বিরাজমান। কিরূপ তাহার একটু আলোচনা করিব। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। জ্ঞান চর্চ্চায় অবগত হওয়া যায় আমি জড় নই, আমি চিৎকণ। এই অবস্থার ব্যক্তি আত্মারাম। আত্মারামের চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হইলে আনন্দরূপ ভক্তির উদয় হয়। এই জ্ঞান ও ভক্তির ভিতর আমার নিত্যগোপাল বসতি করিতেছেন। আমার জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দরূপ ভক্তি নাই। এরূপ হতভাগ্যের দর্শনলাভ অসম্ভব বলিয়া আমি আমপুলিয়া পাড়ার আশ্রমে গিয়া সাধুদর্শন করিতে চেষ্টা করি নাই। তবে মনে একটী ক্ষীণ আশার আলোকরেখা দেখা গেল। ভাবিলাম তিনি যদি অধমতারণ হয়েন তবে অবশ্য আমাকে একদিন টানিবেন! মাধাই তো নিতাইএর নিকট যান নাই। বরং নিতাই মাধাইএর নিকট আপনি গিয়া মার খেয়ে প্রেম দিয়াছিলেন। ভার যে নিতাইএর!!! যাঁর ভার তিনিই তাহার সুব্যবস্থা করিবেন। কয়েক দিন পরে একরাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলাম। বেলা ৮ টার সময় পূর্ব্বাকাশে যেখানে সূর্য্য অবস্থান করেন ঠিক সেই স্থানে যেন সূর্য্য রহিয়াছেন; অথচ সূর্য্যমণ্ডল নিদাঘ কালের সান্ধ্য সময়ের

মত লোহিতবর্ণ। মণ্ডল বৃহৎ এবং উক্ত লোহিতবর্ণ নয়নকে দুঃখ না দিয়া স্নিগ্ধ করিতেছে। তাহার মধ্যে কনক কিরীটধারী শ্রীভগবানের শ্যাম অঙ্গকান্তি আকাশমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে। শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃ যেন কোটীচন্দ্রের সুশীতল রশ্মি ছড়াইয়া দিতেছে। পাদপদ্ম সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি সংস্থাপিত। গলদেশে যে বনমালা রহিয়াছে তাহা শ্রীচরণ-স্পর্শ-মানসে যেন অধীর হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। এই রূপ বিষয়ক একটী গীতা আমি কয়েক মাস পরে রচনা করিয়াছিলাম। ভক্ত পাঠকপাঠিকাগণের প্রীতি উপহারের জন্য গানটী নিম্নে লিখিতেছি যথা :—

তুক্ক।

হৃদ্ সরোবর মাঝে, নীল উৎপল রাজে,
দ্বাদশদলে পীতজ্যোতি ছুটেছে।
তাহার উপরে মরি, ত্রিভঙ্গরূপ ধরি,
কাল এক পুরুষ শোভিছে॥
চরণের নুপুর শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
হেরিলে না নয়ন ফিরে চায়।
কটীতটে পীতবাস, জলদে বিজলিহাস,
ভ্রান্তি আঁধার দূরে যায়॥
(রূপে ভ্রান্তি আঁধার দূরে যায়)
কৌস্তুভমণি গলে, বনমালা তাহে দোলে,
শ্রীকরে মোহন বাঁশরী।
চন্দ্র বদনে সদা, রাধা রাধা বুলি সাধা,
প্রেম যমুনায় খেলে লহরী॥
(রবে প্রেম যমুনায় খেলে লহরী ;—
রাধারবে প্রেম যমুনায় খেলে লহরী)
মোহন চূড়ায় শিখিপাখা, তাহে রাধার
নামটী লেখা, চন্দনে চর্চ্চিত শ্যামকায়।
কাঙ্গাল মাধব বলে, জ্ঞানানন্দের উদয় হলে,
রতি মতি কালাচাঁদে ধায়॥

স্বপ্ন-দর্শনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন মহেশগঞ্জের বিদ্যালয় হইতে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেবেন বাবু আমার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া বড় চঞ্চল হইয়াছেন। বারম্বার তিনি ডাক্তার খানার বাহিরে আসিতেছেন আবার ভিতরে যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিলম্বে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে আস্তে কহিলেন, "ডাক্তার খানায় অদ্য সাধু আসিয়াছেন ; একটু সাবধানে আসিয়া দর্শন কর।" দেবেন বাবুর কথা শুনিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফন আরম্ভ হইল। অতি সঙ্কোচিতভাবে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনেকগুলি ভক্ত সে গৃহের তক্তপোষে বসিয়া রহিয়াছেন ; ইহাঁদের মধ্যে দুই একজন আমার পাঠদ্দশার শিক্ষকও ছিলেন। গৃহের মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে ; কিন্তু সে আলোক যেন প্রভাহীন। তৈলাধারে তৈল নাই বলিয়া যে আলোক প্রভাহীন তাহা নয়। সূর্য্যের উদয়ে যেমন চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণা হয় ইহাও সেইরূপ।

একখানি চেয়ারে সাধু বসিয়া আছেন। সে দেহের গঠন, সে রূপের লাবণ্য, সে কারুণ্যপূর্ণ সহাস দৃষ্টি, সে মধুমাখা কথা সমুদারই যেন অপার্থিব। রূপলাবণ্যে গৃহস্থিত দীপালোক নিষ্প্রভ হইয়াছে। দূর হইতে মন দ্বারা প্রণাম করিয়া তক্তপোষে বসিলাম। সেই ভালবাসা-মাখা, সেই পরকে আপন করা, সেই সভয়কে অভয়করা দৃষ্টি এই দীন হীনের উপর পতিত হইল। সেই পলক বিহীন দৃষ্টি যেন আমার হৃদয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়া আমাকে স্নেহে সটানিয়া তুলিতে লাগিল। দুইটী একটী কথার পর তিনি আমাকে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন। এইটী তাঁহার কৃপাদেশ বুঝিয়া দেবেন বাবু আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন।

আমার সাধ্যমত আত্ম-নিবেদন-পূর্ণ দুই একটী গীত গাহিতেই সেই কাঙ্গালের ঠাকুর আবিষ্ট হইলেন। এরূপ আবেশ আমি পূর্ব্বে কাহারও দেখি নাই। ঠাকুরের দেহ হইতে যেন চারিদিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি স্থির ও নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে হস্তে বরাভয়-মুদ্রা আপনা হইতেই হইতেছে। এই ভাব দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। সঙ্গীত বন্ধ করিলাম। দেবেন বাবু পাছে ঠাকুরের আনন্দ ভঙ্গ হয় এই ভয়ে আমাকে আরও গীত গাহিতে কহিলেন। সঙ্গীত চলিতে লাগিল; ঠাকুরের আনন্দাবেশ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। শ্রীচন্দ্রবদনমণ্ডল হইতে যেন ঝলকে ঝলকে জোৎস্না ছুটিয়া বাহির হইতেছে। রাত্রি অধিক হওয়ায় অনেক ভক্ত চলিয়া গিয়াছেন; কেবল দুই চারিটী অন্তরঙ্গ ভক্ত অনিমেষ লোচনে ঠাকুরের রূপসুধা পান করিতেছেন। গান বন্ধ হইয়াছে। আমিও ঠাকুরের অপরূপ রূপ দেখিতেছি; যতই দেখিতেছি ততই ভাবিতেছি এ বস্তুটী কি? এমন কমনীয় ভাব তো মানুষে কখনও দেখি নাই। রূপ দেখিতে দেখিতে শ্রীলোচনদাস বর্ণিত শ্রীমহাপ্রভুর রূপের কথা—যেন হৃদয়ে স্ফুরিত হইল।

"অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গারিছে গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহ॥
অনুরাগের দধি খানি, প্রেমের সাঁচনা দিয়া,
কেনা গড়িলে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথা খানি,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥
অখণ্ড-পীযুষধারা, কে না আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেণি ওলাইল গো
হেন বাসি গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো,
চান্দে মাজিল মুখ খানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্র নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে, বিকল হইয়া কান্দে,
করপদ পদ্মমের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগৎ করেছে আলো,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥"

ঠাকুরের রূপ বর্ণনা করা এ দীনহীনের সাধ্য নাই। যিনি সৌভাগ্যবশে সেরূপ দেখিয়াছেন তিনিই তাহা অনুভব করিয়াছেন।

ঠাকুর নয়ন উন্মিলন করিয়া চাহিলেন। পদ্ম যখন ঈষৎ প্রস্ফুটিত হয় তখন প্রথম প্রস্ফুটিত ভাগ অধিক রক্তিম দেখায়। ঠাকুরের ইন্দিবরনয়নেরও তখন সেই ভাব। নয়নপদ্ম যেন তখনই ভাবসরোবর হইতে ফুটিয়া উঠিল। মকরন্দলুব্ধ ভৃঙ্গরূপ-তারকাদ্বয় নয়নসরোজে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর এইবার কথা কহিলেন। সে স্বর গোমুখী-নিঃসৃত গাঙ্গবারি হইতেও স্নিগ্ধ ও পবিত্র এবং সপূর্ণিমাবসন্তরাত্রির কোকিল কূজন হইতেও মধুর। তাহা কর্ণের পিপাসা অতিমাত্র বৃদ্ধি করে। ঠাকুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া দেবেন বাবুকে কহিলেন "বেশ গান, হৃদয়ে ভক্তি আছে, একটু মার্জ্জনা করিয়া দিলেই উত্তম হইবে"। আমি ঠাকুরের সস্নেহবানী শুনিয়া এত বিস্মিত হইলাম যে আমার মুখে আর কথা ফুটিল না। মূকের ন্যায় ঠাকুরের বাক্যসুধা পান করিলাম; সে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারিলাম না। দেবেন বাবু আমাকে বড় ভাল বাসেন; তিনি নিজগুণে আমার হইয়া ঠাকুরকে কহিলেন "সে তার আপনার; আপনি দয়া করিয়া ভক্তি দান করুন।"

ঠাকুর হাসিলেন ; সে হাসিতে যেন মধু ঝরিতে লাগিল ; হাসিতে হাসিতে আমার দিকে আবার কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। বুঝিলাম ঠাকুর আমার বড় দয়াল, তিনি কাঙ্গাল ধনী বাছেন না। দীনের প্রতি তাঁহার অপার করুণা। তাঁহার কৃপা ডোরে আমি বাঁধা পড়িয়াছি। মনে মনে ভাবিলাম "তুমি কে ? ভবকূপ হইতে তুমি কি আমায় কেশে ধরিয়া উঠাইবে ?"

রাত্রি অধিক হওয়ায় ঠাকুর সকল ভক্তকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন। আপনিও আশ্রমের পথে চলিলেন। আমিও গৃহে আসিলাম। গৃহস্থ সকলেই আমার বিলম্ব দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমি তাঁহাদিগকে বিলম্বের অন্তবিধ কারণ ছিল বলিয়া আহারাদি করিয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রিতে আমার ভালরূপ নিদ্রা হইল না। কেবল ঠাকুরের রূপ, অপরূপভাব ও অমৃতময়ী কথা আমার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। আর ভাবিতে লাগিলাম "তুমি কে ? আমার হৃদয়টী এমন করিয়া সবলে অধিকার করিতেছ কেন ? তুমি কি আমার নিজজন ? (ক্রমশঃ)

ভক্তকৃপাভিক্ষু
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু।
বেরেলী।

মায়া, যোগ, জ্ঞান এবং অহঙ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

১। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥১২

ব্যাখ্যা :—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রকাশপ্রবৃত্তি-নিয়মন-রূপাণাং চিত্তবৃত্তিনাং যৎ প্রতিহননং স নিরোধঃ।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মনোবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে প্রয়াস তাহাই অভ্যাস। এবং দৃষ্ট ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয়ে নিস্পৃহতাই বৈরাগ্য।

২। ঈশ্বরপ্রনিধানাদ্বা ॥ ২৩

ব্যাখ্যা :—

বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পতীতি তৎপ্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।

বিষয়জনিত সুখাদির ফলকামনার ত্যাগ করতঃ সমস্ত কার্য্যই ভক্তি পূর্ব্বক পরম পিতা পরমেশ্বরে অর্পণ করিলেও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

৩। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮

ব্যাখ্যা :—

তস্মাজ্জপাত্তদর্থভাবনাচ্চ যোগিনঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমো ভবতি।

প্রণবের জপ এবং প্রণবাভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা দ্বারাও যোগীর চিত্তে একাগ্রতার আবির্ভাব হয়।

৪। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা :—

রেচকপূরককুম্ভকভেদেন ত্রিবিধঃ প্রাণায়াম-শ্চিত্তস্য স্থিতিমেকাগ্রতাং নিবধ্নাতি ॥

প্রাণায়াম দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা জন্মে॥

৫। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা :—

বিষয়াঃ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ। তে বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাং সা বিষয়বতী প্রবৃত্তির্মনসঃ স্থৈর্য্যং করোতি।

যোগিগণ নাসাগ্রে চিত্তসংযম দ্বারা দিব্য-গন্ধানুভব, জিহ্বাগ্রে চিত্তসংযম দ্বারা দিব্য-রসজ্ঞান, তালুর অগ্রে দিব্যরূপ, জিহ্বামধ্যে দিব্যস্পর্শ, জিহ্বামূলে দিব্যশব্দশ্রবণ করিয়া যোগের ফল হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের যোগের প্রতি চিত্তের স্থিরতা জন্মে ॥

৬। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬

ব্যাখ্যা :—

হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদধিপ্রখ্যং চিত্তসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকাৎ-সর্ব্বপ্রবৃত্তিপরিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে।

চিত্ত হৃৎপদ্মসম্পুট মধ্যে বুদ্ধিসত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে যে শোকরহিত জ্যোতির প্রকাশ পায় তাহা দ্বারা প্রবৃত্তির ক্ষয়াবসানে চিত্ত স্থির হয়।

৭। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা :—

বীতরাগঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাসস্তস্য যচ্চিত্তং পরিহৃতক্লেশং তদালম্বনীকৃতং চেতসঃ স্থিতি-হেতু ভবতি।

ব্যাস শুকাদির বৈরাগ্যযুক্ত, ক্লেশবর্জ্জিত অন্তঃকরণ চিন্তা করিলেও চিত্তস্থিরতা জন্মে।

৮। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্বা ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা :—

স্বপ্নালম্বনং নিদ্রালম্বনং বা জ্ঞানমালম্ব্যমানং চেতসঃ স্থিতিং করোতি।

স্বপ্নজ্ঞান বা নিদ্রাজ্ঞানাশ্রিত মনোজ্ঞ মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

৯। যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯

ব্যাখ্যা :—

যথা যাদৃশং অভিমতং হরিহরাদিকং বাহ্যং চন্দ্রসূর্য্যাদিকম্বা আভ্যন্তরং নাড়ীচক্রাদিকম্বা ভাবয়তো যোগিনশ্চিত্তং স্থিরং ভবতি।

স্বাভিমত হরিহর প্রভৃতি অথবা বাহ্য চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি কিম্বা অভ্যন্তরস্থ নাড়ীচক্র প্রভৃতির ধ্যান দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিতে পারে। মুনিগণ উপরিলিখিত উপায়দ্বারা একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া থাকেন। একাগ্রতা হইতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত - যোগ প্রকাশ পায়। যিনি সম্প্রজ্ঞাত যোগশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন তিনি তাহার ধ্যেয় অভীষ্ট দেবদেবীর যথাযথ-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া চিরানন্দসাগরে নিমগ্ন হন। এ অবস্থায় যোগীর চিত্তে এক অভূত-পূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত যোগাধিকারীর নিকট অবিদ্যাদি ক্লেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। আবার এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকারে বিভক্ত যথা ; সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ এবং সাস্মিত।

(ক) তত্র স্থূলে সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ।

সমাধি প্রাপ্তির প্রারম্ভে যদি স্থূলবস্তুতে সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে তবে তাহাকে বিতর্ক বলে। বিতর্কের সহিত বিদ্যমান বলিয়া সবিতর্ক বলা হইয়াছে এবং অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(খ) সূক্ষ্মসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ ॥

বাহ্য বস্তুর সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহাকে বিচার বলে।

(গ) ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা আনন্দঃ।

নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ে যে ধ্যানজ প্রজ্ঞা জন্মে তাহাকে আনন্দ বলে।

(ঘ) অস্মিতাসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা অস্মিতা।

অহঙ্কারতত্ত্ববিষয়ে ধ্যানজাত প্রজ্ঞার নাম অস্মিতা।

আবার উক্ত চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগ পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত যথা ;—গ্রাহ্য বিষয়ক, গ্রহণ বিষয়ক ও গৃহীত বিষয়ক।

অধুনা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কি তাহাই বলিতেছি।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥১৮

ব্যাখ্যা :—

বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কাদিচিন্তা-ত্যাগঃ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি বিরাম-প্রত্যয়ঃ তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি বিনিবেশনম্। তত্র যা কাচিদ্বৃত্তিরুল্লসতি তস্যা নেতি নেতীতি নৈরন্তর্য্যেণ পর্য্যুদসনং তৎপূর্ব্বকঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ তদ্বিলক্ষণোঽসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ।

বিরাম শব্দের অর্থ বিতর্কাদি চিন্তা ত্যাগ এবং প্রত্যয় শব্দের অর্থ কারণ। বিতর্কাদি-চিন্তা ত্যাগের প্রধান কারণীভূত বৈরাগ্য আবির্ভূত হইলে চিত্ত দগ্ধবীজের ন্যায় শক্তিহীন হয়। তখন তাহাকে "নাই নাই" বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক তখনও সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে কিন্তু সেরূপ সংস্কার না থাকার মতনই প্রতীতি হয়। ঐ প্রকার চিত্তাবস্থাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। ইহা যোগের প্রথম নিদান স্বরূপ। আমাদের দেশীয় নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি এবং উহাদের প্রত্যেক অঙ্গের অনুষ্ঠানে যোগীর কি প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয় তাহাই বলিতেছি। যোগ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত, যথা—

যমনিয়মাসন প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণা-ধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মানব দেবতুল্য হইয়া থাকেন এবং পরম শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। যিনি যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবেন তাঁহাকে যম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ যোগের সর্ব্বাঙ্গগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। অনেকানেক যোগী উক্ত অঙ্গগুলির মধ্যে দুইটী তিনটী আয়ত্ত করতঃ যোগের অলৌকিক শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া অহংজ্ঞানে জগৎকে তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন এবং অবশেষে যোগভ্রষ্ট হইয়া অনু-তাপানলে দগ্ধীভূত হয়েন। কাজে কাজেই উক্ত অঙ্গগুলি আয়ত্ত করিবার সময় যোগী যে প্রকার শক্তিই স্বয়ং অনুভব করুন না কেন উহাতে কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া নিজকে সর্ব্ব সমক্ষে গোপন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ভগবচ্চরণপ্রান্তে যাইতে সচেষ্ট হইবেন। অন্যথা যোগী দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কোথা হইতে কোথা যাইয়া বিপদাপন্ন হইবেন তাহার স্থিরতা নাই। যমাদিসাধনতৎপর যোগী সর্ব্ব প্রথমেই উপরোক্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সাধন পথে চলিতে থাকিবেন। ক্রমশঃ

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী।

"গুরু-নিষ্ঠা।"

(ভক্তমাল অবলম্বনে লিখিত)

গুরু-নিষ্ঠ এক সাধু
প্রেমেতে বিহ্বল;
গুরু জ্ঞান গুরু ধ্যান,
গুরুই সম্বল।

গুরু বিনা কিছু আর,
ছিল না সংসারে তার;
গুরু পদে প্রাণ মন,
করিয়া সে সমর্পণ;

অহর্নিশি কার মনে
করয়ে স্মরণ ;
একান্ত ভকতি-ভরে
শ্রীগুরু-চরণ।
গুরু নিজ-কর্ম্ম তরে,
একদিন স্থানান্তরে ;
শিষ্যকে পাঠায়ে দিলা,
হ'য়ে অতি কুতুহলী ;
শিষ্য তথা গিয়া হায়
পীড়িত হইয়া ;—
গুরুপদ ধ্যান করি
গেল সে মরিয়া।
মরিবার পূর্ব্ব-ক্ষণে,
আত্মীয়-স্বজন-গণে,
শপথ করায়ে বলে,
পড়িয়া চরণ-তলে ;
আমি ম'লে মোর দেহ
পোড়াইও না কভু ;—
লইয়া যাইও সেথা,
যথা মোর প্রভু।
মরিবার পরে তারে,
তার কথা অনুসারে ;
আত্মীয় স্বজন মিলে,
শব দেহ নিল তুলে ;
পরম আরাধ্য তার
গুরুর সদন।
গুরু তার আত্মপত্তি
করিয়া শ্রবণ ;—
সম্বোধন করি যবে,
বলিলেন স্থির ভাবে ;
"গুরুপদে যেই মন,
করিয়াছে সমর্পণ ;
এক হেতু গুরু সব
দেখে সর্ব্বক্ষণ ;

সর্ব্ব পাপ তাপ তার
হয় বিমোচন।
আমার বাক্যের প্রতি,
প্রগাঢ় বিশ্বাস অতি ;
তেঁই হেতু সবা কারে,
বলিয়াছে বারে বারে ;
জীবন পাইবে পুনঃ
করিয়া মনন ;—
শব দেহ মোর কাছে
করিতে প্রেরণ"।
এতেক বলিয়া পুনঃ,
গুরুদেব কহে "শুন ;
কেন বৎস তুমি বৃথা,
শয়ন করিয়া হেথা ;
মৃতবৎ রহিয়াছ,
ভূতলে পড়িয়া।"
শুনিবা মাত্রেতে শিষ্য
সত্বর উঠিয়া ;—
একান্ত ভকতি-ভরে,
করজোড়ে নতশিরে ;
গুরুপদে নমস্কার,
করিল সে বারবার।
নিদ্রা হ'তে যেন সেই
উঠিল জাগিয়া।
গুরু-নিষ্ঠা কাকে বলে
দেখহ ভাবিয়া।
গুরুপদে যার মন,
রহিয়াছে অনুক্ষণ ;
এ ভব-সংসারে আর,
কিসের অভাব তার ?
অতএব গুরু ইষ্ট
গুরু বন্ধু হন ;
গুরু হ'তে মিলে কৃষ্ণ,
নিত্য-প্রাণ-ধন।

গুরু-দেব পর ব্রহ্ম,
গুরু হ'তে সব কর্ম্ম ;
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি,
কিংবা নিত্য-পদে ভক্তি ;
শ্রীগুরু-চরণ-ধ্যানে,
সব (ই) পূর্ণ হয় ;
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু
তিনি দয়াময় ।

গুরু-ভক্তি-বিনা হায়,
যদি শত যুগ ধ্যায় ;
তবু কিছু নাহি হয় ,
সব (ই) তার ব্যর্থ হয় ;
গুরু-নিষ্ঠ জন প্রতি
নমস্কার করি ;
শ্রীগুরু-চরণ যেন
সদা আমি স্মরি ।

"অনন্ত

শ্রীশ্রীনিত্যলীলা

"রা—"র (১) এক ব্রাহ্মণ কন্যা কলিকাতা-বাসী কোন এক আত্মীয়কে পত্র লিখেন যে "মহানির্ব্বাণ মঠ" কোথায় তাহা জানিয়া যেন তাঁহাকে সংবাদ দেন । আত্মীয়টি উক্ত স্থানের সন্ধান করিতে না পারিয়া পত্রের উত্তর দানে নিরস্ত থাকেন । অতপর ব্রাহ্মণ কন্যাটি বিশেষ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত আত্মীয়কে দুই তিনবার এই বলিয়া পত্র দেন "আমি স্ত্রীলোক পরাধীনা আত্মীয় স্বজনের দ্বারা এই সামান্য উপকার টুকু হয় না ? প্রতিদিন স্বপ্নে এক মহাপুরুষ তাঁহাকে মহানির্ব্বাণ মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন । ঐ মহানির্ব্বাণ মঠ কালীঘাটের নিকটে ২৯ নং "ম" সংযুক্ত একটি গলিতে, মহাপুরুষ তাহাও লিখিয়া দেন । মহাপুরুষ গলির সম্পূর্ণ নামও করিয়া-ছিলেন কিন্তু তিনি তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই গলিটির নামের প্রথম অক্ষর "ম" এই পর্য্যন্ত স্মরণ আছে ।

স্ত্রীলোকটির আগ্রহে উক্ত আত্মীয়টি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া উক্ত মঠের সন্ধান পান এবং তথায় উপস্থিত হইয়া মঠের সবিশেষ পরিচয় অবগত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে সংবাদ দেন । ব্রাহ্মণ-কন্যা সমাচার পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া আত্মীয়টিকে পুনরায় এই বলিয়া পত্র লিখেন যে "নিত্যগোপালের শিষ্য যে কেহ আছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার গুরু । তিনি স্ত্রীলোক তথায় যাইবার শক্তি নাই ; যদ্যপি তাঁহাদের কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট যান তবে তিনি চরিতার্থ হন ।"

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায় ।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"

ঠাকুরহে—

ভরিল সকল বিশ্ব তব প্রেমরসে ।
বঞ্চিত হইনু মুঞি নিজকর্ম্মদোষে ॥

ভক্তিভিক্ষু
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস ।

(১) ভক্ত রমণীটির পরিচয় সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য

প্রেম

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারেই বলি কাম !
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥" চৈ,চ,মৃত।

প্রেমের রূপান্তরে এই জগতের অস্তিত্ব। প্রেম না থাকিলে জীবের অস্তিত্ব থাকেনা। প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় তবে এই অভাগার শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় যাহা যাহা উপলব্ধি হইতেছে তাহাই প্রকাশ করিলাম। পাঠক-বৃন্দ দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

যেখানে প্রেম সেখানে বিচ্ছেদ বিরহ। বিচ্ছেদ-বিরহ না থাকিলে প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। বিচ্ছেদ-বিরহ না থাকিলে প্রেম-বস্তুর প্রকাশ হয় না। প্রেমের গাঢ়ত্ব সংস্থাপিত হইলে মানের প্রকাশ হয়। মায়াময়ী শুদ্ধা অপ্রাকৃতা মহাভাব-স্বরূপিনী ব্রজ-কিশোরী শ্রীমতী রাধিকাই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী রাধারাণী ব্যতীত আর দ্বিতীয় উদাহরণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

জীব সর্ব্বদা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা লইয়া উন্মত্ত। এই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেমময় প্রেমময়ীর দিকে তীব্ররূপে ধাবিত হইলে পরাপ্রীতি উৎপন্ন হইয়া সাধককে জগতের অন্ধতমঃ দেশ হইতে পরিমল-স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ প্রীতির আলোকময়ী দেশে লইয়া গিয়া আত্ম-প্রেমের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত করে।

প্রেমের অনন্ত ভাব। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চায় ইহার অধিকাংশ বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রীমতী ব্রজ-কিশোরী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোরা হইয়া যে অপ্রাকৃত আনন্দ চিন্ময় রস আস্বাদন করিয়াছেন ইহা অপর কেহই আস্বাদন করিতে পারেন নাই। ব্রজপ্রেমিকের এই তত্ত্বে উপনীত হওয়াই ভজনের চরমোৎকর্ষ্য। এই শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গৌর দেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে "শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, তাহার মহিমা কি প্রকার এবং শ্রীরাধার আস্বাদ্য আমার মাধুর্য্যই বা কি প্রকার এবং আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহাই বা কীদৃশ, ব্রজলীলায় এত সমস্ত আস্বাদন করা সত্ত্বেও এই আমার ত্রিবিধ বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিল তাই শ্রীকৃষ্ণ গৌরসুন্দররূপ লইয়া আসিয়া এই তিন অদ্ভুত সুখ আস্বাদন করিলেন। প্রেমের কোন বিধি নাই, প্রেমের পথ বক্র নহে—প্রেমের পথ সরল, প্রেমের ভাব সরল, প্রেমের ভাষা সরল। প্রেমের পথ প্রেম-পূর্ণ, প্রেমের প্রাপ্তি প্রেমময়। প্রেম যেন খরতর স্রোত—কেবলই উধাও হইয়া চলিয়াছে। বাধা পাইলে দ্বিগুণ তেজে প্রধাবিত হয়। ভাই, যদি প্রেম করবি তবে সুপুরুষ জানিয়া প্রেম করিস্। তাই কবি বলিয়াছেন—

"প্রেম করবি সুপুরুষ জানি।" প্রেমে হৃদয় গঠিত হইলে সে হৃদয় কেবলই প্রেমের প্রকাশ চাহে। যথা :—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনা।
আমার ঐ স্বভাব তোমা বই আর জানিনা ॥
বিধু মুখে মধুর হাঁসি, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।
তাই তোমারে দেখতে আসি ;
শুধু দেখা দিতে আসিনা ॥"

শ্রীযুক্ত কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত একটী নিঃস্বার্থ ভালবাসার গীত এখানে উল্লেখ করিলাম।

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি
তাই গো,
তোমা বিনে আর এ জগতে মোর,

কেহ নাই কিছু নাই গো ॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও সুখ-সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝারে
আর কিছু নাহি চাই গো ॥
আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,—
তুমি যদি কারে ভাল বাস,
আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো ॥”

ক্রমশঃ

নিত্যপদাশ্রিত—শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

“আশা।”

(১)

প্রভু ! বাজাও তোমার বীণা
প্রাণ আমার উঠুক জাগিয়া,
সকল বাঁধন কেটে যাক্ আজি
তোমার চরণে কাঁদিয়া ॥

(২)

আমার পরাণে উঠুক জাগিয়া
তোমার প্রেম অমিয়া,
যে আশা মোর শুকা'য়ে গিয়াছে
উঠিবে আবার জ্বলিয়া ॥

(৩)

কবে মোহ কুহেলিকা মোর যা'বে
পরাণ হতে সরিয়া,
উঠিবে হৃদয় আকাশে
তব মধুর মুরতি ফুটিয়া ॥

অভাগা

শ্রীঅমূল্য মোহন চৌধুরী

“নিবেদন।”

(১)

শ্রীশ্রীদেবের জীবনচরিত লেখার জন্য সংগৃহীত কড়চাদি আশ্রমে পাঠাইবার জন্য ভক্তগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভক্তবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের জীবন-চরিত লিখিবার বাসনা করিয়া উক্ত কড়চা তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সতীশ বাবুর ন্যায় অপর কোন ভক্তও উক্ত জীবন চরিতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার বাসনা করিতে পারেন সুতরাং কড়চাপ্রেরকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রমের ম্যানেজারের নিকটই কড়চা পাঠাইবেন; তথা হইতে নকল করিয়া সতীশ বাবু ও উক্ত জীবন চরিতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ভক্ত বা ভক্তগণকে পাঠানর ব্যবস্থা করা হইবে।

(২)

পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয় অতএব গ্রাহকগণ তাঁহাদের দেয় মূল্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন

ম্যানেজার
মহানির্ব্বাণমঠ।

ভ্রম সংশোধন ;—গত বৈশাখ মাসের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের “নিবেদন” প্রবন্ধের ৩য় প্যারার ৩য় লাইনের “ভক্তিস্নিগ্ধ হৃদয়ে” এর পরিবর্ত্তে “ভক্ত-স্নিগ্ধ হৃদয়ে” হইবে।

সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, আষাঢ়। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষকামনা করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়॥ ১৫॥ সংসারের কোন প্রাণি হইতে যাঁহার কিছুমাত্র আশঙ্কার সঞ্চার হয় না, জগতে সমস্ত প্রাণীই সেই নির্ভীক মহাপুরুষকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১৬॥ যিনি গৃহত্যাগী, অসহায়

ও অগ্নিত্যাগী হইয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত একাকী বিচরণ করেন, তাঁহার পক্ষে কেবল অন্নের নিমিত্ত গ্রামে গমন করিবার বিধি আছে ॥ ১৭ ॥ মতিমান্ বানপ্রস্থের কখন যদি মতিভ্রমে জীবিত থাকিবার অথবা দেহত্যাগ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা হইলে ভৃত্য যেমন প্রভুর অনুমতির অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই মরণজীবনাকাঙ্ক্ষিত তপস্বীও সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন ॥ ১৮ ॥ সর্ব্ব পদার্থে নির্ম্মম, সর্ব্বজীবে সমভাবদর্শী, এবং তরুমূলবাসী মোক্ষাভিলাষী তপস্বীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯ ॥ ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং রিপুবর্জ্জিত নির্জ্জন বাস, এই ব্রতচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিলেই যথেষ্ট হয়, ইহার অতিরিক্ত পঞ্চমে আর আবশ্যক করে না ॥ ২০ ॥ যতিগণ প্রতি বৎসর বর্ষার চারি মাস কুত্রাপি বিচরণ করিবেন না, কারণ তদ্দ্বারা বীজাঙ্কুর ও জীবগণের হিংসা হইবার সম্ভাবনা ॥ ২১ ॥ গমনকালে পদমর্দ্দনে প্রাণিহানি না হয়, এরূপ সাবধানে গমন করা, বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করা, যাহাতে লোকের মনে আঘাত পায়, এরূপ বাক্য প্রয়োগ না করা এবং কখন কোন কারণে কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করা যতিগণের পরম ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥ যতিগণ একমাত্র আত্মাকে সহায় করিয়া, কাহারও সাহার্য্য গ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া এবং নিরাশ্রয় হইয়া ভ্রমণ করিবেন। নখকেশধারণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিত্য আত্মতত্ত্বপরায়ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডপাণি হইয়া ভিক্ষান্নমাত্রে প্রাণধারণ করা যতিগণের ধর্ম্ম। আত্মপ্রশংসা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। অলাবু, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং বংশবিনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্রই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত পরম পাত্র নিষ্প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥ ভিক্ষুক কদাপি তৈজসপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, কোন দিন কোন গৃহস্থের নিকট কড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করা ভিক্ষু ভিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে সহস্র গোবধের পাপ হয়, এটি সনাতন বেদবাক্য ॥ ২৬ ॥ কস্মিন্‌কালে কদাচিৎ সস্নেহভাবে রমণীর রূপগুণ হৃদয়ে স্থান দান করিলে দুই কোটি ব্রাহ্মকল্পকাল কুম্ভীপাক নরকে বাস হয় ॥ ২৭ ॥ ভিক্ষুক যতি কেবল একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন, প্রাণধারণোপযোগি বস্তুর অতিরিক্ত বিস্তর ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। যৎকালে গৃহস্থের রন্ধনধূম নির্ব্বাপিত, উদূখল মুষলে কার্য্য নিবৃত্ত, অঙ্গার রাশি ভস্মসাৎ এবং গৃহস্থিত সমস্ত পরিবারের ভোজন সমাপ্ত হইবে, সেই সময়েই যতির ভিক্ষার্থ বহির্গত হওয়া উচিত। উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গমন করা বিহিত। যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইতে না পায়, এরূপ সাবধান হইয়া অল্পাহার ও নির্জ্জন বাস আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ যতি ব্যক্তি রাগ দ্বেষ পরিবর্জ্জন করিয়া মোক্ষকামনা করিবেন। যাঁহার আশ্রমে যখন গমন করিবেন, মুহূর্ত্তের অধিককাল তথায় বিশ্রাম লাভ করিবেন না। যতি যাঁহার আশ্রমে দুই দণ্ড কাল অবস্থান করেন, সেই গৃহস্থ কৃতকৃতার্থ হন, তাঁহাকে আর শাস্ত্রোক্ত কোন কর্ম্মই করিতে হয় না ॥ ৩০ ॥ যতি যাঁহার আশ্রমে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন, তাঁহার আজীবনসঞ্চিত সমস্ত মহাপাপ ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥ যতি ব্যক্তি যে যে আশ্রমে গমন করিবেন, সেই সেই আশ্রমেই জরাভিভূত মুমূর্ষু, অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণায় প্রপীড়িত নরনারীগণকে দেখিতে পাইবেন। জীবের দেহত্যাগ, পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস, নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণা, নানাযোনিভ্রমণ, অধর্ম্মে দুঃখোৎপত্তি, প্রিয়জন-

বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ, পুনঃপুনঃ নিরয়বাস, নানাবিধ নরকযন্ত্রণা, নানাবিধ কর্ম্মদোষে নরগণের নানাবিধ গতি এবং দেহের অনিত্যতা প্রভৃতি নানাবিধ ক্লেশকর ঘটনাও তাঁহার নয়নগোচর হইবে। অতএব এই বিনশ্বর সংসারের এতাদৃশ বিচিত্র গতি অবলোকন পূর্ব্বক নিত্য পরমাত্মপরায়ণ হইয়া প্রযত্নসহকারে মুক্তিপথ চিন্তা করাই যতিগণের নিত্যধর্ম্ম ॥ ৩২—৩৫ ॥

যিনি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগী হইয়া করপত্রিপদে পরিকীর্ত্তিত হইবেন, তাঁহার নিত্য নিত্য শতগুণ পুণ্য সঞ্চার হইবে ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই প্রকার চতুরাশ্রমের সেবা করিয়া, দ্বন্দ্বহীন ও সঙ্গহীন হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥ যাহারা কুবুদ্ধি এবং যাহাদের আত্মা অসংযত, তাহারা দেহমধ্যে আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। যাঁহারা সুবুদ্ধি ও সংযতাত্মা, তাঁহারা আত্মাকে অনাময় পদ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র এবং ভাষ্য এই সপ্তবিধ শাস্ত্র ব্যতিরেকে জগতে আর শ্রেষ্ঠ বাঙ্ময় শাস্ত্র কি আছে ॥ ৩৯ ॥ বেদতুল্য মহাপুরুষ বাক্য, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপবাস এই কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ॥ ৪০ ॥ সমস্ত আশ্রমের আশ্রমিরাই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সেই তত্ত্বটি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ, মনন, ও দর্শন করাও সর্ব্বাশ্রমির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক ॥ ৪১ ॥ আত্মজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু যোগ ব্যতিরেকে সেই আত্মজ্ঞান জন্মে না। চিরকাল সেই যোগাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ অরণ্যাশ্রয় পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান, নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, পদ্মাসনযোগ, নাসাগ্রদর্শন, শৌচ, মৌন, মন্ত্রপাঠ এবং আরাধনা, ইহার কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না, অভিনিবেশপূর্ব্বক অনির্ব্বেদ সহকারে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ যোগানুশীলন করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার আর কিছুমাত্র অন্যথা নাই ॥ ৪৩—৪৫ ॥ যিনি সর্ব্বদা আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই যিনি নিয়ত সংশক্ত থাকেন এবং আত্মাতেই যাঁহার পরিতৃপ্তি তাঁহারই যোগসিদ্ধি নিকটবর্ত্তিনী ॥ ৪৬ ॥ ইহ সংসারে কেবল আত্মা ভিন্ন অপর কিছু অবলোকন না করিয়া যিনি সমস্ত জগৎ সংসারকে আত্মময় দর্শন করেন, সেই মহাত্মা যোগীন্দ্রের সাক্ষাৎ আত্মারাম পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৭ ॥ যে যোগে আত্মার সহিত মনের সংযোগ সাধিত হয়, শাস্ত্রকারেরা সেই যোগকেই শ্রেষ্ঠ যোগ কহিয়া থাকেন। যাহাতে প্রাণের সহিত অপান বায়ুর সংযোগ হয়, কেহ কেহ তাহাকেও যোগ বলিয়া গণনা করেন। ৪৮ যদ্দ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগসাধন সম্পাদিত হয় শাস্ত্রমতে তাহা এক প্রকার যাগ। যাঁহাদের চিত্ত নিয়ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, তাঁহাদের জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ অতি দূরগামী ॥ ৪৯ ॥ দুর্নিবার মনোবৃত্তিসমূহের যদবধি নিবৃত্তি না হয়, তদবধি সুদূরগামিনী যোগের কিংবদন্তীই বা কোথায় থাকে! ৫০ ॥ মনের সমস্ত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া যিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগসাধনে সমর্থ হন এবং ঐ উভয় আত্মাকেই একীভূত করিয়া যিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রকারেরা যোগযুক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ সংসারের অন্তর্ভূত সমস্ত বিষয় হইতে বহির্মুখ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনের সহিত

সংযমনপূর্ব্বক আত্মার সহিত মনের সংযোগ সাধন করিতে হয়॥ ৫২ ॥ সমস্ত বিষয়ধর্ম্ম হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। তাহাই ধ্যান এবং কেবল তাহাই যোগ; তদতিরিক্ত আর আর সমস্ত যোগতত্ত্ব বর্ণন করিয়া শেষ করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে॥ ৫৩॥ জগতে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বিরোধাভাস অলঙ্কার দোষ হয়, তাদৃশ কথা বলিলেও অপরের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না॥ ৫৪ ॥ যোগী ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন; বালিকা কুমারী যেমন যুবতীর পতিসঙ্গ সুখ অবগত নহে, সে কথা তাহার নিকটে ব্যক্ত করিলেও বালিকা যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না, জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন জন্মাবধি চিরদিন দীপালোক দর্শন করিতে পায় না, অযোগী ব্যক্তিও সেইরূপ পরমধন ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অধিকারী নহে॥ ৫৫ ॥ যিনি নিত্য যোগ অভ্যাস করেন, আত্মারাম পরমাত্মা কেবল সেই যোগশীল মহাপুরুষেরই জ্ঞাতব্য। সেই সনাতন পরব্রহ্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করা মর্ত্ত্য লোকের সাধ্যাতীত॥ ৫৬॥ জল যেমন ক্ষণমাত্র একস্থানে সুস্থির হইয়া থাকে না, সেইরূপ যাহার চিত্ত বাতাহত জলের ন্যায় সর্ব্বদা সচঞ্চল সে ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। অতএব চিত্ত স্থির করিবার নিমিত্ত শরীরস্থ পঞ্চবায়ুকে নিরুদ্ধ করা আবশ্যক; বায়ুনিরোধে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত ষড়ঙ্গ যোগ অভ্যাস করা উচিত। যোগাসন, স্ব স্ব বৃত্তি হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ, প্রাণবায়ুর সংরোধ, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই ছয়টি একত্রীভূত হইলেই ষড়ঙ্গ যোগ সুসম্পন্ন হয়। যোগাঙ্গের যে সমস্ত আসন সিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই যোগাচারিগণের সিদ্ধপ্রদ সিদ্ধাসন নামে গণনা করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আসনই যোগিগণের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ॥ ৫৭—৬০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত আসনে নিত্য যোগাভ্যাস করিলে যোগিগণের দেহ সর্ব্বদা সবল হইয়া থাকে ॥৬১॥ বামোরুর উপরে দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত করিয়া এবং দক্ষিণোরুর উপরে বাম চরণ সংযুক্ত রাখিয়া যোগী যে আসন অবলম্বন করেন, সেই আসনকেই পদ্মাসন কহে॥৬২॥ ঐরূপে পদ্মাসন করিয়া তদনন্তর দৃঢ়বদ্ধ যোগী হস্তদ্বারা উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন। তাদৃশ পদ্মাসনেই যোগিগণের শরীর বলিষ্ঠ হয় ॥৬৩॥ অথবা মনের সুখ সংসাধিত হয়, যোগিগণ সেই আসনই অবলম্বন করিতে পারেন; অতএব স্বস্তিকাদি যে কোন আসনে অধ্যাসীন হইয়া যোগানুষ্ঠান করা বিধিসিদ্ধ ॥৬৪॥ সলিলসমীপে, বহ্নিসম্মুখে, জীর্ণারণ্যে, গোষ্ঠে, দংশমশকাকীর্ণ স্থানে, অশ্বত্থবৃক্ষসমীপে, চৈত্যদেবালয়সমীপে, অথবা চত্বরে যোগানুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার অথবা অস্থি যে স্থানে থাকে, তাদৃশ স্থানে এবং দুর্গন্ধময় অপবিত্র স্থানে অথবা যেখানে বহু লোকের জনতা, সে স্থানেও যোগানুষ্ঠান হয় না ॥৬৫॥৬৬। যে স্থানে কোন প্রকার বাধা নাই, যে স্থান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সুখাবহ, যে স্থানে মনের প্রসন্নতা জন্মে এবং যে স্থান সুরভি কুসুম পরিমল ও ধূপ ধূনাদি গন্ধদ্রব্যে আমোদিত, তাদৃশ স্থানেই যোগানুষ্ঠান করা উচিত ॥৬৭॥ অতি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, ক্ষুধায় কাতর হইয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া অথবা অন্য প্রকার কোন চিন্তায় আকুল হইয়া যোগিব্যক্তি যোগানুষ্ঠান করিবেন না ॥৬৮॥ উরুদেশের

উপর এক চরণ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামহস্ত ধারণ পূর্ব্বক উন্নত বক্ষঃস্থল আর কিছু উন্নত করিয়া তাহাতে চিবুক সংলগ্ন করিতে হয়। নেত্র নিমিলনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া, দন্তদ্বারা দন্তস্পর্শ না করিয়া, রসনাকে তালুদেশে উত্তোলন পূর্ব্বক অচল রাখিয়া এবং বদনমণ্ডল সমাবৃত করিয়া নিশ্চল হইতে হয়॥৬৯॥৭০॥ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক উত্তম, মধ্যম ও লঘু, এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রাণায়ামকালে অতি নিম্ন অথবা অতি উচ্চ আসন অবলম্বন করা নিষিদ্ধ॥৭১॥ যৎকালে বায়ুর চলাচল থাকে, তৎকালে জগতের সমস্ত পদার্থই চঞ্চল হয়; বায়ু নিশ্চল হইলে সমস্তই নিশ্চল হইয়া থাকে; অতএব শরীরস্থ বায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই যোগী সুস্থিরত্ব প্রাপ্ত হন॥৭২॥ দেহে যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণই জীবগণকে জীবিত বলা যায়, প্রাণ বহির্গত হইলেই মৃত্যু সংঘটিত হয়; অতএব সর্ব্বাগ্রেই প্রাণ বায়ুর নিরোধ করা আবশ্যক। যত দিন দেহমধ্যে প্রাণ বায়ু অবরুদ্ধ থাকে, চৈতন্য যত দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকেন এবং দৃষ্টি যতদিন ভ্রূমধ্যেই সংশক্ত থাকে, ততদিন আর কালের ভয় কোথায়? ॥৭৩॥৭৪॥ কাল এমনি ভয়ঙ্কর পদার্থ যে, স্বয়ং কমলাসন প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও কালের ভয়ে প্রাণায়াম যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব সেই ভয়েই যোগিগণ প্রাণবায়ু নিরোধ সাধন করিয়া যোগাভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করেন॥৭৫॥

(ক্রমশঃ)

সাধনা।

(ক)

কুলকামিনী যখন কোন লম্পটের প্রতি একান্ত আশক্ত হন, তখন তিনি কুল ত্যাগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হন না, তখন তিনি সম্ভ্রম, লজ্জা, সমস্ত আত্মীয় স্বজন-বর্গকে ও বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি সেই প্রেমাস্পদ লম্পট ব্যতীত অন্য সমস্তেই দোষ দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধু কোন হিতোপদেশ দিলে তিনি তাঁহার প্রতি বিরক্তই হন্। তখন তাঁহার সেই একজন ব্যতীত অন্য সকলের প্রতিই বিরাগ হয়, তখন তাঁহার সেই এক্ ভিন্ন অন্য কাহাকে প্রয়োজনীয় বলিয়াও বোধ হয় না। কিন্তু তিনি সেই লম্পট কর্ত্তৃক প্রতারিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইলে তাঁহার আর অনুতাপের সীমা পরিসীমা থাকে না, তখন তাঁহার সেই অনিষ্টমূলক বৈরাগ্যও থাকে না। ঐ প্রকার কুলটা হইয়া যেন কেহ সর্ব্বত্যাগ না করে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইয়া যদি কেহ অন্য সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার পরম মঙ্গল হইয়া থাকে। সামান্য মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ কেবল নানা প্রকার দুঃখেরই কারণ।

(খ)

ভগবানের নিকটে স্বকৃত অপরাধের জন্য কাঁদিলে, তিনি অপরাধ মার্জ্জনা করেন। তিনি যে পতিতপাবন, তিনি যে অধমতারণ, তিনি যে দয়াময়, তিনি যে ভক্তাভক্তবৎসল। যে তাঁহাকে চায় সে তাঁহাকে পায়। ১

নির্জ্জনে ব্যাকুলতার সহিত ভগবদ্দর্শনের জন্য কাঁদিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। ২

(গ)

পরিমার্জ্জিত ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অনেকেরই আছে। পরিমার্জ্জিত জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে।

(ঘ)

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একান্ত চেষ্টা হইলেই অন্ন লাভ হয়। পাপের নিদারুণ যন্ত্রণায় যাঁহার পুণ্য লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্রতা হইয়াছে তাঁহার অবশ্যই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাহ্য শোভা দেখিয়া বুঝিতে পারেন অন্তরের শোভা বাহ্য শোভা অপেক্ষা সম্পূর্ণ অধিক। তিনি অন্তরের শোভা দেখিবার জন্য যত্নবান হন্। ২

(ঙ)

যোগ——অগ্নির সহিত কাষ্ঠের যোগ হইলে কাষ্ঠও অগ্নি হয়।

(চ)

জীব কর্ত্তা নহে। ১

জীব লোভের অধীন। সেইজন্য জীবের লোভের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব কামের অধীন। সেইজন্য জীবের কামের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব সকল মনোবৃত্তিরই অধীন। সেইজন্য জীবের কোন মনোবৃত্তির উপরই কর্ত্তৃত্ব নাই। ২

(ছ)

আত্মশুদ্ধি অপ্রাকৃত। বুদ্ধিশুদ্ধি প্রাকৃত। ১

আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্মশুদ্ধি হয় না। ২

আত্মশুদ্ধির পূর্ব্বে বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া থাকে। ৩

নানা প্রকার সংযম। সকল সংযমাপেক্ষা আত্মসংযমই কঠিন। ৪

(জ)

আত্মা—স্তম্ভন নানা প্রকার। ১

বাক্যপ্রয়োগ না করার নামই বাক্যস্তম্ভন নহে। অন্তরে বাক্শক্তির স্ফুর্ত্তিনিরোধের নামই প্রকৃত বাক্যস্তম্ভন। ২

প্রকৃতি সম্বন্ধেই স্তম্ভন প্রয়োগ হইতে পারে। আত্মা স্তম্ভিত হন্ না। আত্মার কোন প্রকার বিকারও নাই। আত্মা অবিকৃত, আত্মা শুদ্ধচৈতন্য। ৩

(ঝ)

যাঁহার বিরহ নাই তাঁহার ধ্যান করিবারও প্রয়োজন হয় না। ১

যে মূর্ত্তী ধ্যান করিতে হইবে প্রথমতঃ সেই মূর্ত্তীর চরণে চক্ষু স্থির করিয়া একাগ্রতার সহিত নিরিক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে উরু, তৎপরে উদর, তৎপরে বক্ষ, তৎপরে দক্ষিণ হস্ত, তৎপরে বাম হস্ত, তৎপরে কণ্ঠ, তৎপরে মুখমণ্ডল, তৎপরে মস্তক। তৎপরে সমস্ত মূর্ত্তী নিরিক্ষণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া সমস্ত মূর্ত্তী ভাবনা করিতে হইবে। শরীরের প্রত্যেক অংশ নিরিক্ষণান্তেও শরীরের প্রত্যেক অংশ ধ্যান করা যাইতে পারে। ২

নৃত্য দ্বারা অধিক অঙ্গ সঞ্চালন হয়। সেইজন্য ধ্যানযোগীর পক্ষে নৃত্য নিষিদ্ধ। ৩

গীত দ্বারাও অঙ্গ সঞ্চালন হয়। সেইজন্য ধ্যানী গীত গাহিবেন না। ৪

(ঞ)

প্রেম—কৃষ্ণকে পতি বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে উপপতি বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে সখা বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে প্রভু বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে পিতা বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে মাতা বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে ভগ্নী বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে ভ্রাতা বোধ যাঁহার তিনি ধন্য, কৃষ্ণকে কোন সম্পর্কীয় বোধ যাঁহার তিনি ধন্য। কৃষ্ণকে শত্রু বোধ যাঁহার তিনি ধন্য। ১

কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বোধ যা'

থাকিলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার ভাবই হইতে পারে না। ২

মানবের যত প্রকার ভাব হইয়া থাকে সে সকলের প্রত্যেক ভাব দ্বারাই পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে পারে। ৩

পরমেশ্বরকে প্রভু বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে সখা বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে পিতা বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে মাতা বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে ভ্রাতা বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে ভগ্নী বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে পতি বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, পরমেশ্বরকে উপপতি বোধ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। মানবীয় যত প্রকার সম্বন্ধ আছে সে সকলের প্রত্যেক সম্বন্ধই মানবের পরমেশ্বরের প্রতি হইতে পারে। ৪

কতকগুলি গোপীর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উপপতি হইয়াছিলেন। ৫

প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই নানা প্রকার প্রেমময় ভাব ও ভক্তি আছে। প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই নানা প্রকার প্রেমময় ভাব ভক্তি কোন না কোন মনুষ্যের প্রতিই আছে। ঐ সকল সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিও দেওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল ভাবের কোনটী ঈশ্বরের প্রতি হইলে তাঁহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠতা হয়। ঐ সকল ভাব বশতঃ কত মানুষের কত মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা আছে। ৬

কত মনুষ্যেরই স্বভাবতঃ অন্যান্য কত মনুষ্যের প্রতি নানা প্রকার প্রেমময় ভাব ও ভক্তি আছে। ঈশ্বরের জন্য ঐ সকল সাধনা দ্বারা আয়োজন করিতে হইবে না। স্বভাবতই অনেক মনুষ্যেরই ঐ সকল আছে। ঐ সকল দ্বারা ঈশ্বরের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতাও হয়। ঐ সকলের মধ্যে বাৎসল্য ভাব দ্বারা ঈশ্বর সন্তান হন্। ঐ সকলের মধ্যে সখ্য ভাব দ্বারা ঈশ্বর সখা হন। ঐ সকলের মধ্যে মধুর ভাব দ্বারা ঈশ্বর পতি হন। ঐ সকলের মধ্যে দাস্য ভাব দ্বারা ঈশ্বর প্রভু হন্। পিতৃভাব দ্বারা পিতা হন্। মাতৃভাব দ্বারা মাতা হন্। ভ্রাতৃভাব দ্বারা ভ্রাতা হন। স্বসৃভাব দ্বারা স্বসা হন। পত্নীভাব দ্বারা পত্নী হন। বিশেষতঃ বাৎসল্যভাবে সন্তানকে যেমন ক্রোড়ে করিতে পারা যায়, যেমন মুখচুম্বন করিতে পারা যায়, যেমন স্তনপান করান যায়, তদ্রূপ ঈশ্বরকেও পারা যায়। তখন ঈশ্বরের নিকট ভয় ও সঙ্কোচ থাকে না। ৭

প্রত্যেক প্রেমময় ভাব দ্বারাই ঈশ্বরকে লইয়া কত আনন্দ কত আমোদই করিতে পারা যায়। ৮

প্রেমময় কোন ভাবই ঈশ্বরের জন্য সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয় না। সে সকল ও ভক্তি-ভাব স্বভাবতই অনেক মনুষ্যের মধ্যেই আছে। সেগুলি কেবল প্রযত্ন ও আগ্রহ সহকারে ঈশ্বরের অর্পণ করিতে পারিলেই হইবে। তাহা পারিলেই ঈশ্বরকে অতি আত্মীয়, অতি আপনার বলিয়া বোধ হইবে। ঐ সকল ভাব দ্বারা ঈশ্বরকে পুত্ররূপে, কন্যারূপে, পিতারূপে, মাতারূপে, ভ্রাতারূপে, ভগ্নীরূপে, পতিরূপে, পত্নীরূপে কিম্বা অন্য কোন প্রেমাস্পদ আত্মীয় রূপেও পাওয়া যায়। সখারূপে পাওয়া যায়। সখীরূপে পাওয়া যায়। ঐ সকল ভাবের কোন ভাব ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ঈশ্বর মানবাকারেই আমাদের ভাবের সামগ্রী হন্। তখন তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতাই হয়। তখন তাঁহাকে আর অতি দূরে বলিয়া বোধ হয় না। ৯

নানা প্রকার প্রেমময় ভাব আমাদের মধ্যে আছে বলিয়াই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য আমাদের কোন প্রেমময় ভাবের আর সাধনা করিতে হয় না। কেবল কোন প্রেমময় ভাব ঈশ্বরে অর্পণ করিলেই হয়। যাহা আমাদের আয়ত্বাধীনে আছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই অন্যকে দিতে পারি। প্রেমময় ভাব সকল আমাদের স্বভাবতঃ আছে। সে গুলি আমাদের নিজস্ব। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারি। তবে পারিবার জন্য সাধনা করার প্রয়োজন। ১০

পরমেশ্বর পরম পবিত্র। কৃষ্ণ পরমেশ্বর। সেইজন্য তিনিও পরম পবিত্র। তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তরের কোন অংশই অপবিত্র বলিতে পার না। তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তরের সকল অংশই পরম পবিত্র। তাঁহার শরীরের কোন অংশের সহিত মধুর ভাবে কোন গোপীর সংশ্রব হইলে সেই গোপী নিশ্চয়ই অপবিত্র অথবা দূষিত হন্ না। নানা শাস্ত্রানুসারে যে কৃষ্ণবিষ্ণুকে স্মরণ করিলে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হয় তাঁহার অঙ্গের কোন অংশের সহিত সংশ্রবেই গোপী কিম্বা অপর কোন ললনাই অপবিত্র অথবা দূষিত হইতে পারেন না। বরঞ্চ তাঁহার স্মরণ অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গসংশ্রবে মধুরভাবিনী গোপীর অধিক পবিত্র হইবার সম্ভাবনা। ১১

যোগ।

(ক)

খদির সঙ্কোচক। এইজন্য গরম। চূণে ঝাঁজ আছে, এইজন্য গরম। প্রত্যেক মশলাই গরম। সুতরাং ঐ সকলবিশিষ্ট তাম্বুলও গরম। মহাযোগীদের শরীর মহাশীতেও উষ্ণ থাকে। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ১

পলাণ্ডু, রশুন, আলু এবং কপি মহা গরম, এইজন্য যোগীদের পক্ষে ঐ সকল নিষিদ্ধ। ২

ত্রাটক দ্বারা চাক্ষুষী জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। চাক্ষুষী জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হইলে অতি দূরস্থ পদার্থনিচয় দর্শনের ক্ষমতা হয়। স্বভাবতঃ সকলের চাক্ষুষীজ্যোতিরই পরিমাণ একশ্রেণীর নহে। সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে হয়ত কোন ব্যক্তি আপনার হস্তস্থিত পুস্তকই স্পষ্টরূপে পাঠ করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে হয়ত আর এক্ ব্যক্তি সেই পুস্তক অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে সক্ষম। সেইজন্যই বলি ত্রাটক সাধনা দ্বারা যাঁহাদের অধিক চাক্ষুষীজ্যোতিঃ বৃদ্ধি হইয়াছে তাঁহারা দূরস্থ যে স্থানের পদার্থনিচয় দর্শন করেন এক্ ব্যক্তির সেই ত্রাটক সাধনা দ্বারা অত্যল্প চাক্ষুষীজ্যোতিঃ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি সেই সকল পদার্থ কখনই দর্শন করিতে সক্ষম হন্ না। ৩

(খ)

অন্যান্য নানা প্রকার আসনের ন্যায় নানা প্রকার মনোযোগাসনও আছে। সে সকল সাধনায় হয় না। সে সকল মনোযোগীর অজ্ঞাতসারে স্বভাবতঃ হয়। হরির প্রতি অত্যন্ত ভক্তি বশতও তাঁহাতে মনোযোগ হইতে পারে, হরির প্রতি অত্যন্ত প্রেম বশতঃ তাঁহাতে মনোযোগ হইতে পারে। ১

পরমেশ্বরে যিনি যোগ হইতে পারেন প্রকৃত পক্ষে তিনিই যোগ্য, তদ্ব্যতীত আর সকল অযোগ্য। ২

পাতঞ্জলদর্শনের মতে যোগীর আহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। তাহাতে যোগীর আহার সম্বন্ধে কোন বিধিও নাই, আর কোন নিষেধও নাই। তাহাতে আহার সম্বন্ধে কোন বিধি যখন নাই তখন আহার সম্বন্ধে কোন নিষেধও নাই। আহার সম্বন্ধে নিষেধ থাকিলে বিধি

আছে বুঝিতাম বিধি থাকিলেও নিষেধ আছে বুঝিতাম। ৩

জীবন্মুক্তপুরুষের গুরুত্ব।

অষ্টাবক্রসংহিতার অষ্টম প্রকরণে লিখিত আছে "তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।" জীবত্ব থাকিতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আশক্তিবর্জ্জিত হইতে পারে না। কিঞ্চিন্মাত্র আশক্তি থাকিতে মুক্ত হওয়া যায় না। আশক্তিই মুক্তির বিষম অন্তরায়। অনেক সময়ে চিত্ত কোন প্রকার দৃশ্য পদার্থের প্রতিই আশক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টিই কোন প্রকার দৃশ্য পদার্থের প্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যে সকল দৃশ্য পদার্থের সৌন্দর্য্য এবং মনোহরত্ব আছে, স্বভাবতঃ সেই সকল পদার্থই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জীবন্মুক্তি লাভ হইলে কোন সুন্দর পদার্থই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। জীবন্মুক্তি লাভ হইলে কোন মনোহর পদার্থই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে, অবস্থার চিত্ত লোভ-পরিশূন্য হইয়া থাকে। সেইজন্য সে, অবস্থায় তাঁহার আশক্তির সহিতও কোন সংশ্রব থাকে না। সেইজন্য সে' অবস্থায় চিত্ত প্রলোভনের বশবর্ত্তীও হয় না। সে অবস্থায় চিত্ত নির্লিপ্তুতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহার চিত্ত নির্লিপ্তুতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই মহানুভবত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই উদারচিত্ত মহাত্মা সম্বন্ধে অষ্টাবক্রসংহিতায় এই প্রকার বর্ণিতআছে,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি॥
বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্॥
কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেন ত্বেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্॥
শূন্যা দৃষ্টির্ব্বৃথা চেষ্টা বিকলানি ক্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্ব্বা ক্ষীণসংসারসাগরে॥"

যিনি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া কায়স্থ হইয়াও অকায়স্থ, তাঁহার অবস্থা কি মনোহর! তিনি কায়াতে থাকিয়াও কায়িক কোন ব্যাপারে লিপ্ত নহেন। যেরূপ আকাশ সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুতে লিপ্ত নহে তদ্রূপ তিনি সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ হইয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন্ না। পদ্মপত্রে বারী থাকিয়াও যেরূপ বারী তাহাতে লিপ্ত হয় না তদ্রূপ বিদেহী মুক্তপুরুষ সর্ব্ব বিষয় আলোচনা করিয়াও সে সকলে লিপ্ত হন্ না। যেহেতু তিনি কোন প্রকার কর্ম্মফলেই আশক্ত নহেন। সেইজন্য তাঁহার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি আছে বলা যায় না। সেইজন্যই আত্মানন্দ অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,—

"ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ॥
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সর্ব্বত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্ণন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্ম্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥"

মহাশয় হওয়া কোন সামান্য ব্যাপার নহে। মনে করিলেই কেহ মহাশয় হইতে পারে না। যাঁহারা কর্ত্তার ভজনা করেন, তাঁহাদিগের মতে গুরুই মহাশয়। গুরু এ'রূপ অসামান্য পুরুষ যে কেহ ইচ্ছা করিলেই গুরু হইতে পারেন না। যাঁহার শিবত্ব লাভ হইয়াছে, তাঁহাতেই গুরুত্ব বর্ত্তিয়াছে। গু শব্দ অন্ধকার বাচক। যাহা অন্ধকার নিবারণ করিয়া থাকে, তাহাকেই 'রু' বলা হয়। অন্ধকার দ্বারা যেরূপ দৃশ্য পদার্থ সকল আবৃত থাকিলে সে সকল দৃষ্টি-গোচর হয় না তদ্রূপ অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় সচ্চিদা-নন্দ আবৃত থাকিলে, তাঁহাকেও দর্শন করা যায় না। যেরূপ আলোক দ্বারা দৃশ্য পদার্থ

সকল দর্শন করা যায় তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় সচ্চিদানন্দকে দর্শন করা যায়। সেই জ্ঞানস্বরূপ যিনি, তিনিই গুরু, তিনিই অজ্ঞানবারক। গুরুমাহাত্ম্য প্রতিপাদক নানা শাস্ত্রানুসারে গুরু শব্দের নানা প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। গুরুগীতার মতে—

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

গুণময়ী মায়া হইতেই অজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে। গুকার সেই মায়াময় অজ্ঞানাদির প্রকাশক। গুকার হইতেই মায়িকগুণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। গুকার হইতেই মায়া ভ্রান্তি বিকাশিত হইয়া থাকে। প্রকাশস্বভাব রুকার দ্বারা মায়া ভ্রান্তি নিবারিত হয়। অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মেতে যে মায়ার আরোপ হয় রুকার দ্বারাই তাহা তিরোহিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত মায়ার একত্ববোধরূপ যে বিষম ভ্রম, তাহার তিরোধান হইয়া থাকে। সেই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায় ভ্রান্তিবিমোচকঃ॥"

যিনি গুরু, তাঁহার কোন প্রকার বন্ধনই নাই। তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই সিদ্ধিদাতা, তিনিই পাপহর্ত্তা। তিনিই জ্ঞানদপিতা জ্ঞানেশ্বর। কর্ত্তার ভজনশীল ব্যক্তি তাঁহাকেই মহাশয় বলিয়া থাকেন। সেই গুরুমহাশয়ের অপার মহিমা। গুরুগীতানুসারে—

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

জীবন্মুক্তপুরুষই সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন, জীবন্মুক্তপুরুষই শিবত্বসম্পন্ন। সেইজন্য তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।

বিবিধ।

শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দ ভগবত। শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থে অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে গোবিন্দ ভগবতের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। তাঁহার গুরুর পূর্ব্ববর্ত্তীগণেরও নাম পাওয়া যায় না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের ছিলেন সে বিষয়েও কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থে অথবা তাঁহার কোন শিষ্য কিম্বা প্রশিষ্যের গ্রন্থেও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। ইদানী শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে দশনামীসন্ন্যাসী বলা হয়। সুতরাং সেইজন্য তাঁহার সম্প্রদায়কে দশনাম সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। অথচ ঐ দশনাম সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচলিত হয় নাই। ঐ দশনামসম্প্রদায় তাঁহার কোন প্রধান শিষ্য বা কোন অপ্রধান শিষ্য কর্ত্তৃকও প্রচলিত হয় নাই। ঐ দশনামসম্প্রদায় তাঁহার দশ জন প্রধান প্রশিষ্যের নামানুসারেই প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ দশ জনের মধ্যে কেহ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের দশনামসম্প্রদায় নাম দিয়াছিলেন বলিয়াও কোন উল্লেখ নাই। তবে ঐ দশনামসম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের উক্ত দশজন প্রধান প্রশিষ্যের নামানুসারে প্রচলিত বটে। ঐ দশনামসম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের দশজন প্রশিষ্যের নামানুসারে প্রচলিত বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দ ভগবত, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার কোন শিষ্য এবং ঐ দশজন প্রশিষ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রশিষ্যকেও দশনামী অথবা দশনাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যায় না। তবে তাঁহারা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত? কোন কোন মহাত্মার মতে তাঁহারা অতি প্রাচীন অবধুত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। দশনামসম্প্রদায় আধুনিক বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ের উল্লেখ কোন

শাস্ত্রেই নাই। কিন্তু অবধূত সম্বন্ধে উল্লেখ অনেক পুরাণ এবং অনেক তন্ত্রেই আছে, একই অবধূত সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শাখাপ্রশাখা আছে। সে গুলির মধ্যে তিনটী শাখাকেই প্রধান বলা যাইতে পারে। সেই তিনটী শাখার মধ্যে একটী কেবলানন্দশাখা, আর একটীর নাম দত্তাত্রেয়শাখা, অপরটীর নাম গোবিন্দভগবতশাখা। ঐ তিন শাখাই যে তিন মহাত্মার নামে প্রচলিত তাঁহাদের মধ্যে কাহারো পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নাম অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে কাহারো কাহারো মতে শ্রীমদ্ভাগবতীয় অবধূত ঋষভদেবই কেবলানন্দ। কেবলানন্দের প্রধান শিষ্য সদানন্দ, সদানন্দের প্রধান শিষ্য চিদানন্দ, চিদানন্দের প্রধান শিষ্য স্বানন্দ, স্বানন্দের প্রধান শিষ্য শিবানন্দ, শিবানন্দের প্রধান শিষ্য অভেদানন্দ, অভেদানন্দের প্রধান শিষ্য শঙ্করানন্দ, শঙ্করানন্দের প্রধান শিষ্য বিমলানন্দ, বিমলানন্দের প্রধান শিষ্য মহানন্দ, মহানন্দের প্রধান শিষ্য আত্মানন্দ, আত্মানন্দের প্রধান শিষ্য যোগানন্দ, যোগানন্দের প্রধান শিষ্য ধ্যানানন্দ, ধ্যানানন্দের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্য অতুলানন্দ, অতুলানন্দের প্রধান শিষ্য নির্ম্মলানন্দ, নির্ম্মলানন্দের, প্রধান শিষ্য অদ্বৈতানন্দ, অদ্বৈতানন্দের প্রধান শিষ্য শুদ্ধানন্দ, শুদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য বিপুলানন্দ, বিপুলানন্দের প্রধান শিষ্য ধর্ম্মানন্দ, ধর্ম্মানন্দের প্রধান শিষ্য অমৃতানন্দ, অমৃতানন্দের প্রধান শিষ্য অরূপানন্দ, অরূপানন্দের প্রধান শিষ্য প্রণবানন্দ, প্রণবানন্দের প্রধান শিষ্য তুর্য্যানন্দ, তুর্য্যানন্দের প্রধান শিষ্য অক্ষরানন্দ, অক্ষরানন্দের প্রধান শিষ্য সুধানন্দ, সুধানন্দের প্রধান শিষ্য বিশুদ্ধানন্দ, বিশুদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য অভয়ানন্দ, অভয়ানন্দের প্রধান শিষ্য সর্ব্বানন্দ, সর্ব্বানন্দের প্রধান শিষ্য পরমানন্দ, পরমানন্দের প্রধান শিষ্য অদ্ভুতানন্দ, অদ্ভুতানন্দের প্রধান শিষ্য মহাদেবানন্দ, মহাদেবানন্দের প্রধান শিষ্য ভবানন্দ, ভবানন্দের প্রধান শিষ্য দয়ানন্দ, দয়ানন্দের প্রধান শিষ্য মহেশ্বরানন্দ, মহেশ্বরানন্দের প্রধান শিষ্য ভূতানন্দ, ভূতানন্দের প্রধান শিষ্য সাধনানন্দ, সাধনানন্দের প্রধান শিষ্য বিদ্যানন্দ, বিদ্যানন্দের প্রধান শিষ্য অশোকানন্দ, অশোকানন্দের প্রধান শিষ্য সাধ্যানন্দ. সাধ্যানন্দের প্রধান শিষ্য কৃপানন্দ, কৃপানন্দের প্রধান শিষ্য আলোকানন্দ, আলোকানন্দের প্রধান শিষ্য ধীরানন্দ. ধীরানন্দের প্রধান শিষ্য গুণানন্দ, গুণানন্দের প্রধান শিষ্য অক্ষয়ানন্দ, অক্ষয়ানন্দের প্রধান শিষ্য সিদ্ধানন্দ, সিদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য করুণানন্দ, করুণানন্দের প্রধান শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের প্রধান শিষ্য বেদানন্দ, বেদানন্দের প্রধান শিষ্য সুশীলানন্দ, সুশীলানন্দের প্রধান শিষ্য বোধানন্দ, বোধানন্দের প্রধান শিষ্য অমলানন্দ, অমলানন্দের প্রধান শিষ্য জপানন্দ, জপানন্দের প্রধান শিষ্য জীবানন্দ, জীবানন্দের প্রধান শিষ্য জগদানন্দ, জগদানন্দের প্রধান শিষ্য ভূমানন্দ, ভূমানন্দের প্রধান শিষ্য আশানন্দ, আশানন্দের প্রধান শিষ্য নয়নানন্দ, নয়নানন্দের প্রধান শিষ্য বামনানন্দ, বামনানন্দের প্রধান শিষ্য দুর্গানন্দ, দুর্গানন্দের প্রধান শিষ্য রামানন্দ, রামানন্দের প্রধান শিষ্য নৃসিংহানন্দ, নৃসিংহানন্দের প্রধান শিষ্য সূর্য্যানন্দ, সূর্য্যানন্দের প্রধান শিষ্য উমানন্দ, উমানন্দের প্রধান শিষ্য পরানন্দ, পরানন্দের প্রধান শিষ্য আদিত্যানন্দ, আদিত্যানন্দের প্রধান শিষ্য দক্ষিণানন্দ, দক্ষিণানন্দের প্রধান শিষ্য শুভানন্দ, শুভানন্দের প্রধান শিষ্য নিয়মানন্দ, নিয়মানন্দের প্রধান শিষ্য কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দের প্রধান শিষ্য

হরানন্দ, হরানন্দের প্রধান শিষ্য নির্গুণানন্দ, নির্গুণানন্দের প্রধান শিষ্য কেশবানন্দ, কেশবানন্দের প্রধান শিষ্য রমানন্দ, রমানন্দের প্রধান শিষ্য তারানন্দ, তারানন্দের প্রধান শিষ্য ভুবনানন্দ, ভুবনানন্দের প্রধান শিষ্য গঙ্গানন্দ, গঙ্গানন্দের প্রধান শিষ্য গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দানন্দের প্রধান শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের প্রধান শিষ্য কমলানন্দ, কমলানন্দের প্রধান শিষ্য কালিকানন্দ, কালিকানন্দের প্রধান শিষ্য বগলানন্দ, বগলানন্দের প্রধান শিষ্য পরীক্ষিতানন্দ, পরীক্ষিতানন্দের প্রধান শিষ্য প্রকাশানন্দ, প্রকাশানন্দের প্রধান শিষ্য ধ্রুবানন্দ, ধ্রুবানন্দের প্রধান শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান শিষ্য যাদবানন্দ, যাদবানন্দের প্রধান শিষ্য নকুলানন্দ, নকুলানন্দের প্রধান শিষ্য হৃদয়ানন্দ, হৃদয়ানন্দের প্রধান শিষ্য অদ্বৈতানন্দ, অদ্বৈতানন্দের প্রধান শিষ্য ব্রহ্মানন্দ পরমহংসাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ পরমহংসাচার্য্যের একজন শিষ্য জ্ঞানানন্দ। সেই জ্ঞানানন্দ আমি। আমার ঐ জ্ঞানানন্দ নাম ব্যতীত অনেক মহাত্মা আমাকে অনেকগুলি নাম দিয়াছিলেন। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরমার্থ ভ্রাতা আমাকে প্রেমানন্দ বলিতেন। বৃন্দাবনের কোন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী আমাকে প্রেমবাবা বলিতেন। কাশীর শঙ্করশাস্ত্রী আমাকে অবধূতানন্দ বলিতেন। ১

শঙ্করাচার্য্য অশাস্ত্রীয় অবতার নহেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়ে পরমারাধ্য পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অবতীর্ণ হইবার কথা আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে পরমাত্মা শঙ্করাচার্য্য শিবের এক অবতার। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা আছে,—

"ত্যক্তে কৃষ্ণেন ভূখণ্ডে বৌদ্ধাঃ কেচিদ্বিদূষকাঃ।
স্বমতং স্থাপয়িষ্যন্তি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্॥ ২০
তদা পুরাণে সর্ব্বস্মিন্ দর্শনেষু চ সর্ব্বশঃ।
বিভেদেষু তদা দুঃখাদ্ রোদমানা সরস্বতী॥ ২১
তস্যা হি দুঃখশান্ত্যর্থং শিবো বিষ্ণুশ্চ ভূতলে।
আচার্য্যোপাধিগোষ্ঠ্যাস্তু কুত্রাপ্যবতরিষ্যতঃ।
বিষ্ণোরাচার্য্যরূপস্য সা চ ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
আচার্য্যঃ শঙ্করাখ্যো হি কৃত্বা সন্ন্যাসমাশ্রমম্।
উভৌ বৌদ্ধসঙ্ঘস্য নৈয়ায়িকমতেন হ।
নিবারয়িষ্যন্তি বলাৎ তে মরিষ্যন্তি দাহিতাঃ।
তান্ নিবার্য্য ততো বৌদ্ধানাচার্য্যঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্।
দেবতানাং স্তবান্ দিব্যান্ কবচানি করিষ্যতি।
দর্শনানাঞ্চ শুভদান্ গ্রন্থানপি করিষ্যতি।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং বিদ্যাং সমাশ্রিত্য পুনঃ পুনঃ॥ ২৬
ভিন্নভিন্নশরীরৈস্তু কাব্যব্যাকরণাদিকাম্।
করিষ্যতি শুভান্ গ্রন্থান্ পুণ্যাংশ্চ পঠতাং নৃণাম্।
আচার্য্যোভৌ যদা পৃথ্ব্যাং ত্যক্ষ্যতঃ
কিল বৈ ততঃ
ভবিষ্যতি কলিবৃদ্ধো লোকানাং সত্ত্বহারকঃ।
তত আরভ্য ধর্ম্মস্য হানিরুক্তোত্তরোত্তরা।
এতদ্ বিজ্ঞায় যস্তাবৎ কলেশ্চরিতমদ্ভুতম্॥ ২৯
হরৌ নারায়ণে ভক্তিং করিষ্যতি মহামতিঃ।
স এব কলিদোষেণ ত্যক্তো ভাবং পরং ব্রজেৎ"॥২

জাতিনির্ণয় নানা প্রকারে হইয়া থাকে। আকারের পার্থক্য দ্বারাও জাতিনির্ণয় হইয়া থাকে। অশ্বের এবং হস্তীর আকার এক প্রকার নহে বলিয়া তাহারা একজাতীয় নহে। তাহাদের জাতিগত বিভিন্নতা আছে। ঐ প্রকারে সকল বৃক্ষও একজাতীয় নহে। ঐ প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্রও এক-জাতীয় নহে। উঁহাদিগের জাতিগত বিভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রীয়ের পুত্র ক্ষত্রীয়। বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য। শূদ্রের পুত্র শূদ্র। ঐ প্রকারে জন্মানুসারে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যেরূপ অশ্বের সন্তান মনুষ্য নহে তদ্রূপ ব্রাহ্মণের সন্তান ক্ষত্রীয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র

নহে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রীয়ের সন্তানও ক্ষত্রীয়। বৈশ্যের সন্তানও বৈশ্য। শূদ্রের সন্তানও শূদ্র। নানা প্রকার বর্ণসঙ্করের সন্তানও বর্ণসঙ্কর। অশ্বের সন্তান জীবিতাবস্থায় যেমন অন্য কিছু হইতে পারে না তদ্রূপ ব্রাহ্মণসন্তানও জীবিতাবস্থায় অন্য কিছু হইতে পারেন না। তিনি জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মণই থাকেন। দৈববল ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কারণে অশ্ব হস্তী হইতে পারে না। দৈববল ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে না। ৩ ক।

জন্মানুসারে জাতিনির্ণয় হইতে পারে। গুণকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয় হইতে পারে। পরম জ্ঞান দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে। পরাভক্তি দ্বারা জাতিনির্ণয় হইতে পারে। নিকৃষ্টজাতি জ্ঞানলাভ দ্বারা উৎকৃষ্টজাতি হইতে পারে। নিকৃষ্টজাতি পরাভক্তি লাভ দ্বারা উৎকৃষ্টজাতি হইতে পারে। ৩ খ

অসাধু সাধুতালাভে সাধু হইতে পারে। মূর্খসকল পাণ্ডিত্যলাভ দ্বারা পণ্ডিত হইতে পারে। ৩ গ

সূত্র স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণীয়। স্বরূপে সর্ব্বজীবই ব্রহ্ম। একই শ্বেতবর্ণীয় সূত্র যেরূপ নানাবর্ণীয় হইতে পারে তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মও নানাবর্ণীয় হইতে পারেন। শ্বেতবর্ণীয় সূত্র পীতবর্ণীয় হইতে পারে। শ্বেতবর্ণীয় সূত্রই কৃষ্ণবর্ণীয় হইতে পারে। শ্বেত সূত্রই নীলবর্ণীয় হইতে পারে। একই শ্বেতবর্ণের সূত্র যে প্রকারে নানাবর্ণীয় হইতে পারে সেই প্রকারে একই জীব নানাবর্ণীয় হইতে পারে। ৩ ঘ

সূত্রের লোপ হইলে যেমন তাহাকে আর কোনবর্ণীয় হইতে হয় না তদ্রূপ জীবের লোপ হইলেও তাহাকে আর কোন বর্ণীয় হইতে হয় না। ৩ ঙ

জ্ঞানপথাবলম্বনে ভগবদ্দর্শন করিতে হয়। ভক্তিই ভগবদ্দর্শনের উত্তম উপহার। ৪ ক

দিব্যপ্রেমিকের বিবেচনায় দিব্যপ্রেমই ভগবদ্দর্শনের উত্তম উপহার। ৪ খ

ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের প্রাকৃত রূপও উত্তম, ভগবানের অপ্রাকৃত রূপও উত্তম। ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের প্রাকৃত গুণও উত্তম, অপ্রাকৃত গুণও উত্তম। ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের প্রাকৃত কর্ম্মও উত্তম, অপ্রাকৃত কর্ম্মও উত্তম। ৪ গ

অপ্রকৃতি যাহা, তাহাই পুরুষ। অপ্রকৃতি হইতে অপ্রাকৃত। ৪ ঘ

ধনীর ভাণ্ডারে অনেক প্রকার ধন আছে। বোধ কর ধনীর দান করিবার প্রবৃত্তিও আছে এবং তিনি দানের উপযুক্ত পাত্রগণকে দানও করিয়া থাকেন। তিনি সুবর্ণ হীরকাদি বহুমূল্য দ্রব্যসকল দানের পাত্রকে সেই সকলই দান করিয়া থাকেন। তিনি তণ্ডুলাদি দানের পাত্রগণকে অল্প মূল্যের তণ্ডুলাদিই দান করিয়া থাকেন। তিনি কেবলমাত্র একমুষ্টি তণ্ডুল দানের পাত্রকে একমুষ্টি তণ্ডুলই দান করিয়া থাকেন। আবার তিনি দানের অপাত্রগণকে কিছুই দান করেন না। মহাপুরুষগণও যে যেমন দানের পাত্র তাহাকে সেইরূপ দান করিয়া থাকেন। দানের অপাত্রকে তাঁহারা দানও করেন না। সেজন্য কি বলিতে হইবে তাঁহাদের দান করিবার কোন প্রকার সামগ্রী নাই? ৪ ঙ

স্বভাবানুসারে কর্ম্ম করা হইয়া থাকে। ৫ ক

স্বভাব হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। ৫ খ

পৃথিবীনিম্নে অনেক প্রকার মূল রহিয়াছে। যাঁহারা সে' সমস্তের বিষয় অবগত নহেন,

তাঁহারা সে' সমস্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে কি সে সমস্ত থাকে না? যাঁহাদের নিকট শ্রীভগবান অব্যক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের অজ্ঞানবশতঃ যদি সেই ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, সেই অস্বীকার জন্য কি ভগবান থাকেন না? অবশ্যই থাকেন। ৫গ

পৃথিবীনিম্নস্থ গুপ্ত মূল সকল বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হইলে, সেই সমস্ত মূলের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। অব্যক্ত ভগবান কোনরূপে ব্যক্ত হইলে তাঁহার অস্তিত্বও অবগত হওয়া যায়। ৫ ঘ

বৃক্ষ বিকাশের প্রথমাবস্থায় বৃক্ষের সকল শাখা প্রশাখা বিকাশিত হয় না। বৃক্ষের সে' অবস্থায় তাহার সকল পত্রও বিকাশিত হয় না। ক্রমশঃ ঐ সকলের বিকাশ হইয়া থাকে। পরম বেদ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সকলও এক সময়ে বিকাশিত হয় নাই, পরম বেদ বৃক্ষের পত্র সকলও এক সময়ে বিকাশিত হয় নাই। সেইজন্যই বেদবিকাশের সঙ্গেই দর্শন সকলের বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য বেদবিকাশের সঙ্গেই স্মৃতিসকলের বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য বেদবিকাশের সঙ্গেই পুরাণসকলের বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য বেদবিকাশের সঙ্গেই উপপুরাণ সকলের বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য বেদবিকাশের সঙ্গেই তন্ত্রসকলের বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য বেদবিকাশের সঙ্গেই অন্যান্য শাস্ত্র সকলের বিকাশ হয় নাই। বৃক্ষের প্রথম বিকাশ সময়ে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা প্রভৃতির বিকাশ না হওয়ার জন্য যেরূপ সে সকল মিথ্যা বলিয়া গণ্য হয় না তদ্রূপ বেদবিকাশের অনেক পরে যে সকল বেদের শাখাপ্রশাখা সকলের প্রকাশ হইয়াছিল, সে সকলও মিথ্যা নহে। সত্য হইতে যাহার বিকাশ হয়, তাহা কখনই অসত্য হইতে পারে না। সত্য বেদ-বৃক্ষ হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিকাশিত ও বিস্তৃত হইয়াছিল সে সকলও সত্য ও অভ্রান্ত। পিতামাতার জন্মকালেই তাঁহার পুত্রকন্যা সকলের জন্ম হয় না। তাহাদের পিতামাতার জন্মের বহুকাল পরে জন্ম হয় এবং এক সঙ্গেও তাহাদের সকলের জন্ম হয় না অথচ তাহারা সকলেই যেরূপ সত্য তদ্রূপ বেদবৃক্ষের উৎপত্তির পরে বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারাও সত্য ও অভ্রান্ত। ৬ ক

পুত্রকন্যাগণের উৎপত্তির পরে তাহারা আপনাদিগের পিতামাতার সঙ্গে একীভূত না থাকিয়া পৃথক থাকে অথচ স্বরূপে তাহারা তাহাদের পিতামাতার সহিত অভিন্ন। ঐ প্রকারে পুরাণাদি তাহাদের উৎপত্তির কারণ বেদের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন পৃথকভাবে অবস্থান করিলেও। ৬ খ

এক ব্যক্তিকে বিদ্রূপদ্বারা অবমাননা করা যাইতে পারে, ঘৃণাদ্বারা অবমাননা করা যাইতে পারে, তিরস্কার দ্বারা অবমাননা করা যাইতে পারে এবং উৎপীড়ন দ্বারা অবমাননা করা যাইতে পারে। ৭

অত্যন্ত অপমানিত হইলে একই সময়ে মনে রাগ, দুঃখ, ঘৃণাবোধ এবং প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা বিকাশিত রহে। সে অবস্থায় কিছুতেই স্বাস্তি বোধ হয় না। সে অবস্থায় সকল বিষয়েই বিরক্তি বোধ হয়। সে অবস্থায় পরম প্রেমাস্পদের সংসর্গেও সুখশান্তি বোধ হয় না। সে অবস্থায় সেই প্রেমাস্পদের কথাও প্রীতিজনক বোধ হয় না। সে অবস্থায় নিজ জীবনও বিড়ম্বনা বোধ হয়। সে অবস্থায় স্মৃতি এক প্রকার লুপ্ত হয়। সে অবস্থায় কোন কার্য্যেই আস্থা এবং শৃঙ্খলা থাকে না। সে অবস্থায় আহার বিহারেও সুখ বোধ হয় না। ৮

যে নিন্দুকের রাগ এবং অহঙ্কার আছে সে অতিশয় ভয়ানক লোক। তাহাকে সন্তুষ্ট করা অতি কঠিণ। তাহার সংশ্রবে মন অতিশয় মলীন হয়। তাহাকে কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না। সে সমাজ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ৯

আত্মজ্ঞানী—আত্মজ্ঞানীর পক্ষে সকল দেবতা যে ভাবে এক্ সেই ভাবে সকল মনুষ্যও এক্। ১০

গীতার স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ কেবল আর্য্য ধর্ম্ম বুঝিবার কোন কারণ নাই। আমার বিবেচনায় সে স্বধর্ম্ম অর্থে প্রত্যেকেই নিজ ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। স্বধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থও তাহা। বৈষ্ণব নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, শৈব নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, সৌর নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, গাণপত নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, খৃষ্টান নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, মুশলমান নিজ ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলেন, জগতে যিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। যে উদার শ্রীকৃষ্ণ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

বলিয়াছেন তাঁহার উক্ত স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ উদার ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার উক্ত স্বধর্ম্ম শব্দে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বুঝিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার উক্ত স্বধর্ম্ম শব্দ সংকীর্ণতাবাচক নহে। ১১

যোগ—যে শ্রীকৃষ্ণ যোগাচার্য্য, যে শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর তাঁহাকে কি তুমি অযোগী বলিতে চাও? ১২

খেজুর গাছে উঠিবার সময় অনেকেরই গা ছুড়িয়া যায়। খেজুর গাছে উঠিবার সময় যাঁহাদের গা ছড়িয়া যায় তাঁহারা খেজুরগাছে উঠিয়া রস গ্রহণ করিতেও সক্ষম হন্ না। খেজুরগাছ হইতে রস গ্রহণের প্রণালী যে ব্যক্তি জানে সে তাহা হইতে নিরাপদেই রসগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। খেজুরগাছে উঠিবার সময় তাহার গাত্রে ছড়্ও লাগে না। অনেক মহাত্মা বাহ্য দর্শনে খেজুরগাছের ন্যায়। তাঁহাদের বাহ্য আচরণে অনেকেরই প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা রসগ্রাহী তাঁহারা তাঁহাদের মধ্য হইতে শান্তিরসাস্বাদনও করিতে পারেন। ১৩

গুণ প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। রূপ প্রবঞ্চনা করে। ১৪ ক

যুবতীর রূপ ও যৌবন তাহার পক্ষে বিষম শত্রু। রূপসী যুবতী সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিবেন। অন্য পুরুষের সংশ্রব তিনি একেবারেই না রাখেন। ১৪ খ

কামুকের স্থূলজড়দেহে আসক্তি। কামবিহীনের দেহে আসক্তি নাই। ১৪ গ

তুমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই তোমার সৌন্দর্য্য বিকৃত হইতে পারে। সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার করিও না। ১৪ঘ

পূর্ব্ব তিন যুগে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের যে অনুরাগ ছিল এ যুগে পাপের আধিক্যহেতু সে অনুরাগ রমণী ও ধনে পড়িয়াছে। সে কালের নরনারীর অধিক অনুরাগ ধর্ম্মের প্রতি ছিল। তাঁহাদের অপত্যের প্রতি অতি অল্প অনুরাগই থাকিত। এ কালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মকর্ম্মের উপর আস্থা নাই বলিলেও বলা যায়। এ কালের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই পুত্রকলত্র আর সংসার। ১৪ ঙ

হটাৎ কোন ব্যক্তি যদ্যপি সমুদ্রমগ্ন হন্ তাহা হইলে তিনি সেই সমুদ্রের কুল পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কোন রকমে কুল পাইলে নিরাপদ হন্। তুমি এই সংসার-সমুদ্রে ডুবিতেছ। এই সংসার সমুদ্রের কুল

স্বয়ং ব্রহ্ম, তুমি যদি সেই ব্রহ্ম নামক কূলে পৌঁছিতে পার তবেই তুমি এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে। ১৪ চ

তুমি কোন কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য কত চেষ্টা করিলে তবে তাহা প্রাপ্ত হও দুর্লভ হরিধন কি বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইবে দুর্লভ হরিধন কি বিনা সাধনায় প্রাপ্ত হইবে ? ১৪ ছ

পতিপত্নীর ইচ্ছায় সন্তান হয় না, পতি-পত্নীর ইচ্ছায় সেই সন্তানের মৃত্যুও হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে অনেক ধনীকে সন্তানের জন্য মনোকষ্ট পাইতে হই না। ধনরক্ষার জন্য সন্তানের ইচ্ছা করিলেই সন্তান হইত। যাহার ইচ্ছায় জীবের জন্ম হয় না, তাহার ইচ্ছায় জীবের মৃত্যুও হইতে পারে না। একজন জীব অপর একজন জীবের জন্মমৃত্যুর কারণ নয়। ১৫ ক

তোমার দ্বারা ঈশ্বর কাহাকেও রক্ষা করিলে তুমি নিজেকে রক্ষক বিবেচনা করিও না। অস্ত্রের সাহায্যে কিছু কাটিলে কাটিবার কর্ত্তা অস্ত্র নহে। ১৫ খ

তুমি কাহারো রক্ষক নহ। সকলেরই রক্ষক স্বয়ং ভগবান। তিনি না রক্ষা করিলে তুমি নিজে পর্য্যন্ত নিরাপদ নহ। ১৫ গ

পর মুহূর্ত্তে নিজ জীবনে কি হইবে জান না। অথচ তুমি অন্যের গুরু হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার ভার লইয়াছ। তুমি নিজেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছ, তুমি অন্যকে কি প্রকারে উদ্ধার করিবে। ১৫ ঘ

বিশ্বনাথ সহায় থাকিলে সংসারেও সন্ন্যাস রক্ষা হয়। ১৫ ঙ

দিব্যজ্ঞানই মন্ত্র। সেই মন্ত্রই মুক্তি। তবে সে মুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি নহে। তাহা সংসারবন্ধন প্রভৃতি বিবিধবন্ধননাশিনী মুক্তি। ১৬ ক

বিনা দীক্ষা মনের সংসার হইতে ত্রাণাবস্থা হয় না। ১৬ খ

যাঁহার দ্বারা বেদের কোন সূক্তের কোন মন্ত্র শিখিয়াছ তিনি মন্ত্রদাতা নহেন। তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষক বলা যাইতে পারে। কাহাকেও যিনি জ্ঞান দিয়াছেন তিনিই প্রকৃত মন্ত্রদাতা। কারণ জ্ঞানই মন্ত্র, জ্ঞানই মনের ত্রাণ করিয়া থাকেন। ১৬ গ

শাক্তদের যেমন নানা তন্ত্র আছে তদ্রূপ বৈষ্ণবদেরও রাধাতন্ত্র, মানসতন্ত্র এবং গৌতমীতন্ত্র প্রভৃতি নানা তন্ত্র আছে। ১৭ ক

শ্রীকৃষ্ণ নিজে কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার উপদেশ সকল বেদব্যাস লিখিয়াছিলেন।১৭খ

দুই শ্রেণীর গীতা আছে। এক শ্রেণীর গীতার নাম পৌরাণিকগীতা এবং অপর শ্রেণীর গীতার নাম তান্ত্রিকগীতা। ১৭ গ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৌরাণিক গীতা, উত্তর-ভগবদ্গীতা পৌরাণিকগীতা, ভগবতীগীতা পৌরাণিকগীতা গোপীগীতা পৌরাণিকগীতা পাণ্ডবগীতা পৌরাণিকগীতা। ১৭ঘ

পাপের ভয়ে কোন ২ স্ত্রীলোক সতীত্ব রক্ষা করেন। ১৭ ঙ

সন্দিগ্ধচিত্তব্যক্তি প্রায়ই অশান্তিতে থাকে। সন্দিগ্ধচিত্তব্যক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করেনা।১৭চ

সম্পূর্ণ ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় না থাকিলে, কেবল অল্প ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় থাকিলে সে উপায়ও পরিত্যাগ করিবে না। অল্প পরিমাণে সংসারত্যাগের উপায় থাকিলেও সে উপায় পরিত্যাগ করিবে না। ১৭ ছ

নিত্য এক প্রকার। লীলা বহু প্রকার। নিত্যেরই বহু প্রকার লীলা। ১৭ জ

আকারও নিরাকার হইতে পারে। ঐ কর মধ্যে আকার নিরাকার হইয়া রহিয়াছে। ১৭ ঝ

সৌন্দর্য্যও জড়। তাহা চৈতন্য নহে। সৌন্দর্য্য জড়। সেজন্য তাহা অনিত্য। ১৭এ

পরম অজ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে তাঁহার সমস্তই অগোচর। তিনি নিজে আছেন পর্য্যন্ত জানেন না। ১৭ ট

পদ্যাবলী।

(১)

চতুর্ভুজ নারায়ণ, জয় জয় জনার্দ্দন,
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত, অজ অমর অনন্ত
জয় জয় বৈকুণ্ঠবিহারী ॥ ১
জয় মদনমোহন, গোপিনিমনোরঞ্জন,
শ্রীকৃষ্ণ মোহনবংশীধারী।
জয় শ্রীনিত্যগোপাল, বৃন্দাবনের রাখাল,
নিত্যগোপালদাসের অধিকারী ॥ ২
জয় লজ্জানিবারণ, মহাবিপদভঞ্জন,
জয় জয় দয়াময় হরি।
জয় প্রেমিক প্রধাণ, দিব্যকনকবরণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভবের কাণ্ডারী ॥ ৩

(২)

চারু চন্দ্রানন, দিব্য ত্রিনয়ন,
শ্রীঅঙ্গে বিকাশে শশির কিরণ।
ভালে সুশোভিত শশী প্রকাশিত
বিকসিত রাজিব চরণ ॥
চন্দনে চর্চ্চিত, কিবা সুরঞ্জিত,
সে চরণ ভুবনমোহন।
মোহিনীমোহন, নয়নরঞ্জন,
ভকত জনের চিত্তবিনোদন ॥
গৌরীসমন্বিত, বিভূতিভূষিত,
রজত বরণ শরীর কেমন।
পরম সুন্দর, অতি মনোহর,
গঙ্গাধর প্রিয় দরশন ॥
ভূতনাথ ভীম, অতি অনুপম,
ভুবনেশ্বর ভূভারহরণ।
যার শক্তি আদ্যা, দশ মহাবিদ্যা
তিনি সদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান ॥

(৩)

নীল নিরদ বরণী, নহ নীল কমলিনী,
হরমনোমোহিনী হরভাবিনি।
সর্ব্বমঙ্গলকারিণী, সর্ব্বমঙ্গলে শিবানি,
শিরে শম্ভুহৃদিবিহারিণি ॥
তুমি সদাশিব হয়ে, পুরুষ রূপ ধরিয়ে,
মহানির্ব্বাণ জীবে দাও তারিণি।
প্রকৃতিরূপে ঈশ্বরী, মাতৃভাবে শুভঙ্করী,
ত্রিভুবন পালিছ ভবানি ॥
প্রকৃতি পুরুষাতীত, তুমি উভয় ব্যতীত,
আদ্যাশক্তি অনন্তরূপিনি
কখন গিরিজা গৌরী, ক্ষমারূপা ক্ষেমঙ্করী,
গুহগজাননের জননি।
কখন হও সাকারা, কভু হও নিরাকারা,
কভু হও মা সগুণা নৈর্গুণী।
গঙ্গা পতিতপাবনি, তুমি পাতকক্ষালিনী,
মৃত্যুঞ্জয়জটবিহারিণি ॥
রণরঙ্গে উন্মাদিনী, দনুজকুলনাশিনি,
কালশক্তি কালি কপালিনি।
মহাকৈবল্যধামিনি, মহাকালীস্বরূপিনি,
মহাশক্তি অনন্তরূপিনি ॥
নানা নাম উপাধিতে, নানা ভক্ত নানা মতে,
পূজা করেন তব ভবানি।
গুরুরূপে জ্ঞানদাত্রী, সেই মূর্ত্তী অহোরাত্রি,
ভাবি যেন জ্ঞানদায়িনি ॥

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎজ্ঞানানন্দ অবধূত।

"শ্রীগুরুপূর্ণিমাতিথি প্রণমি তোমারে।
শ্রীগুরুসেবার শক্তি দাও মা আমারে॥
শ্রীগুরুপূর্ণিমারূপে তুমি পরাশক্তি,
জীবের মঙ্গলহেতু তুমি পরামুক্তি;
প্রমোদিনী প্রেমাশক্তি, অহেতুকী পরাভক্তি;
সর্ব্বত্রে হেরি তোমায় অনন্ত আকারে।
অনাদি বেদ তোমার মহিমা প্রচারে।"

আগামী ৩১শে আষাঢ় শনিবার শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি। শ্রীশ্রীগুরুপূজায় ইহা একটী প্রশস্ত দিন। এতদুপলক্ষে কালীঘাট মহানির্ব্বাণ-মঠে শ্রীশ্রীগুরুপীঠে শ্রীশ্রীগুরু-পূজা হইবে। ভক্তবৃন্দের শুভাগমন এবং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলীঅর্পণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। নিবেদন ইতি।

"নিত্য"-পদাশ্রিত
সেবক-মণ্ডলী।

শ্রীগুরু

সাহানা—চিমেতেতালা।

জয় গুরু জ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম সনাতন।
প্রত্যক্ষপরমদেব নিত্যনিরঞ্জন,—
নির্ব্বিকার নিরমল, গুরু মহীয়ান॥
"গুরোঃ পরতরো নাস্তি" পরাৎপরতর,
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গুরু সারাৎসার,
"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ" দেহী জনার্দ্দন,—
নরাকার পরব্রহ্ম, "গুরুর্গরীয়ান॥"
অপ্রাকৃত নিরাকার, চিন্ময় সাকার,
সগুণনির্গুণ ব্রহ্ম, গুরু চিদাকার,
"গুরুরাদিরনাদিশ্চ" সর্ব্বশক্তিমান,—
সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বকারণ-কারণ॥
গুরুব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর,
সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ, গুরু সর্ব্বেশ্বর,
"সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ" আত্মা ভগবান,—
আল্লা যীশু শিব কালী, গুরু রাধে শ্যাম॥

সর্ব্বতত্ত্বে বিরাজিত, সর্ব্বত্রে ব্যাপিত,
গুরু-মধ্যে স্থিত বিশ্ব, গুরু বিশ্বে স্থিত,
সর্ব্বধর্ম্মময় গুরু, অনন্ত মহান,—
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা গুরু, পরম কারণ॥
গুরু যে অভেদতত্ত্ব, গুরু পরতত্ত্ব,
গুরু নিত্যআত্মতত্ত্ব, গুরু নিত্যসত্য,
গুরু সৎ গুরু সতী, পুরুষ-প্রধান,—
সৃজন পালন গুরু নিধন কারণ॥
স্বরূপে নিরূপ গুরু, জীবের লাগিয়া,
রূপ ধরি উদ্ধারেন দরশন দিয়া,
যুগে যুগে অবতীর্ণ গুরু ভবে হন,—
সংস্কারিয়া যুগধর্ম্ম করেন স্থাপন॥
অভক্তবৎসল গুরু, পাতকীর বন্ধু,
অহেতুকী-অযাচিত-স্নেহদয়াসিন্ধু,
অগতির গতি গুরু, অন্ধের নয়ন,—
হতাশের আশা গুরু, কাঙ্গালের ধন॥

নিরুপায়ের উপায়, দুর্ব্বলের বল,
অনাশ্রয়ের আশ্রয়, সহায় সম্বল,
পতিতপাবন গুরু, জীবের জীবন,—
ভবার্ণবে একমাত্র নাবিক নিপুন॥
প্রেমদাতা কল্পতরু, অজ্ঞাননাশন,
গুরু যে ব্যথার ব্যথী, ত্রিতাপহরণ,
প্রাণে তিনি প্রাণেশ্বর, হৃদয়-রমণ,—
প্রাণারাম প্রিয়তম, চিত্তবিনোদন॥
গুরু মাতা গুরু পিতা, ভাই বন্ধু পতি,
গুরু ধন জন গুরু বিনে নাহি গতি,
ভজ গুরু, কহ গুরু, লহ গুরু নাম,—
গুরু বিনে ত্রিভুবনে কেবা করে ত্রাণ॥
কায়মনোবাক্যে সদা ত্যজ রে সংসার,
অনিত্য ছাড়িয়া কর গুরুপদ সার,
তুমি কার কে তোমার, ভেবে দেখ মন,—
বিনে গুরুজ্ঞানানন্দ কেবা রে আপন॥
(বিনে গুরুজ্ঞানানন্দ কেবা নিজ জন)

ওঁ তৎসৎ
নিত্যানন্দ অবধূত।

শ্রীগুরুস্তোত্রম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

৮

ধর্ম্মপারাপ্তবিবিধবিধিজ্ঞাতবিশ্বাভিতত্ত্বো
মায়াক্লেশপ্রসহনপটুর্যশ্চ ধন্যো ধরণ্যাং
স্বাভিপ্রেতপ্রসুখপিহিতং প্রাণরত্নং হি যস্য
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি
ধর্ম্মবাহুল্যতে যুক্ত নীতি দ্বারা যিনি
জানেন বিশ্বের তত্ত্ব গুরু গুণমনি
মায়া ক্লেশ সহিবারে,
দক্ষ যিনি ভবাগারে,
যাঁর পুনঃ স্বাভিপ্রেত সুখরত হিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া॥

৯

সাক্ষাদ্ধর্ম্মো ভবভয়হরো স্বেত্য কিং ন প্রশান্তি
এবং জ্ঞানং খলু নৃহৃদয়ে যস্য কার্য্যং তনোতি
জ্ঞেয়ং ধ্যেয়ং শুভনয়ময়ং শান্তিরূপং মহীন্দ্রং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি॥
এ ভবের ভয়হারী ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
এসেছেন বিতরিতে মোদেরে জ্ঞেয়মান্
এইরূপ জ্ঞান নরে,
যাঁর কার্য্য ব্যক্ত করে,
জ্ঞেয় ধেয়ে নীতিময় প্রশান্ত নৃবর
প্রণমি সেই গুরুদেবে স্মরণ তৎপর॥

১০

স্মৃত্বা মহাত্মা খলু সততং দীনবন্ধুং কৃপালুং
শ্রেষ্ঠং সত্যং প্রকৃতপুরুষং যোগচক্ষুং বরেণ্যং
যো ধর্ম্মাত্মা সপদি নয়তি স্বামিপাদং স্বশিষ্যান্
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি॥
দীনবন্ধু শ্রেষ্ঠ সত্য পুরুষ সুসার
কৃপাময় যোগখ্যাত বরেণ্য সবার
স্মরিয়া সংসারে যিনি
অবিরত ধর্ম্ম-জ্ঞানী
বিষ্ণু-পদে শিষ্যগণে চলেন লইয়া
প্রণমি সেই গুরু দেবে হৃদয়ে স্মরিয়া॥

১১

উদ্বুঙ্ক্তে যো ভৃশমিহ ভবব্যাধিমত্যন্তকৃচ্ছং
নিনংক্ষুর্বা কলিবদনগে সত্যভাবে প্রভাবে
যস্যায়াতিঃ সততমপিচ ত্রাণহেতোর্নরাণাং
ধ্যাতং ধ্যাতং হৃদয়বসতৌ তং গুরুং শ্রন্নমামি॥
সত্য-ভাব সারভাব কলি-গ্রাসে গত
তবু যিনি ভবব্যাধি নাশিবারে রত

হয়েন সতত ভবে
যিনি পুনঃ প্রিয়-ভাবে
প্রাদুর্ভূত মানবের ত্রাণের লাগিয়া
প্রণমি সেই গুরুদেবে হৃদয়ে স্মরিয়া॥

ক্রমশঃ।

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী, বিদ্যারত্নকাব্যব্যাকরণতীর্থ।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্।

(১) ষোড়শাক্ষর নিত্যস্তুতি।

অ। অমিয় মধুর নাম শ্রীনিত্যগোপাল।
আ। আনন্দ-অমিয় জ্যোতি মধুর রসাল॥
ই। ইঙ্গিতে ভুবন পারে করিতে পাগল।
ঈ। ঈষৎ-কণা পায় যদি কিংবা একপল॥
উ উমাপতি উহা পানে পরম বিহ্বল।
ঊ। ঊন নহে লক্ষ্মীপতি উহাতে কেবল॥
ঋ। ঋণ চায় দেব-চয় তবু নাহি পায়।
ৠ। ঋদ্ধি-সিদ্ধি-দাতা বিনা কভু না মিলয়॥
ঌ। ঌকার পরম ব্রহ্ম তুমি সে ঌকার।
ৡ। ৡতে লয় তবে হয় প্রেম-প্রাপ্তি-যার॥
এ। এমন মধুর নামে রতি নাহি হ'ল।
ঐ। ঐহিকে ঐকাগ্র বিনা না হয় মঙ্গল॥
ও ওঙ্কার স্বরূপ তুমি নিত্য দয়াময়।
ঔ। ঔষধি শ্রীনিত্যনাম যদি কেহ লয়॥
অং। অঙ্ক বঙ্ক গতি ছাড় শুন ওরে মন।
অঃ অহঃ রহঃ বল মুখে নিত্য নারায়ণ॥
'ষোড়শাক্ষর নিত্যস্তুতি' যেই জন করে।
গুরুদ্বারে অপরাধ নিত্য-গুরু হরে॥

(২) বর্ণমালা নিত্যস্তুতি।

ক। কর কর ওরে মন নিত্যপদ সার।
খ। খণ্ডবে সকল তাপ অনর্থ তোমার॥
গ গণনায় আয়ুক্ষয় আর বেলা নাই।
ঘ ঘন ঘন নিত্য-নাম জপ দেখি ভাই॥
ঙ। ঙ'র মত পাক বেঁধে থাকা নহে ভাল।
জয় শ্রীনিত্যগোপাল অহঃ রহঃ বল॥
চ। চঞ্চল মনেরে যদি বাঁধ নিত্য-পায়।
ছ। ছলে বলে কেহ নাহি নাশিবে তোমায়।
জয় জয় জ্ঞানানন্দ পতিত পাবন।
ঝ। ঝর ঝর আঁখি ঝরে দেহ দরশন॥
ঞ। ঞ ঞ করে কাঁদ সদা শুদ্ধ হবে মন।
শ্রীনিত্যগোপাল নাম সংসার-তারণ॥
ট। টল মল মন সদা রাখ স্থির করি।
ঠ। ঠকিতেছ কেন মন বৃথা চিন্তাকরি॥
ড। ডঙ্কা মেরে চ'লে যাও সুখে নিত্যধামে।
ঢ। ঢল ঢল আঁখি ভাই হবে নিত্য-নামে॥
ণ। নমো নিত্য গোপালায় হে গৌরী নন্দন।
[যুগে যুগে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ॥
ত। তব পদে ভক্তি-হীন তাই ভয় করি।
থ। থর হরি কম্পবান পাছে ডুবে মরি॥
দ। দর দর অনুতাপে নয়নেতে নীর।
ধ। ধর ধর ধর নাথ দাসে কর ধীর॥
ন। নতুবা বিফলে গেল মানব-জনম।
জয় শ্রীনিত্যগোপাল পাতকি-পাবন॥
প। পতিত-পাবন সেই নিত্য নারায়ণ।
ফ। ফলদানে কল্পতরু দেন প্রেমধন॥
ব। বদন ভরিয়ে বল নিত্য সিদ্ধ নাম।
ভ। ভব-ভয় দূর করে নিত্য গুণ-ধাম॥
ম। মতি যেন থাকে পদে এই বর দেহ।
চরমে কাঙ্গাল বোলে কোলে তুলে নিহ॥
য। যত দিন রব নাথ অবনী-মাঝারে।
র। রহে যেন মতি মোর কহি নতশিরে॥
ল। লহ লহ নিত্যনাম সংসারের গুরু।
ব। বদন ভরিয়া বল নিত্য কল্পতরু॥
শ। শতবার যে প্রণত কি ভয় তাহার।
ষ। ষড়রিপু দাস করি ভবে হয় পার॥

স । সদা সত্য পথে রহে ভজয়ে 'গোপাল' ।
হ । হরেন তাহার দুঃখ শ্রীনিত্যগোপাল ॥
ক্ষ । ক্ষমিলে ক্ষমিতে পার তুমি ক্ষমাবান ।
[ক্ষমা কর ক্ষমেশ্বর নিত্যগুণধান ॥

'বর্ণমালা নিত্যস্তুতি' যেবা প্রাতে স্মরে ।
গুরুদ্বারে অপরাধ নিত্য-গুরু হরে ॥

অবধূতকেশবানন্দবিরচিতং 'অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রং' সমাপ্তম্ ।

প্রেমিকের ঠাকুর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

তার পর দিবস গুরু পূর্ণিমা তিথি কেহ কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ নৃত্য করিতেছেন, কেহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, কেহ বা সুমধুর নিত্য-বাক্যাবলী আলাপে মগ্ন ; এমন সময় ১২টা বাজিল, কারণ ইমামবাড়া অতি সন্নিকট ; সেখানকার ঘড়ি বাজিলে শুনিতে পাওয়া যায় । এ দিকে দয়াল ঠাকুর দরজা খুলিয়া দিতে হুকুম দিবা মাত্র দরজা খোলা হইল পূজনীয় পরম নিত্য ভক্ত শ্রীমৎ সত্যেন্দ্র প্রভৃতি মিলিয়া ঠাকুরকে সাজাইবার জন্য মালা গাঁথিয়া দিলেন তাহা সাজাইবার জন্য কেহ ব্যস্ত, কেহবা ঠাকুরের চরণ পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত, কেহ বা স্তব পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রস্তুত হইতেছেন কেহ বা শুদ্ধ প্রাণ মন ভরিয়া দর্শন করিবার জন্য লালাইত হইয়া বেড়াইতেছেন, দয়াল ঠাকুর সকলকে ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কাহাকেও বা জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তোমার কুশল ত ? তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত ?" কেহ কেহ বলিতেছেন ঠাকুর যে সংসারের কাল কুটিল মায়াতে ঘেরিয়া মারিতেছে কি উপায় হইবে ?" দয়াল ঠাকুর প্রত্যেকের উত্তর দিতেছেন, আর মুখে "নারায়ণ নারায়ণ" বলিতেছেন আবার বলিতেছেন যে হাঁ সংসার বড়ই কুটীল সংসার এখানে অনেক রকম সং আছে তবে যত পার হুসিয়ারীতে থাকিবার চেষ্টা কর ; ভগবান তোমাদের উপায় করিয়া দিবেন, তাঁহার নাম লও । সমস্ত বাধা বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করিবার তিনিই মালিক সর্ব্বদা প্রার্থনা কর । "এমন সময় ভক্ত প্রবর শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামী দাদা মহাশয় আসিলেন । তিনি আসিবা মাত্র দয়াল ঠাকরের কি এক অপূর্ব্ব মধুর ভাবে আবিষ্ট হইলেন তাহা সামান্য লেখনি দ্বারা লিখা যায় না । তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পর শ্রীচরণ-পূজার ব্যবস্থা হইল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি অনুভব করিতে সমর্থ ; যিনি দেখেন নাই তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব । হস্তে ফুলের বালা, মস্তকে ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত বিল্ব, তুলসী, পত্রে আচ্ছাদিত, তাহার মধ্যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন, প্রাণের দয়াল ঠাকুর পা ফেলাইয়া বসিয়া আছেন । (এই ভাবে অধম সন্তান গণকে বলিতেছেন যে লহ তোমাদের চিরপিপাসিত প্রাণ শীতল কর । এইখানে কোন ভক্ত কর্ত্তৃক গীত একটী গীত মনে হয় ।

(সুর রাধা শ্যাম একাসনে)

আজ দেখ্‌না ভাই কেমন সাজে প্রভু দয়াময়
যেন বৃন্দাবনের রাখাল রাজা সাক্ষাতে উদয় ॥

গলায় ফুলের মালা
হাতে ফুলের বালা ;
আবার মস্তকেতে ফুলহারে আর কত শোভা পায় ।

হেরে জুড়াল পরাণ
মোদের সার্থক জীবন ;
আমরা কি বলে ভাই করব পূজা আমার ভক্তি-
শূন্য প্রাণ তায় ॥
এস পুষ্প বিল্ব লই
প্রভুর চরণেতে দিই,
মোরা স্তব স্তুতি বিহীন বলে, বল জয় জ্ঞানা-
নন্দের জয় ॥
মোদের দয়াল ঠাকুর
তিনি বড়ই সুমধুর ;
(তিনি) দয়া করে লবেন পূজা অধমেদের
রাখি পায় ॥
(পুলিন বিহারী ।)

তার পর কেহ কেহ কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াই-লেন। কেহ স্তব পাঠ করিলেন। বেলা দুইটার সময় দয়াল ঠাকুর মধুর স্বরে বলিলেন আজ "তোমরা বিশ্রাম কর।" ইহাতে যেন কাহারও কাহারও প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল কারণ তাঁহাদের দর্শন-লালসা তৃপ্তি হয় নাই। তবুও কি প্রাণ তাঁকে ছাড়িয়া আসিতে চায় ; কি করা যাইবে তাঁর শরীর অসুস্থ এক না এক পীড়া লাগিয়া আছে ; তার উপর বেলা দুইটা পর্যন্ত অনাহারে বসিয়া আছেন যতক্ষণ না তাঁহার ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিবেন ততক্ষণ তিনিও বসিয়া থাকেন। তিনি প্রসাদ পাঠাইবার পর ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেন। দেখ ভাই সব কত ভালবাসা। পুত্রেরা আহার করে নাই বলিয়া আমার প্রাণের দয়াল ঠাকুরও বসিয়া আছেন। তাঁর শ্রীশরীরে এত পীড়া লাগিয়া আছে তবুও তিনি স্থির প্রশান্ত সাগরের ন্যায় বসিয়া এই অধম পাতকীদের কত বুঝাইতেছেন যে তোমরা সত্যবাদী, জ্ঞানী, প্রেমিক হইতে ও সর্ব্বজীবে দয়া করিতে শিখ, অহংকার, ভ্রম, কাম, ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া পরম বস্তু সত্য নিত্য বস্তু যে সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল পাইবার চেষ্টা কর। সর্ব্বধর্ম্মে আস্থা স্থাপন কর। কোন ধর্ম্মের দ্বেষ করিও না ; সাধু সজ্জনের নিন্দা করিও না, সাধুর বেশ দেখিলে সাক্ষাৎ ভগবানের বেশ মনে করিয়া প্রণাম করিও। কারণ সাধু বর্ণচোরা আমের ন্যায়ও থাকেন আবার কৌপীন বর্হিবাসও ব্যবহার করেন। এ বিষয় তিনি আমাকে অতিশয় সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে এত দয়াময় তাহা দ্বিজেন দাদা নিজে অনুভব করিয়া আমার মত অভাগা মহা পাতকী ভাইকেও দেখাইয়াছেন যে দেখ আমাদের দয়াল ঠাকুর কত দয়াবান তাঁহার নামটীর কত মাধুর্য্য। আমি যখনই তাঁহার নামটী লই আমার প্রাণে কি এক অননুভূত ভাবের উদয় হয় তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা লিখা যায় না। তাঁহার নামেই আমার কলু-ষিত হৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠে। তিনি সর্ব্বদাই সমাধিমগ্ন থাকিতেন, কোন ধর্ম্ম বিষয় বলিতে হইলেই আবিষ্ট হইয়া যাইতেন, কিন্তু কি যীশু, কি মহম্মদ, কি শিব, কি রাধা, কি কালী, কি কৃষ্ণ, যে কোন দেব বা অবতার সম্বন্ধে আলোচনা হইত তিনি সেইভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন তাহা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁরা স্পষ্টই অনুভব করিয়াছেন।

(সুর—জানিনা কি বলে ডাকি তোরে)

আমার গুরু নয় সামান্য ধন।
আছেন জ্ঞানানন্দ নাম ধরি হয়ে পরব্রহ্ম নারায়ণ ॥
তাঁরে যে দেখেছে সেই মজেছে
সংসার জ্বালা ভুলে গেছে।
তাঁর রূপের ব্যাখ্যা করতে নারি তিনি আলো
করেন ত্রিভুবন ॥
তাঁর মধুমাখা মিষ্ট কথায়
প্রাণ মন সকলই জুড়ায়।

এমন আদর করে ডাকেন তিনি এরূপ ডাকতে
নারে পিতা মাতা পরিজন ॥

মহাপাপী উদ্ধারিতে
(তিনি) অবতীর্ণ ঘোর কলিতে।
জীব চরণে শরণ লও রে তিনি অধমতারণ
পতিতপাবন ॥
(পুলিন বিহারী)

একদিন আমি মনে মনে ভাবিতেছি কই আমাদের ত এমন ভাব দেন না যাহাতে সর্ব্বদাই সেই পরম সুন্দর বংশীবদন তাঁহাতে দেখিতে পাই আবার ভাবিতেছি যে কই গৌরাঙ্গ দেব তিনি যদি তবে আমাদেরই বা সেই ভাব দেখান না কেন? ঐ উৎসবের দিনে মহাসংকীর্ত্তন হইতেছে তাহাতে দেখিতে পাই যে দয়াল ঠাকুর ঠিক শ্রীগৌর মূর্ত্তিতে নাচিতেছেন এবং আমাকে ও কয়েক ভক্তকে সেই দিন এমন পাগল করিয়া দিয়াছিলেন যে আজও মনে হইলে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়। সেই দিন দয়াল ঠাকুরকে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম যে তাহার পর দিন অনেক ভক্ত আমাকে সাঁমালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন! সেই দিন শ্রীশরীরে অতিশয় ব্যথা লাগিয়াছিল। সেই উন্মত্ত ভাবে কি সুন্দর ভাব দেখিয়াছি তাহা যে আর মনুষ্যচক্ষে দর্শন হইবে বোধ হয় না। সেই দিন দেখিতে লাগিলাম যে প্রাণের দয়াল পরমাত্মা ঠাকুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে হুগলি মঠে বিরাজ করিতেছেন। ইহা অদ্য লিখিতেও চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কি করি শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্মে যে "প্রতিবাদ" নামক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তাঁহার দর্শিত লীলা আমি যাহা অন্তরে রাখিব কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না মনে করিয়াছিলাম তাহা অদ্য অশ্রুপাতের সহিত বাহিরে দেখাইতে বাধ্য হইয়াছি। সেইদিন হইতে যখনই কোন যায়গায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন হয় সেইখানে যেন আমার সাক্ষাতে দয়াল ঠাকুর সেইরূপে সেই সুন্দর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তাহা এই দূর দেশেও পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতেছি। কোন স্থানে কীর্ত্তন বা গান বাজনা হইলে যদি আমি সেইখানে বসিয়া থাকি আমার সম্মুখে সেই সুন্দর মূর্ত্তি আসিয়া আমার শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয়। এখানকার কয়েকটী সম্ভ্রান্ত এমন কি কম্যাণ্ডিং অফিসার একটি মারাঠা পর্য্যন্ত আমাকে বলেন যে "বাবু তুমি প্রাণায়াম কর আমাদের শিক্ষা দাও।" আমি ইহাতে বড়ই অপ্রস্তুত হই কারণ আমি "প্রাণায়ামের" প পর্য্যন্ত জানি না। আমি কি শিক্ষা দিব আমার প্রাণের দয়াল ঠাকুর সেই দিন হইতে যে সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে এরূপ হয়। ইহার জন্য আমার উপলব্ধি হয় যে, **নিত্য ভক্তেরা সর্ব্বদাই নিত্য তাঁহাদের কর্ম্ম করিলেও যে ফল এবং না করিলেও শুধু প্রাণের ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিলেও** সেই ফল এবং ইহা দয়াল ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতেও নিঃসৃত যে তোমরা কিছু কর না কর আমার উপর নির্ভর কর। তাঁহার এই আশ্বাস বাণী কত বড় তাহা বাহ্য জগৎ কি বুঝিতে পারিবে। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে কত বড় হইলে এমন আশ্বাস দিতে পারেন?

ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যপদাশ্রিত—
শ্রীলালগোপাল ঘোষ।

অন্ধের যষ্টি।

মহা-ভাবুক শ্রীভগবানের এই জব রাজ্যের নানা কথায় নানা দৃশ্যে অনন্ত ভাবের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। যেমন একই মৃত্তিকা হইতে ইক্ষু মিষ্ট রস গ্রহণ করিতেছে, আবার নিম তিক্ত রস গ্রহণ করিতেছে, কোন বৃক্ষ আবার অম্ল রস গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ জীবগণও আপন আপন স্বভাবানুসারে এই জগতের একই দৃশ্য হইতে, একই শব্দ হইতে নানা প্রকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। আমার এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে 'অন্ধের যষ্টি' কথাটি লিখিত আছে দেখা যাউক ইহা হইতে আমরা আধ্যাত্মিক কি ভাব গ্রহণ করিতে পারি।

অন্ধের যষ্টি কথাটী বোধ হয় অনেকেই সচরাচর বলিয়া থাকেন ও শুনিয়া থাকেন। অন্ধের যষ্টি বলিতে অন্ধের লাঠি (বংশদণ্ড বিশেষ) অর্থাৎ যে দণ্ড অবলম্বনে অন্ধ পথ চলে। সাধারণতঃ কেহ বা আপনার একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকে, কেহবা আপনার একমাত্র আত্মীয়কে অন্ধের যষ্টির সহিত তুলনা দিয়া থাকেন।

এ সংসারে আমরাও এক প্রকার অন্ধ। লোকে সাধারণচক্ষু বিহীন হইলে একপ্রকার অন্ধ হয় কিন্তু আমরা সে চক্ষু থাকিতেও এক প্রকার অন্ধ। আমরা মোহান্ধ। সাধারণ-চক্ষু-বিহীন অন্ধ যেমন পার্থিব কোন বস্তুই দেখিতে পায় না আমরাও সেইরূপ মোহান্ধতা-প্রযুক্ত স্বর্গীয় কোন বস্তুই দেখিতে পাই না। সাধারণ-চক্ষু বিহীন অন্ধের কোন স্থানে যাইতে হইলে যেমন তাহার পথ প্রদর্শক তাহার যষ্টি, তেমনি আমাদের সেই আনন্দ-কানন নিত্য-ধামে যাইবার পথ প্রদর্শক কি দেখা যাউক। শ্রীশ্রীগুরু-রূপী নারায়ণই আমাদের মোহান্ধ জীবকে নিত্যধামে লইয়া যাইবার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছেন "সাধনা পথ, গুরু সেই পথ প্রদর্শক, গন্তব্যস্থান আনন্দ কানন, দ্রষ্টব্য বিশ্বনাথ"। (সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ৯-৫) তাই বলি শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দময় গুরুদেবই যখন মোহান্ধ জীব আমাদিগকে দিব্য জ্ঞানালোক প্রদান পূর্ব্বক সেই আনন্দ-কানন নিত্য-ধামে লইয়া যান তখন শ্রীশ্রীগুরুরূপী নারায়ণই আমাদের সংসারী মোহান্ধ জীবের অন্ধের যষ্টি। ওঁ তৎসৎ।

কাঙ্গাল—
বিনয়।

সাধুর ফলদান

প্রাতঃস্নান করি এক সাধু মহাজন,
গঙ্গামার পূজাতরে করি আয়োজন;
জপ তপ ধ্যান আদি সমাপনি ধীরে :—
ফলমূল যাহা ছিল নিবেদন ক'রে—
গঙ্গাবক্ষে দিছে ফেলি,—এহেন সময়ে,
বালক ছুটিয়া আসি, হাসি হাসি চেয়ে
কুড়ায়ে লইল সব, নির্ভয় অন্তরে।

সাধু তাহা হেরি হায় অতি ক্রোধ ভ'রে,
বালকে গর্জ্জিয়া কহে "দাঁড়া দেখি ওরে,
আজই পাঠা'ব তোরে নরকের ঘোরে
কি হেন সাহসে তুই লইছিস্ বল
যার কাছে নিবেদন করেছি যে ফল"।
বালক হাসিয়া কহে "নিবেদন করি—
সে ফলেতে আশা কেন কর ব্রহ্মচারী।

সমাধিস্থ তব কাজ যাও মঠে চলে,
করগে মঠের কাজ, ফলাফল ভুলে।
যার প্রাপ্য সেই পায় অপরে কি চায়,
তব প্রাপ্য বল কেহ লয়েছে কোথায়?
ঠিক বটে—"তবে কেন লইতেছ তুমি,
এ সব তোমাকে কভু দেইনি ত, আমি"।
বালক কহিয়া এই,—হলো অন্তর্দ্ধান,
*"ডেকেছ এসেছি তাই কেন কর ভান"।

সাধুর ভাঙ্গিল মোহ, যবে গেল চলি;
মূর্চ্ছিত হইল শুধু "কোথা গেল" বলি।
উপস্থিত নর নারী হেরি ফল দান,
উচ্চারিল কল কণ্ঠে সাধুই মহান।
গঙ্গাদেবী প্রতিধ্বনি হরষিত মনে,
ধীরে বহি মিসে গেল অনন্তের সনে।

শ্রীঅনন্ত।

প্রেম।

ব্রজগোপীদিগের ভাব লইয়া যিনি প্রেম-সাগরে ভাসমান হন তখন সেই প্রেমিকের অবস্থা যদ্রূপ হয় তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman; yes, however manly thou may be among man" —Newman.

ভাবার্থ যথা ঃ—যদি তোমার আত্মা উচ্চপদস্থ জগতের পবিত্রতার দেশে গমন করিতে ইচ্ছুক হয় তবে তাহাকে স্ত্রীত্ব-ভাব অবলম্বন করিতে হইবে। যতই তোমার পুরুষ-ভাব থাকুক না কেন সে স্থানে স্ত্রী-ভাব ব্যতীত যাইবার অধিকার নাই।

"The ultimate destiny of a man is to become woman."

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে।

"স্বভাব ছাড়িতে নারে ভাবের দায় দায়।
স্বভাব ছাড়িয়া ভজে ভজি তার পায়॥"

পুরুষ-স্বভাব ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-স্বভাব অবলম্বন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসাগরে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইতে হয়। তখন পুরুষ-স্বভাব ত্যাগ হইয়া স্ত্রী-স্বভাব স্বতঃই উপস্থিত হয় ইত্যাদি।

আত্মনিবেদনাসক্তির সহিত প্রেমের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। যোগাচার্য্য শ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব তাঁহার কৃত ভক্তিযোগদর্শনে লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবান যাঁহার পরম প্রেমাস্পদ, তিনি শ্রীভগবানের জন্য সমস্ত কার্য্যই করিতে পারেন। তাঁহার শ্রীভগবানকে পরম প্রিয়জন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার শ্রীভগবানকে পরম প্রীতির সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার শ্রীভগবানকে প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য শ্রীভগবান তাঁহার প্রাণারাম। সেই জন্য শ্রীভগবান তাঁহার আত্মারাম। সেই জন্যই তাঁহার পরমপ্রেমাত্মিকা আত্ম-নিবেদনাসক্তি দ্বারা পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পিত হইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার পরম প্রেমাত্মিকা আত্মনিবেদনাসক্তির দ্বারা পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানে আত্মনিবেদিত হইয়াছে।"

পরম প্রেমাস্পদে আত্মনিবেদিত হইলে আর তো কিছুই রহিল না—অতঃপরও প্রেমিকের যদি কিছু দেওয়ার বাঞ্ছা উপস্থিত হয় তখন প্রেমিক মনে করেন—তুমি ব্যতীত

আমার ত আর অন্য ধন নাই—"যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে" ইত্যাদি।

তিনিই যদি প্রেমিকের একমাত্র পরম ধন হয়েন তবে প্রেমিকরূপ রমণীর আর ত কিছু রহিল না। সেই রমণীহৃদয় তখন কল্পনার অতীত জিনিস হইল, কিন্তু এই পার্থিব জগতে ভালবাসার ভাষায় ইহার একটা ত আদর্শ চাই। সে আদর্শ ব্রজগোপী যাঁহার প্রেমে রসিকনাগর শ্রীকৃষ্ণ চিরঋণী। যাঁহাদিগের প্রেমে গীতায় তাঁহার শ্রীমুখের বাণী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" প্রতিজ্ঞা সংরক্ষণ হয় নাই। আজ তাই মনে হইতেছে দয়াময় শ্রীশ্রীগুরু দেবের আশীর্ব্বাণী লইয়া ব্রজে উধাও হইয়া চলিয়া যাই—চিরদিনের তরে ব্রজের রজে পড়িয়া থাকি—ব্রজগোপীদিগের দয়া হইলে আমার সেই নিত্যনববন্ধুকে শ্রীরাধাকে বামে লইয়া যুগল হইয়া দাঁড়াইতে দেখিব। ব্রজ-প্রেম-প্রেমিকার চরণে এই অভাগার ইহাই প্রথম আত্মনিবেদন।

শ্রীশ্রীদয়াময় গুরুদেবের কৃপায় প্রেমের পথ সরল ভাবে গৃহিত হইলে ব্রজ গোপাঙ্গনাগণ অবশ্যই এই অভাগার আত্ম নিবেদন শুনিবেন—তখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিব প্রেম—অতি নির্ম্মল চিদানন্দময়। শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত জনের হৃদয়ের নিত্য নিয়ম। প্রেমে উদ্ভাসিত, প্রেমে উচ্ছসিত ভক্তের আর বিষময় বিষকূপে ডুবিবার কিম্বা পড়িবার আশঙ্কা নাই।

ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য চেষ্টা বা বাঞ্ছা নাই। অপ্রাকৃত ভালবাসা দান করিয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবায়ই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত—তাঁহারা শত সহস্র প্রকারে প্রত্যেক দণ্ডে দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীমুখ খানি অতি যত্নে মুছাইয়া দেন—তাঁহাদিগের নিজের গাঁথা বন-ফুল-মালা দ্বারা সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি খানি সাজাইয়া থাকেন। আরও কত প্রকারে সেই প্রাণারাম বস্তুকে সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীশ্যাম সুন্দরের ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই প্রেম সাগরে ঝাঁপ দেন—তখন তাঁহাদের আত্ম-বিসর্জ্জন হয়।

এখন শ্যাম-সুন্দর ব্যতীত আপনার জন আর কেহ রহে না—ইহাই প্রেমের চরম-ফল-প্রাপ্তি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন যথা :—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বু নদ হেম।
এই প্রেম নৃলোকে না হয় ;
যদি হয় সংযোগ, কভু না হয় বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কভু না জিয়ায়॥"

এই প্রেম সুখে দুঃখে কোনরূপে বিকৃত হয় না। সকল অবস্থায়—সংসারের শোকাদি লব্ধ জনের, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত জনেরও এই প্রেম নির্ম্মল অবিকৃতরূপে অটুট অবস্থায় থাকে। এই অপ্রাকৃত নিরুপাধি প্রেম প্রকৃতই অতি বিরল। শ্রীভগবানের অবতার শ্রীঋষভ দেবের মতে—"প্রীতির্ণ যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।" যাবৎ বাসুদেবে প্রেম না হয় তাবৎ দেহ যোগ হইতে মুক্তি হয় না। এক্ষণে নিরুপাধি প্রেম কি? রমন-রমণী জ্ঞান জনিত প্রেমের মূলে উপাধি আছে কিন্তু "ন সো রমণ না হাম রমণী" ইত্যাকার বিষয়ে প্রেমের অনিবার্য্য আকর্ষণ ইহাই নিরুপাধি প্রেম। ইহাতে আত্মসুখের কণা মাত্র নাই—সুতরাং অকৈতব। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব রায় রামানন্দের মুখ হইতে এই সারতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া ভক্ত প্রেমিকের জন্য জীবন্ত করিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে পিরীতি বলিয়া একটী জিনিস আছে যাহা প্রেমের পরে প্রকাশ হয়। মনে হয় পিরীতি যেন চণ্ডীদাসের হৃদয়ের এক মহাভাব। এ ভাব কোন শাস্ত্র গ্রন্থে নাই। মনে হয় পিরীতি যেন কেবল নির্জ্জনতা চাহে—নির্জ্জনে ঝুরিতে চাহে, ব্রজের কুঞ্জ চাহে, শ্রীযমুনার তীর চাহে। পিরীতি বিরহব্যাকুলা—পিরীতি সম্পূর্ণ উদাসিনী বলিতে গিয়া পিরীতির আর ভাষা প্রকাশ হইতেছে না। তবে চণ্ডিদাসের একটী পদ স্মরণ হওয়ায় এখানে উল্লেখ করিলাম যথা :—

"পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি।
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে॥

এই পিরীতির বিষয় নিত্যচরণে অর্পণ করিয়া প্রেমের বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিলাম। ব্রজজনের নিকট প্রার্থনা যেন এই অভাগা ইহা অতি যত্নে সংরক্ষণ করিতে পারে।

নিত্যপদাশ্রিত—

শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

"তত্ত্ব আস্বাদন

শ্রীপত্রিকায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব কোন একদিন কোন এক ভক্তের লেখনী-প্রসূত শ্রীভগবল্লীলাপ্রসঙ্গ পাঠে বলিয়াছিলেন "ভক্তের লেখা ভুল হয় না।" সত্য সত্যই বাগবাদিনী বাণী দেবী ভক্ত-কণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক সহস্র-মুখী হইয়া শ্রীভগবানের লীলা কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। ঠাকুরের অনন্ত ভক্ত, সুতরাং তাঁহাদের ভাবও অনন্ত। গত ফাল্গুন মাসের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত ভক্তবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দাসরথি ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের লেখনী নিসৃত "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন উপাস্য ব্রহ্মজ্ঞান," এই অংশটুকু ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব অনুসারে কত ভাবে পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঐ তত্ত্বাংশ টুকু নিম্নলিখিতভাবে আস্বাদন করিবার জন্য আমারও একটু বাসনা হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

ধর্ম্ম-জগতে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অনন্ত, অপ্রমেয়, নিষ্কল, নিরাকার নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, সাক্ষীস্বরূপ ইত্যাদি বিশেষণের সাহায্যে বর্ণিত আছে কেহ কেহ বলেন উক্তরূপ ব্রহ্ম কিছুই করেন না, কিছুই শুনেন না, কিছুই বোধ করেন না ইত্যাদি। উপাস্য উপাসনা শব্দগুলি দ্বৈতবোধাত্মক। যিনি আমার প্রার্থনা শুনেন না, আমার অন্তর বুঝেন না, আমাকে দেখেন না, আমার কথা ভাবেন না সেই ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে সম্ভব এবং সেই উপাসনার ফলই বা কি? উপাসনার একটি অর্থ নিকটে উপবেশন বা অবস্থান, কিন্তু যে ব্রহ্ম অপ্রমেয়, দূর-নিকটাদি-ভাব-বর্জ্জিত তিনি উপাস্য কিরূপে হইবেন?

আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মের একটি স্বরূপ সচ্চিদানন্দ (সৎ + চিৎ + আনন্দ)। ভক্তগণ বলেন ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। চিৎ অর্থে জ্ঞান। আমাদের ঠাকুর শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "যিনিই জ্ঞান তিনিই আনন্দ।" ব্রহ্মের শ্রীসদাশিবমূর্ত্তিই 'জ্ঞানমূর্ত্তি' এবং শ্রীব্রজ বিলাসিনীই ব্রহ্মের হ্লাদিনী মূর্ত্তি বা আনন্দবিগ্রহ। ঠাকুর বলিয়াছেন মহাভগবৎ-

মতে শ্রীসদাশিবই অপর মূর্ত্তিতে শ্রীব্রজবিলাসিনী। শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আরও বলিয়াছেন মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ অগ্নিও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অপৃথক তদ্রূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তি শ্রীকালিকা, শ্রীদুর্গা, তথা শ্রীব্রজকিশোর ও শ্রীব্রজবিলাসিনী অভেদ। সুতরাং আমার মত সান্ত, সাকার মানবদেহীর পক্ষে সেই সান্তবৎ প্রতীয়মান মানবমূর্ত্তির অনুরূপ, মানব ভাষা বিশিষ্ট, মানবমনের দুঃখ, কষ্ট, প্রাণের কথা, মনের ব্যথা বুঝিবার উপযোগী একাধারে জ্ঞানও আনন্দ মিলিত শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তি তথা রুচিভেদে শ্রীশ্রীহরগৌরী, শ্রীশ্রীসীতারাম, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন ও শ্রীশ্রীগৌরকিশোর অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ মূর্ত্তিই একমাত্র উপাস্য, প্রাণ জুড়াইবার একমাত্র স্থান। তাই' বুঝি পণ্ডিতবর ভক্ত-চূড়ামণি বেদান্ত-ভূষণ মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনী হইতে "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন ব্রহ্ম জ্ঞানই উপাস্য" এই মহাতত্ত্বের প্রকাশ হইয়া তাঁহার 'বেদান্তভূষণ' উপাধির সার্থকতা দেখাইয়াছে।

ভক্তিভিক্ষু—জনৈক নিত্যদাস।
C/o সম্পাদক।

প্রার্থনা

পদাশ্রিত শরণাগতে রক্ষা কর প্রভু!
ভাসি যে বাসনা স্রোতে দেখিবেনা কভু?
হিতাহিত শ্রেয়াশ্রেয় দেহ ভুলাইয়া
সুখ দুঃখ স্মৃতি সথা যাহে দোলে হিয়া।
পাপপুণ্য হর্ষাহর্ষ অনুতাপ জ্বালা,
ভুলাইয়া দেহ সখে অতীতের মলা,।
সমস্যা মীমাংসা হীন ভকতির অরি
ভুলাইয়া দেহ প্রভু নহে প্রাণে মরি।
সাধন দর্পণে হরি যত হেরি মুখ
কলঙ্কিত হেরি তত দগ্ধ হয় বুক।
জলে চিত নিরবধি নিবার এ জ্বালা
ভুলাইয়া রাখ দিয়ে নাম প্রেম মালা।
তব রূপে বিমোহিয়া ভুলে ভবরূপ,
তব নামে তিরপিত করে কর্ণকূপ
তব টানে স্নেহ মোহ দিয়ে ভাসাইয়া
ভুলাইয়া রাখ প্রভু প্রেমে পুরি হিয়া।

শ্রীমতি অম্বিকা সুন্দরী সেন।

নিবেদন

আমি কেন বড় হব? বড় আমার তুমি!
আমি যেন সর্ব্বকাল তব পদে নমি!
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" তুমি যে বলেছ!
তন্ময়ত্বে তৃপ্তি আছে, তুমি দেখায়েছ!
"মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" এ তোমার বানী!
একথা যে নাহি বুঝে সে কেমন জ্ঞানী?
এইত সাধনা তার, যেই সত্য জ্ঞানী!
এতদিন দীন কেন জেনেও জানেনি!

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষট্‌চক্র বর্ণন।

গীত।

ঝাঁপতাল।

ভাব মন সেই ভাবনা অসার ভেবে কিবা হবে।
(ভাব) যা' ভাবিলে ভবের মাঝে সদা
মহানন্দে রবে॥

মহামায়ার মহামায়ায় সংসার চক্রেতে প'ড়ে,
ভুলে গেছ যেতে হবে সেই নিরালম্ব পুরে;
সেথায় তোর মনের মানুষ হেরিবি মন নয়ন ভ'রে,
নিত্যানন্দে পূর্ণানন্দে মহানন্দে মজে রবে॥১॥

মায়াচক্রে ভবের মাঝে হ'য়ে আছ দিশাহারা
চক্রে চক্রে চলরে মন পাবি তোর নয়ন তারা,
দেখিবি কত নূতন মানুষ হ'য়ে আছে আপনহারা
তারা, যেমন নিঠুর তেমনি দয়াল, দেখ্‌লে
বিশ্বাস আপনি হবে॥২॥

গুহ্য দেশ আর লিঙ্গমূলের ঠিক মধ্যস্থলে রে মন,
মূলাধার চক্র আছে হ'য়ে অতিশয় গোপন,
ঈষৎ রক্তবর্ণ চতুর্দ্দলে, ব, শ, ষ, স, চারিবর্ণ ফলে
সেই চারি বর্ণ সুবর্ণসম নয়নে প্রতিভাত
হবে॥৩॥

পদ্মের কর্ণিকামাঝে চতুষ্কোণ পৃথ্বীমণ্ডল,
তার এক পার্শ্বে পৃথ্বীবীজে ইন্দ্রদেব করি আলো,
ঐ গজারূঢ় চতুর্হস্ত পীতবর্ণ ইন্দ্রের কোল
শোভা করে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা হেরে চিত প্রফুল্ল
হবে॥৪॥

সেই, স্রষ্টা, শৈশবাবস্থায় চতুর্ভুজ ব্রহ্মার ক্রোড়ে,
চতুর্ভুজ রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তি বিরাজ করে,
পৃথ্বীবীজের দক্ষিণ পাশে, ত্রিকোণ মণ্ডল আছে,
সেথা, রক্তিম কন্দর্প বায়ু বসতি করে
স্থির ভাবে॥৫॥

কন্দর্প বায়ুর মাঝে ঠিক ব্রহ্ম নাড়ীর মুখে,
কোটী-সূর্য্য-সম-প্রভ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন সুখে,
সেই রক্তিম লিঙ্গ শরীরে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে
আছেন কালী কুণ্ডলিনী তাঁর কৃপা সম্বল
ভবে॥৬॥

লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র আছে ষড়্‌দল,
সুপ্রদীপ্ত অরুণ বর্ণ শোভে ব, ভ, ম, য, র, ল,
তার, কর্ণিকার অভ্যন্তরে, শ্বেত অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে
বরুণ মণ্ডলে কিবা বরুণ বীজ মধুর শোভে॥৭॥

মকর পৃষ্ঠেতে বসি শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ বরুণ,
কোলে নব যুবক হরি করিছেন জগৎ পালন,
হরির চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম সুশোভন,
বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ পরিধানে পীতাম্বর
শোভে॥৮॥

হরির কোলে দিব্য বস্ত্র আভরণ ভূষিতা,
চতুর্ভুজা, গৌরবর্ণা, রাকিনী শক্তি বিরাজিতা,
লহ লহ ওরে মন লহরে চরণে শরণ
যদি তোরে কৃপা করে জনম সফল হবে॥৯॥

নাভিদেশে মণিপুরে মেঘবর্ণ দশ দলে,
দেখি চল নীলবর্ণ দশবর্ণ যথা ফলে,
কর্ণিকার অভ্যন্তরে রক্তিম ত্রিকোণ মণ্ডলে
দেখ্‌বে চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ মেষারূঢ়
অগ্নিদেবে॥১০॥

ব্যাঘ্রচর্ম্ম আসনে অগ্নিদেবের কোলে বসি,
সিন্দুরবরণ, ভস্মভূষণ, দ্বিহস্ত রুদ্র জগন্নাশী,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধেয়, করে বর অভয়
ত্রিনয়ন ধক্‌ধক্ হেরে নয়ন ঝলসিবে॥১১॥

হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট,
দ্বাদশ দল যুক্তপদ্ম অনাহত অবস্থিত;
তায়, অরুণ বরণ সূর্য্যমণ্ডল ধূম্র বরণ বায়ুমণ্ডল
তাহার পার্শ্বে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ হেরিবে॥১২॥

ঐ বায়ুবীজ মধ্যে কৃষ্ণসারাধিরোহণে,
চতুর্ভুজ বায়ুদেব বিরাজে ধূম্র বরণে,
কোলে সর্ব্ব অলঙ্কারা, ত্রিনেত্রা, মুণ্ডমালাধরা
পীতবর্ণা বরাভয়করা কাকিনী পদে
প্রণমিবে ॥১৩॥

কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণ ষোড়শ দল কমলে,
ষোড়শ মাতৃকাবর্ণময় বিশুদ্ধ চক্র যারে বলে
চতুর্ভুজ মহাপুরুষ, হস্তে বরাভয় পাশাঙ্কুশ
(শ্বেত) গজারূঢ় দেবের কোলে সদাশিব
শোভে ॥১৪॥

আসীন দ্বীপীচর্ম্মাসনে ত্রিলোচন পঞ্চাননে,
শর, চাপ, পাশ শূলযুতা চতুর্ভুজা পীতবসনে,
রক্তিম বর্ণা শাকিনী সদাশিব অর্দ্ধাঙ্গিনী
দোঁহে, মূলমন্ত্র ভাণ্ডারী রূপে বিরাজে অবর্ণিত
ভাবে ॥ ১৫ ॥

ভ্রূযুগল মধ্যে শোভে শ্বেতবর্ণ পদ্ম দ্বিদল,
আজ্ঞাচক্র নাম যার তার বর্ণন কে করে বল
কর্ণিকার অভ্যন্তরে, ত্রিকোণ মণ্ডল শোভা করে
শত পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিষ্করে হেরে নির্ব্বাণ
পদ পাবে ॥ ১৬ ॥

ঐ ত্রিকোণ কর্ণিকার কথা কিবা আর কহিব,
ত্রিকোণেতে বাস করে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিব,
পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ, জ্ঞান দাতা, জগত নিধান শিব,
কোলে ষড়্‌বদনা দ্বাদশ ভুজা হাকিনী মন
হরিবে ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে মহাশূন্যে প্রফুল্লিত—
চারিদিকে পঞ্চাশদল বিংশস্তরে সুসজ্জিত
শ্বেতবর্ণ সহস্রদল সহস্রার বিরাজিত,
কর্ণিকার অভ্যন্তরে ত্রিকোনচন্দ্রমণ্ডল রবে ॥১৮

ওই, চন্দ্র মণ্ডলের মাঝে বিসর্গ মণ্ডল হয়,
তদুপরি কোটীসূর্য্যসমপ্রভ এক বিন্দু রয়,
বিশুদ্ধ স্ফটিক কিবা ছায় নাই তুলনা রূপের তার
সে যে সর্ব্বকারণ জগদীষ্ট—বলে সবে ॥ ১৯ ॥

কেহ কৃষ্ণ, কেহ কালী, কেহ তারে শিব কয়,
কেহ আল্লা, কেহ গড যার মনে যেবা লয়,
ঐ ধন লভিবার তরে যোগীঋষি ধ্যান করে
নিত্যকিশোরানন্দের মন কবে ও পদে লয়
হবে ॥ ২০ ॥

শ্রীনিমাইসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী
পাংসা জ্ঞানানন্দ বেদ বিদ্যালয়।

প্রার্থনা

সব অন্ধকার। যে দিকে চাই সে দিকেই অন্ধকার। কই আলোক ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। শুনেছি পরমেশ্বরের অনন্ত জ্যোতিঃ অনন্ত জগতে অনন্ত কালের জন্য পরিব্যাপ্ত; কিন্তু আমি তা দেখ্‌তে পাই না কেন? আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই এই সংসার-গৃহের চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও ইষ্ট বস্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বরং কখনও মস্তকে কখনও বক্ষে কখনও পদে বিষম আঘাত পেয়ে যন্ত্রণা ভোগ করাই সার হচ্ছে। যাঁকে সাম্‌নে পাচ্ছি তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কিন্তু কই কেহই ত সেই ইষ্ট বস্তুটী দেখাতে পাচ্চেন না। তবে কি এই গৃহে এই ঘোরতর অন্ধকারে আমার মত অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্চে। হায়, হায়! কি ভয়ঙ্কর বৈচিত্র্য-পূর্ণ স্থান। কোথা হতে এলাম, কে আন্‌লে, কি জন্য এলাম, কি করা উচিত, আবার কোথায় যেতে হবে কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। কেবল মাঝে মাঝে আমারই মত অন্ধের সঙ্গে দু' একটা গাত্র সংঘর্ষ হয়ে যাচ্ছে মাত্র।

কে তুমি অন্তরালবাসিন্, সর্ব্ব শক্তির

আঁধার, আমাকে এই সুন্দর আকাঙ্ক্ষা-বিজৃম্ভিত শরীর খানি তৈরি করে ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের লুকোচুরি খেলার মত চোকে কাপড় বেঁধে দিয়ে মজা দেখ্‌ছ। হে প্রভো! একি তোমার মজা, একি তোমার লীলা, এতেই বা কি আনন্দ হচ্চে দেব! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। একটু বুঝিয়ে দাও, চক্ষু উন্মীলিত করে দাও, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দূর করে দাও, আর পারিনে, ঘুরে ঘুরে পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাতের যাতনা আর সয় না।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরো! যদি কেবল ঘুর্‌বার জন্য, যদি কেবল ঘাত প্রতিঘাত লইবার জন্য আঁধারে ছেড়ে দিয়ে লীলা করাই উদ্দেশ্য হয় তবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কেন দিয়েছ?

হে দয়াময়! শুন্‌তে পাই তুমি সকলকেই তোমার দয়া-সুধা বিতরণ করে অমৃত আনন্দ প্রদান কর। তুমি-বোবার সৃজন করেছ, তাকে শ্রবণ-শক্তি দাও না। তবে এ অন্ধের সৃজন করে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কেন দিয়েছ? দেব! হৃদয়নদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ মিটিয়ে দাও, শান্তি দাও, একটু আলো দেখাও। বাল্যকালে মনে করেছিলাম্ খেলা, ধুলা, আনন্দ উৎসবই সার ধর্ম্ম, জীবের সার ব্রত, আর বুঝি অন্য কর্ত্তব্য কিছু নাই, কিন্তু যৌবন-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেহের ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হতে লাগ্‌ল, যখন আমাদের মনঃ-সারথি দশটা অশ্ব যোজিত দেহরথটীকে চালাতে লাগ্‌ল, তখন এক অপূর্ব্ব-ভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলাম; তখন উত্তম আহারে, উত্তম বিহারে, উত্তম পরিচ্ছদ-পরিধানে দেহমনের পরিতৃপ্তি-সাধনে পরম উদ্‌যোগ করতে লাগলাম। তখন যুবতি কামিনীর যৌবনপ্রবাহ অমৃত-প্রস্রবণ ব'লে ধারণা কর্‌লাম, তাহার হৃদয়জাত মাংসপিণ্ড-নির্ম্মিত রক্ত-পূয় মণ্ডিত পিণ্ডদ্বয় প্রস্ফুটিত সৌরভময় পদ্ম বলে ধারণা কর্‌লাম।

হে নিখিল-সৃষ্টি-কারণ! বিবিধ-বৈচিত্র-দর্শন! বিধাত! তখন আর কিছুই প্রণিধান কর্‌তে পারি নাই। সেই অবিবেক তখন সুবিবেক ব'লে মনে কর্‌তাম। কিন্তু এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি সবই দুঃখের কারণ, আনন্দ-জনক কেহই নহে, জীবনের ব্রত তাহা নহে। যদি সেই গুলিই ব্রত, কর্ত্তব্য ও সারধর্ম্ম হতো, তাহ'লে তার নাশ হতো কেন? যৌবন-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সে পদার্থ গুলি এত ঘৃণা-কর হতো কেন? প্রকৃত কার্য্য ভুলিয়ে দিয়ে আঁধার হ'তে নিবিড়তম আঁধারে এনে, ফেল্‌তো কেন?

হে জগদ্‌গুরো! জ্ঞান-চক্ষু-রুন্মীলন-কারিন্! আর ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হতে ইচ্ছা নাই। আর সে আনন্দের ধারে গমনের প্রবৃত্তি নাই, একবার দেখিয়ে দাও, একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করে দাও, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে প্রধাবিত হই।

হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক পরম ব্রহ্ম! তুমি অনন্ত হতেও অনন্ত, বৃহৎ হতেও বৃহৎ। আমি সসীম হতেও সসীম, ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র। তাই কি এ ক্ষুদ্রের আকাঙ্ক্ষা তোমার সেই অনন্ত, অজ্ঞেয় ধামে পৌঁছায় না। এ অতি আশ্চর্য্য কথা প্রভো! অনন্ত সাগরে প্রকাণ্ড হতে প্রকাণ্ড তরঙ্গনিচয় হ'তে উত্থিত বিন্দু হতে বিন্দুতম সামান্য জল-বুদ্‌বুদের অস্তিত্ব কি সাগরের অংশ নয়? সে বুদ্‌বুদের সমষ্টি কি সাগর নয়? দাও দেব অনুভবশক্তি দাও, অনন্তের দিকে অগ্রসর করে নাও।

হে চিন্তামণি! হে চিন্ময় চরাচর-গতি-দায়িন্। আমার চিন্তাতরঙ্গিনী অচিন্ত্য চিন্তারূপ তোমার চরণ পারাবারে টেনে নাও। বড়ই চিন্তিত হয়েছি। দেহের অবসান কোথায় হবে? তদন্তে কোথায় অন্ত্যাবসান হবে,

ভেবে কিছুই পাই না। হে ভাবময়! ভবান্ধ-
কারে আর ঘুরতে পারি না। ভ্রম ভেঙ্গে
দাও আলোক দাও জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ কর।

কাব্য-স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীহরিদাস দেবশর্ম্মণঃ
উদয় নারায়ণপুর
(এস, সি, ইন্সটিটিউসন্)

(আমায় দেগো মোহন চূড়া বেঁধে—সুর)

দীনার গতি কি হবে হে হরি।
পড়ি মায়ার কুহকে, পাপ তাপ শোকে,
আকুল ভেবে কিসে তরি॥
দিনে দিনে বাড়ে বিষয়কামনা,
অবশ ইন্দ্রিয় স্ববশে এলো না,
রতিমতি হরিনামেতে হলো না;
(আমায়) শমন টানে কেশে ধরি॥
নামে রুচি আমার হবে কত দিনে,
কবে বা মজিব রাতুল চরণে,
রসনা রসিবে তব নামগানে,
ভক্তিভরে পিব প্রেম-সিন্ধু-বারি;—
এভব মাঝারে আমি ভজন-হীনা,
তব দয়া বিনা প্রাণেতে বাঁচি না,
দুঃখের কথা আমার কেহ তো শুনে না,
আমি মরম বেদনায় মরি॥
ভবের খেলা যেদিন হইবে সাঙ্গ,
পড়ে রব ধুলায় হয়ে অবশাঙ্গ,
দেখা দিও আমায় ললিত-ত্রিভঙ্গ;
শ্রীকরে মুরলী ধরি;—
দাসী শিশুকালী সকাতরে কয়,
নিজগুণে দয়া কর দয়াময়,
যুগলরূপে হৃদে হও হে উদয়,
আমি নয়ন ভরিয়া হেরি॥

শ্রীমতী শিশুকালী বসু।
বেরেলী।

ভ্রম-সংশোধন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক পত্রের ১ম বর্ষ ১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'ভক্তের মত্ততা' শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"আমার কোন পরমার্থ ভ্রাতার আলয়ে মদীয় গুরুদেব ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব এক সময় সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত গমন করেন। তৎকালে আমার ঐ গুরু ভাইটীর একমাত্র পঞ্চমবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করে।" ঘটনাটী সাধুহাটী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কুরির আলয়ে। তাঁহার নিকট শুনিলাম ঐ সময়ে শ্রীশ্রীদেব যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘটনাটি যিনি বিবৃত করিয়াছিলেন তাঁহার ত্রুটিতেই হউক কিম্বা আমার স্মৃতিদোষেই হউক এই বর্ণনায় ভ্রম হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীনিত্যভক্তচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"ভক্তের মত্ততা" লেখক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইলেই
পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা
করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই
একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য
এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি
সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি
সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায় । ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, শ্রাবণ। } ৭ম সংখ্যা

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম, ও অধম। যাহাতে দ্বাদশ মাত্রা ও লঘু অক্ষর থাকে, তাহাই লঘু প্রাণায়াম। তাহার দ্বিগুণ হইলে মধ্যম ও ত্রিগুণ হইলে উত্তম বলিয়া গণ্য হয় ॥৭৩॥ লঘু প্রাণায়ামে স্বেদ, মধ্যমে কম্প এবং উত্তমে বিষাদের উৎ-

পত্তি হয়। লঘুতেই স্বেদ জয়, মধ্যমেই বেপথু জয় এবং উত্তমেই বিষাদ জয় করিয়া তাহার পর যোগির প্রাণ সিদ্ধিলাভ করে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পর্য্যায়ক্রমে প্রাণবায়ুর নিরোধ সংসাধিত হইলেই প্রাণের সিদ্ধিলাভ হয়। ঐরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য যে সকল যোগী ক্রমে ক্রমে সেই প্রাণবায়ুর সেবা করেন, সেই প্রাণ সেই যোগিগণকে যথেচ্ছ স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥৭৭॥৭৮॥ প্রথমে একেবারেই প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিলে প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া সেই প্রাণবায়ু বিনিঃসৃত হয়। তদ্দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া কুষ্ঠাদি বিবিধ উৎকট ব্যাধি জন্মে ॥৭৯॥ অতএব আরণ্য গজ অথবা সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়, সেইরূপে বন্য হস্তীর ন্যায় অল্পে অল্পে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করা উচিত ॥৮০॥ হস্তী যেমন শাসনভয়ে হস্তিপকের নিদেশ লঙ্ঘন করে না, যত্নসহকারে ধৃত ও সেবিত হইয়া সে যেমন ক্রমে ক্রমে অধিকারিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, যোগির হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুও সেইরূপ যোগির যোগে সংযত হয় ॥৮১॥ ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলী পরিমিত পথেই অজপাবায়ু বহির্ভাগে প্রয়াণ করে, নাসিকার উভয় রন্ধ্র দিয়া প্রয়াণ করে বলিয়াই অজপার নাম প্রাণবায়ু ॥৮২॥ সমস্ত নাড়ীচক্র যৎকালে নিশ্চল হইয়া শুদ্ধিলাভ করে, যোগিগণ তৎকালেই প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ॥৮৩॥ যথাশক্তি দৃঢ়াসন করিয়া চন্দ্রবীজে প্রাণবায়ু পরিপূর্ণ করণান্তর সূর্য্যবীজে নিঃসারিত করিলেই প্রাণায়াম হয় ॥৮৪॥

চন্দ্রবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে ললাটস্থ চন্দ্রমা হইতে অমৃতধারা বিগলিত হয় এবং সেইরূপ প্রাণায়ামে যোগীন্দ্রগণ সুখলাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ সূর্য্যবীজ দ্বারা জঠর মধ্যে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চন্দ্রবীজ দ্বারা সেই বায়ুকে নিঃসারিত করিবেন। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হৃদিস্থিত দিবাকরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যান করিয়া যোগিগণ আত্মাকে পরম মঙ্গলাস্পদ করিয়া থাকেন, যাঁহারা এইরূপ মাসত্রয় কাল যোগাভ্যাস করিয়া উক্ত উভয়বিধ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যোগী সিদ্ধনাড়ী ও সিদ্ধপ্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রের বিধানানুসারে নাড়ীচক্র সংশোধন হইলেই প্রাণবায়ুর সংযমন, জঠরস্থ বহ্নির উদ্দীপন, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য এবং শরীরের সমস্ত ব্যাধির অনাময় সম্পাদন হইয়া থাকে ॥৮৫-৮৯॥ জীবের দেহের মধ্যে যে বায়ুর সত্ত্বা আছে, সেই বায়ুর নামই প্রাণ এবং সেই প্রাণের অবরোধ করার নাম আয়াম। এই দুটি একত্রিত হইলেই প্রাণায়াম হয়; পূরণ ও রেচন, এই উভয়বিধ শ্বাসের মধ্যে একশ্বাসময়ী যোগকেও প্রাণায়াম বলে ॥৯০॥ লঘু প্রাণায়ামে ঘর্ম্ম ও মধ্যম প্রাণায়ামে কম্প উপস্থিত হয়। উত্তম প্রাণায়ামে পদ্মাসনবদ্ধ দেহ মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে ॥৯১॥ প্রাণায়ামে দোষক্ষয় ও প্রত্যাহারে পাতক বিনষ্ট হয়। ধারণাতে চিত্তস্থির এবং ধ্যানে ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে ॥৯২॥ ইহ সংসারের শুভাশুভ কর্ম্মে সংলিপ্ত না হইয়া সমাধি অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। যোগাসনে দেহ দৃঢ়বদ্ধ করাকে ষড়ঙ্গযোগ বলে ॥৯৩॥ প্রাণায়ামের দ্বাদশগুণে প্রত্যাহার এবং প্রত্যাহারের দ্বাদশগুণে ধারণা হয় ধারণার দ্বাদশগুণে ধ্যান, সেই ধ্যানই ঈশ্বরপ্রাপ্তির হেতুভূত। ধ্যানের দ্বাদশ গুণকেই সমাধি বলে ॥৯৪॥৯৫॥ সমাধিযোগে সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ অনন্ত পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়।

তাঁহার দর্শন পাইলেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৯৬॥ প্রাণবায়ু জঠরাকাশে নিরুদ্ধ হইলে যাঁহার দেহস্থিত ঘণ্টাদি যন্ত্র সমূহ উচ্চ রবে নিনাদিত হয়, তাঁহার সিদ্ধিলাভ অদূরবর্ত্তী।৯৭॥ যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রাণায়াম করিলে সমস্ত ব্যাধির ক্ষয় হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণায়ামে নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥৯৮॥ নিয়ম অতিক্রম করিয়া বায়ু সংযমন করিলে শ্বাস,কাশ, হিক্কা, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ জন্মিয়া থাকে ॥৯৯॥ যথোক্ত নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে প্রাণবায়ুর পূরণ, কুম্ভক ও রেচন করিলে যোগিব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় ॥১০০॥ যোগের দ্বারা যথেচ্ছবিষয়বিহারি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যা হরণ করার নাম প্রত্যাহার ॥১০১॥ প্রত্যাহার-যোগে যে যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা কূর্ম্মবৎ সঙ্কুচিত করিয়া রাখেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিধূতপাপ হন ॥১০২॥

নাভিদেশে দিবাকর ও তালুদেশে চন্দ্রমার অধিষ্ঠান। শশধর অধোমুখে সুধাবর্ষণ করেন, সূর্য্যদেব উর্দ্ধমুখে তাহা পান করিয়া থাকেন ॥১০৩॥ যাঁহার সেই সুধা লাভ হয়, তাঁহার তালুদেশের সহিত চন্দ্রদেব অধোভাগে আবর্ত্তন করেন এবং নাভিমণ্ডলের সহিত সূর্য্যদেব উর্দ্ধগামী হন। এই মুদ্রা অভ্যাস করাকেই বিপরীত মুদ্রা কহে ॥১০৪॥ কাকচঞ্চুবৎ ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া যিনি সেই অমৃতধারা পান করেন সেই প্রাণজ্ঞ ও প্রাণবিধানজ্ঞ যোগিবর ইহ সংসারে চিরযৌবন লাভ করিয়া থাকেন ॥১০৫॥ রসনাকে তালুমধ্যে নিবেশিত করিয়া যিনি উর্দ্ধমুখে পূর্ব্বোক্ত অমৃতধারা পান করেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার অমরত্ব লাভ হয় ॥১০৬॥ রসনাকে উর্দ্ধভাগে উত্থিত করিয়া স্থিরচিত্তে যিনি সেই সোম পান করেন, এক পক্ষ মধ্যেই সেই যোগী মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন ॥১০৭॥ তালুদেশে শোভমান সুগভীর বিবরকে যিনি রসনাগ্র দ্বারা নিঃশেষিত করেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার কবিত্বশক্তি লাভ হয় ॥১০৮॥ যে যোগী ঐরূপে দুই তিন বৎসর যোগানুষ্ঠানে সমস্ত দেহ সুধাপূর্ণ করেন, তিনি উর্দ্ধরেতা হন এবং তাঁহার অনিমাদি গুণোদয় হয় ॥১০৯॥ যে যোগিশরীর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নিত্য পরিপূর্ণ, সেই শরীরে তক্ষকে দংশন করিলেও বিষসংযোগ হয় না ॥১১০॥

যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার আয়ত্ত করিয়া যোগিগণ অবশেষে ধারণা অভ্যাস করিবেন ॥ ১১১ ॥ পঞ্চভূতকে যিনি হৃদয়মধ্যে পৃথক পৃথক্ ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার নিগূঢ় একাগ্রতা জন্মে এবং সেই সুকঠিন যোগকেই ধারণা কহে ॥১১২॥ ব্রহ্ম-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবীজসংযুক্ত পীতবর্ণ চতুষ্কোণ ক্ষিতিমণ্ডলকে হৃদয়মধ্যে ধারণা করাকে ক্ষিতি ধারণা বলে। সেই ধারণাযোগে ক্ষিতিজয় অনায়াসসাধ্য হয় ॥১১৩॥

কুন্দকুসুমসন্নিভ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিষ্ণুদৈবত বিষ্ণুবীজসংযুক্ত তত্ত্বস্বরূপ কণ্ঠস্থিত জলাধাররূপ বৈষ্ণবচক্রকে যিনি হৃদয়মধ্যে ধ্যান করেন, তাঁহার সলিলজয় করতলস্থ হয় ॥১১৪॥ইন্দ্রগোপ নামক সুলোহিত বর্ষাকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, রুদ্র-তেজঃ-সম্পন্ন বহ্নিবীজসমন্বিত তালুস্থিতত্রিকোণ বহ্নিচক্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে অক্লেশেই বহ্নিকে জয় করা হয় ॥১১৫॥ ঈশানকোণাধি-পতি মহাদেবাধিষ্ঠিত তত্ত্বস্বরূপ প্রাণবীজসংযুক্ত অঞ্জনসন্নিভ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ সুবৃত্ত দ্বিদল ভ্রূমধ্যস্থিত পদ্মকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে বায়ুজয় অতি সুলভ হয় ॥১১৬॥ শিবপ্রতিপাদ্য, সত্ত্বগুণাত্মক হরবীজসংযুক্ত, জল ও জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রদল পদ্মে প্রাণবায়ুকে মিলিত

করিয়া পঞ্চ ঘটিকা কাল একচিত্তে হৃদয়ে ধ্যান করার নাম নভো ধারণা। সেই ধারণাযোগে যোগির কাঙ্ক্ষিত মোক্ষদ্বারের কপাট উদঘাটিত হয় ॥১১৭॥ স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামনী ও শমনী,এই পাঁচটিই যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চধারণা ॥১১৮॥ একাগ্রচিন্তাকেই ধ্যান বলা যায়, সেই ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ ; সগুণ ও নির্গুণ ॥১১৯॥ মন্ত্রসংযুক্ত সাকার বস্তুর ধ্যানকে সগুণ ধ্যান বলে এবং মন্ত্রবিবর্জ্জিত নিরাকার বস্তুর ধ্যানই নির্গুণ ধ্যান ॥১২০॥ যথাসাধ্য যোগাসনে উপবেশনানন্তর আত্মমনঃসংযোগ পূর্ব্বক নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শরীরকে সমভাবে স্থিরতররূপে অবস্থিত রাখার নাম ধ্যানমুদ্রা। সেই মুদ্রাই সাধকের সমস্ত সিদ্ধির নিয়ামক ॥১২১॥ যোগিগণ স্থিরতর আসনে উপবিষ্ট হইয়া একমাত্র ধ্যানানুষ্ঠানে যে পুণ্যলাভ করেন, যাগশীল লোকেরা রাজসূয় অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তাদৃশ পুণ্যলাভ করিতে পারেন না ॥১২২॥ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দজ্ঞানাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সাধন জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণের চিন্তার নাম ধ্যান। অতঃপর বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইলেই সমাধি হয় ॥১২৩॥ প্রাণবায়ুকে দেহমধ্যে পাঁচ দণ্ড কাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে ধ্যান, ছয় দণ্ড রাখিলে ধারণা এবং দ্বাদস দিবস রাখিতে পারিলে সমাধি হইয়া থাকে ॥১২৪॥ সলিলে লবন মিশ্রিত হইলে যেমন একীভূত হইয়া যায়, আত্মার সহিত মনের সেইরূপ মিলন হইলে সমাধি হইয়া থাকে ॥১২৫॥ দেহমধ্যে নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু যখন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, মন যখন আত্মাতে গিয়া বিলীন হয়,যোগী তৎকালে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ; এই অভেদাত্মক যোগের নাম সমাধি ॥১২৬॥ যৎকালে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা একীভূত হইয়া যান, তৎকালে দেহির সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন শাস্ত্রকার ইহাকেই সমাধি বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥১২৭॥ সমাধিযুক্ত যোগীন্দ্রের আত্মপরজ্ঞান, শীত-উষ্ণ অনুভব, অথবা সুখদুঃখ কিছুই থাকে না ॥ ১২৮ ॥ সমাধিযুক্ত যোগির কালভয় নাই, তিনি সংসারের কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না এবং কোন অস্ত্রেই তাঁহার দেহভেদ হয় না ॥ ১২৯ ॥ বৈধ আহার, বৈধ বিহার, বৈধ চেষ্টা, বৈধ নিদ্রা এবং বৈধ প্রবোধনশীল যোগীই তত্ত্বদর্শী হন ॥ ১৩০ ॥ নিষ্কারণ, নিরুপমেয়, বাক্যমনের অগোচর, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, তত্ত্বস্বরূপ পরব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ॥ ১৩১ ॥ নিরবলম্ব, নিরাতঙ্ক ও নিরাময় পরাৎপরের উদ্দেশে যিনি ষড়ঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই যোগী জীবনান্তে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ৩২ ॥ ঘৃতে ঘৃত মিশ্রিত হইলে যেমন ঘৃতই হয় ক্ষীরে ক্ষীর মিশ্রিত হইলে যেমন ক্ষীরই হয়, যোগির আত্মা পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইলে পরমাত্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩৩ ॥ যোগির পক্ষে সলিলস্নাত বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন অথবা ঈষৎ উষ্ণ সিক্ত লবণ ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, যোগী সর্ব্বথা অঙ্গে বিভূতি লেপন ও ক্ষীর ভোজন করিবেন ॥ ১৩৪ ॥ যে ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা জিতক্রোধ, নির্লোভ ও অবিমৎসর হইয়া সম্বৎসর কাল যথোক্ত নিয়ম অভ্যাস করেন, তাঁহাকে যোগী বলা যায় ॥ ১৩৫ ॥ মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধরমুদ্রা ও মূলবন্ধমুদ্রা, এই পঞ্চমুদ্রা যিনি জ্ঞাত আছেন সেই যোগীই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥ ১৩৬ ॥ নাড়ীচক্রসংশোধন, সম্যকরূপে শরীরশোষণ এবং তালুস্থ চন্দ্রের সহিত নাভিস্থ সূর্য্যের সংযোজন করণের নাম মহামুদ্রা ॥ ১৩৭ ॥ বামপদতলে লিঙ্গ উৎপীড়ন বক্ষস্থলে হনুদেশ সংস্থাপন এবং উভয় হস্তে

বহুক্ষণ প্রসারিত দক্ষিণ চরণ ধারণ করিয়া কুক্ষিমধ্যে প্রাণবায়ুর পূরণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নিঃসারণ করাকেও মহামুদ্রা বলে। এই মুদ্রাযোগে সমস্ত মহাপাপ বিধ্বংসিত হয় ॥ ১৩৮ ॥ ১৩৯ ॥ প্রথমতঃ ঈড়াতে অভ্যাস করিয়া তদনন্তর পিঙ্গলা নাড়ীতে পুনরায় মুদ্রা অভ্যাস করা আবশ্যক। যখন উভয় নাড়ীর ক্রীয়া সমসংখ্যক হয়, সেই সময় মুদ্রা পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥ ১৪০ ॥ যোগিগণের পথ্যাপথ্য বিচারের আবশ্যকতা নাই, কারণ তাঁহারা ভোজন করিবা মাত্রই সমস্ত সরস বস্তু নীরস হইয়া যায়। উগ্রবীর্য্য হলাহলও অমৃতের ন্যায় জীর্ণ হয় ॥ ১৪১ ॥ যাঁহারা মহামুদ্রা অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগের ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ ও অজীর্ণ প্রভৃতি কোন প্রকার উৎকট ব্যাধি জন্মিতে পায় না ॥ ১৪২ ॥ যে মুদ্রাযোগে রসনা তালুবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগামিনী হয়, এবং যাহাতে দৃষ্টি নিয়তই ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট থাকে, তাহাকেই খেচরী অথবা নভোমুদ্রা বলে ॥১৪৩॥ যিনি খেচরীমুদ্রা অবগত আছেন, তাঁহার এ সংসারের কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইতে হয় না, কদাপি তাঁহার কালভয় থাকে না, এবং শরজালে বিদ্ধ হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় না ॥ ১৪৪ ॥ মন এবং রসনা তালুস্থ আকাশে বিচরণ করে বলিয়া এই মুদ্রার নাম খেচরী মুদ্রা এই মুদ্রার সেবা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১৪৫ ॥ আত্মা যতক্ষণ দেহমধ্যে অবস্থান করেন, ততক্ষণ মৃত্যুভয় কোথায়? প্রাণবায়ু যতক্ষণ খেচরীমুদ্রায় আবদ্ধ থাকে, সচ্চিদানন্দ আত্মা ততক্ষণ দেহ পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৪৬॥

ক্রমশঃ

যজ্ঞ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন।

যজ্ঞের এক নাম সত্র। চতুর্ব্বেদে এবং পুরাণাদিতে অনেক প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যেরূপ হোতার প্রয়োজন হইয়া থাকে তদ্রূপ উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু এবং সদস্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। যজ্ঞপদ্ধতিমতে অনেক সময়ে উপযুক্ত এক ব্যক্তিকেই হোতা করা হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একজন যজ্ঞোপযুক্ত ব্রাহ্মণকে উদ্গাতা করিলেও চলিতে পারে, যজ্ঞকালে কোন মুনিকেই ব্রহ্মা বলিয়া বরণ করিবার রীতি আছে। মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহামুনি জৈমিনিকে ব্রহ্মারূপে বরণ করা হইয়াছিল। যজ্ঞারব্ধ একাধিক অধ্বর্য্যু নিযুক্ত করিবার প্রথা আছে। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠানকালে দুই জন অধ্বর্য্যু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সচরাচর যজ্ঞকালে দুইজন অধ্বর্য্যু নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তবে যজ্ঞে অনেকগুলি সদস্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তবে কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ নাই। মহারাজ জন্মেজয়ানুষ্ঠিত সর্পসত্রকালে বেদব্যাস, শুকদেব, ব্যাসদেবের শিষ্যগণ, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, বৃদ্ধশ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মুদ্গল্য, সমসৌরভ এবং বেদবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সদস্য হইয়াছিলেন।

যজ্ঞে সুবিখ্যাত চ্যবনবংশোদ্ভব বেদবেত্তা চণ্ড ভার্গবের ন্যায় মহাত্মাকেই হোতার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হয়। কৌৎসের ন্যায় অবিদ্যাসম্পর্কবিহীন বিদ্বান মহর্ষিকেই উদ্গা-

তার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। যজ্ঞে মহা-পুরুষ জৈমিনির স্তায় মহামুনি ব্রহ্মার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত। অধ্বর্য্য কার্য্য সম্পাদনার্থে সুপ্রসিদ্ধ শাঙ্গরব এবং পিঙ্গল মুনির স্তায় প্রত্যেক মুনিই যোগ্যপাত্র। ভগবান বেদব্যাস অথবা শুকদেব গোস্বামীপ্রমুখ মহাত্মাগণই সদস্তাখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইবার উপযুক্ত। দ্বাপর যুগেও বহুল পরিমাণে যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রজাপতি, সোম ও বরুণ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র শতসংখ্যক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেইজন্তই তাঁহাকে শতক্রতু বলা হয়। যম, হরিমেধাঃ এবং রন্তিদেবও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। গয়, শশবিন্দু ও বৈশ্রবণ রাজাও অতি সমারোহে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। নৃগ, অজমীঢ় এবং রাজর্ষিদশরথতনয় ভগবান রামচন্দ্রকৃত যজ্ঞ সকলে ভূয়সী প্রশংসা শ্রুত হওয়া যায়। স্বর্গবিশ্রুত অজমীঢ় বংশোদ্ভব মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত অদ্যাপি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠাতা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে মহাভারতের আদি-পর্ব্বান্তর্গত পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত আছে,—

"হে ভারতশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক।"

হবনীয় যজ্ঞে বিভাবসু, চিত্রভানু, মহাত্মা হিরণ্যরেতা হুতভুক্ ও কৃষ্ণবর্ত্মাই যজ্ঞাগ্নিরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত বীজের বিবিধ বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ একই যজ্ঞাগ্নির ঐ ছয় প্রকার বিকাশ। যে সময়ে যজ্ঞীয় হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাবিশিষ্ট হন, তখনই তিনি দেবতাদিগের তৃপ্তি সম্পাদনের কারণ হন। তখনই তিনি দেবতাদিগের জন্য হব্য বহন করেন। প্রকৃতব্রহ্মতেজসম্পন্ন যাজ্ঞিক দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলে, সেই যজ্ঞ অভিষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ জন্মেজয়ের প্রসিদ্ধ সর্পযজ্ঞে যজ্ঞবিষয়িণী আকর্ষণী বিদ্যা বলে পন্নগেশ্বর তক্ষকের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত আহুত হইবার জন্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাকালে যাজ্ঞিক হোতাদিগের ঐ প্রকার প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হইত। পুরা-কালে নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথাও প্রচলিত ছিল। সে কালে প্রতিদিন প্রত্যেক সুব্রাহ্মণই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। অধুনা এই ভারতবর্ষে অনেক স্থলেও ঐ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের লোপ হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতিসঙ্গত ব্যবস্থানুসারে ব্রহ্মণ্যরক্ষা সম্বন্ধে ঐ পঞ্চযজ্ঞই বিশেষ উপ-যোগী। সেইজন্য স্মার্ত্তমতানুসারে ঐ পঞ্চ-যজ্ঞেই বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিবেচনার সহিত চিন্তা করিলে সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধেই প্রয়োজন বোধ হইবে।

যজ্ঞ কোন আধুনিক অনুষ্ঠান নহে। অতি প্রাচীন কালে পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। চতুর্ব্বেদে পর্য্যন্ত নানা প্রকার যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তিত আছে। বৈদিককালে অনেক ভক্তিপরায়ণ ঋষিই ভক্তিভাবে অনেক প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। নানা প্রকার পূজার সহিত যেমন ভক্তির বিশেষ সম্বন্ধ তদ্রূপ বিবিধ যজ্ঞের সহিতও ভক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভগবতীগীতার মতে ভক্তিপরায়ণ-দিগেরই মুক্তি হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে ভগবতী গিরিজা ভক্তিমান গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন,—

"ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ !
ততস্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে ॥"

বেদান্তসার সম্বন্ধে প্রথম সিদ্ধান্ত।

বেদান্তসারে প্রথম শ্লোকেই দ্বৈতবাদ নিহিত আছে। সেইজন্য অদ্বৈতবাদিদিগেরও দ্বৈতবাদ অস্বীকার করা উচিত নহে। সেইজন্য অদ্বৈতবাদিদের পক্ষেও দ্বৈতবাদ অবজ্ঞেয় নহে। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকও দ্বৈতবাদাত্মক। তাহাতে বলা হইয়াছে,—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের পূজনীয় গুরুদেব অনন্তদেবের অবতার পরমহংস গোবিন্দভগবতের অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেও ভক্তিভাবাত্মক দ্বৈতবাদ নিহিত আছে। সেইজন্যই প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞদিগের পক্ষেও দ্বৈতবাদ শিরোধার্য্য। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদের নিন্দা করিতে পারেন না।

বেদান্তসারের প্রথম শ্লোকের দ্বিচরণে বলা হইয়াছে,—

"অখণ্ড' সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে॥"

এই শ্লোকার্দ্ধ অনুশীলন করিলে বুঝিতে হয় যে মহাত্মা সদানন্দ যোগীন্দ্র আপনাকে বাক্যমনের অগোচর অখিলাধার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আত্মার সহিত অভেদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ঐ প্রকার আত্মাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার আত্মা আশ্রয়নীয় এবং তিনি স্বয়ং আশ্রিত বলিতে হয়। যাঁহাকে আশ্রয় করা হয়, তিনিই আশ্রয়নীয়। যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আশ্রিত। সুতরাং আশ্রয়নীয় ও আশ্রিত পরস্পর অভেদ বলা যায় না।

ঐ প্রথম শ্লোকে শেষ দুই চরণও দ্বৈতপ্রতিপাদক। শেষ দুই চরণে বলা হইয়াছে,—

"অথাতোঽপ্যদয়ানন্দানতীতদ্বৈতভানতঃ।
গুরূণারাধ্য বেদান্তসারং বক্ষ্যে যথামতিঃ॥"

সদানন্দ যোগীন্দ্র ঐ শ্লোকার্দ্ধেও নিজ গুরুর সহিত আপনার ঐক্য প্রদর্শন করেন নাই। বরঞ্চ ঐ শ্লোকার্দ্ধ তাঁহার সহিত তাঁহার গুরুদেবের প্রভেদত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। তাঁহার বেদান্তসার গ্রন্থানুসারে তিনি তাঁহার অদ্বয়ানন্দ নামক গুরুদেবকে আরাধনা করিয়া তাঁহার ঐ বেদান্তসার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার দ্বৈতবাদ ছিল না বলা যায় না। তাঁহার রচিত বেদান্তসারাধ্যয়নে অবগত হওয়া যায় যে তিনিও দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদীও ছিলেন। তিনি যে গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন তাহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বেদান্তসারে প্রথম শ্লোকের শেষ অংশাধ্যয়নে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা বিশেষরূপে ভক্তিতত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে আরাধনাই ভক্তির একটী প্রধান অঙ্গ। মহাত্মা সদানন্দ যোগীন্দ্র নিজ গুরুকে আরাধনা করিয়া তবে ঐ বেদান্তসার নামক গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে অবশ্য গুরুভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐ প্রথম শ্লোকে প্রথমাংশানুসারেও তিনি বাক্যমনের অগোচর অখিলাধার অখণ্ড সচ্চিদানন্দাত্মারও ভক্ত। কারণ তিনি নিজেও অভীষ্টসিদ্ধিজন্য ঐ প্রকার আত্মারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ঐ প্রকার আত্মার ভক্তই বলিতে হয়। কারণ উপাস্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ভক্তের একটী প্রধান গুণ। সম্পূর্ণ শুদ্ধভক্তই সচ্চিদানন্দের আশ্রিত বা শরণাগত হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়

অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

দর্শন।

যে বিষয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিতে হয় তাহা অনুভূতি দ্বারাই বুঝিতে হইবে। কেহ তাহা বাক্যদ্বারা কি প্রকারে বুঝাইবে? কেহ তাহা বাক্য দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তিনি তাহা বুঝাইতে পারেন না। অতএব সেইজন্য তাহা বুঝাও যায় না। ব্রহ্মাত্মাকে অনুভূতিদ্বারা বুঝিতে হয়। সেই ব্রহ্মাত্মাকে যিনি বোঝেন তিনি কখনই স্বীকার করেন না যে সেই ব্রহ্মাত্মাকে বাক্যদ্বারা, উপমাদ্বারা, অথবা উদাহরণদ্বারা বোঝান যায় ও বুঝিতে পারা যায়।

বিবিধ।

অহঙ্কার দ্বিপ্রকার। আত্মজ্ঞানজ অহঙ্কার ও অনাত্মজ্ঞানজ বা অজ্ঞানজ অহঙ্কার। ১ ক

আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইলে, যে অহঙ্কার স্ফুরিত হয়, তদ্দ্বারা আপনাকে অনন্ত বোধ হয়, তদ্দ্বারা আপনাকে মহাবিস্তৃত বোধ হয়। সেই অহঙ্কারবশতই 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' সেই অহঙ্কারবশতই সোঽহং'। সেই অহঙ্কারবশতই 'শিবোঽহং'। সেই অহঙ্কারবশতই 'অহং বিষ্ণুঃ'। সেই অহঙ্কারবশতই 'নিত্যোঽহং,' নিরঞ্জনোঽহং'। সে অহঙ্কারের সহিত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কোন সংস্রব নাই। সে অহঙ্কারকে প্রাকৃত বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞানপ্রসূত যে অহঙ্কার তাহাই প্রাকৃত, তাহাই মোহের কারণ, তাহাই বন্ধনের কারণ। ১ খ

ঐ ছবিখানি আমার দেহের বা মূর্ত্তীর। আমার দেহ বা মূর্ত্তী আছে বলিয়া ঐ ছবিখানি বা প্রতিমূর্ত্তী আছে। আমার জীবন এবং আমি আছি বলিয়া আমার জীবনচরিত গ্রন্থ আছে। ইতিহাসে যে সমস্ত রাজার বিষয় আছে। সেই সকল রাজা ছিলেন বলি। তাঁহাদের সম্বন্ধে ইতিহাস আছে। ব্রহ্ম বা আত্মা আছেন বলিয়া তাঁহার বিষয়ে শ্রুতি এবং বেদান্ত গ্রন্থও আছে। ব্রহ্ম সত্য, আত্মা সত্য। সেইজন্য ব্রহ্মাত্মাবিষয়ক শ্রুতি সত্য, বেদান্ত সত্য। ব্রহ্মাত্মা সত্য বলিয়া ব্রহ্মাত্মাসম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থই সত্য। সত্য যাহা তদ্বিষয়ক সমস্তই সত্য। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মাত্মা সত্য। সেইজন্য তদ্বিষয়ক সমস্তই সত্য। ২

চৈতন্যভাগবতের মতে 'বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়' বলিলে স্পষ্টই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা হয়। যিনি ঐ স্পষ্ট কথা গ্রহণ করেন, তিনি শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মার 'শিবোঽহং' বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। 'সোঽহং' বলিবার যোগ্যব্যক্তি 'সোঽহং বলিলেও তাঁহার অসন্তোষ হয় না। তিনি যে অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। ৩ ক

যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বোধ করেন তিনিই অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি আপনাকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার জানেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক গুণকর্ম্মই বিকার। সেইজন্য তাঁহার মতে তাঁহার সহিত কোন প্রকার গুণ কিম্বা কর্ম্মের সংস্রব নাই। ৩খ

আমার ঐ দেহ যে প্রকার, আমি সে প্রকার নহি। তুমি যাহাকে অগ্নি বলিতেছ, তাহা অগ্নির দেহস্বরূপ। সেইজন্য যাহা প্রকৃত অগ্নি, তাহা ঐ প্রকার নহে। তুমি যাহাকে অগ্নি বল, তাহা অগ্নি নহে বলিয়া, তাহা অগ্নিবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিকে সাকার বলা হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের মতে

অগ্নির সহিত আত্মার অভেদত্ব সূচীত হইয়াছে। অদ্বৈত মতে আত্মা নিরাকার। অতএব কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে আত্মার সহিত অগ্নির অভেদত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অগ্নিরও নিরাকারত্ব স্বীকার করিতে হয়। ৪

নিদ্রিতাবস্থার দেহ অল্প অল্প স্পন্দিত হয়। তাহাতে অধিক আঘাত লাগিলে, তাহা কষ্টবোধও করে। কিন্তু মৃতাবস্থায় তাহা আঘাত প্রাপ্ত হইলে কষ্টবোধ করে না। তবে কি প্রকারে বলিব দেহই আমি? ৫ক

'শিবোঽহং', 'সোঽহং', 'অচ্যুতোঽহং' ও 'অহং বিষ্ণু'ও নাম ও উপাধি। আমি ঐ সকলও নহি। নিরঞ্জন নামও উপাধি। আমি নিরঞ্জনও নহি। ৫খ।

আমি জীবাত্মা নহি। আমি আত্মা নহি। আমি পরমাত্মা নহি। আমি বিষ্ণু নহি। আমি ঈশ্বর নহি। আমি জগদীশ্বর নহি। আমি মহেশ্বর নহি। আমি পরমেশ্বর নহি। আমি শিব নহি। আমি ব্রহ্ম নহি। আমি পরব্রহ্ম নহি। আমি চৈতন্য নহি। ঐ সকল শব্দও নাম ও উপাধি বাচক। আমি নির্নাম ও নিরু-পাধি। আমি শব্দও উপাধি। সেইজন্য আমি স্বরূপতত্ত্বে অহঙ্কারবিহীন। ৫ গ

পরমহংসত্বের পরে আমি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী নহি। অজ্ঞানী বা জ্ঞানী নহি। ভক্ত বা অভক্ত নহি। ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক নহি। পাপী বা নিষ্পাপী নহি। পণ্ডিত বা অপণ্ডিত নহি। উত্তম বা অধম নহি। সৎ বা অসৎ নহি। সেই সর্ব্বাব-স্থার পরবর্ত্তী যে আমি তাহা সর্ব্বউপাধিশূন্য, তাহা সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত। ভৌতিক আকাশের সহিতও তাহার তুলনা হয় না। ভৌতিক নিরাকার বায়ুর সঙ্গেও তুলনা হয় না। প্রাকৃত কোন প্রকার নিরাকারের সহিতই তুলনা হয় না। তাহা তুলনারহিত অপ্রাকৃত নিরাকার। ৫ ঘ।

প্রাকৃত নিরাকারকে অনুভূতি, বোধ বা জ্ঞান দ্বারা স্পর্শ করা যায়। আকার দ্বারা বা আকারের করাদি কোন অংশ দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করা যাইতে পারে না। আকারকে করাদি দ্বারা স্পর্শ করা যাইতে পারে। ৬ক

যে নিরাকারের গুণকর্ম্মমহিমাও নাই, তাহাকে অনুভূতি, বোধ বা জ্ঞান দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না। তিনি সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। যেহেতু তিনি প্রাকৃত নহেন। ৬খ

জ্ঞান, বোধ বা অনুভূতি অবলম্বনে সগুণ সক্রিয় নিরাকারকে ভাবনা বা চিন্তা করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্গুণনিষ্ক্রিয় নিরা কারকে ভাবনা বা চিন্তা করা যায় না। ৬গ

যে কাষ্ঠের সহিত অগ্নির যোগ হইয়াছে সে কাষ্ঠও অগ্নি। জ্ঞান যেন অগ্নি। জ্ঞানের সহিত যাহার যোগ হইয়াছে তিনিও জ্ঞান। ৭ক

আত্মারই 'অহং' উপাধি, আত্মারই 'ত্বং' উপাধি, আত্মারই 'সঃ' উপাধি। 'অহং' উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও যাহা, 'ত্বং' উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও তাহা, 'সঃ' উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও তাহা। একাত্মা। বহু আত্মা নাই। ৭ খ

প্রত্যেকেই আপনাকে আমি বলিয়া জানেন। কেহই আপনার পরিচয় তুমি কিম্বা তিনি বলিয়া প্রদান করেন না। সুতরাং সকল দেহেই আমি আছি, সুতরাং সকল দেহ হইতেই এক আমিই এক আমিরই পরিচয় দিয়া থাকি। ৮ক

প্রত্যেক দেহ হইতে আমি দেহী আত্মার পরিচয় 'আমি' বলিয়া দিয়া থাকি। কিন্তু প্রত্যেক দেহ হইতে আমি অন্য দেহস্থ আমিকে সম্বোধন করিতে হইলে 'তুমি'ই বলি। স্বরূ-পতঃ আত্মতত্ত্বে আমি তুমি পরস্পর অভেদ। অন্য দেহস্থ আমিকে আমি যখন 'তুমি' সম্বো-ধন না করিয়া সেই অন্য দেহস্থ আমির প্রসঙ্গ

করি তখন আমি তাঁহাকে "তিনি" বলি। সেইজন্য স্বরূপতঃ আমি, তুমি, এবং তিনি পরস্পর অভেদ। আমি, তুমি, তিনি পরস্পর অভেদ বলিয়া আমি, তুমি, তিনির অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্ব স্বীকার করা যায়। ৮খ

যখন আমার 'আমি' ব্যতীত ঈশ্বর বা শিব নাই বোধ হয় তখনই "শিবোঽহং" অর্থাৎ আমি শিব। তখন কেবল আমি শিবের অস্তিত্ব বোধ করি। তখন কেবল আমি শিব সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি ব্যতীত পৃথক শিব সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। ৯ক

আমি ব্যতীত অপর ঈশ্বর নাই বোধ হইলে 'অহমীশ্বরঃ' অর্থাৎ আমি-ঈশ্বরসম্বন্ধে আমি নাস্তিক নহি। কিন্তু আমি ব্যতীত অপর ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। ৯খ

বৈদান্তিক 'সোঽহং' ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য কথিত 'শিবোঽহং' বাদ মানিলে যত জীব তত শিব স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবকেই শিবের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সকল জীবই এক শিবের বিবিধ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিলে অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার পক্ষে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ৯গ।

আপাততঃ আমি উপাধিবিশিষ্ট। সেইজন্য আমিই ব্রহ্ম, আমিই শিব, আমিই বিষ্ণু। ব্রহ্ম আমার এক নাম, শিব আমার এক নাম, বিষ্ণু আমার এক নাম। আমি 'সোঽহং' বলিতে পারি না। কারণ 'অহং' ব্যতীত 'সঃ' অপর একজন কেহ নাই। 'অহমে'র 'স' একটা উপাধি হইতেই পারে না। ১০ক

'অহং' ভিন্ন 'সঃ' যদি কেহ থাকিতেন তাহা হইলেও 'সোঽহং' বলা সঙ্গত হইত না। তাহা হইলেও 'সঃ' একটী পৃথক ব্যক্তি এবং 'অহং' অপর একটী পৃথক ব্যক্তি স্বীকার করিতে হইত। ১০খ

আমার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে, সে সকলের কোনটীও আকার কিম্বা আকার নহে। তাহারা সকলেই নিরাকারা। আমিও আকার নহি। আমি নিরাকার। অথচ আমি আছি বোধ করি, ঐ শক্তি সকল আছেও বোধ করি। ১১ক

ঐ শবটা পড়িয়া রহিয়াছে। এক্ষণে উহাতে কেহ আছে কেহ ত বোধ করে না। উহাতে কোন শক্তি আছে তাহাও উহার মধ্যে থাকিয়া কেহ বোধ করে না। সেইজন্য বলি এই প্রাকৃত আকার আমার অপ্রাকৃত অস্তিত্বের জ্ঞাপক নহে। ১১খ

আমি ভিন্ন অন্য আত্মা নাই। সেইজন্য আমার পিতা, মাতা, পিতামহ প্রভৃতিও নাই। তবে আমি কর্ম্মকাণ্ডের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিরই বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিব? ১১গ

মিষ্টান্ন সত্য বলিয়া মিষ্টান্নের ফর্দ্দ বা তালিকাও সত্য। বেদান্ত ব্রহ্মের বা আত্মার ফর্দ্দ বা তালিকা। ব্রহ্ম বা আত্মা সত্য বলিয়া ব্রহ্মের বা আত্মার ফর্দ্দ বা তালিকা যে বেদান্ত তাহাও সত্য। ১২ক

শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর। কিন্তু শ্রুতি বেদান্ত প্রভৃতির মতে ব্রহ্মকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর বলা হয় নাই। শ্রুতি এবং বেদান্ত প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম দ্বারা সেই ব্রহ্মকে বা আত্মাকে সম্ভোগ করা যায় না এ প্রকার বলা হয় নাই। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। সে মতে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় নহেন। সে মতানুসারে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম দ্বারা ব্রহ্মকে বা আত্মাকে সম্ভোগ করা যায় না এ প্রকার সিদ্ধান্তও করা যায় না। ১২খ

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। সেইজন্ত তিনি যোগেও আছেন। সেইজন্ত তিনি সন্ন্যাসেও আছেন। সেইজন্ত তিনি কর্ম্মাদিতেও আছেন। কোন বস্তু আছে অথচ তাহাতে ব্রহ্ম নাই ইহা হইতে পারে না। ১২গ

শিবকে সদানন্দ বলা হয়। বেদান্তে ব্রহ্মকে সৎ বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রে রাধাকেই হ্লাদিনী শক্তি বলা হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্ত প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে রাধাকে আনন্দ বলা হয়। সুতরাং শিব ও রাধা অভেদ। মহাভাগবতে সেই শিব রাধা হইবার উল্লেখ আছে। ১৩ক

সুবর্ণকঙ্কনই সুবর্ণ। সুবর্ণই সুবর্ণকঙ্কন। স্বরূপতঃ শিবই জীব। স্বরূপতঃ জীবই শিব। সেইজন্তই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। ১৩খ

জ্ঞানাগ্নি নিত্য। তাহার নির্ব্বাণ হয় না। তদ্দারা অজ্ঞানরূপ দাহ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৪

প্রকৃত আত্মপ্রেমাত্মিকা যে মমতা, তাহা যাইবার নহে। ১৫

আমি বহু ছিলাম না। এক্ষণেও বহু নই। পরেও বহু হইব না। আমি চিরকালই অদ্বৈত। আমি একটী ব্যতীত দুইটী কখনই নহি। ১৬

তুমিও বহু ছিলে না। এক্ষণেও তুমি বহু নহ। তুমি পরেও বহু হইবে না। তুমি চিরকালই অদ্বৈত। তুমি এক ব্যতীত দুই কখনই নহ। অন্ত কেহই বহু ছিলেন না। এক্ষণেও অন্ত কেহই বহু নহেন। অন্ত কেহই পরে বহু হইবেন না। অন্ত কেহ চিরকালই অদ্বৈত। অন্ত কেহ চিরকালই এক ব্যতীত দুই কখনই নহেন। যেহেতু অদ্বৈত মতানুসারে একাধিক আত্মা নাই। সেই একাত্মাই আমি, তুমি এবং তিনি প্রভৃতি নানা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অদ্বৈততত্ত্ব বোধ হইলে ঐ প্রকার অবধারণ করা যায়। মায়াযোগে একাত্মাকে বহু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানোদয়ে, অদ্বৈতজ্ঞানোদয়ে সেই অবিদ্যারূপিনী মায়ার অন্তর্ধান হইলে আত্মাতে এক অদ্বৈততত্ত্বই স্ফূরিত হইতে থাকে। ১৭

আমি আত্মা। সেইজন্ত আমার ভাস্বরতা আছে। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সহিত আমার সংস্রব নাই। যেহেতু আমি স্বয়ং চিদালোক। ১৮

যেমন আলোক আলোককে প্রকাশ করে তদ্রূপ আমি আমাকে প্রকাশ করি। আমি আমাকে জানি। আমাকে জানিবার জন্ত অপর কোন সামগ্রীর আবশ্যক হয় না। সূর্য্যকে প্রদর্শন করিবার জন্ত সূর্য্যালোকই অবলম্বন হইয়া থাকে। চন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্ত চন্দ্রালোকই অবলম্বন হইয়া থাকে। অগ্নিকে দর্শন করিবার জন্ত অগ্নিসম্ভূত আলোকই অবলম্বন হইয়া থাকে। বিদ্যুৎকে দর্শন করিবার জন্ত বৈদ্যুতিক আলোকই অবলম্বন হইয়া থাকে। আত্মাকে দর্শন করিবার জন্ত আত্মজ্ঞানই অবলম্বন। আত্মাকে জানিবার জন্ত আত্মজ্ঞানই অবলম্বন। আমি আত্মা। অতএব আমিকে জানিবার জন্ত আমি অবলম্বন। যেরূপ সূর্য্য এবং সূর্য্যালোক অভেদ তদ্রূপ আমি এবং আমার জ্ঞান অভেদ। যেমন চন্দ্র এবং চন্দ্রালোক পরস্পর অভেদ তদ্রূপ আমি এবং আমার জ্ঞান অভেদ। যেরূপ অগ্নি এবং তাহার আলোক পরস্পর অভেদ তদ্রূপ আমি এবং আমার জ্ঞান অভেদ। যেরূপ বিদ্যুৎ এবং তাহার আলোক যে প্রকারে অভেদ তদ্রূপ আমি এবং আমার জ্ঞান অভেদ। আমি

আত্মা। আমিকে জানিবার জন্ম যে জ্ঞান আমিতে আছে তাহারি নাম আত্মজ্ঞান। আমি আত্মা এবং আমিআত্মার যে আত্মজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আমিআত্মার সহিত অভেদ। ১৯

আমি আর আমার এই দুই বোধ মহাবন্ধন। ২০ক

ঐ দুই বন্ধন মুক্ত হইলে আর কোন বন্ধন থাকে না। ২০খ

ঐ দুই বন্ধনের অন্তর্গত সর্ব্ব বন্ধন। ২০গ

ঐ দুই বন্ধনশূন্যতাই মুক্তি। ২০ঘ

যিনি ঐ প্রকার মুক্ত হন তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বন্ধ, নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক ও নিঃস্বার্থ প্রভৃতি। ২০ঙ

আমি ও আমার না থাকিলে মুক্তিলাভ করিবে কে? যতক্ষণ আমি এবং আমার বোধ থাকে ততক্ষণ বন্ধন থাকে। ২০চ

নবকুল যাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনিই কুলেশ্বরী।২১ক

জল দ্বারা মৃত্তিকা মাখিলে যে ভাবে জল আর মৃত্তিকা অভেদ হয়, সেই ভাবে ব্রহ্ম আর নবকুল অভেদ। ২১খ

তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকেও কুল বলা যায়। ২১গ

কিন্তু স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম অকুল। সেই-জন্য তাঁহাকে নকুলও বলা যায়। সেই নকুলের অপর নাম শিব। সেই শিবের শিবানী দক্ষিণাকালী। দক্ষিণাকালীর বিশেষ প্রকাশ কালীক্ষেত্রে। ২১ঘ

মন্ত্রপ্রভাবে মনের ত্রাণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ কেন? তোমার নিজের ত্রাণের উপায় অবলম্বন কর। মনই তোমার ত্রাণের পক্ষে মহাবন্ধন! তোমার সেই মন নামক বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় অবলম্বন কর। ২২ক

জ্ঞান বা চৈতন্যই মুক্তির কারণ। ২২খ

প্রাকৃত অহঙ্কার বশত সেই জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রকাশ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। প্রাকৃত অহঙ্কারই মমতার বীজ। ২২গ

নিরহঙ্কারই নির্ম্মমতার বীজ। ২২ঘ

তুমি নাস্তিক বোধও তোমার এক প্রকার অহঙ্কার। ২৩ক

বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা মত ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিক মহাত্মাগণের মতে অহঙ্কার নাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেহেতু অহঙ্কারও বিষম বন্ধন। ২৩খ

আত্মার অহঙ্কার নাশ হইলে তাঁহার অস্তি-নাস্তির পরাবস্থা প্রাপ্তি হয়। সে অবস্থা বৌদ্ধ নাস্তিকতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। ২৩গ

যে অবস্থায় আমার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বোধ থাকে না, সে অবস্থায় আমি আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়ই নহি। সে অবস্থায় আমি দ্বৈতবাদীও নহি, অদ্বৈতবাদীও নহি। সে অবস্থায় আমি আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার পরবর্ত্তী হইয়া থাকি। সে অবস্থায় আমি দ্বৈতাদ্বৈত বাদের পরবর্ত্তী হইয়া থাকি। ২৪

নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অনেক বয়স্ক মূর্খ বা অজ্ঞ লোক আছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহই আপনি এবং আপনার পিতা এবং মাতাকে পরস্পর অভেদ বলিয়া বুঝিতে পারে না, ঐ প্রকার অভেদতত্ত্ব তাহারা জানে না। তাহারা তাহাদের সহিত তাহাদিগের পিতামাতার একত্ব বা ঐক্য কি প্রকারে রহি-য়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। অথচ তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিজ নিজ পিতামাতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম আছে। তবে অদ্বৈত অজ্ঞানের সহিতও শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি থাকিতে পারে না কি প্রকারে বলা যাইবে? আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্ত

প্রকারে অদ্বৈত অজ্ঞানের সহিত যে প্রকার শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের সম্বন্ধ আছে তদ্রূপ ঐ তিনের সহিত অদ্বৈতজ্ঞানেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের নিত্যতা-বশতঃ জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানে তাহারা লুপ্ত হয় না। নিত্য যাহা তাহা সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তদ্বিষয়ক যে কোন বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারও নিত্যতা আছে। সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান না হইয়াও পূর্ব্ব দৃষ্টান্তানুসারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমও হইতে পারে। তদ্বিষক জ্ঞানলাভান্তেও তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক জ্ঞানিদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম হইতে পারে। শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের নিত্যতা-বশতঃ উহাদিগের জ্ঞানাজ্ঞান উভয়ের সহিতই প্রকাশ হইয়া থাকে। যে প্রকার অন্ধকারেও আকাশ বিদ্যমান থাকে সেই প্রকার আলোকেও তাহা বিদ্যমান থাকে। যে প্রকার অন্ধকারে বায়ুর প্রকাশ রহে সেই প্রকারে আলোকেও বায়ুর প্রকাশ রহে। যে প্রকারে অন্ধকারেও পৃথিবীর প্রকাশ রহে সেই প্রকারে আলোকেও পৃথিবীর প্রকাশ রহে। যে প্রকারে অন্ধকারে জলের প্রকাশ রহে সেই প্রকারে আলোকেও জলের প্রকাশ রহে। যে প্রকারে অজ্ঞানাবস্থায় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের প্রকাশ থাকিতে পারে, সেই প্রকারে জ্ঞানাবস্থায় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের প্রকাশ থাকিতে পারে। যেহেতু শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের নিত্যত্ববশতঃ তাহা-দিগের সর্ব্বাবস্থায় নিত্যত্ব রহে। যেরূপ আত্মা জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেও তিনি অনাত্মা হন না তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা হয় না, ভক্তি অভক্ত হয় না, প্রেম অপ্রেম হয় না। সুবর্ণের সহিত খাদ মিশাইলে সুবর্ণ কি সুবর্ণত্ববিহীন হইয়া খাদ হয়? অজ্ঞান অবস্থায় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম প্রকাশিত হইলেও তাহারা খাদ স্বরূপ অজ্ঞানরূপে পরিণত হয় না। ২৫

বৃক্ষের ফলও বৃক্ষ। অথচ বলিতে হইলে বৃক্ষ ফল না বলিয়া বৃক্ষের ফল বলা হয়। বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল দেখিতেও এক প্রকার নহে। আস্বাদন করিলে উভয়ের আস্বাদনও এক প্রকার নহে। অথচ স্বরূপতঃ উভয়ে এক বস্তু। ঐ প্রকারে জ্ঞানীর বা জ্ঞাতার জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানীর বা জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্নতাও বোধ হয়। অথচ স্বরূপতঃ জ্ঞানী বা জ্ঞাতা এবং জ্ঞান পরস্পর অভেদ। ২৬ক

আম্রবৃক্ষে আম্রের প্রকাশ হইয়া থাকে। আম্রবৃক্ষকে এবং আম্রকে এক প্রকার না দেখিলেও স্বরূপতঃ উভয়ে এক পদার্থ। আম্র আম্রবৃক্ষে প্রকাশিত রহে। আম্র আম্রবৃক্ষে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আম্র আম্রবৃক্ষই থাকে। আম্র যেমন আম্রবৃক্ষের অংশ আম্রবৃক্ষ তদ্রূপ জ্ঞানও আত্মাবৃক্ষের অংশ আত্মাবৃক্ষ। অথবা তাহা আত্মাবৃক্ষের এক প্রকার বিকাশ। আম্রবৃক্ষ হইতে আম্রের প্রকাশ। আত্মা হইতে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ। যে প্রকারে আম্রই আম্রবৃক্ষ সেই প্রকারে আত্মজ্ঞানই আত্মা। ২৬খ

যেমন বৃক্ষের পরিচায়ক আম্র তদ্রূপ আত্মার পরিচায়ক আত্মজ্ঞান। ২৬গ

আত্মা নিত্যকল্পতরু। আত্মজ্ঞানও তাহার নিত্যফল। ঐ উভয়ে স্বরূপতঃ একই পদার্থ। ২৬ঘ

ঐ আম্রবৃক্ষের যেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথচ উহাতে যেমন আম্র বিকাশিত হইয়াছে ঐ প্রকারে অপরিবর্ত্তনীয় আত্মাকল্প-তরু হইতেও আত্মজ্ঞান নামক ফল প্রকাশিত হয়। ২৬ ঙ

এক বীজের অংশ কত বীজ। এক বীজ

বৃক্ষ হইলে, সেই বৃক্ষে কত ফল হয়। প্রত্যেক ফলের বীজই সেই এক আদি বীজের অংশ। এক আত্মাই আদি-বীজ। তাহা হইতে জীবাত্মা সকলের প্রকাশ। এক আত্মার অংশ কত আত্মা। ২৭ক

একই বীজ বৃক্ষ হইলে একে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে অবস্থায় এক যে বীজ, তাহা অব্যক্তভাবে থাকে ঐ প্রকারে এক বৃক্ষে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে একই ব্রহ্ম বহু হইয়া রহিয়াছেন। ২৭খ

বৃক্ষ যেন পরমাত্মা। তাহার বহু ফলের প্রত্যেকটী যেন এক একটী জীব। ২৮ক

বৃক্ষ বৃহৎ। তাহার প্রত্যেক ফলই তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। বৃহৎ বৃক্ষ এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলও দেখিতে এক প্রকার নহে। অথচ সেই বৃক্ষের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ফলের মধ্যেই ঐ প্রকার এক একটী বৃহৎ বৃক্ষ অব্যক্তভাবে আছে। ক্ষুদ্র জীবাত্মারূপ ফলে বৃহৎ পরমাত্মারূপ বৃক্ষ অব্যক্তরূপে আছে। ফলই বৃক্ষ, বৃক্ষই ফল যে প্রকারে, সেই প্রকারে জীবাত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। অথচ ফল যতক্ষণ না বৃক্ষ হয় ততক্ষণ তাহাকে যেমন বৃক্ষ বলা যায় না তদ্রূপ, জীবাত্মা যতকাল না পরমাত্মা হয় ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকেও পরমাত্মা বলা যায় না। ২৮খ

প্রত্যেক ফলের মধ্যেই বৃক্ষ অব্যক্তভাবে আছে। সকল ফল হইতে এক সময়ে বৃক্ষ বিকাশিত হয় না। সকল জীবাত্মা হইতে এক সময়ে পরমাত্মা বিকাশিত হন না। ২৮গ

কখন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে। কখন জীব অব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা পরমাত্মা অব্যক্তভাবে থাকেন। ২৮ঘ

কখন বীজ ব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা বৃক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে। কখন জীবাত্মা ব্যক্তভাবে থাকে। কখন বা পরমাত্মা ব্যক্তভাবে থাকেন। ২৮ঙ

যখন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরাকার। যখন জীবাত্মা অব্যক্তভাবে থাকে তখন তাহাও নিরাকার। ২৮চ

যখন বীজ ব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা আকার। যখন বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে তখন তাহা নিরাকার। যখন পরমাত্মা অব্যক্তভাবে থাকেন তখন তিনি নিরাকার। ২৮ছ

যখন বৃক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে তখন তাহা আকার। অব্যক্ত-নিরাকার বৃক্ষ যখন আকার-বীজ-বিশিষ্ট হয় তখন সেই অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষকেই সাকার বলা যায়। যখন পরমাত্মা নিরাকার-আকার-জীবাত্মা-বিশিষ্ট হন তখন সেই অব্যক্ত নিরাকার পরমাত্মাই সাকার হন। ২৮জ

যখন বীজ অব্যক্ত-নিরাকারভাবে বৃক্ষ মধ্যে থাকে তখন সেই বীজ সাকারসংজ্ঞক। নিরাকার জীব অব্যক্তভাবে যখন আকার-পরমাত্মাতে থাকে তখন সেই জীবাত্মাও সাকার-সংজ্ঞক। ২৮ঝ

যে প্রকারে জীবাত্মাও আকার, সাকার এবং নিরাকার তদ্রূপ পরমাত্মাও আকার, সাকার এবং নিরাকার। ২৮ঞ

এক বৃক্ষ হইতে বহুফল বিকাশিত হইতে পারে তদ্রূপ বহু ফল হইতেও বহু বৃক্ষ বিকাশিত হইতে পারে। এক পরমাত্মা-বৃক্ষ হইতেই বহু জীবাত্মা-ফল বিকাশিত হইয়াছে। বহু জীবাত্মা-ফল হইতে বহু পরমাত্মারূপ বৃক্ষও প্রকাশিত হইতে পারেন। ২৮ট

এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক ফল হইতে একই বৃক্ষ বিকাশিত হয়। বহু বৃক্ষ বিকাশিত হয় না। এক

পরমাত্মা হইতে বহু জীবাত্মা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক জীবাত্মা হইতে বহু পরমাত্মা প্রকাশিত হন না। ২৮ঠ

এক জীবাত্মাই জ্ঞানপ্রভাবে এক পরমাত্মা-রূপে প্রকাশিত হন। ২৮ড

ঐ যে বীজটী দেখিতেছ, ঐ বীজটীই বৃক্ষ। আপাততঃ ঐ বীজকে বৃক্ষ দেখিতেছ না। ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে ঐ বীজকেই বৃক্ষ দেখিবে। আপাততঃ বীজ ব্যক্ত। বৃক্ষ অব্যক্ত। স্বরূপতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত পরস্পর অভেদ। স্বরূপতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে। বীজ বৃক্ষ একই, বীজ বৃক্ষ অভেদ। বীজই অব্যক্ত বৃক্ষ। জীবাত্মাই অব্যক্ত পরমাত্মা। ২৮ঢ

জীবাত্মাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই জীবাত্মা। বীজই বৃক্ষ। বৃক্ষই বীজ। ২৮ণ

বীজ যখন, তখনও সেই বীজই বৃক্ষ। বৃক্ষ যখন, তখনও সেই বৃক্ষও বীজ। জীবাত্মা যখন তখনও সেই জীবাত্মা পরমাত্মা। পরমাত্মা যখন, তখনও সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা। ২৮ত

কখন পরমাত্মা জীবাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। কখন বা জীবাত্মা পরমাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। ২৮থ

বৃক্ষ অব্যক্ত বীজ। বীজ অব্যক্ত বৃক্ষ। পরমাত্মা অব্যক্ত জীবাত্মা। জীবাত্মা অব্যক্ত পরমাত্মা। অতএব পরমাত্মাই জীবাত্মা, জীবাত্মাই পরমাত্মা ২৮দ

বৃক্ষ যেমন বৃহৎ তদ্রূপ পরমাত্মাও বৃহৎ। ২৮ধ

বীজ যেমন ক্ষুদ্র তদ্রূপ জীবাত্মাও ক্ষুদ্র কিন্তু বীজ যেমন অব্যক্ত-বৃহৎ তদ্রূপ জীবও অব্যক্ত-বৃহৎ। ২৮ন

সেই জীবই আত্মজ্ঞানপ্রভাবে ব্যক্ত-বৃহৎ হইতে পারেন, যেরূপে অব্যক্ত-বৃহৎ বীজ, ব্যক্ত বৃহৎ বীজ ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে, সেই প্রকারে। ২৮প

ঐ আম্রবৃক্ষে বহু আম্র রহিয়াছে। ঐ আম্র-বৃক্ষে যত আম্র রহিয়াছে সে সমস্তই স্বরূপতঃ পরস্পর অভেদ, সে সমস্তই পরস্পর এক বা অদ্বিতীয়। ঐ সমস্ত আম্র গণনায় বহু কিন্তু বাস্তবিক ঐ সমস্ত আম্রই স্বরূপতঃ এক অদ্বিতীয়। বাস্তবিক ঐ সমস্ত আম্রই একেরই বহু বিকাশ। কারণ ঐ সমস্ত আম্রের মধ্যে প্রত্যেক আম্রই এক নির্দ্দিষ্ট আম্রবৃক্ষের বিকাশ সুতরাং ঐ সমস্ত আম্রফলই এক আম্র-বৃক্ষেরই বহু বিকাশ। সুতরাং ঐ সমস্ত আম্র-ফলই এক বা অদ্বিতীয়। ঐ প্রকারে একই আত্মা মায়াযোগে গণনায় বহু। যেরূপ আকাশস্থ পূর্ণ শশধর বহু জলাশয়ে বহুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেই প্রকার মায়ার বিভিন্ন বিকাশরূপ জলাশয়ে আত্মারূপ চন্দ্রমা বহুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি এক ভিন্ন বহু নহেন। ২৮ফ

ঐ আম্রবৃক্ষের সমস্ত ফলই স্বরূপতঃ ঐ আম্রবৃক্ষ। ঐ আম্রবৃক্ষের ফল সমূহের মধ্যে কতকগুলি ফল পাড়িয়া নষ্ট করিলেও সেই বৃক্ষ যেমন তেমনি থাকিবে। ঐ বৃক্ষের অন্যান্য ফল সকল যেমন তেমনি থাকিবে। এক পরমাত্মা-বৃক্ষেই বহু জীবাত্মা-ফলের বিকাশ। সেই সমস্ত জীবাত্মা ফলের মধ্যে কতকগুলির নাশ হইলেও অবশিষ্ট গুলি যেমন তেমনি থাকে। পরমাত্মা-বৃক্ষও যেমন তেমনি থাকেন। অবশিষ্ট ফলসকলের ও পরমাত্মা-বৃক্ষের তদ্দ্বারা হানি হয় না। ২৮ব

ঐ আম্রবৃক্ষের সমস্ত ফলই ঐ আম্রবৃক্ষেরই বহু বিকাশ। অথচ ঐ আম্রবৃক্ষ ও তাহার প্রত্যেক ফল দেখিতে এক প্রকার নহে। ঐ আম্রবৃক্ষের আস্বাদনের ন্যায় ঐ আম্রবৃক্ষের ফলগুলির আস্বাদনও এক প্রকার নহে। পরমাত্মা-বৃক্ষে বহু জীবাত্মা-ফলের প্রকাশ।

কিন্তু পরমাত্মা-বৃক্ষের সহিত গুণকর্ম্মের প্রভেদানুসারে জীবাত্মা-ফলগুলির অনেক প্রভেদ আছে। ঐ উভয়ের এক প্রকার গুণ এবং কর্ম্ম নহে। ২৮ভ

ফল বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। সে জন্য বৃক্ষের ফল বলা হয়। কিন্তু বৃক্ষই ফল বলা হয় না। কেহ বৃক্ষফল বলিলেও বুঝিতে হয় বৃক্ষের ফল। পুত্র মাতাতে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য মাতার পুত্রই বলা উচিত। কিন্তু মাতাপুত্র বলা হয় না। বৃক্ষে ফলোৎপন্ন হয় বলিয়া ফলও বৃক্ষ। কারণ বৃক্ষই একরূপে ফল হয়। ঐ প্রকারে মাতাই একরূপে পুত্র। ফল যেমন বৃক্ষে সংযুক্ত থাকে তদ্রূপ মাতৃনাড়ীর সহিত পুত্রের নাভি যুক্ত থাকে। ঐ প্রকারে পরমা জননীর সহিত সর্ব্বজীব যুক্ত রহিয়াছে। যেরূপ বৃক্ষের ফল বলা হয়, যেরূপ মাতার পুত্র বলা হয় তদ্রূপ পরমা জননী মহাকালীরই সন্তান সমস্ত জীব। যেরূপ বৃক্ষ এবং ফল পরস্পর অভেদ, যেরূপ মাতা এবং পুত্রও স্বরূপতঃ অভেদ তদ্রূপ পরমা জননী মহাকালীর সহিতও স্বরূপতঃ সর্ব্ব জীবের অভেদত্ব আছে। মাতৃভাবে যাঁহাকে মহাকালী বলা হয়. পিতৃভাবে তাঁহাকেই পরম শিব বা মহাকাল বলা যাইতে পারে। যেরূপ অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তি পরস্পর অভেদ তদ্রূপ পরমা জননী আদ্যাকালী বা মহাকালীর সহিত পরম শিব বা মহাকালের অভেদত্ব আছে। যেমন অগ্নি দাহিকাশক্তি বিহীন হইয়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ পরম শিব বা মহাকালও পরমা জননী মহাকালীশক্তি রহিত হইয়া থাকিতে পারেন না। যেহেতু উভয়ের অস্তিত্বের, যেহেতু উভয়ের স্বরূপতত্ত্বের বিভিন্নতা নাই। বীজ মধ্যেই বৃক্ষের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বৃক্ষমধ্যেই বীজের অস্তিত্ব রহিয়াছে। পরমাত্মাস্বরূপিনী পরমা জননী মধ্যেই সর্ব্বজীবের, সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বভূতেও সেই পরমা জননীর অস্তিত্ব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ২৮ম

এক বৃক্ষই কত ফল হয়। অথচ সেই বৃক্ষ যেমন তেমনি থাকে। এক পরমাত্মাই কত জীবাত্মা হন, অথচ তিনি যেমন পরমাত্মা তেমনি থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহার কোন প্রকার অন্যথা হয় না। ২৮য

এক ফল বৃক্ষ হইলে তাহা আর সে অবস্থায় ফল থাকে না। এক জীবাত্মা পরমাত্মা হইলে তাহা আর জীবাত্মা থাকে না। ২৮র

পল্‌তালতা হইতে পটলোৎপত্তি বিবরণ আছে। তাহা দর্শন করা হয়। পল্‌তারি বিকাশ পটল। অথচ পল্‌তার যে প্রকার আকার পটলের সে প্রকার আকার নহে। পল্‌তার যে তিক্ততা গুণ আছে, তাহাও পটলে নাই। রূপগুণে পটল পল্‌তার ন্যায় নহে। অথচ স্বরূপতঃ উভয়েই এক বস্তু। জীব, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ঐ প্রকারে অভেদ। যেমন পল্‌তার ন্যায় পটলের রূপগুণ নহে তদ্রূপ ব্রহ্মের ন্যায় জীবের রূপগুণ নহে। অথচ জ্ঞানযোগে স্বরূপতঃ জীব, ব্রহ্ম একই পদার্থ। ২৯ক

একই মৃত্তিকায় ব্যাঘ্র এবং মনুষ্য নির্ম্মিত হইলে, স্বরূপতঃ উভয়েই মৃত্তিকা। স্বরূপ-মৃত্তিকাই উক্তোভয়বিধ রূপ হইয়াছে বলিয়া ঐ দুই প্রকার রূপই একই স্বরূপ-মৃত্তিকার বিবিধ বিকাশ। ঐ প্রকারে স্বরূপতঃ দেবগণ এবং অন্যান্য জীবজন্তু সকল স্বরূপতঃ অভেদ। ২৯খ

পৃথিবীনিয়ে যত জল আছে, ঐ কূপে কি সেই সমস্তেরি প্রকাশ রহিয়াছে। ঐ কূপে সেই জলরাশির কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত রহিয়াছে। কূপে যে পরিমাণে জল রহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত রহিয়াছে। পৃথিবীনিম্নস্থ অবশিষ্ট জলরাশি অব্যক্ত রহিয়াছে। অধিকাংশ জলই অব্যক্ত

রহিয়াছে। কূপের আকার যে প্রকার জলের আকারও সেই প্রকার। পরমেশ্বরও ঐ প্রকারে ব্যক্তাব্যক্ত। সমস্তে পরমেশ্বরই ব্যক্ত নহেন। জল যেমন অনেক স্থানে অনেকাকারে ব্যক্ত তদ্রূপ পরমেশ্বরও অনেক স্থলে অনেকাকারে ব্যক্ত। জলের ন্যায় পরমেশ্বরের অধিকাংশ অব্যক্ত। জগতের কত লোক একটী কূপে যে পরিমাণে জল প্রকাশিত আছে, তদ্ব্যতীত আর জল নাই এবম্প্রকার তাঁহারা বলেন না। তাঁহারা জ্ঞানে জানেন কূপ-প্রকাশিত জল ব্যতীত পৃথিবীনিম্নে অব্যক্তভাবে, অপ্রকাশিতভাবে জলরাশি আছে। দিব্যজ্ঞানী যে পরিমাণে ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন করেন তদ্ব্যতীত অব্যক্তভাবে, অপ্রকাশিতভাবে তাঁহার অধিকাংশ আছে, তাহাও তিনি অবগত। একজন শিশু কূপ দর্শন করিলে, কিম্বা একজন অল্পবয়স্ক বালক কূপ দর্শন করিলে, কূপে যে জল প্রকাশিত তাহার অধিকাংশ জল যে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। শিশুর ন্যায় অল্পজ্ঞানী বা অল্পবয়স্ক বালকের ন্যায় অল্পজ্ঞানী যে পরিমাণে ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মকে তদপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বুঝিতে পারেন না। ৩০

ঝুলন-গীত

(যমুনা পুলিনে বসি কান্দে রাধাবিনোদিনী—সুর।)

ঝুলিছে নন্দ-দুলাল প্রেমময়ী রাধা-সনে,
রতন হিন্দোল'পরি পুণ্যধাম বৃন্দাবনে।
কোলে করি রাধিকায়, বসিয়াছে শ্যামরায়,
ললিতা বিশাখা সখি দোলায় আনন্দ মনে॥
আঁখি ভরা অনুরাগ, অধরে তাম্বুল রাগ,
মদন-পীড়িত (১) দোঁহে দোঁহা মুখ দরশনে॥
পরিয়ে কুসুম-সাজ, সেজেছে যুগল আজ,
গলায় মালতি-মালা দুলিতেছে ঘনে ঘনে॥
মুরজ মুরলী বাজে, কুসুম-নিকুঞ্জ মাঝে,
মধুর সঙ্গীত গায় মিলি সব সখীগণে॥
তমালে কোকিল গায়, যমুনা উজানে ধায়,
নাচে ফুল্ল ফুল-কুল মৃদুমন্দ সমীরণে॥
শশীসনে নিশি হাসে, জগত আনন্দে ভাসে,
'শ্রীনিত্য'গোপাল আজি রাইকানু সম্মিলনে।
'গৌরব' 'আনন্দে' ভোর সে মুরতি দরশনে।

পরিব্রাজক নিত্যগৌরবানন্দ।

(১) জৈব কাম নহে। সম্পাদক।

ভগবান ঋষভদেব

"পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীবিষ্ণু নাভিপুত্র ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়া অবধূত সম্প্রদায়ের যে শাখা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাই ঋষভপন্থী অবধুত। ভগবান ঋষভদেব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায়। তিনি রাজ্য পালনান্তে সংসার ত্যাগ করিয়া অবধুত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম কেবলানন্দ। তাঁহা হইতে অবধূত সম্প্রদায়ের যে শাখা প্রবর্ত্তিত সেই শাখাই ঋষভপন্থী অবধূত বলিয়া পরিচিত। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ ঋষভপন্থী-অবধূত। তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত গুরুপ্রণালী হইতে আমরা স্পষ্টই তাহা অবগত হই। ৩য় বর্ষ শ্রীশ্রীনিত্য-ধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক পত্রের ১৭০

পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত আছে। শ্রীশ্রীদেবের শ্রীমুখ-নিসৃত বাক্য শ্রবণে ও তাঁহার রচিত নিত্যগীতি পাঠে অবগত হই পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ ভগবান ঋষভদেবের অবতার।

"হয় বিপদভঞ্জন, সর্ব্ববিঘ্ননিবারণ,
শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের নাম উচ্চারণে।
তিনি শ্রীঋষভদেব দেবেন্দ্র-বন্দিত,
জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ তাঁহাতে স্ফুরিত।"

নিত্যগীতি

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজেরই অপর একটী নাম প্রেমানন্দ। বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষের স্ফুরণ হয় তদ্রূপ সেই ঋষভাবতার পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামীরূপ পরমবীজ হইতে জ্ঞানানন্দঘন প্রেমানন্দময় নিত্যগোপাল তরু স্ফুরিত হইয়াছেন। আহা, ছায়ায় ত্রিতাপ-দগ্ধ জীব শীতল হউক! ফলে ফুলে ক্ষুধিত জীব-বিহঙ্গ তৃপ্ত হউক।

ঋষভ শব্দার্থে শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি লীলা সম্পাদন জন্য বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষঃ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ॥

সত্ত্ব, রজ, তম প্রকৃতির এই তিন গুণ। পরমপুরুষ এক। সেই একেরই তিনগুণ যোগে স্থিত্যাদি কর্ম্ম হেতু হরি, বিরিঞ্চি, হর সংজ্ঞা। বস্তুতঃ সত্ত্বতনু হইতে মানবগণের শ্রেয় সাধিত হয়।

সেই এক পরমপুরুষ শিব নামেও অভিহিত হন। সেই এক পরম পুরুষ বিষ্ণু নামেও অভিহিত হন। সেই শিবমূর্ত্তিও সত্ত্বমূর্ত্তি। শাস্ত্রে শিবকে—"শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুং" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও শিবকে সত্ত্বমূর্ত্ত বলা হইয়াছে। এইজন্য শাস্ত্রে শিব ও বিষ্ণুর অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শিব আকার হইতেও ত্রিবিধ গুণ বিকাশিত হইতে পারে, বিষ্ণু আকার হইতেও ত্রিবিধ গুণ বিকাশিত হইতে পারে। এজন্য বিষ্ণুতেই বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মাত্ব এবং রুদ্রত্ব আছে। আবার শিবেও বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মাত্ব, রুদ্রত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ গুণ বিকাশের জন্য হরি, হর, বিরিঞ্চি আখ্যা। একেই তিন—তিনেই এক।

সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু সত্ত্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে।

"শুক্লয়াতন্বাবততার।"

অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্ব্বিংশ সংখ্যক অবতারের বর্ণনা আছে। ভগবান ঋষভদেব তাহার অষ্টম অবতার। যে বংশে তিনি জন্মরূপ অভি-নয় স্বীকার করিয়াছিলেন সেই বংশের আদি পুরুষ মহাত্মা মনু। মনু ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নাম্নী তিনটী কন্যা জন্মেন। ভগবান কপিল দেবের মাতা দেবহুতি। ভগবতী সতীর জননী প্রসূতি। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। প্রিয়ব্রতের প্রপৌত্র ভগবান ঋষভদেব।

রাজর্ষি প্রিয়ব্রত ভগবৎপরায়ণ পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি যৌবন কালেই বিষয়ের অনিত্যতা অবগত হইয়া বিষয়ভোগে বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। পিতা মনু কর্ত্তৃক রাজ্যভার প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা অঙ্গীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তৎপর ব্রহ্মার অনুরোধে ঐ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

জীবন ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ভগবদ্ভজনের অবলম্বন রাজর্ষি তাহা অবগত হইয়া বিবিধ যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অহো দুরতিক্রম্যা মায়া—এ হেন মহাত্মার হৃদয়ও নারীরূপা মায়ায় মোহিত করিল। বর্হিষ্মতী নাম্নী বিশ্বকর্ম্মাকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ঈদৃশ মহাত্মাও বিবেকবিরহিত হইয়া অতি দীনের ন্যায় গৃহাসক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

"বর্হিষ্মত্যাশ্চানুদিনমেধমান-প্রমোদ প্রসরণ-যৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিত-হাসাবলোকরুচির-ক্ষ্বেল্যাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে।"

অর্থাৎ তিনি বর্হিষ্মতীর সহিত অনুদিন আমোদ প্রমোদ করিতেন। আমোদ প্রমোদ বিহার লজ্জা ও হাস্যপরিহাসাদির নিকট তাঁহার বিজ্ঞানবিবেক যেন পরাভব স্বীকার করিয়াছিল।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। একদা দেবর্ষি নারদের কৃপাপ্রাপ্ত প্রিয়ব্রতের মনে নিবৃত্তির উদয় হইল। তখন তিনি বিলাপ করিয়া এইরূপ করিতে লাগিলেন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার।"

অর্থাৎ—অহো আমি বড়ই মন্দ কার্য্য করিয়াছি। অবিদ্যাবিরচিত বিষম বিষয় অন্ধকূপে ইন্দ্রিয়গণ আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে। সকল বিষয়ই বৃথা। আমি এই বনিতার ক্রীড়ামর্কট হইয়াছি—আমাকে ধিক্। ২

ভগবৎকৃপাপ্রসূত বিবেকবলে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। সেই বৈরাগ্য প্রভাবে বিষয়াসক্তি পরিত্যক্ত হইল। তখন তিনি রাজ্য, ধন, স্ত্রী সমস্তই ত্যাগ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি অনুগত পুত্রদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া ভুক্তভোগা সাম্রাজ্য ও স্বীয় মহিষীকে মৃত শরীরের তুল্য বিসর্জ্জন করিয়া নারদোপদিষ্ট পথের অনুসরণ করিলেন।

প্রিয়ব্রতের দশপুত্রের মধ্যে তিনজন আকুমার ব্রহ্মচারী। তাঁহারা পরমহংসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ আগ্নীধ্র পিতার অনুশাসন ক্রমে রাজ্য পালন করেন। পূর্ব্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরা তাঁহার পত্নীরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হন। ঐ অপ্সরার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইলেন এজন্য মোক্ষমার্গ অনুসরণ করেন নাই; এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছে—

অগ্নীধ্রো রাজাতৃপ্ত কামানামপ্সরসমেবানুদিনমধিমন্যমানস্তস্যাঃ সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে।"

আগ্নীধ্ররাজ বিষয়ভোগে তৃপ্ত হন নাই, সর্ব্বদা বিষয়সুখপরতন্ত্র হইয়া অপ্সরাকেই অত্যন্ত যত্ন করিতেন। বেদোক্ত কর্ম্ম করাতে তাঁহার পিতৃগণের আমোদালয়স্বরূপ লোক প্রাপ্তি হইল। পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে অগ্নীধ্রের ঔরসে নয়টী পুত্র জন্মে তন্মধ্যে নাভি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ নাভি মেরুদেবীর পানিগ্রহণ করেন।

নাভিরাজ স্বীয় পত্নীর সহিত অনন্যমনে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কামনা পুত্রলাভ। দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক, দক্ষিণা এবং বিধি এই সপ্ত উপায় সম্পত্তি দ্বারাও ভগবানকে সহজে পাওয়া যায় না কিন্তু নাভিরাজ ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়াছিলেন তজ্জন্য শ্রীভগবান তাঁহার যজ্ঞে স্বীয় রূপের প্রকাশ করিলেন। সেই নয়নানন্দ—তেজোময়,

শ্যামসুন্দর, পীতবাস, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঋত্বিক্, সদস্য এবং গৃহপতি সকলেই দরিদ্রের পরমনিধি লাভের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পূজোপহার আনয়ন করিলেন ও বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন এবং রাজর্ষির পুত্রকামনা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন—

"হে নাথ আরও প্রার্থনা এই—তুমি স্বর্গ ও অপবর্গের ঈশ্বর, নির্ধন ব্যক্তি যেমন ধনী ব্যক্তির নিকট তুষকণা ভিক্ষা করে, সেইরূপ রাজর্ষি ভবাদৃশগুণসম্পন্ন অপত্য কামনা করিয়া আপনার অনুসরণ করিয়াছেন।" তখন ভগবান দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এই রাজার মৎসদৃশ পুত্র হয় ইহাই ত তোমাদের প্রার্থনা।······যখন আমার সদৃশ ব্যক্তি নাই তখন আমাকেই নাভির পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। শ্রীভগবানের দ্বিতীয় নাই, তিনি পূর্ণ—তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার দ্বিতীয় সম্ভব নহে জন্য তিনিই ভগবান ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য ভগবান ঋষভদেবই শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণাবতার।

এইরূপে যজ্ঞশেষ করিয়া পূর্ণমনোরথ নাভিরাজ রাজধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। এ দিকে মেরুদেবীর গর্ভ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল। রাজা উৎসুক-চিত্তে পুত্রমুখদর্শন কাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে মেরুদেবীর পুত্র প্রসবের দিন আগত হইল। শ্রীভগবান আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅঙ্গে ভগবৎলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। শাম্য, ঐশ্বর্য্য, উপশম, বৈরাগ্য ও মহৈশ্বর্য্যের সহিত তিনি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজকুমারের মনোহর মদনমোহন কান্তি সন্দর্শনে প্রজাগণের চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। ক্রমে ক্রমে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইলে যৌবন উপস্থিত হইল। তাঁহার হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল, বিপুল বাহুযুগল, স্কন্ধ এবং বদনাদি অবয়ব সকল অতি সুকুমার ছিল। তিনি স্বভাবতই সুন্দর। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে তাঁহার বদনমণ্ডল শোভমান; তাঁহার চক্ষু দুইটী নবনলিনদলবৎ আয়ত ও অরুণবর্ণ। ঐ দুইটী চক্ষুর তারকা সন্তাপহারিকা। তাঁহার কপোল, কর্ণ, কণ্ঠ অন্যূন, অনধিক ও অতিশয় সুভগ। তাঁহার গূঢ়হাস্যযুক্ত বদনকমলের বিভ্রমে পুরাঙ্গনাদের মনোমধ্যে কাম উদ্দীপিত হইত। এত রূপ-সম্ভার! নাভি যখন দেখিলেন পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন এবং সমগ্র প্রজাবৃন্দ রাজকুমার ঋষভদেবে সবিশেষ অনুরক্ত তখন তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। নাভিরাজ! এ অনাসক্তি তোমা-তেই সম্ভবে! ভগবান ঋষভদেব যোগেশ্বর-দিগের ঈশ্বর। তিনি আত্মারাম আত্মতৃপ্ত। পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগের কোন প্রয়োজনই তাঁহার ছিল না। তথাপি লোকরক্ষাহেতু পিতৃদত্ত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষাহেতু কিছুকাল গুরুকুলে বাস করিয়াছিলেন। শিক্ষান্তে গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইন্দ্রদত্ত জয়ন্তী নাম্নী কন্যাকে তিনি ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। ঐ ভার্য্যার গর্ভে তাঁহার ঔরসে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নারায়ণপরায়ণ ভরত জ্যেষ্ঠ। তাঁহারই নামে এই দেশ ভারতবর্ষ। ঋষভদেবের ৯৯জন পুত্রের মধ্যে নয়জন ভারতবর্ষের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়টী স্থানের রাজা হন। একাশীতিজন ব্রাহ্মণ হন। ঋষভদেব ক্ষত্রকুলে অবতীর্ণ। তাঁহার সন্তানেরাও তদনুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণীয়। তিনি স্বয়ং ভগবান—ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্যই তাঁহার

অবতার। তদুদ্দেশ্যে তিনি গুণ ও কর্ম্মানুসারে বিভাগ করিয়া স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও ব্রাহ্মণ এবং কাহাকেও বা ক্ষত্রিয় বর্ণীয় করিয়াছিলেন। ঐ বিভাগ অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনকারী স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ঋষভদেব তাহা স্বীয় পুত্রগণের পক্ষে অনুমোদন করিতেন না। গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ বিভাগ করা শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কর্ত্তব্য, ভগবান ঋষভদেব জীবদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

অবশিষ্ট নয়জন পুত্র পারমহংস্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ভগবান ঋষভদেব যখন দেখিলেন তাঁহার পুত্রেরা সুসংযত ও সুশিক্ষিত হইয়াছে তখন লোকদিগের অনুশাসনের জন্য তিনি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি উপশমশীল উপরতকর্ম্মা মহামুনিদিগের ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য-লক্ষণসম্পন্ন পারমহংস্য ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য পরম ভাগবত জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলেন। সেই পারমহংস্য ধর্ম্মই নয়জন ঋষভ পুত্র আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। ইঁহারা সকলেই পরমার্থ নিরূপক, আত্মবিদ্যাবিচক্ষণ দিগম্বর পরমহংসাবধূত ছিলেন। তাঁহারা আত্মনির্ব্বিশেষে সদসৎস্বরূপ বিশ্বকে ভগবৎরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যটন করিতেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকং
আত্মনোব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো
ব্যচরন্ মহীম্॥ ১১। ২। ২২

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে এই নয়জন পরমহংসাবধূতের উপদেশ বা নবযোগেশ্বর সংবাদে ভাগবত ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। পরমোদার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কুল ধর্ম্মের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত এই ভাগবত ধর্ম্মের স্পষ্টই ঐক্য দৃষ্ট হয়। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপতেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥৭।৯৭
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ৭।৯৮

জীব, প্রকৃতি, তত্ত্ব, দিক্, কাল আকাশ, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু কুল নামে অভিহিত। হে আদ্যে এই সকল বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ তাহাই কুলাচার এবং এই কুলাচার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ।

ভগবান ঋষভদেব প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। পরমহংসদিগের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়াও জনসমূহের নিকট জড়ের ন্যায় থাকিতেন। জড়, মূক, অন্ধ, বধির, পিশাচ বা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দুরন্ত লোকেরা তাঁহাকে তাড়ন ভর্ৎসন, তাঁহার অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ, মল, মূত্র নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না যেহেতু এই অসৎ জগৎপ্রপঞ্চকে তিনি অসতই জানিতেন। তিনি আত্মাতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতেন না—সর্ব্বদা আত্মানন্দেই তৃপ্ত। ধূলি-ধূসরিত পিঙ্গল-জটিল কেশভারসম্পন্ন ঋষভদেব মলিনবেশে গ্রহগৃহীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যখন ভগবান ঋষভদেব দেখিলেন লোক সকল তাঁহার যোগাচরণের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিল তখন তিনি সেই অজ্ঞানান্ধ জীবকুলের ব্যাবহারের প্রতিকার

করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না কিন্তু স্বয়ং অজগর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহ'তে একস্থানেই অবস্থান করতঃ অশন, পান, চর্ব্বণ ও মলমূত্রত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধের লেশ মাত্র ছিল না। তাহার সৌগন্ধ্যে নিকটবর্ত্তী দশ যোজন স্থান সদগন্ধময় করিয়া তুলিল। ভগবান ঋষভদেব ঐ রূপ যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া গো, মৃগ বা কাক সদৃশ আচরণ করিলেন। কখন যাইতে যাইতে, কখন উপবেশন করিতে করিতে, কখন অবস্থান করিতে করিতে পান, ভোজন ও মলমূত্রত্যাগ করিতেন। তিনি স্বয়ং ভগবান কৈবল্যপতি এবং পরম মহৎ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত স্বয়মাগত যোগৈশ্বর্য্য সকলে তাঁহার কিছুমাত্র আদর ছিল না। অবধূতের নানা বেশ, নানা চরিত ও নানা ভাষা অবলম্বন করায় তন্নিষ্ঠ ভগবৎপ্রভাব সহজবোধগম্য হইত না। ভগবান ঋষভদেবের যোগচর্য্যার অন্তর্ভূত নিগূঢ় ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক কেবল তাঁহার বাহিরের আচরণ অনুকরণ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা অশৌচ, অস্নান ও অনাচার বহুল অপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—"ভগবান ঋষভদেবের এইরূপ আচরণের কথা অবগত হইয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক দেশের অর্হৎনামা রাজা স্বয়ং ঐরূপ শিক্ষা করিবেন এবং নির্ভয়ে আপন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিতে পাষণ্ডরূপ কুপথ সম্প্রবর্ত্তিত করাইবেন। এই অধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা হইতে কলিযুগের কুবুদ্ধি মানবগণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব শৌচ আচার পরিত্যাগ করিয়া দেবতাদের অবজ্ঞা করিবে এবং নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ অস্নান, অনাচমন, অশৌচ এবং কেশোল্লুঞ্চনাদি অবলম্বন করিবে। অধর্ম্মবহুলকলিদ্বারা বিনষ্টবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও লোকদিগকে উপহাস করিবে।"

জৈন সম্প্রদায়ীগণের মধ্যে সিদ্ধ পুরুষদিগকে অর্হৎ বলা হয়। তাঁহারা ঋষভদেবকে আদি-গুরু কহেন। বাস্তবিক ভগবান ঋষভদেবের ভাগবতধর্ম্ম তাঁহারা অনুসরণ করেন না। কেবল বাহ্যিক কতকগুলি আচরণ অনুকরণ করিয়াই তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন। এজন্য ঋষভপন্থা অবধূতগণের সহিত জৈন সম্প্রদায়ের বিশেষ পার্থক্য আছে। ভগবান ঋষভদেবের নাম শ্রবণ করিয়াই অনেকে ঋষভপন্থী অবধূতগণকে জৈন সম্প্রদায়ী মনে করিতে পারেন তাঁহাদের ভ্রম নিরাস জন্যই আমরা এই কথার অবতরণা করিলাম। ভগবান ঋষভদেবের বাহ্যিক কোন কোন আচরণ অবলম্বন করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সম্প্রদায়ে ঋষভদেব প্রচারিত ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণ-সম্পন্ন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পারমহংস্যধর্ম্মের শিক্ষা ও অনুষ্ঠান যদি না থাকে তবে তাহা অপধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার্য্য।

ভগবান ঋষভদেব পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে স্বেচ্ছায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি প্রকারে কলেবর ত্যাগ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেখানে কুটকাচলের উপবনে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড লইয়া মুখমধ্যে দিলেন। পরে তিনি উন্মত্তের ন্যায় নগ্নবেশেই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বায়ুবেগে দাবানল উদ্ভূত হইয়া বন দগ্ধ করিতে লাগিল ও তৎসঙ্গে শ্রীঋষভাঙ্গও অদৃশ্য হইল।

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ
শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ।
লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক-
মাখ্যান্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৬।১৯

অর্থাৎ—ঋষভ দেবের স্বরূপ 'নিত্য'। সেই নিত্য অনুভূতি হওয়ায় যে লাভ তদ্দ্বারা তিনি নিবৃত্ততৃষ্ণ। দেহাদির জন্য সকাম বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি চিরসুপ্ত ছিল তাহাদিগকে যিনি করুণা করিয়া অভয়রূপ নিজলোক উপদেশ দিয়াছিলেন আমি সেই ভগবান ঋষভ দেবকে নমস্কার করি।

পুত্রগণের প্রতি ভগবান ঋষভ দেবের উপদেশ।

যাহারা এই নরলোকে মানবদেহ পাইয়াছে তাহাদিগের ঐ দেহে বিষ্ঠাভোজী শূকরাদির ভোগ্য দুঃখপ্রদ বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। হে পুত্রগণ তপস্যা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হয়—তাহাতেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। মহতের সেবা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা সকলের সুহৃদ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সাধু এবং সর্ব্বপ্রাণীকেই সমানভাবে দেখেন তাঁহারাই মহৎ। আমি ঈশ্বর! যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, যাঁহারা বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তি ও স্ত্রীপুত্রধন মিত্রাদিবিশিষ্ট গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থাপেক্ষা অধিক ধনের প্রয়াসী নহেন তাঁহারাই মহৎ। মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে ব্যাপৃত হইলে প্রায়ই মত্ত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে। একবার নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আত্মার এই ক্লেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং আমি ইহা ভাল মনে করি না। লোকে যে পর্য্যন্ত না আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহে সে পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের অপ্রকাশ থাকে। যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে সে পর্য্যন্ত এই মনে কর্ম্মস্বভাব প্রকাশ পায়;—ইহাই দেহ-বন্ধের কারণ। এই হেতু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই মনকে পুনর্ব্বার কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি দেয় এবং আত্মা যতকাল অবিদ্যা উপাধিযুক্ত থাকে তত-কাল মন পুরুষকে কর্ম্মবশ করিয়া রাখে। আমি বাসুদেব। লোকে যে পর্য্যন্ত আমাতে প্রীতি না করে সে পর্য্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ যতক্ষণ বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে, ততক্ষণ তাহার স্বরূপের স্মৃতি থাকেনা; সুতরাং সেই মূঢ় মিথুনসুখপ্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ,—প্রত্যেকের জন্মাবধি এক একটী হৃদয়গ্রন্থি আছে। পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের আর একটী হৃদয়গ্রন্থি হয়। এই দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি হইতে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদি বিষয়ে আমি, আমার ইত্যাকার মোহ উৎপন্ন হয়। এই হেতু সংসারে স্ত্রীর সহিত মিলন সুখকারণ নহে, বরং ইহা মহামোহ উৎপন্ন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখের কারণ হয়। তবে কর্ম্মানুবন্ধ মনরূপ দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি সেই মিথুনীভাব হইতে শিথিল হইলে (অর্থাৎ আমার অভিমুখীন হইলে) লোক সংসারের হেতুভূত অহংকার ত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরম পদ পাইতে পারে। হংস ও গুরুস্বরূপ যে আমি,—আমাতে ভক্তি সহকারে অনুবৃত্তি করা; বিষয়বিতৃষ্ণা; সুখ দুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা; ইহপরলোকে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রাণীর দুঃখদর্শন; তত্ত্বজিজ্ঞাসা; তপস্যা; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ; আমার জন্যই কর্ম্ম করা; আমার কথা কথন; যাহারা আমাকে পরমদেব

বলিয়া জানে তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস; আমার গুণ কীর্ত্তন; নির্ব্বৈরতা; সমতা; উপশম; আত্ম-দেহ ও আমি-আমার এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগের কামনা; অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস; নির্জ্জনস্থানে বাস; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন—এ সকলের সম্যক্ প্রকারে জয়; সংশ্রদ্ধা; ব্রহ্মচর্য্য; কর্ত্তব্যকর্ম্মের অপরিত্যাগ; বাক্য-সংযম; সর্ব্বত্র মদীয় চিন্তানিপুণ অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান; সমাধি; এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, যত্ন ও বিবেকবান হইয়া অহংকার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। তাহার পর কর্ম্ম সকলের আধারস্বরূপ যে হৃদয়গ্রন্থি অবিদ্যাহেতু আসিয়াছিল প্রমাদশূন্য হইয়া এই উপায় দ্বারা মৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে তাহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবে এবং শেষে ঐ উপায়ও পরিত্যাগ করিবে। উৎকৃষ্ট লোককামনায় আমার অনুগ্রহার্থ পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজাদিগকে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন। যদি কেহ উপদেশ পাইয়াও শিক্ষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান না করে তাহাতে তাঁহারা যেন ক্রুদ্ধ না হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে,—কেবল কর্ম্মকেই মঙ্গলময় জানিয়া মুগ্ধ হয় তাহাদিগকে যেন পুনরায় কাম্য কর্ম্মে নিযুক্ত না করেন। কেননা, মূঢ় ব্যক্তিকে কাম্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসার কূপে পাতিত করিলে কোন পুরুষার্থ লাভ হয়? যে অতিশয় কামবশ হইয়া আপনার মঙ্গলপথ না দেখিয়া কেবল অর্থ চেষ্টাতেই তৎপর হইয়া বেড়ায় এবং যৎকিঞ্চিৎ সুখ পাইবার আশায় পরস্পর শত্রুতা করিতে চাহে, সে মূঢ় পরিণামে যে দুঃখে পতিত হইবে তাহা সে জানে না। অন্ধব্যক্তি বিপথে যাইলে তাহাকে দেখিয়া যেমন কোন বিজ্ঞ লোক তাহাকে সেই পথে যাইতে উপদেশ দেয় না, ঐরূপ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া কোন দয়াশীল বিদ্বান ব্যক্তি স্বয়ং জানিয়াও ঐ বিষয়েই তাহাকে পুনরায় প্রবর্ত্ত করাইবেন। ঐ ব্যক্তিকে ভক্তি-মার্গ উপদেশ দিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে মুক্ত না করেন, তিনি তাহার গুরু নহেন, পিতা নহেন, দেবতা নহেন, এবং পতি নহেন। আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য (অর্থাৎ আমার ইচ্ছাবিলসিত) ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে; আমার হৃদয় স্বর্গ স্বরূপ, উহাতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই বিরাজ করিতেছে। আমি অধর্ম্মকে নিরাকৃত করিয়াছি। আর্য্যব্যক্তিরা আমাকে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলেন। তোমরা সকলেই আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় হৃদয় দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে তোমাদের সহোদর এই মহত্তম ভরতের ভজনা কর। ইহার শুশ্রূষা করিলেই তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে। চেতনাচেতন ভূত সমূহের মধ্যে স্থাবর শ্রেষ্ঠ; স্থাবরাপেক্ষা সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ; সরীসৃপ অপেক্ষা পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ; পশ্বাদি অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যাপেক্ষা ভূতপ্রেতাদি প্রমথগণ শ্রেষ্ঠ, প্রমথগণ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বগণ শ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্বগণ অপেক্ষা সিদ্ধগণ শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ-গণাপেক্ষা দেবানুচর কিন্নরগণ শ্রেষ্ঠ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, দক্ষাদি অপেক্ষা ভগবান শঙ্কর শ্রেষ্ঠ ঐ শঙ্কর আবার ব্রহ্মার বলে বলীয়ান, এ নিমিত্ত তাঁহাপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা মৎপরায়ণ, সেই হেতু সেই ব্রহ্মা হইতে আমি শ্রেষ্ঠ। আমিও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করি, এই হেতু ব্রাহ্মণেরা আমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সর্ব্বপূজ্য। এ নিমিত্ত তোমরা অবশ্য ব্রাহ্মণের সেবা করিবে।

অনন্তর তিনি তত্রস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—"হে বিপ্রগণ আমি কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের তুল্য দেখি না। ব্রাহ্মণাপেক্ষা

কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। ব্রাহ্মণ যে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছি ;—লোকে ব্রাহ্মণমুখে শ্রদ্ধা সহকারে প্রকৃষ্ট হোম করিলে আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সমর্পন করিলে আমি তত তৃপ্তিলাভ করি না। ব্রাহ্মণেরাই ইহলোকে আমার পরম রমণীয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ এবং শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রতাপ প্রভৃতি গুণ বিরাজমান। আমি অনন্ত ও পরাৎপর এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি ; আমার নিকটেও ব্রাহ্মণেরা কিছু-মাত্র প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের রাজ্যাদি কামনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাঁহারা অকিঞ্চন কেবল আমাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন।”

পুনশ্চ পুত্রগণের প্রতি

হে পুত্র সকল স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূত সকলকেও আমার অধিষ্ঠান জানিয়া নির্ম্মৎসর দৃষ্টিতে তোমরা পদে পদে সম্মান করিও। ইহাই আমার পূজা। আমার পূজাই মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমাকে পূজা না করিলে কোন পুরুষ মহামোহময় যমপাশ হইতে কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ।

ওঁ তৎ সৎ হরিপদানন্দ অবধূত।

অনুতাপ।

তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।
ভালবাসা পাবে বলে বঁধু এসেছিল,
ভালবাসা না পাইল ভালবেসে গেল ;
বঁধুর দুঃখের কথা কহিব বা কত
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত॥

২

কি মোহে ভুলিয়ে সই ! না চিনিনু তারে,
রাখিয়াছি প্রাণনাথে কত অনাদরে ;
বঁধু মোর তবু সই কিছু না বলিত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৩

সে যে মোর প্রাণবঁধু না ভাবিনু মনে,
ধরিতে নারিনু সেই হৃদয়-রতনে ;
ধরিতে পারিলে কি গো ফাঁকি দিয়ে যেত
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৪

না ডাকিনু তারে সই ! প্রাণবঁধু বলে
না ধোয়ানু রাঙ্গা পদ নয়ন-সলিলে ;
না হইনু কভু সই ! তার অনুগত ;
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৫

যতনে আদর করে না সেবিনু তারে,
না খুজিনু বঁধুয়ার কি দুঃখ অন্তরে ;
কি দুঃখেতে বঁধু মোর এত বা কাঁদিত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৬

বুক ভেসে যেত তার নয়ন-সলিলে,
অভাগিনী দেখিয়াছি তাহা কুতূহলে ;

মুছি নাই অশ্রুজল নিজ-জন-মত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৭

আপন সুখের তরে পিপাসিত হ'য়ে,
করেছি আব্দার কত বঁধু কাছে যেয়ে;
নিজ-সুখ অন্বেষণে ছিনু অবিরত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৮

আমাদের সুখ তরে দেহ প্রাণ মন,
সকলি পরাণ বঁধু করেছিল পণ;
তথাপি না ভালবাসা গেল মনোমত;
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

৯

কিসে মোরা সুখী হ'ব সদা আকিঞ্চন,
আমাদের দুঃখে হ'তো অস্থির জীবন,
কিরূপে করিবে সুখী ভাবিত নিয়ত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১০

এত যে করিত বঁধু তবু না বুঝিনু
বঁধুর সুখের তরে কিছু না করিনু;
নিজ সুখে আত্মহারা থাকিনু সতত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১১

নাহি দিনু কভু তারে আদর যতন,
দিনু শুধু প্রতিদান কতই গঞ্জন;
কত না হ'য়েছে বঁধু মরমে দুঃখিত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১২

মোরা যদি সযতনে হৃদয়-রঞ্জনে,
বাঁধিতাম প্রেমডোরে সুদৃঢ় বন্ধনে,
তবে কি সই! বঁধু মোর এমনি পালাতো
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১৩

আদর করিয়ে যদি নয়নে নয়নে
রাখিতাম সদা তারে প্রীতি-সম্ভাষণে,
তবে কি করিত বঁধু নিঠুরালি এত?
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১৪

হইতাম মোরা যদি বঁধু-গত-প্রাণ,
করিতাম সদা দুঃখ সুখের সন্ধান;
তবে কি মোদেরে ছেড়ে যাইতে পারিত?
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১৫

স্বার্থের অঞ্জন সদা লাগায়ে নয়নে,
যাইতাম বঁধু-পাশে সুখের সন্ধানে;
বঁধু মোর মনে মনে সকলি বুঝিত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১৬

তাইতো গিয়েছে নাথ মোদেরে ছাড়িয়া
তাইতো গিয়েছে নাথ কাঁদিয়া কাঁদিয়া;
কি আর কহিব সই মনোদুঃখ যত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।

১৭

এখনো কি বুঝিয়াছি বঁধু কিবা ধন,
এখনো কি সঁপিয়াছি তারে প্রাণমন;

এখনো তো আছি সদা মোহে অভিভূত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত
১৮

এখনও বঁধু মোর আছে আশা করি,
পাবে স্নেহ ভালবাসা প্রাণ মন ভরি,
পাবে দিব্য অনুরাগ সোহাগে রঞ্জিত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত।
১৯

দাও সখি! ভালবাসা সেই মনোচোরে,
দেহ মন প্রাণ দিয়ে কিনে লও তারে;
দাসী হ'য়ে থাক পায় চিরদিন-মত,
তারে দেখেছি পরের মত গো
তারে দেখেছি পরের মত

বঁধুহে!

কি কহব রাঙ্গাপায় জানতো সকলি,
বড় অভাগিনী মুই থাকি তোমা ভুলি,
কি দিব তোমারে বঁধু কি আছে আমার!
করি শত প্রণিপাত চরণে তোমার।

নিত্যপদাকাঙ্ক্ষী
কাঙ্গাল।

॥নিত্যগোপালের দোল।

সন ১৩০২ (তারিখ মনে নাই)। স্বরগুনা গ্রামে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সরকারের বাটীতে দোল উপলক্ষে শ্রীশ্রীদেব ঠাকুর ভক্তগণ সহিত আগমন করিয়াছিলেন। রাধারাণীর দেবদোল হইল। শ্রীশ্রীদেব—ঠাকুর রাধা-রাণীর দালানে আসনোপরি উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীদেবের গলে পুষ্পমাল্য ও চরণে আবির অর্পণ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পুষ্পমাল্য শ্রীশ্রীদেবের গলা ছাড়িয়া উঠিল। দোলে অনেক ভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গ্রামের অনেকেও নিমন্ত্রিত ছিলেন। শ্রীশ্রীদেব প্রায় সমস্ত রাত্রি কুটনা আদি সব শেষ করিয়াছিলেন ও তখন মধ্যাহ্নকালে রাধারাণীর দোলক্রিয়া ভোগরাগাদি শেষ হইলে, শ্রীশ্রীদেব—ঠাকুর ও ভক্তগণের আহারাদি শেষ হইলে, বাহিরের দালানে শ্রীশ্রীদেব উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ তখন আবির খেলা আরম্ভ করিলেন। সেন দাদা, ঘোষ দাদা, দেবেন ডাক্তার, দৈব আরও অনেক ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন ফাগ খেলা হইল যে শ্রীশ্রীদেবের স্বর্ণ বর্ণ ঢাকিয়া লাল হইয়া গেল। ভক্তগণ সকলেই লাল; ঘরের চাল, মটকা দোলে একেবারে সমস্তই লাল হইয়া গিয়াছিল। জল পর্য্যন্ত আবিরে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে ফাগ খেলিতে খেলিতে শ্রীশ্রীদেবকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ গোপীভাবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হাতে পিচকারি লইয়া শ্রীশ্রীদেবের পদে দিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে সকলে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন (আমি গানটি ভাল জানি না);—

আজি হোলি খেলিব শ্যাম তোমারি সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে॥
(শ্যাম) তোমার করতে পিচকারি,
আমরা সব ব্রজনারী,
কুম্‌কুম মাখিব তোমার রাঙ্গা চরণে॥
(বোধ হয় গানের আরও আছে আমি

জানি না ; ঐ টুকু লিখিয়াছিলাম")। রাস্তা হইতে গ্রামবাসীরা দেখিয়াছিল যে শ্রীশ্রীদেবকে বেড়িয়া যত মেয়েরা কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রীশ্রীদেব—ঠাকুর ঐ কীর্ত্তনের মধ্যখানে কখন চরণে চরণ দিয়া বাঁশরী করে লইয়া দাঁড়াইবার মতন হইয়া দাঁড়াইতেছেন। কখন করে পিচকারী লইয়া ভক্তগণের গায়ে পিচকারী দিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন অঙ্গুলি ঘুরাইয়া "বোল্ বোল্" বলিয়া নাচিতেছেন ; বোধ হয় পূর্ণ বাবুও জানেন গ্রাম বাসীরা ভক্তগণকে স্ত্রীলোকের মতন নৃত্য করিতে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীদেবের অঙ্গ এক মাসের অনেক বেশী দিন লাল ছিল।

চারিদিকে ভক্তগণ, মধ্যে বসি নিত্যধন,
আবিরে রঞ্জিত কলেবর।
সোণার বরণ কায়, আবির লাগিয়ে তায়,
মরি কিবা হয়েছে বাহার॥
যেমন কাঁচা সোণায়, রসান লাগালে তায়,
করে তার উজ্জল বরণ।
সেই রূপ নিত্যধন, হ'য়ে লোহিত বরণ
ভক্ত সঙ্গে করেন নর্ত্তন॥
গোপীভাবে ভক্ত ফিরে, পিচকারী লইয়া করে
শ্রীঅঙ্গেতে করয়ে অর্পণ।
ভাবে নৃত্যগীত করে, আবির লইয়া করে,
প্রেমানন্দে হইয়া মগন॥
গ্রামবাসী সবে হেরে, শ্রীনিত্যগোপাল ঘেরে
যত মেয়ে করিছে নর্ত্তন।
তরল আবির তায়, শ্রীঅঙ্গ বহিয়া যায়,
মৃত্তিকায় হইছে পতন।
ঘর দ্বার সব লাল, লাল পুকুরের জল,
লাল হ'ল শ্রীনিত্যরতন।
যে জন সেরূপ হেরে, পাসারিতে সে কি পারে
হৃদয়েতে রহে সর্ব্বক্ষণ॥
মরি কিবা শোভা হ'ল, ভক্তসব হ'ল লাল,
লাল তারা সহ শশধর।
হেরে সব নরনারী, আপনা গেল পাসরি,
পিয়ে রূপ হইয়া চকোর।

শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী।

পূর্ব্বরাগ।

সুর—"এমন প্রেমমাখা হরিনাম নিমাই
কোথা হতে এনেছে।"

এমন প্রাণারাম, নিত্যগোপাল নাম,
মোরে কেবা শুনাইল।
(এ নাম) শ্রুতিপথ দিয়ে, মরমে পশিয়ে,
পরাণ পাগল করিল।
কিবা প্রেমময় চিত্তচোরা নাম,
হৃদয়রঞ্জন পীযুষ মাখান,
(নামে) শ্রবণ আকুল, করিল পরাণ,
কর্ণে সুধা ঢেলে দিল
(এ নাম) মরি কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ধাম,
(নামে) বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে অবিরাম,
না জানি কত যে মধু আছে নামে
বদন ছাড়িতে নারিল॥
(এ নাম) মধুর হইতে অতি সুমধুর,
মধুতে মাখান রসের সাগর,
(নামে) জগত ভুলাল, পরাণ হরিল,
ঘরে থাকা দায় হ'ল॥
(কিবা) প্রেমানন্দধাম নিত্যগোপাল নাম,
(আমার) হৃদয় জুড়াল মাতিল পরাণ,

(আজ) নিত্যপ্রেমানন্দ উথলিল প্রাণে,
শান্তি-নীরে ডুবাইল ॥
অনেক শুনেছি সুমধুর নাম,
কখন এমন করেনি পরাণ,
(আমার) পাষাণহৃদয় গলিয়া যে গেল,
পরাণ নাচিয়া উঠিল ॥

নামটী যাহার মধুর এমন,
না জানি সে রূপ মধুর কেমন,
(ও যার) রূপ না দেখিয়ে, নামটী শুনিয়ে
প্রাণ তার বিকাইল ॥
ওঁ তৎ সৎ।
শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

"শ্রীশ্রীনিত্যলীলা।"

সন ১৩০০ সাল। কোন একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা একদিন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় তিনি দেখিলেন একটি সাধু তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার বামহস্ত ধরিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছেন "তুমি আমার মা।" অতঃপর সাধু ব্রাহ্মণকন্যাটিকে একটি মাদুলী দিয়া এক বৎসর উহা রাখিবার আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার কখন দেখা হবে?" সাধু বলিলেন "সময় সাপেক্ষ।"

এই ঘটনার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকন্যাটির প্রাণের ভাব বড়ই উদাস ছিল, জীবনের উপর আদৌ আস্থা ছিল না, ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিবার জন্য যেন প্রাণে কি এক ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার অমূল্য জীবনের উপর অনাস্থা দূর করিবার জন্য অথবা সেই বহুমূল্য জীবনের বিপদ আপদ দূর করিবার জন্যই যেন সাধু এই এক খেলা খেলিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর হইতেই ব্রাহ্মণ-কন্যাটির পার্থিব দৃষ্টিশক্তির লোপ হইল।

কএক বৎসর পরে ইনি ঠাকুরের কোন একটি শ্রীচরণকিঙ্করীর নিকট ঠাকুরের এক খানি ফটো পাইলেন এবং তদবধি সেই ফটো খানি লইয়াই তিনি নানা ভাবে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঠাকুরটিও এই ফটো অবলম্বনে নানা ভাবে তাঁহার নিত্যলীলার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন শ্রীগোপালমূর্ত্তিতে ঠাকুর রমণীটির পূজার নৈবিদ্য ভক্ষণ করিলেন, একদিন ফটো হইতে রমণীকে স্পষ্ট শব্দে "মা" "মা" বলিয়া সম্বোধন করেন আর বলেন "আমি তোর সেই ছেলে"; আবার সন্ধ্যাবেলা রমণীর শয্যার নিকট ২॥০ বৎসরের শিশুর মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া উঠিয়া তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপর দিয়া কোলে উঠিলেন। রমণী বুঝিলেন এই বালক কে নিত্যগোপাল কে, সেই সাধু কে কিন্তু জীব-জগতের জীবলীলাহেতু তথাপি রমণীর হৃদয়ে একটু সন্দেহের আভাস দেখা দিল অমনি লীলাময় শ্রীনিত্যগোপাল অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, বিরাট, "বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে" রমণীকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "মা, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?"

রমণী কখনও আপন ভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুরের ফটো খানি কোলে করিয়া "নিত্য-গোপাল জননী" "কৃষ্ণ মাতা" হইয়া উপবেশন করেন আর আমাদের "নিত্যগোপাল" শ্রবণ মধুর "চুক্‌চুক্" শব্দে জননীর স্তন্য পান করেন। ঠাকুরের অপর এক শ্রীচরণ-সেবিকা এই সুমধুর "চুক্‌চুক্" শব্দ স্পষ্ট শ্রবণ করিয়াছেন এবং তৎকালে ফটো খানির বিশেষ ভার অনুভব করিয়াছেন।"

অদ্যপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
দে'খ হে দয়াল—
"বঞ্চিত হই না যেন নিজকর্ম্মদোষে"
খেল বা আনন্দময়ী, তোমার সুকৃতি ভক্ত সন্তানগণ লইয়া তোমার আনন্দবাজারে কত খেলা খেল—আমি আর কি চাইব মা—যা চাই তাতো তুমি জান মা.—মা—মা—মা আমার।

ভক্তিভিক্ষু
অনৈক নিত্যদাস,
c/o সম্পাদক।

মায়া, যোগ, জ্ঞান এবং অহঙ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

যোগের অষ্টাঙ্গের প্রথম অঙ্গ যম
"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" ॥৩০॥

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে যম বলে। অতএব যমকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে অহিংসা শব্দের অর্থ হিংসাভাব। কায়মনবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করাই অহিংসা।

ভোজরাজের বৃত্তিতেও লিখিত আছে;
"প্রাণবিয়োগপ্রয়োজনব্যাপারো হিংসা।
তদভাবোঽহিংসা॥"

কাহারও প্রাণনাশ করে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই হিংসা। তাহার অভাবই অহিংসা। ন হিংসা এইরূপ ব্যাসবাক্য করিলেও এস্থানে নঞ এর অর্থ অভাব বুঝিতে হইবে। (খ)

বাস্তবিক যে জন অহিংসা আয়ত্ত করিতে পারেন তাঁহার নিম্ন লিখিত শক্তির আবির্ভাব হইবেই হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥ ৩৫

যিনি কায়মনবাক্যে কাহারও প্রতি হিংসা করেন না সহজ-বিরোধী হিংস্র বন্যজন্তু সকলও তাঁহাকে হিংসা করে না।, বোধ হয় এই কারণেই হিংসাজ্ঞানশূন্য ধ্রুব বন্যজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন না। প্রাচীন মুনিগণ হিংসা ত্যাগ করাতেই দুর্গম বন্যজন্তু সমাকুল অরণ্যানীতে নির্ভয়ে যোগানুষ্ঠানে সমর্থ হইতেন। যমের দ্বিতীয় অঙ্গ সত্য। সত্য শব্দের অর্থ "বাঙমনসয়োর্যথার্থত্বম" অর্থাৎ পরের হিতের জন্য বাক্য ও মনের যাথার্থ্যই সত্য। এই সত্য পালন করিতে পারিলে যোগী যখন যে কোন পূজাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহার ফল পাইবেন। (গ) আজকাল অনেকে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া এবং উক্ত অর্থ দ্বারা পূজা হোমাদি করিয়াও যে ফল প্রাপ্ত হয়েন না তাহার একমাত্র কারণ সত্যের অভাব। যমের তৃতীয় অঙ্গ অস্তেয়। অস্তেয় শব্দের অর্থ "পরস্বাপহরণাভাবঃ" অর্থাৎ কায়মনবাক্যে পরের বস্তু অপহরণ না করাই অস্তেয়। আজকাল অনেকেই সাক্ষাৎ পরম্পরায় কাহারও ধন অপহরণ না করিলেও কথায়, স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া "অশ্বথমা হতো গজঃ" ইত্যাদি রূপ চৌর্য্য-কার্য্যে তৎপর দেখা যায়। এই অস্তেয়

(খ) "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞোঽর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ইতি প্রাঞ্চঃ

নঞ এর অর্থ ছয় প্রকার; যথা,—সাদৃশ্য, অভাব, অন্যত্ব, অল্প, অপ্রশস্ত এবং বিরোধ।

(গ) "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং ॥৩৬॥
ইতি পাতঞ্জল দর্শনে

আরও করিতে পারিলে যোগী অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি পাইতে পারেন। (ঘ)

যমের চতুর্থ অঙ্গের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ অষ্টাঙ্গ মৈথুনের বিপরীত বা অন্তরালে থাকা। (ঙ)

কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রহ্মচারীকে নিম্ন লিখিতরূপে বর্ণনা করেন। যথা;—

"অপেতব্রতকর্ম্মা তু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ
ব্রহ্মভূতশ্চরন্ লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি একমাত্র পরমব্রহ্মে মনঃ স্থির করিয়া এবং ব্রতকর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া "ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানে জগতে বিচরণ করেন তিনিই ব্রহ্মচারী। যাহা হউক অষ্টাঙ্গ মৈথুনের বিপরীত থাকাতেই যে ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইলে যোগী অতিশয় বীর্য্যলাভ করিয়া থাকেন। তাহার অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি যাহাকে যে উপদেশ দেন তাহাই সফল হইয়া থাকে। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি কি এক্ষণে তাহাই বলিব।

অনিমাদি বলিতে অনিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ঈশিত্ব, বশিত্ব, যত্রকামাবসায়িত্ব এই আটটীকে বুঝায়। উহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ যথা;—

১। অনিমা;—

"পরমাণুরূপাপত্তিঃ।"

পরমাণুর মত অতি ক্ষুদ্র হইবার শক্তির নাম অনিমা।

২। লঘিমা।

"তুলপিণ্ডবল্লঘুত্বপ্রাপ্তিঃ।"

তুলার ন্যায় লঘু হইবার শক্তিই লঘিমা নামে খ্যাত হয়।

৩। মহিমা;—অথবা গরিমা।

"মহত্ত্বম্"

যোগী যত ক্ষুদ্র হউন না কেন তাহার বৃহৎ হইবার শক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সমদ্ভূত হইতে পারে। উক্ত শক্তিকেই মহিমা বা গরিমা বলে।

৪। প্রাপ্তি;—

"প্রাপ্তিরঙ্গুল্যগ্রেণ চন্দ্রাদিস্পর্শনশক্তিঃ।"

ইচ্ছামাত্র অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দূরস্থ চন্দ্রাদি স্পর্শ করিবার শক্তিকেই প্রাপ্তিশক্তি বলে। প্রাপ্তিশক্তি দ্বারা যোগী একস্থানে উপবেশন করিয়া জাগতিক বস্তু নিচয় আকর্ষণ করিতে পারেন।

৫। প্রাকাম্য,—

"প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ॥"

ইচ্ছা শক্তির অনভিঘাত অর্থাৎ যোগীর যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাতেই সিদ্ধ-মনোরথ হওয়াকে প্রাকাম্যশক্তি বলে।

৬। ঈশিত্ব

"শরীরান্তঃকরণেষীশ্বরত্বমীশিত্বম্"॥

শরীর ও অন্তঃকরণের প্রতি কর্ত্তৃত্ব রাখিবার ক্ষমতাই ঈশিত্ব।

৭। বশিত্ব; যথা,—

"সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্বং বশিত্বং"।

যোগশক্তি-বলে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল যোগীর বশীভূত থাকে; উহাকেই বশিত্ব বলে।

(ঘ) অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

(ঙ) শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।

৮। যত্র কামাবসায়িত্ব ;—

"যত্র কামাবসায়ো যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কাম ইচ্ছা ভবতি তস্মিন্ বিষয়ে যোগিনোঽবসায়ো ভবতি। তং বিষয়ং স্বীকারদ্বারেণাভিলাষ-সমাপ্তিপর্য্যন্তং নয়তীত্যর্থঃ।

যোগী যে যে বিষয়কে যেরূপ শক্তিবিশিষ্ট ভাবিয়া উহা দ্বারা যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন সেই সেই বিষয় বা ভৌতিক পদার্থ তখন তদ্রূপ শক্তি বিশিষ্ট হইয়া যায়। উক্ত প্রকার শক্তিই যত্রকামাবসায়িত্ব। যোগিগণ এই শক্তিপ্রভাবে বিষে অমৃতের শক্তি এবং অমৃতে বিষের শক্তি প্রদান করতঃ কাহাকে রক্ষা ও কাহারও বিনাশ করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ শক্তির আবির্ভাবকালে আরও দুইটী মহাসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহাকে কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অনাবচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। রূপলাবণ্য লাভ ও বজ্রবৎ দৃঢ় শরীর হওয়াকেই কায়সম্পৎ বলে। কায়সম্পৎ আরও অনেক প্রকার থাকিলেও এস্থলে আর তাহা উদ্ধৃত করিব না। সংযমবলে ইন্দ্রিয় সমূহ বশীভূত হইলে যোগিগণের নিকট মূল প্রকৃতিও বশীভূত হন। যমের পঞ্চম অঙ্গের নাম অপরিগ্রহ।

"অপরিগ্রহো ভোগসাধনানামনঙ্গীকারঃ।"

যোগিগণ নিজ দেহ রক্ষার অতিরিক্ত ভোগে বড় থাকেন না। উহাই অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ অভ্যাস করতঃ যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন। (ছ)

অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম (জ)। শৌচ (বহির্শৌতি, অন্তর্শৌতি), সন্তোষ (সর্ব্বাবস্থায় চিত্তশান্তি লাভ) তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরে প্রণিধান এই কয়েকটীকে নিয়ম বলে।

শৌচে অভ্যস্ত হইলে নিজ শরীরে তুচ্ছ জ্ঞান ও অপরের সঙ্গ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা জন্মে। সন্তোষ অভ্যাসে অতুলনীয় সুখ, তপস্যায় কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধ, স্বাধ্যায়াভ্যাসে ইষ্ট দেবতা দর্শনলাভ এবং ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি-লাভ হইয়া থাকে। (ঝ) (ক্রমশঃ)

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন
কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ।

"ভ্রান্তি"

শ্রীপত্রিকা গত বৈশাখ সংখ্যা ১২৬ পৃষ্ঠা "এই যোগাশ্রয়েই রাধাকৃষ্ণ একীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ"—সম্পাদকের বিবেচনায় এই ভাষাটুকু সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের পক্ষে পরিস্ফুট হয় নাই এবং তজ্জন্য সেই মর্ম্মে সম্পাদকের একটু "নোট" ছিল কিন্তু শ্রীপত্রিকা পরিচালন সমিতির জনৈক সভ্যের অনবধানে ঐ "নোট" প্রকাশিত হয় নাই সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ বিষয়টির আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।"

সম্পাদক।

(ছ) অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

(জ) শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মঃ ॥ ৩২ ॥

(ঝ) শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ ॥৪০॥

সন্তোষাৎ অনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥৪৩॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ ॥৪৫॥

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফূরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধাণ উদ্দেশ্য এক্ বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরেই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরেই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায় । ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, ভাদ্র। } ৮ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যে মুদ্রায় যোগিগণ অহরহ ইচ্ছামত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারেন, তাহাকেই উড্ডীয়ান মুদ্রা কহে॥ ১৪৭॥ উভয় হস্তে প্রসারিত চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক নাভির ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত জঠরের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন করিয়া উড্ডীয়ান মুদ্রা বন্ধন করিলে যোগীর মৃত্যুভয় নিবারিত

হয় ॥ ১৪৮ ॥ যে মুদ্রায় শরীরস্থ নাড়ীসমূহ কণ্ঠবদ্ধ এবং তালুস্থিত সমস্ত নভোরস অধোগত হইয়া কণ্ঠগত হয়, সেই মুদ্রার নাম সমস্ত-দুঃখভঞ্জন জলন্ধর মুদ্রা ॥ ১৪৯ ॥ প্রাগুক্ত প্রক্রিয়ায় কণ্ঠ সঙ্কোচ হইলেই জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তালুস্থ চন্দ্র-নিঃসারিত অমৃত জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয় না এবং শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু চঞ্চল হইতে পায় না ॥ ১৫০ ॥ পাদপার্ষ্ণিদ্বারা উপস্থপায়ুর উৎপীড়ন ও সঙ্কোচ সাধন করিয়া অপান বায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক মুদ্রা বন্ধন করার নাম মুলবন্ধ মুদ্রা ॥ ১৫১ ॥ মূলবন্ধ মুদ্রা অনুষ্ঠানে প্রাণ ও অপান বায়ুর একতা সাধনে মূত্রপুরীষ ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫২ ॥ প্রাণ ও অপান বায়ুর বশবর্ত্তী জীবাত্মা নিয়তই উর্দ্ধভাগে সমুত্থিত, অধোভাগে অবরোহিত এবং বামে দক্ষিণে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছেন। সেই জীবাত্মা সর্ব্বদাই সচঞ্চল, কদাচ এক স্থানে সুস্থির হইয়া থাকেন না ॥ ১৫৩ ॥ রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন একবার প্রধাবিত হইয়াও পুনর্ব্বার সেই রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত হয়, ত্রিগুণাত্মক জীবাত্মাও সেইরূপ প্রাণায়ামযোগে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥ প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার অপান বায়ুও প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছেন, উর্দ্ধ ও অধোভাগস্থিত এই দুটি বায়ুকে যোগিগণ একত্র সংযোজিত করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫ ॥ দেহস্থ বায়ু হকারাত্মক পুরুষবীজে বহির্গমন এবং সকারাত্মক প্রকৃতিবীজে পুনঃ প্রবেশ করিতেছেন, অতএব জীবাত্মা সর্ব্বদা হংসমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। অহোরাত্রের মধ্যে একবিংশতি সহস্র ছয় শত বার হংস-মন্ত্রের জপ অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥

অজপানাম্নী গায়ত্রীই যোগিগণের মোক্ষদায়িনী। সঙ্কল্প করিয়া এই গায়ত্রী জপ করিলে যোগী সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ অজপাগায়ত্রীই যোগির যোগ-বিঘ্নকারি বৈরিদেবতাগণের অন্তরায়স্বরূপা হন। যোগী তৎকালে দূরবর্ত্তিনী বার্ত্তা শ্রবণ এবং দূরস্থ বস্তু সম্মুখে দর্শন করিতে পান। অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে শত যোজন পথ অতিক্রমণ করিতে পারেন এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনভ্যস্ত-পূর্ব্ব শাস্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে। ধারণ-শক্তি অতিশয় প্রখরা হইয়া উঠে। মহাভার বস্তুও অতি লঘু জ্ঞান হয়। যোগীশরীর কখনও স্থূল; কখনও কৃশ, কখনও ক্ষুদ্র এবং কখনও বৃহৎ হইয়া থাকে। অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার এবং তির্য্যক জাতীর ভাষা বুঝিবার শক্তি জন্মে। যোগিশরীর নিত্য দিব্যগন্ধে সুবাসিত হয় এবং বাক্যও দিব্য পবিত্রতা লাভ করে। সেই যোগী দেবতুল্য দেহ ধারণ করেন, দেবকন্যারাও তাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যে যোগির অন্তরে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, তাঁহার যোগসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১৫৮-১৬৩ ॥ পূর্ব্বোক্ত যোগ-বিঘ্নকর অন্তরায়ে যে যোগীর মানস সংক্ষোভিত না হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ পদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৬৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! যে পদ লাভ হইলে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না, যাহা লাভ হইলে শোক, তাপ কিছুই থাকে না, ষড়ঙ্গ-যোগের অনুষ্ঠানে সেই সুদুর্লভ পরম পদ লাভ হয় ॥ ১৬৫ ॥ এক জন্মে কি প্রকারে যোগসিদ্ধি লাভ হয় এবং যোগসিদ্ধি বিনা কিরূপেই বা মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়, যদি এ প্রকার সংশয় জন্মে, তাহার মীমাংসাও দুর্লভ নহে। হে ঋষিপ্রবর! কাশীধামে তনুত্যাগ অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগানুষ্ঠান, এতদুভয়ের অন্যতর একটি হইলেই

নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ একে স্বভাবতই চঞ্চলেন্দ্রিয়; তাহাতে কলিকাল-কলুষে অল্পায়ু; এরূপ স্থলে যোগানুষ্ঠানের মহাফল মোক্ষলাভ কিরূপে সম্ভবে? অতএব জীবগণের মোক্ষপদপ্রদ দয়াময় সদাশিব বিশ্বেশ্বরদেব সর্ব্বদাই কাশীধামে বিরাজ করিতেছেন। জীবগণ কাশীধামে যেমন সুখে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন যোগাচারাদি অন্য কোন উপায়ে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই তেমন সুখে মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। পুণ্যধাম বারাণসী ক্ষেত্রে স্বদেহ সন্নিবেশিত করাই পরমযোগ। এই যোগে যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়, অন্য কুত্রাপিই তেমন শীঘ্র তেমন সুখে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৬-১৭১ ॥ বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী; ভাগীরথী, কালভৈরব, ঢুণ্ঢিগণেশ ও দন্তপাণি বারাণসীস্থ এই ছয় দেবতাই ষড়ঙ্গযোগ। যিনি বারাণসী-ধামে নিত্য নিত্য এই ষড়ঙ্গযোগের সেবায় নিরত থাকেন, তিনি সুদীর্ঘ যোগনিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়া অমরত্বরূপ অমৃত পান করেন। কাশীতে এতদতিরিক্ত আরও ষড়ঙ্গযোগ আছে। ওঙ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বীরেশ্বর এবং উপবিশ্বেশ্বর। এই ছয়টি মূর্ত্তিও ষড়ঙ্গযোগ। চরণামৃতকুণ্ড, অসীনদীর সঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ এবং ধর্ম্মহ্রদ, এই ছয়টি পবিত্র জলাধারও ষড়ঙ্গযোগ ॥ ১৭২-১৭৫ ॥

স্কন্দদেব পুনরায় মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম! এই ষড়ঙ্গযোগের সেবা করিলে, জীবের আর জননীর জঠরযন্ত্রনা ভোগ হয় না ॥ ১৭৬॥ গঙ্গাস্নানরূপ মহামুদ্রা জীবের মহাপাতক-বিনাশিনী। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে অমরত্ব লাভ হয় ॥ ১৭৭ ॥ বারাণসীবত্মে সঞ্চরণ করিলে খেচরীমুদ্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেচরী মুদ্রার অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥ সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যিনি বারাণসীগমনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বারাণসীর পথে প্রধাবিত হন তাঁহার উড্ডীয়ানরূপ মহামুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রার অনু-ষ্ঠানে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭৯ ॥ বিশ্বেশ্বরের স্নানসঞ্জাত জল মস্তকে ধারণ করিলে জলন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রাটি সমস্ত দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ ॥ ১৮০ ॥ যিনি শত শত বিঘ্ন সহ্য করিয়াও বারাণসী পরিত্যাগ না করেন সেই উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত জ্ঞানবান পুরুষের মূলবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখের মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮১ ॥

মহামুনি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ষড়ানন কহিলেন, হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট দুই প্রকার যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তন্মধ্যে বারাণসীস্থ এই ষড়ঙ্গ এবং এই মুদ্রাযোগের অনুষ্ঠানে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ হয়। এইটি পরাৎপর মহেশ্বর শম্ভুর অখণ্ডনীয় বাক্য ॥ ১৮২ ॥ যতদিন শরীর এককালে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া না যায়, যতদিন করাল ব্যাধি আসিয়া শরীরকে আক্রমণ না করে, কাল পরিপূর্ণ হইবার যতদিন বিলম্ব থাকে, কাশীধামে ততদিন এই ষড়ঙ্গযোগে নিরত থাকা বিধেয় ॥ ১৮৩ ॥ এই উভয়বিধ যোগের মধ্যে বারাণসীস্থ যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে এই যোগের সেবা করিলেই পরম উৎকৃষ্ট যোগ সংসাধিত হয় ॥ ১৮৪ ॥ আধিব্যাধির দ্বারা শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে, শরীরে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সর্ব্বদা

এইরূপ জ্ঞান করিয়া কাশীনাথের পদাশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ১৮৫ ॥ কাশীনাথের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে মানুষের আর কালভয় কোথায় থাকে? কাশীতে জীবসংহারক দুরন্ত কাল ক্রুদ্ধ হইলেও সুমঙ্গল হয় ॥ ১৮৬ ॥ পুণ্যবান গৃহস্থ যেমন আতিথ্য ব্রতের নিমিত্ত দিবাভাগে ভোজনের পূর্ব্বে অতিথির প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, কাশীবাসী ভাগ্যবান পুরুষেরাও সেইরূপ কৃতান্তের আগমন প্রতীক্ষা করেন ॥১৮৭॥ কলি, কাল এবং অনিত্য কর্ম্মকাণ্ড, এই তিনটিই সংসারের কণ্টকস্বরূপ। আনন্দকানন-বাসিজীবগণের উপর এই পাপত্রয় কদাচ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥ ১৮৮ ॥ কাশীভিন্ন অন্যত্র অবস্থান করিলে অতর্কিতভাবে কাল আসিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করে। অতএব সেই কালভয় হইতে অভয় লাভের বাসনা থাকিলে কাশীবাস আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৮৯ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে যোগাখ্যান নাম একচত্বারিংশতম অধ্যায়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোনাস্তি বানপ্রস্থোঽপি নপ্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তচ্ছ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥১১॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।২২১
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ২২২ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৪ ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাৎ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ২৬২ ॥

শূদ্রানামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া।
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেদ্দণ্ডবৎ গুরুম্ ॥ ২৬৩
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখংচর ॥ ২৬৪ ॥
ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ ॥২৬৫॥
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে ॥২৬৬ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্।
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥২৬৭
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণান্ত প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৮॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ।

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭৯ ?
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥২৮০
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥২৮১॥
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥২৮২
সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥২৮৩॥
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসন্ন্যাসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ ॥ ২৮৭ ॥

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৮॥
যদ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ২৮৯ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। অষ্টমোল্লাসঃ।

"হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক এই দুইটী আশ্রম। ৮।" "হে দেবি! হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণ নাই, কারণ তাহা বৈদিক সংস্কার। ১০। হে ভদ্রে! কলিকালে শৈব সংস্কার বিধি অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ তাহাই "সন্ন্যাসগ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে। ১১। হে দেবি! কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ এবং অন্য সকল বর্ণেরি এই উভয় আশ্রমে অধিকার থাকিবে। ১২।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। অষ্টম উল্লাস।

"শ্রীসদাশিব কহিলেন" "হে দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত। ২২১" "ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সমুদায় কাম্যকর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ২২২।" "কুলাবধূত সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে। ২২৪।" যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই দ্বিজগণের সন্ন্যাস হয়। ২৬২। শূদ্র ও সামান্য জাতিগণের শিখা হোম করিলেই সংস্কার হয়। অনন্তর শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ২৬৩। গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ইহা বলিবেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমি হংসঃ ও সোঽহং ভাবনা কর। তুমি অহঙ্কার ও মমতারহিত হইয়া নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর। ২৬৪। অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন (মন্ত্র যথা ২৬৫) তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বারম্বার নমস্কার। হে বিশ্বরূপ! তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং তাহাই অর্থাৎ জীবই তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। ২৬৬। জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের নিজমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদনেই সন্ন্যাসগ্রহণ করা হয়। তাঁহারা স্বেচ্ছাচার পরায়ণ তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ২৬৮।" "সন্ন্যাসী ধাতুদ্রব্য পরিগ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা-ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া পরিত্যাগ করিবেন। ২৭৯। পরিব্রাট্ সন্ন্যাসী দেবতা মনুষ্য বা কীটে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। সর্ব্ব কর্ম্মেই সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। ২৮০। ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চণ্ডালের অন্ন হইক, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোন দেশ হইতে সমাগত তাহা দেশ কাল বিচার না করিয়া ভোজন করিবেন। ২৮১। অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়াও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ববিচার দ্বারা সময় অতিপাত করিবেন। ২৮২।" "সন্ন্যাসিদিগের মৃতদেহ কখনই দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া নিখাত অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে। ২৮৩।" "হে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এবং কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতিরেকে শত কাল ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও কোন জন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না। ২৮৭। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধ করিয়া পূজা করিবেন। ২৮৮। মনুষ্যগণ

যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে। ২৮৯।"

সংসারবন্ধনমুক্ত ব্যক্তির কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট প্রার্থনা ঃ—

"হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া গিয়াছে হে নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২২৯। গুরু, বিচার করিয়া নিবৃত্তগৃহকর্ম্ম সেই ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন। ২৩০।"

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ২০॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

যিনি সকল ঈশ্বরের (প্রভুর) পরম ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশময় ভুবনেশ্বরকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি॥ ২০॥

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি॥ ২১॥ (শ্রুতি)

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও ॥২১॥

অসুর-বিবুধ-সিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিল-হৃদিনিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি॥ ২২॥
(গরুড় পুরাণ)

অসুর, দেবতা ও সিদ্ধগণ যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন না, মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তা করেন, যিনি নির্ম্মল, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সমুদায় অবগত আছেন, যিনি সর্ব্বসাক্ষী, সেই জন্ম-বিহীন, সত্য, ঈশ্বর, বাসুদেবকে প্রণিপাত করি॥ ২২॥

য তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থোজ্ঞঃ সর্ব্বগো
ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো
হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥ ২৩॥ (উপনিষৎ)

এই পরমাত্মা চৈতন্যময়, মরণধর্ম্মবিহীন এবং সর্ব্বস্বামী-রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্ব্বত্রগামী, এই ভুবনের পালনকর্ত্তা। তিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতিরেকে জগৎশাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমাত্মার শরণাগত হই॥ ২৩॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ,
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং,
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ২৪॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন; যিনি বিশ্বকর্ত্তা, রুদ্ররূপী, সর্ব্বজ্ঞ, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥২৪

যস্য প্রভা-প্রভবতো, জগদণ্ড-কোটী-
কোটীস্বশেষবসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদি-পুরুষং, তমহং ভজামি॥ ২৬॥
(ব্রহ্মাণ্ড সংহিতা, ৫ অঃ, ৪৬ শ্লোক)

যাঁহার প্রভা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, যে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অনন্ত বিভূতি দীপ্যমান রহিয়াছে, সেই

নিষ্কলঙ্ক, অনন্ত, অশেষ ভূত, আদি গোবিন্দ পুরুষকে ভজনা করি ॥ ২৬ ॥

জগদভিনয়কর্ত্তুরেকভর্ত্তুঃ প্রহর্ত্তু,
নিখিল-কুশল দাতুর্দীনপাতুর্বিধাতুঃ।
অনুদিনমনুমানং, যস্য বৃত্তান্তবাহি
ন ভবতি কুশলং, তদ্ বীজমাদ্যং প্রণৌমি ॥২৭॥
যস্মিন্ চরাচরমিদং, সুচিরং বিভাতি
যস্যাত্মভাব-রচিতং জগতাং বহুত্বম্।
যস্য প্রভাব-তুলনা, প্রতুলানিতান্তং
স্বাং শৈরসংখ্য-জগতাং স্বপতিং নমামি ॥২৮॥
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ২৯ ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪অ, ৩১ শ্লোক)

যিনি এই জগতের সৃষ্টি সংহারাদি অভিনয়ের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, সমগ্র জগতের অদ্বিতীয় ভর্ত্তা, শাস্তা, নিখিল-কুশল-দাতা, দীন-পাতা, অনুমানাদি প্রমাণ সকল নিত্য যে বিধাতার বৃত্তান্ত বহন করিয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না সেই আদ্য বীজকে অভিবাদন করি ॥ ২৭ ॥

যাঁহাতে এই চরাচর সংসার সুচিরকাল অনাদিরূপে স্ফুর্ত্তি পাইতেছে, এই চরাচর জগৎ যাঁহার স্বরূপে বহু প্রকার সম্ভূত হইয়াছে, যাঁহার প্রভুত্বের তুলনা নিতান্ত দুর্লভ, অসংখ্য অথচ একমাত্র, সেই জগৎ-কারুকর সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

যিনি একাকী, বর্ণহীন, যিনি প্রজাগণের হিতার্থে বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দীপ্যমান পরমাত্মা, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ২৯ ॥

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ, সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ।
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো, বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং, সর্ব্বব্যাপি সনাতনং।
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু, প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥৩০॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৯ উল্লাস, ২৭-২৯ শ্লোক)

যিনি প্রণব ও ব্যাহৃতির বাচ্য, তিনিই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা, দীপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়াশ্রয়, বিভুর অন্তর্গত, যোগিগণের বরণীয়, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন। সেই মহাজ্যোতিঃ ধ্যান করি; সেই মহাজ্যোতিঃই সর্ব্বসাক্ষী, ঈশ্বর আমাদিগের মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষে প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে, কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। (৫৩ পৃষ্ঠা)

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-বোধক ও জীবব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বাক্য আছে, তাহাকে মহাবাক্য বলে; যেমন—

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম।
অহং ব্রহ্মাস্মি।—আমি ব্রহ্ম।
তত্ত্বমসি।—তুমি সেই ব্রহ্ম। (৫৯ পৃষ্ঠা)

তন্ত্রে চারি প্রকার অবধূতের বৃত্তান্ত আছে; ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত। (৬৩ পৃষ্ঠা)

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে)

ভক্তাবধূত দুই প্রকার; পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণভক্তাবধূতকে পরমহংস ও অপূর্ণকে পরিব্রাজক বলে।

চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে চতুর্থকে তুরীয় বলে। অন্য তিন প্রকার অবধূত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত। তাঁহারা মুক্ত ও শিবতুল্য। হংসাবধূতে স্ত্রীসঙ্গ ও দান গ্রহণ করিবে না; যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই

ভক্ষণ করিবে ; নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না। ঐ তুরীয়াবধূতে জাতির চিহ্ন ও গৃহাশ্রমের ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিবে এবং সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বদা আত্মভাবেতে সন্তুষ্ট, শোক-মোহ রহিত, গৃহশূন্য, তিতিক্ষাযুক্ত, লোক-সংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব হইবে। তাঁহার ধ্যান ধারণাও নাই, ভক্ষ্য-পাণীয় নিবেদন করাও নাই। তিনি মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্বিবাদ হংসাচার-পরায়ণ ও যতি। ক্রমশঃ।

পরমেশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। বহুরূপ ধারণ করেন বলিয়া তিনি বহুও বটেন। ১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অদ্ভুত রামায়ণের মতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ নহেন। ঐ গ্রন্থ অনুসারে তিনি চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, ঐ দুই গ্রন্থমতে তিনিই বিষ্ণু। ২

চন্দ্রের কমনীয় রূপেও কলঙ্ক আছে। কিন্তু সে কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্কের লেশমাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহারা কলঙ্কের আরোপ করেন তাহাদের কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবারই ক্ষমতা হয় নাই। কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার কার সামর্থ্য হয় ? ৩

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে যোষিৎসংসর্গও মহা বিঘ্নজনক। সে মতে সেই যোষিৎসংসর্গে যে পুরুষ থাকে তাহার সংসর্গ পর্য্যন্ত মোহ এবং বন্ধনের কারণ *। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাঁহার রাসলীলা প্রভৃতি কেহ যেন সামান্য লৌকিক ব্যাপার মনে না করেন। দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণচরিত্র প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক ভিন্ন অন্য কে বুঝিতে পারে ? ৪

পুরুষের রূপ দেখিয়া পুরুষ বিমোহিত হয় না। সুন্দর পুরুষের রূপে প্রকৃতিই মোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পরম সুন্দর রূপ দর্শনে মদনও স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ৫

সমস্বয়তত্ত্ব।

কৃষ্ণ নিত্য। যেমন কৃষ্ণ নিত্য এবং তাঁহার নাম নিত্য তদ্রূপ তাঁহার শক্তি এবং তাঁহার ধামও নিত্য। তাঁহার নিত্যতার ন্যায় তাঁহার শক্তিরও নিত্যতা স্বীকার না করিলে, পরে তিনি সৃজন পালন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম করিবার জন্য তিনি শক্তি কোথা পান বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। যদি বলা হয় যে পরে শক্তি সৃজিত হয় তাহা হইলে, সেই শক্তি সৃজন জন্য তথাপর সৃজনীশক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেবল কৃষ্ণেরই নিত্যত্ব স্বীকার করিলে, সে শক্তিই বা কৃষ্ণ কোথা হইতে সৃজন জন্য পান ? কেবলমাত্র সৃজন করিতে হইলেও জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রীয়াশক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। সৃজন, পালন এবং নাশ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে। কত প্রাণী সৃজিত, পালিত এবং নাশিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষই দর্শন করা হইতেছে। অতএব সৃজন, পালন এবং নাশের প্রয়োজন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও বুঝা হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার শক্তিত্রয়ও নিত্যা। কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার জ্ঞান শক্তিও নিত্যা, কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার ইচ্ছাক্তিও নিত্যা, কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিও নিত্যা। ঐ ত্রিবিধ শক্তি একই আদ্যাশক্তিরই ত্রিবিধ বিকাশ। যেমন

* ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ। যোষিৎ-সঙ্গাদ্ যথা পুংসো, যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৩১ অঃ, ৩৫ শ্লোক, কপিল-বাক্য)

এক বীজের মধ্যেই অব্যক্তভাবে, কত শাখা-প্রশাখা, কত পত্র সকল, কত ফলফুল এবং অন্যান্য কত প্রকার বস্তু সকল থাকে তদ্রূপ একই ব্যক্ত। আদ্যাশক্তির মধ্যে ঐ ত্রিবিধ শক্তি অব্যক্তভাবে থাকে। প্রয়োজন হইলে, সেই আদ্যাশক্তি সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণই, সেই আদ্যাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া, ঐ সকল শক্তিকে ব্যক্ত করিয়া, সেই সকলাবলম্বনে, সেই সকল দ্বারা যে সকল প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, সেই সকল প্রয়োজনই সাধন করেন। যে সমস্ত জীব জন্তু আছে, যে সমস্ত বস্তু আছে, সেই সমস্ত থাকিবারই স্থান আছে, সেই সমস্ত থাকিবারই আধার আছে, যখন অন্য কোন বস্তুরই প্রকাশ ছিল না, তখন কেবল শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশিত ছিলেন। তখন অবশ্যই তাঁহার থাকিবার কোন স্থান ছিল। সেই স্থানেরই নাম গোলক। কৃষ্ণ চিরবিদ্যমান বলিয়া, তাঁহার থাকিবার স্থান যে গোলক, তাহাও চির-বিদ্যমান। সেইজন্য তাহাও নিত্য। ইহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার নামও নিত্য, তাঁহার শক্তিও নিত্য এবং তাঁহার ধামও নিত্য। আদ্যা-শক্তির অন্তর্গতই সর্ব্বশক্তি। কৃষ্ণ সেই আদ্যা-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সেই আদ্যাশক্তিই রাধা। যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ড অগ্নি-ময় তদ্রূপ রাধা কৃষ্ণময়ী। সেই কৃষ্ণময়ী রাধাই সর্ব্বশক্তির সমষ্টি সেই রাধাই আদ্যাশক্তি, সেই রাধাই অনাদ্যাশক্তি। কৃষ্ণ যেমন আদি অনাদি তদ্রূপ রাধাই আদ্যা এবং অনাদ্যা। কৃষ্ণ যেমন নিত্য তদ্রূপ রাধাও নিত্যা। কৃষ্ণ যেমন শ্যাম তদ্রূপ রাধাই শ্যামা। কৃষ্ণ যেমন শ্যাম তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রত্যেক শক্তিই শ্যামা। বিবিধ তন্ত্র এবং শক্তিমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্রানুসারে কালীই শ্যামা। কালীকে শ্যামা বলিতে হইলে, শিবকে শ্যামও বলিতে হয়। অনেকেই কেবলমাত্র কৃষ্ণকেই শ্যাম বলিয়া জানেন, আমরা কৃষ্ণকেও শ্যাম বলি, শিবকেও শ্যাম বলি। আমরা গৌরকেও শ্যাম বলি। যেহেতু অনেক শাস্ত্রানুসারেই শ্যামই গৌর। এক অবস্থায় কদলীর শ্যাম বর্ণ থাকে। পরে সেই শ্যাম বর্ণ ই গৌর বর্ণে পরিণত হয়। এই শ্রীধামে বৃন্দাবনের শ্যামরূপই গৌররূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই শ্যামও গৌরের অভেদত্বই স্বীকার করা যায়। শ্যাম রূপই গৌররূপে প্রচ্ছন্ন। শ্যাম রূপ নবদ্বীপে গুপ্ত। সেই শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামরূপ নবদ্বীপে গুপ্ত হইলেও সেই শ্যামরূপই গৌররূপ। সেইজন্য গৌররূপও শ্যামরূপ। সেইজন্য যাঁহার সেই গৌররূপ তিনি শ্যামও বটেন। তিনি শ্যাম। তাঁহার নামও শ্যাম। তবে তাঁহার শক্তিকেই বা শ্যামা বলা যাইবে না কেন? শ্যামেরই ত শক্তি শ্যামা। ব্যাকরণানুসারেও শ্যাম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শ্যামা বলিতে হয়। শ্যাম এবং গৌরের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্যাম এবং গৌরের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, শ্যামের শক্তি যিনি, গৌরের শক্তিও তিনি, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এক প্রকার নীল বর্ণের চূর্ণ আছে, যাহা অগ্নিতে প্রদত্ত হইবামাত্র, অগ্নি নীলবর্ণ বিশিষ্ট হয়। অপর এক প্রকার পীত বা গৌর বর্ণের চূর্ণ আছে, যাহা সেই অগ্নিতে প্রদত্ত হইবামাত্রই অগ্নি পীত বা গৌর বিশিষ্ট হয়। অগ্নি শ্যাম বর্ণ বিশিষ্ট হইবার সময়, তাহার যে দাহিকা-শক্তি থাকে, অগ্নি পীত বা গৌর বর্ণ বিশিষ্ট হইবার সময়েও তাহার সেই দাহিকাশক্তি থাকে। অগ্নির দুই প্রকার বিভিন্ন রূপ নিমিত্ত অগ্নির দাহিকাশক্তির যেমন ব্যতিক্রম হয় না তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্যামরূপ কিম্বা

গৌররূপ হইলে, তাঁহার শক্তির কোন ব্যতিক্রম হয় না। সেইজন্য পরমেশ্বর কৃষ্ণবিষ্ণু যখন শ্যামরূপ ছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়া, (যাঁহাকে আমরা অদ্যাপিও বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকি) তিনি শ্যামা ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাকে অশ্যামা বলা যায় না। যেহেতু শ্যামই গৌর। সেইজন্য অদ্যাপি তিনিও শ্যামা বটেন। অদ্ভুতরামায়ণের মতে তিনিই সীতালক্ষ্মী। অদ্ভুতরামায়ণের মতে সেই সীতালক্ষ্মীই অসীতা হইয়াছিলেন। সেই জন্যই সীতা এবং অসীতার অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। অদ্ভুতরামায়ণানুসারে অসীতাই কালী। ভগবান বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত রামহৃদয় বা অধ্যাত্মরামায়ণের মতেও যিনি সীতা তিনিই কালী। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রামপত্নী সীতার অভেদত্ব প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা প্রসঙ্গক্রমে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া সীতাই যে অসীতা কালী তাহাও অদ্ভুতরামায়ণ এবং অধ্যাত্মরামায়ণানুসারে প্রমাণ করিয়াছি। সেই অসীতারূপিনী, সেই কালীরূপিনী সীতা-বিষ্ণুপ্রিয়া বিদগ্ধজননী বা 'পোড়ামা' রূপে অদ্যাপিও এই স্বারস্বতপীঠে বিদ্যমান রহিয়াছেন। পোড়ামাই যে দক্ষিণাকালী তাহা এই নবদ্বীপের ভক্ত বিদ্যমণ্ডলীর মধ্যে কে না জানেন? সেই দক্ষিণাকালী পোড়ামাই যে অবিদ্যাহারিণী বিদ্যাদায়িনী নীলস্বরস্বতী, তাহাই বা কোন ভক্ত মহাজন না অবগত? নীলস্বরস্বতীই যে তারা, তাহা নীলতন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত আছে। অতএব পোড়ামাই 'তারা,' পোড়ামাই দক্ষিণাকালী, পোড়ামাই অদ্ভুতরামায়ণের অসীতা পোড়ামাই অধ্যাত্মরামায়ণের কালী, পোড়ামাই রামরমণী সীতা, পোড়ামাই বিষ্ণুপ্রিয়া কৃষ্ণবিষ্ণু-গৌরের শক্তি। সেইজন্য তিনিই গৌরী। ব্যাকরণ মতে গৌরশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গৌরীই বলা কর্ত্তব্য। সেইজন্যই গৌরের বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীশক্তিই গৌরী। শিবেরও শক্তি গৌরী। সেইজন্য শিবকেও গৌর বলিতে হয়। শিবকে গৌর বলিয়া স্বীকার করিলে আমাদের 'বুড়-শিব'কেও গৌর বলিতে হয়। যেহেতু 'বুড়শিব'ও অশিব নহেন। তিনিও শিব। সেইজন্য তিনিও গৌর। শক্তিমাহাত্ম্যপ্রতি-পাদক নানা শাস্ত্রানুসারে শিবের শক্তিই গৌরী। বামনপুরাণের মতানুসারে গৌরীই শ্যামা, গৌরীই কালী। মহাভাগবতের মতানুসারে কালীই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে সেই কৃষ্ণই কালী হইয়াছিলেন। সেইজন্য কৃষ্ণই 'কৃষ্ণকালী'। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণানু-সারে কৃষ্ণকালীর অভেদত্ব। সে মতে কৃষ্ণই কালী। মহাভাগবতানুসারে কালীই কৃষ্ণ বলা যাইতে পারে। গৌতমীয় তন্ত্রানুসারে দুর্গা-কৃষ্ণের অভেদত্ব অবগত হওয়া যায়। নারদ-পঞ্চরাত্রানুসারে দুর্গাই রাধা। মহাভাগবতের মতে শিবই রাধা। অতএব কৃষ্ণ, দুর্গা, রাধা এবং শিবের অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। শিবমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই শিবকে সদানন্দ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রানুসারেই কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। বিবিধ বৈদিকোপ-নিষদের মতে 'সৎ' শব্দ ব্রহ্মবাচক। নানা উপনিষদানুসারে সদর্থে 'ব্রহ্ম'। শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে এবং বলা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। শিবকে সদানন্দ বলা হয় বলিয়া শিবও ব্রহ্ম। শিব এবং কৃষ্ণ যে অভেদ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই জন্যই 'শিবকৃষ্ণ' ব্রহ্ম। সদর্থে 'সত্য'। শিবকৃষ্ণই সৎ। সেইজন্য শিবকৃষ্ণ সত্য। সদর্থে নিত্য। শিবকৃষ্ণই সৎ। সেইজন্য শিবকৃষ্ণই নিত্য। কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে সেইজন্যই

তিনি কেবল সৎ নহেন, তিনি চিৎও বটেন। অনেক শাস্ত্র মতেই চিদর্থে জ্ঞানশক্তি। কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে বলিয়া, কৃষ্ণ চিৎও বটেন। কৃষ্ণই চিৎ। সেইজন্য কৃষ্ণই জ্ঞানশক্তি। কালিকাপুরাণ এবং মহাভাগবতাদি মতে কালীই চিচ্ছক্তি। সেইজন্য কালী কৃষ্ণ। আমরা শাস্ত্রানুসারে শিবের সহিতও কৃষ্ণের অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি। সেই জন্য শিবও অকালী নহেন। সেইজন্য শিবকেও কালী বলিতে হয়। শিবকে কালী বলিলে, শিবই যে চিৎ তাহাও স্বীকার করা হয়, শিবই যে জ্ঞান শক্তি তাহাও স্বীকার করা হয়। শিব কৃষ্ণ কালী, চিৎ এবং জ্ঞানশক্তির অভেদত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণকে নিরানন্দ বলা যায় না। যেহেতু সচ্চিদানন্দের অন্তর্গতই আনন্দ। সেইজন্য কৃষ্ণই আনন্দ। 'কৃষ্ণানন্দ' স্বীকৃত হইলে প্রসিদ্ধ পঞ্চদশী নামক বেদান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থানুসারে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। যেহেতু উক্ত গ্রন্থানুসারে আনন্দই ব্রহ্ম। কৃষ্ণ আনন্দ। সেইজন্য পঞ্চদশীর মতানুসারেও তিনি ব্রহ্ম। পঞ্চদশীর মতানুসারে কৃষ্ণ ব্রহ্ম বলিয়া শিবকালীকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। যেহেতু পূর্ব্বেই শিবকালীর সহিত কৃষ্ণের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গৌরের সহিতও কৃষ্ণের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেইজন্য গৌরও ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকেই ব্রহ্মময়ী শক্তি বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি গৌরের শক্তি। গৌর ব্রহ্ম। সেইজন্য তাঁহার শক্তিকেও ব্রহ্মের শক্তি বলিতে হয়। গৌর ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরীই ব্রহ্মময়ী। গৌরই কৃষ্ণ। সেই বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরীই কৃষ্ণা। গৌরই শ্যাম। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরীই শ্যামা।

আত্মজ্ঞান।

রাধা তাঁহার সেই পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যখন একাগ্রতার সহিত কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতেন, যখন তাঁহার অন্যান্য সমস্ত চিন্তাই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইত, সেই প্রগাঢ় ধ্যানবলে যখন তিনি আপনাকেও বিস্মৃত হইতেন তখন তিনি আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন, তিনি রাধা এ ভাব তাঁহার তখন স্ফূরিত হইত না। তখনি তিনি প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানী হইতেন। তখনি তিনি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই দর্শন করিতেন না, তখন তিনি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু যে আছে তাহাও বোধ করিতেন না। তখন তিনিই যে কৃষ্ণাত্মা এই আত্মজ্ঞান তাঁহার হইত। তখনি তাঁহার পরম সন্ন্যাস হইত। যে সন্ন্যাসে তাঁহার আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত হইত। যে সন্ন্যাসে তিনি যে রাধা তাহাও বিস্মৃত হইতেন। ১।

চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে যে প্রকারে রাধাকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ সেই প্রকারে সমস্ত পুরুষ প্রকৃতিরই অভিন্ন স্বরূপ। স্বরূপ বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহারই প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইয়াছে। ২

।

(ক)

দেহই আত্মার গৃহ। দেহের সঙ্গে সেই আত্মার যে সম্বন্ধ আছে,সেই সম্বন্ধ যিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে এক প্রকার গৃহস্থ বলা যায়।

(খ)

জীবন্মুক্ত পুরুষ—অধিক লোকই সংসারে লিপ্ত। ইদানী নির্লিপ্ত লোক নাই বলিলেও হয়। জীবন্মুক্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত কেহই হইতে পারেন না। ১।

মুক্তি ঈশ্বরকে জানিবার উপায়, মুক্তি ঈশ্বর দর্শনের উপায়, মুক্তি ঈশ্বর লাভের উপায়, মুক্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি করিবার উপায়। ২

বিবিধ।

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দ ভগবতেরও স্বামী উপাধি ছিল না। তিনিও পরমসন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারও মহা-আত্মজ্ঞান ছিল। অবধূত দত্তাত্রেয়েরও স্বামী উপাধি ছিল না, অবধূত ঋষভদেবেরও স্বামী উপাধি ছিল না। সেইজন্য বলি স্বামী উপাধিটী অত্যন্ত আধুনিক ১ ক

পুরাকালের কোন মুনি, মহামুনি, ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি কিম্বা কোন ব্রহ্মর্ষিরই স্বামী উপাধি ছিলনা। পূর্ব্বতন কোন সন্ন্যাসীরও স্বামী উপাধি ছিল না। কিম্বা কোন সন্ন্যাসীর স্বামী উপাধি হইতে পারে ইহাও কোন প্রাচীন কিম্বা আধুনিক শাস্ত্রে নাই। কেবল কোন ব্রাহ্মণ দণ্ডী হইলেই তিনি স্বামী উপাধি বিশিষ্ট হইতে পারেন ইহাও কোন শাস্ত্রে নাই। তবে ইদানী প্রত্যেক দণ্ডীর নামের সঙ্গে স্বামী উপাধি যুক্ত থাকে বটে। কেহ কেহ বলেন পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই স্বামী উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। আর শঙ্করাচার্য্যের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে স্বামীন শব্দের উল্লেখ দেখা যায় বটে। শঙ্করের সম্প্রদায়ের যাঁহারা দণ্ডধারী সন্ন্যাসী নহেন তাঁহাদেরও স্বামী উপাধি আছে। শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী শ্রীধরেরও স্বামী উপাধি আছে। ১খ

আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার আমার। আমার অহঙ্কার প্রভাবেই আমি আছি বোধ করি। আমি আত্মা। আমাতেই সেই আত্মাকে জানিবার জ্ঞান আছে। সেই আত্মাকে জানিবার জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান বলা হয়। আমার সেই আত্মজ্ঞান আমার ন্যায় নিত্য। আমি আত্মা যেমন সত্য তদ্রূপ আমার আমাকে জানিবার উপায় স্বরূপ যে আত্মজ্ঞান তাহাও তেমনি সত্য। অগ্নির সহিত দাহিকা-শক্তির যে সম্বন্ধ আমি আত্মার সহিত আত্মজ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। ২

কশ্যপ মনুষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঔরসে দেবরাজ এবং দেবতাদিগের উৎপত্তি হইয়াছিল। উক্ত প্রমাণ অনুসারে মনুষ্যও দেবতা হইতে পারেন বলা যাইতে পারে। ৩

দণ্ডীরা বেদান্তমতের। সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী। শুকদেব পরমব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত পরমহংসের অবস্থা ছিল। তাহারও স্বামী উপাধি ছিল না। শুকদেবের উপাধিও গোস্বামী ছিল। যিনি বেদান্ত প্রণেতা বেদব্যাস তাঁহার উপাধিও গোস্বামী ছিল। অথচ সেই বেদান্তমতের সন্ন্যাসীর স্বামী উপাধি হয়। আমার বোধ হয় স্বামী শব্দটী গোস্বামী শব্দের অপভ্রংশ। অথবা স্বামী শব্দ বেদান্তমতের সন্ন্যাসীদের বিশেষ সম্মান দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ স্বামী শব্দের অর্থ প্রভুও বলা যায়। অথবা স্বামী শব্দে অধিপতি। আত্মজ্ঞানবশতঃ যাঁহার ষড়রিপু প্রভৃতির উপর আধিপত্য হইয়াছে তাঁহাকে স্বামী বলা যায়। সে পক্ষে আত্মজ্ঞান যাঁহার হয় তাঁহাকেই স্বামী বলা যায়। ৪

যাঁহার ভগবানে বিশ্বাস আছে, তাঁহারই ভগবানে নির্ভর আছে। যাঁহার ভগবানে নির্ভর আছে, তাঁহারই শ্রীভগবানে নিষ্ঠাভক্তি আছে। অবিশ্বাসী অনির্ভরশীল পুরুষের ভগবানে নিষ্ঠাভক্তি কেন, তাঁহার ভগবানে সকামভক্তিও নাই। প্রহ্লাদের ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। সেইজন্য তাঁহার শ্রীভগবানে

সম্পূর্ণ নিষ্ঠাভক্তিও ছিল। ভগবানে নিষ্ঠাভক্তি হইলে, তাঁহা হইতে মন বিচলিত হয় না। প্রহ্লাদকে কৃষ্ণপরিত্যাগ করাইবার জন্য কত চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি কত উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি কৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নাই। ভগবানে যাঁহার নিষ্ঠাভক্তি আছে, তাঁহার ভগবানের কোন রূপের প্রতি, ভগবানের কোন গুণের প্রতিই তাঁহার অনিষ্ঠা নাই। তাঁহার ভগবানের কালী প্রভৃতি মূর্ত্তীতেও অনিষ্ঠা নাই। বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাসারে শ্রীকৃষ্ণই কালী হইয়াছিলেন। তিনি কালী হইয়া অভগবান হইয়াছিলেন বলিলে ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করা হয় না। সুবর্ণ কঙ্কণ হইলে কি অসুবর্ণ হয়? তাহা কখনই হয় না। কৃষ্ণও কালী হইলে অকৃষ্ণ হন না। তদ্দ্বারাও তাঁহার কৃষ্ণত্বের লোপ হয় না। সেইজন্য যাঁহার কৃষ্ণে নিষ্ঠা আছে তাঁহার কালীতেও নিষ্ঠা আছে। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও মহাভাগবতানুসারে কালী অকৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণ কালী হইলে, সেই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের কিছু কড়াতো বাদও যায় নাই। তবে কৃষ্ণভক্তের কালীর প্রতি নিষ্ঠা থাকা সম্বন্ধে কি হানি হইতে পারে? ৫

পূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল, আলোক আনীত হইলে, সে অন্ধকার থাকে না। জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইলে, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যই বা থাকিবে কেন? ৬

চন্দ্রোদয় হইলে আর কি অন্ধকার থাকে? জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইলে আরো কি প্রারব্ধভোগ থাকে? জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইলে, আর পূর্ব্বকৃত পাপ সকল থাকে না। ৭

আত্মা সত্য। সেইজন্যই তিনিই নিত্য। কারণ সত্য যাহা তাহা কখন আছে এবং কখন নাই বলিতে পার না। সত্য ছিলেন, সত্য আছেন এবং সত্য থাকিবেন। সত্যের অভাব হইবার নহে। সত্য চিরবিদ্যমান। ৮ক

একই সত্য স্বীকার করিলে জ্ঞান এবং আনন্দকেও অসত্য বলিতে হয়। কারণ বেদান্ত অনুসারে কেবল আত্মাই সত্য। প্রকৃতির ন্যায় তাঁহার নানা প্রকার বিকাশও হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান এবং আনন্দকে সেই অপরিবর্ত্তনীয় এক অবস্থাপন্ন পরিণামবিহীন আত্মার বিবিধ বিকাশও বলা যায় না। সুতরাং ঐ বেদান্ত অনুসারেই জ্ঞান এবং আনন্দকে সৎও বলা যায় না। ৮খ

বাৎসল্যভাবও প্রেমের বিকাশ, সখ্যভাবও প্রেমের বিকাশ, মধুরভাবও প্রেমের বিকাশ। ৯ক

প্রেম জ্ঞানদ্বারা বুঝিবার বিষয় নহে। ৯খ

অহঙ্কার ও মমতার নাশই মুক্তি। ১০ক

মুক্তিতে ক্ষতিলাভ উভয়ই নাই। ১০খ

মুক্তি নানা প্রকার। শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাণকেও এক প্রকার মুক্তি বলা হইয়াছে। ১০গ

নির্ব্বাণমুক্তিও বিশ্বেশ্বরের একটী নিত্যা শক্তি। ১০ঘ

যে ব্যক্তি জ্ঞানশক্তি নাম্নী কাশীর আশ্রিত হইয়াছেন শিবপ্রসাদে তাঁহার নির্ব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। ১০ঙ

ক্রোধবশতই কোন ব্যক্তিকে হত্যা কর অথবা তাহার ধনসম্পত্তি অপহরণ মানসে তাহাকে হত্যা কর, উভয়কেই হত্যা বলিতে হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া রমণী সম্ভোগ কর অথবা অবিবাহিতাবস্থায় রমণী সম্ভোগ কর উভয়কেই রমণী সম্ভোগ স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যদ্যপি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া থাক তাহা হইলে তোমার বিবাহ করিয়া রমণী সম্ভোগেরই বা প্রয়োজন কি! যাঁহারা

যোগশাস্ত্রানুসারে বিন্দুধারণ করিতে অভিলাষী তাঁহাদের বিবাহসূত্রেও নারী সম্ভোগ করা অনুচিত। তদ্দ্বারা তাঁহাদের মানসী উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ হানি হইতে পারে। স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা শরীর, মন এবং বুদ্ধি মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ তিন মলিন হইলে আত্মাতেও মালিন্যের অধ্যাস হইয়া থাকে। শরীরশুদ্ধি, মনশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি এবং বুদ্ধিশুদ্ধি হইলে তবে আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্যের কাম যত অপকার করে তদপেক্ষা অন্য কোন কুবৃত্তি অপকার করে না। কামবশতঃই স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরও কামবশতঃই পুরুষসংসর্গের ইচ্ছা হইয়া থাকে। সেইজন্য কাম পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েরই পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া থাকে। কামের সঙ্গে লোভের বিশেষ সম্পর্ক সেইজন্য লোভও পুরুষপ্রকৃতির অনেক সময়ে অনিষ্ট করিয়া থাকে। লোভ যদি ভগবচ্চরণে হয় তাহা হইলে তাহা পরম মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। কামাত্মিকা রতি যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণে হয় তাহা হইলে তাহাও পরম মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি জীবের যে কোন ভাব হয় তাহাই জীবের মঙ্গলের কারণ হয়। ১১

অনেক মহাসাধু দর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অমর হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের সকলেরি মৃত্যু হইয়াছে এবং তৎপরে তাঁহাদের সকলেরি দেহ নষ্ট হইয়াছে। অনেকে যে সকল নররূপকে শ্রীভগবান বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াছেন, সে সমস্তের মধ্যে অনেক রূপেরও ধ্বংস হইয়াছে। ভগবানের ভৌতিক রূপের ধ্বংস হইলে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। বিষ্ণুপুরাণ এবং কূর্ম্ম পুরাণানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌতিকরূপাবলম্বনে গোলোকে গমন করেন নাই। তিনি স্বীয় অপূর্ব্ব চিদ্রূপ সম্পন্ন হইয়াই গোলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুরাণানুসারে তাঁহার ভৌতিকরূপকে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে দাহ করা হইয়াছিল। তাঁহার রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট প্রধানা শক্তিও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে বিশেষ প্রমাণ আছে। ১২

গর্ভবতী নারীর যেমন অনেক প্রকার খাদ্য সামগ্রীতে অরুচি হয়, তদ্রূপ যাঁহাতে জ্ঞানরূপ পুত্র অথবা যাঁহাতে ভক্তিরূপা কন্যা জন্মিয়াছে, তাঁহারও গর্ভাধান জন্য কোন পার্থিব বস্তু সম্ভোগের লালসা থাকে না। তাঁহার প্রত্যেক পার্থিববস্তু সম্ভোগ বিষয়ে অরুচি হইয়া থাকে। ১৩ক

মান্ধাতা রাজার পিতা পুরুষ হইয়াও যেমন মান্ধাতাকে প্রসব হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তদ্রূপ ঈশ্বর কৃপায় পুরুষও জ্ঞানরূপ পুত্র এবং ভক্তিরূপা কন্যা গর্ভে ধারণ করিতে পারে। ১৩খ

ঈশ্বর কৃপায় পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই জ্ঞানরূপ পুত্র এবং ভক্তিরূপা কন্যা হইতেপারে। ১৩গ

ত্রিবিধ সুবর্ণ মূর্ত্তীই সুবর্ণ। ঐ প্রকারে রাধা কৃষ্ণ এবং গুরু স্বরূপতঃ অভেদ। তাঁহাদের তিন প্রকার রূপ। কিন্তু তাঁহাদের একই স্বরূপ। ঐ ত্রিমূর্ত্তীকে পৃথক ভাবেও ধ্যান করা যায়। একত্রে ত্রিমূর্ত্তীকেও ধ্যান করা যায়। অথবা এক মূর্ত্তীকেই স্বরূপ এক জ্ঞানে ধ্যান করা যায়। চৈতন্য নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতকে যে প্রকারে এক সঙ্গে ধ্যান করিতে হয় সেই প্রকারে এক সঙ্গে গুরু এবং রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিতে হয়। বলিতে হইলে আম্র এবং আম্রের খোসা বলিতে হয়। বাস্তবিক আম্রের খোসা এবং আম্রের শাঁস উভয় কি আম্র নহে? ঐ প্রকারে রূপ আর স্বরূপ অভেদ। রূপ বাহিরের জিনিস। স্বরূপ

ভিতরের জিনিস। শিশুকে আম্র দিলে সে খোসা ফেলে নিজ চেষ্টায় তাহার সেই আম্রের শাঁস দেখিবার সামর্থ নাই। ঐ শিশুর ন্যায় সাধক ভগবানের রূপ দেখিবার সামর্থ আছে। তাহার তাঁহার স্বরূপ দেখিবার সামর্থ নাই। যে আম্রের খোসা দেখে সেও আম্র দেখে। যে আম্রের শাঁস দেখে সেও আম দেখে। যে ভগবানের রূপ দেখে সেও ভগবান দেখে। যে ভগবানের স্বরূপ দেখে, সেও ভগবান দেখে। ভগবান রূপও বটেন, ভগবান স্বরূপও বটেন। ১৪

জীবের পরিমিত শ্রবণ শক্তি। জীবের পরিমিত দর্শন শক্তি। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতি দূরস্থ গোলকে থাকিলেও তিনি জীবের প্রার্থনা শুনিতে পান। কারণ সেই পরমেশ্বরের শ্রবণশক্তি পরিমিত নহে। সেইজন্য অতি মৃদুস্বরে কথা কহিলেও তিনি শুনিতে পান। পরমেশ্বরীয় দর্শন শক্তিও পরিমিত নহে। সেই জন্যই তিনি সর্ব্বদর্শী। ১৫ক

জীব কথা কহিলে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে শুনা যায় না। সেইজন্যই জীবের বাক্‌শক্তি পরিমিত বলিতে হয়। পরমেশ্বরীয় বাক্‌শক্তি পরিমিত নহে। ১৫খ

আমি আছি জানিতে পারিলে তুমি আছ জানিতে পারা যায়। আমি আছি জানিতে পারিলে, তিনি আছেন জানিতে পারা যায়। আমি আছি জানিতে পারিলে, বহু আছে জানিতে পারা যায়। একই পরমেশ্বর হইতে এত প্রকার পদার্থ হইয়াছে যদি তোমার বিশ্বাস হয় তবে একই জড় হইতে বহু জড় বিকাশিত হইয়াছে এই প্রকার বিশ্বাস করিতে পার না কেন? ১৬

কাম অনিষ্ট করে বোধ হইলে, তবে কাম নিবৃত্তির ইচ্ছা এবং চেষ্টা হইয়া থাকে। ১৭ক

কাম অনিষ্ট করে জানিলেও কাম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না ইহা অনেক মহাপুরুষের বিশ্বাস। কাম অনিষ্ট করে কেবল জানিলে কি হইবে? কাম নিবৃত্তি হইবার উপায় সকল অবলম্বন করিলে তবে কাম নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৭খ

অগ্নি দাহ করে জানিলেও সকল সময়েই অগ্নিদাহ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। মায়া অনিষ্ট করে জানিলেও সকল সময়েই মায়া হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। ১৭গ

যাঁহার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তিনিই পরমেশ্বর। কোন বিষয়ে জীবের পূর্ণ ক্ষমতা নাই। ১৮ক

জীবকেই পাপপুণ্য ভোগ করিতে হয়। ১৮খ

যিনি জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পাপপুণ্য উভয়ই ভোগ করিতে হয় না। ১৮গ

যিনি জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ১৮ঘ

পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপপুণ্যের শেষ হইলে, তবে জীবত্বের নাশ হয়, তবে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। ১৮ঙ

পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপপুণ্যের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত হইতে হয় স্বীকৃত হইলে, জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ ভোগ হয় না স্বীকার করিতে হয়। ১৮চ

অজ্ঞান বশতঃ নানা প্রকার পাপ কর্ম্ম করা হয়। জ্ঞানোদয় হইলে, আর পাপকর্ম্ম করিতে হয় না। ১৯ক

বিদ্যালাভের পূর্ব্বে অবিদ্যা থাকে। বিদ্যালাভ হইলে আর অবিদ্যা থাকে না। বিদ্যালাভ হইলে, অবিদ্যা জনিত কোন কর্ম্মও করিতে হয় না। ১৯খ

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না। ১৯গ

জীবন্মুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ১৯ঘ

মহাভারতীয় সমুদ্রমন্থন বৃত্তান্তে হরিহরের একাঙ্গ বিশিষ্ট হইবার বৃত্তান্তও নাই। মোহিনী-রূপী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে হরের তাঁহাতে আসক্ত হইবার বৃত্তান্তও নাই। তবে ঐ প্রকার বৃত্তান্ত কূর্ম্মপুরাণে আছে বটে। ২০

ঋষি হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার নিয়ম আছে। মহাভারতান্তর্গত আদি পর্ব্বের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ানুসারে মহাতপা জরৎকারু ঋষি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি মহা তপস্বী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বেদবেদাঙ্গে বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি ব্রতপারগ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাভারত মধ্যে তিনি মহাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনি "যত্র সায়ং গৃহঃ" হইয়া সমস্ত পৃথিবী মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে মহাভারতীয় উগ্রশ্রবা কহিয়াছিলেন,—"মহাতপা জরৎকারু ঋষি যত্রসায়ংগৃহঃ হইয়া সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; মহাতেজা সেই মুনি পবিত্র তীর্থে স্নান পূর্ব্বক অন্যের দুষ্কর ঘোরতর তপস্যা করিয়া কখন নিরাহার দ্বারা, কখন বা বায়ুভক্ষণ দ্বারা স্বশরীর পরিশুষ্ক করতঃ ভ্রমণ করিতেন।" সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী জরৎকারুও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্রহ্মচারী সমস্ত পৃথিবী মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তদ্দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্বন্ধে হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।২১

আত্মজ্ঞান লাভ যাঁহার হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার সংযমও করিতে পারেন। ২২

যাঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবচ্চরণে সমর্পিত, তাঁহার মন অপর কোন বস্তুতেই নিবিষ্ট নহে। ভগবান বেদব্যাসের ঔরসোৎপন্ন পরম ভক্ত বিদুরের মনও নিয়তই শ্রীভগবানে অর্পিত রহিত। ভগবান নিজে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিদুরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাভক্তি ছিল। সেইজন্যই তিনি অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ২৩

মনুষ্য যদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ তদ্দ্বারা অভিভূত হন না। পুত্র কলত্র প্রভৃতি অতি আত্মীয় স্বজনই মনুষ্যকে অভিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন এবং তাঁহার বংশীয়গণ গণনায় ছাপ্পান্ন কোটী। তথাপি তিনি অভিভূত হন নাই। মায়ার তিনি প্রভু। মায়া তাঁহার দাসী। ২৪

স্বার্থত্যাগই সন্ন্যাস। ২৫ক

সন্ন্যাসী নিষ্কাম। ২৫খ

সকামকর্ম্ম ত্যাগই সন্ন্যাস। ২৫গ

যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই তিনিই পরমেশ্বর। ২৬ক

পরমেশ্বর স্বীয় ইচ্ছানুসারে কোন প্রকার পরিমিত দেহ বিশিষ্ট হইলেও তিনি অসর্ব্বশক্তিমান হন না। তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান। তিনি যখন কোন প্রকার প্রাণীর ন্যায় দেহাবলম্বনে সেই প্রাণীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হন তখনও তাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমানত্ব, তখনও তাঁহাতে পরমেশ্বরত্ব পূর্ণরূপেই থাকে। তিনি শালগ্রামশীলা কিম্বা কোন প্রকার বৃক্ষ হইলেও অজড়ই থাকেন। অদিব্য চক্ষে শালগ্রামকে জড়ই দর্শন করা হয়। দিব্য চক্ষে তাঁহাকেই চৈতন্য দর্শন করা হইয়া থাকে। ২৬খ

পরমেশ্বর সত্য, তাঁহার দেহ সত্য, তাঁহার নাম সত্য। ২৬গ

পরমেশ্বর নিত্য, তাঁহার দেহ নিত্য, তাঁহার নাম নিত্য। ২৬ ঘ

যে সমস্ত সামগ্রী আমার বলি সে সমস্ত সামগ্রীর কোনটীই আমার নহে। যে সমস্ত হরির। তাঁহার কৃপায় আমি সে সমস্ত সম্ভোগ করিয়া থাকি। সুতরাং আমি নিশ্চয়ই দরিদ্র, আমি নিশ্চয়ই নিঃস্ব, নিশ্চয়ই আমার কিছু নাই। আমার কিছু নাই, আমিও ত আমার নই। আমিও ত হরির। সেইজন্য আমি কর্ত্তা নই। সেইজন্য হরিই কর্ত্তা। অজ্ঞানবশতঃই জীব আপনাকে কর্ত্তা বোধ করে। জীব অজ্ঞান-বশতই তাহার কত কি আছে বোধ করে, প্রকৃত পক্ষে তাহার নিজের কিছু না থাকিলেও। ২৭

বিভু বলিলে শক্তি ও শক্তিমান বুঝিতে হয়। ২৮ক

বিভু যিনি, তিনি কেবল নহেন। বিভুর বিভূতি আছে। বিভুর অনেক বিভূতি। প্রত্যেক বিভূতিই শক্তি। ২৮খ

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

অষ্টমী তিথি জন্মতিথি হওয়ায় নাম হইল জন্মাষ্টমী। জন্ম কাহার? যদি বলি পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের একশক্ষ মহাগোলোযোগ বাধাইবেন। হয় ত বলিবেন অজের জন্ম কথা পাগলামি। এই মহামায়ার অনন্ত ব্যাপারের কতটুকুই বা মানুষে বোঝে? সে দিকেও আমার হতাশ হইবার নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে কহিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর অব্যয় আত্মা অজ হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবলম্বনে আবির্ভূত হই। এই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তিই ১০।৯০।৪৮ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মরূপ পরিবাদ। বস্তুতঃ পক্ষে জন্ম বলিলেই সেই বস্তুর বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয়, নাশ প্রভৃতি বিকারও স্বীকার করিতে হয়। নিত্যবিগ্রহবান শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ কোন সম্ভাবনা না থাকায় জন্ম শব্দে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। তাই জন্মরূপ পরিবাদ বলা হইয়াছে।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের অজন্মাবধারিত না হইলে তাঁহার নিত্যত্ব ও অনাদিত্ব অবধারিত হইত না।" "অজন্মবশতঃ ঈশ্বর অজ না হইলে তাঁহার জন্মকর্ম্ম উভয়ই অসম্ভব হইত। তিনি অজ না হইলে তাঁহার অস্তিত্বই রহিত না।" সাধক সুহৃদ্ ১৫৬ পৃঃ। এইজন্ম ও অজন্ম বিপরীত ধর্ম্ম হইলেও মায়াধীশ শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নিত্য লীলাপরিকর সকলেরও জন্মরূপ পরিবাদ। শ্রীভগবানের সহিত তাঁহারা আবির্ভূত হন।

"ভগবান চন্দ্র যেন, ভক্ত যত তারাগণ,
ভগবানের সঙ্গে হয় তাঁদের প্রকাশ।"
যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

চন্দ্র হইতে যেরূপ চন্দ্রকান্তি বিকাশিত হয় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে রাধাচন্দ্রিকার বিকাশ। সখীগণ শ্রীরাধারুকার ব্যূহ স্বরূপ।

একরাধা বহু হইলেন। মহারাসে প্রেমের লীলা বিস্তারিত হইল। আবার নিত্যলীলায় ভাবরাজ্যে শান্ত দাস্যাদি বহু ভাবের বিকাশ হইল। সেই সেই ভাব অভিব্যক্তির পাত্র সকল বিকাশিত হইল। দাস্যের দাস-দাসী, সখ্যের সখাসখী, বাৎসল্যের জনকজননী, মধুরের প্রেয়সীবর্গ বিকাশিত হইল। নিত্যধামে প্রেমলীলা বিস্তারিত হইল। *

কে না ভালবাসিতে চায়? যাঁহারা নিরাকারব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপাসনার কালে 'সখে সুন্দর মুখ দেখাও' প্রভৃতি কত প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। তাইত সখা মদনমোহন সুন্দর হইয়া আসে। তবে আর লাজ কেন? যদি সাধ মিটাইতে চাও তবে সেই অধর চাঁদ মানুষ হইয়া ধরা দিতেছেন সেই মানুষকে ধর। অঙ্গের জন্ম নাই বলিতেছ আর অঙ্গ হস্তপদবিশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, মধুর হাঁসি হাঁসিয়া তোমার পাশে আসিতেছেন।

মোসলেমকুলচূড়ামণি মহাত্মা . মহম্মদ

---

* "সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥"

চৈতন্যচরিতামৃত আঃ খঃ ৪র্থ অঃ।

শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। সন্ধিনীশক্তি স্বরূপশক্তির এক বিকাশ। এজন্য সেই স্বরূপশক্তিসন্ধিনী ও শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। এজন্য মাতা পিতা ইত্যাদি সন্ধিনী শক্তির বিকাশ বলিয়া শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেরই বিকাশ।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।"
"ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তার রসের কারণ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

যিনি রাধা তিনিই কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা। সেই শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপ ব্রজদেবীগণ। এ স্থলে সিদ্ধান্ত বাচস্পতি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর" নামক গ্রন্থরাজ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—"বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর-সম্বন্ধ কৃত বৃত্তিস্ফুরণই লীলা। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবান বিষয়ী এবং আশ্রিততত্ত্ব তদীয় শক্তিবর্গ বিষয়। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ নাই; অতএব শক্তিমান বিষয়ী শ্রীভগবান ও তদীয় শক্তিবর্গ বিষয়ের পরস্পর ভেদ নাই। বিষয়ী শ্রীভগবান এক—অদ্বিতীয়; বিষয় বা শক্তিবর্গ বিষয়ী শ্রীভগবানেরই লীলা সামর্থ্য, তাঁহা হইতে অভিন্ন" "স্বরূপ শক্তির শক্তিরূপটী শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটী নিত্যলীলার পরিকর সকল।" ১৬১ পৃঃ।

অতএব নিত্যলীলার পরিকরসকল স্বরূপশক্তির বিকাশ স্বীকার করিতে হয়। স্বরূপশক্তি ও শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। এজন্য স্বরূপতঃ ঐ নিত্যপরিকর সকল শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেরই বিকাশ। "শ্রীভগবান এক—অদ্বিতীয়," তাঁহারই বহু বিকাশ পরিকর সকল। লেখক।

পরমেশ্বরকে সখা বলিতেন। মানুষের সখা মানুষেরি মত। অতএব মুসলমানের ঈশ্বরেরও জন্মপরিবাদ অর্থাৎ আকার অবলম্বন স্বীকৃত হইল। প্রেমিকাগ্রগণ্য হাফেজের মধুর কবিতাগুলি পাঠ করিলে প্রেমময় মনুষ্য খোদার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যিশুখৃষ্ট নিজেকে son of God অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন।" যিনি নিজে মনুষ্য, যাঁহার মাতা মেরি মানবী তাঁহার পিতা ঈশ্বর নিশ্চয়ই মনুষ্যাকার।" আবার "বাইবেলে God created man after His own image অর্থাৎ ভগবান স্বীয় আকারের অনুরূপ করিয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন বলায়" ঈশ্বরের মানবাকার স্বীকৃত হইল। অতএব খৃষ্টান ধর্ম্মেও ঈশ্বরের জন্ম পরিবাদ স্বীকৃত আছে। "স্বয়ং যিশুখৃষ্টও কহিয়াছেন I and my Father are one."

শ্রীভগবান স্বীয় মায়াবলম্বনে অবতীর্ণ হন বহু বহু শাস্ত্র-প্রমাণে তাহা অবগত হওয়া যায়। যে মানুষ ব্রজের মাঠে ধেনু চরাইত, যে বালগোপাল যশোদার কোলে কোলে সোহাগে আদরে নবনী খাইত, যে নন্দদুলাল গোপীর গৃহে ক্ষীর সর চুরি করিত সেই যশোদাজীবন বালসুলভচপলভাবশতঃ দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ভীতচিত্তে পলায়নপরায়ণ হইয়াছিল। হায় সেই পূর্ণব্রহ্মের ভীতি দর্শনে কাহার মন না মুগ্ধ হয়? তাই না কুন্তী দেবী কহিয়াছিলেন—

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জন সম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥

অন্বয়ার্থ—কৃষ্ণ! তোমাকে দেখিলে ভয়েরও ভয় হয়; কিন্তু তুমি দধিভাণ্ড ভগ্ন করিলে পর তোমার মাতা যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত যখন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তুমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চঞ্চলচিত্তে অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলে, তোমার নয়নরঞ্জন মনোহর অঞ্জন ধৌত করিয়া অক্ষিযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। মাধব! তোমার সেই বিচিত্র দশা স্মরণ করিলে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মে। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না।

যে নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দর বনে বনে ধেনুচারণ করিত, বেণু বাজাইত, যে রসিকশেখর সখা সঙ্গে মনোরঙ্গে ব্রজের গোঠে ক্রীড়া করিত, যে নাগরেন্দ্র চূড়ামণি আনন্দসলিলা প্রেমপ্রবাহিনী যমুনার তটে তটে গোপীমণ্ডলপরিবৃত হইয়া কেলি করিত সেই ব্রজের রাখাল গোপীবল্লভ যশোদাজীবন মানুষ হয় নাই কেমন করিয়া বলিব? ব্রহ্মের মানুষ হওয়া বড় সমস্যার কথা, তাই ত ব্রহ্মা গোপবালকপরিবৃত গোচারণনিরত বেণুবাদনতৎপর শ্যামসুন্দর গোপবেশ দর্শনে ভাবিয়াছিলেন ইনি কি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান? তাই ত স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব জলবর্ষণে গোষ্ঠ প্লাবিত করিতে যাইয়া স্তম্ভিত হইলেন, ভীত হইলেন, নিজাপরাধ জ্ঞাপন করিলেন, সেই মানুষের পায়ে লুটাইলেন। ব্রহ্মার, ইন্দ্রের বুঝিতে বিলম্ব হইল কিন্তু সতী কুন্তীদেবী কহিলেন,—

জন্মকর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥

১।৮। শ্রীমদ্ভাগবত।

অন্বয়ার্থ—বিশ্বাত্মন্, তোমার জন্ম নাই; তথাপি তুমি তির্য্যগ যোনি বরাহাদিরূপে, মানব মধ্যে জলজন্তু মৎস্যাদিরূপে জন্মিতেছ ও কর্ম্ম করিতেছ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক।

ব্রজধামে গোপসুন্দরী ব্রজদেবী কহিয়াছেন-
নখলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখে
উদেয়িবান সাত্বতাং কুলে ॥ ১০।৩১।৪

অন্বার্থ—সখে তুমি যশোদার সুত নহ, সমগ্র প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ, তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বের পালনের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধুত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ কহিয়াছেন—"তিনি (শ্রীভগবান) যদ্যপি বিবিধ সময়ে বিবিধ জৈব দেহ সকল অবলম্বন করিয়া এই জগন্মণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে পতিত জীবগণের তাঁহাকে দর্শন এবং স্পর্শন করিবার সুযোগ হইত না। তাহা হইলে নানাভাবে ভক্তবৃন্দেরও তাঁহাকে অতি আত্মীয়ের ন্যায় সম্ভোগ করিবার সুবিধা হইত না।"

মানুষ ভাল বাসিতে চায়—উদাস প্রাণে শূন্য গগনে আনন্দের দেশে মিশিয়া যাইতে চায়। অনন্ত হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা অনন্তেই মিশিতে চাহে। ইহাই স্বাভাবিক। আনন্দে মিশিয়া জীব আনন্দী হইতে চায়—চায় কিন্তু পায় না। সান্তে যাইয়া দুদিন দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসে। আঁখি রূপ দেখিতে চায়, অনিত্য রূপে পায় না, শ্রুতিও শ্রবণসুখ চায়, নিত্যসুখ অনিত্যে পায় না। তাই দেখ রূপের মানুষ শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তি।

অন্বার্থ—গোপীর হৃদয়ানন্দকর নটবর শ্রীকৃষ্ণ অধর সুধায় বেণুর রন্ধ্র পূরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত মুকুট, দুই কর্ণে কর্ণিকার কুণ্ডল, পরিধানে স্বর্ণের ন্যায় পীত বর্ণের বসন এবং গলে বৈজয়ন্তী মালা। সঙ্গী গোপবালকগণ কীর্ত্তিগান পরায়ণ। বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রতিজনক হইয়া উঠিল।

যেমন আঁখিরূপ দেখিতে চায় তেমনি শ্রুতি সুখকর শ্রবণ চায়। তাই দেখ পূর্ণব্রহ্ম মধুর হাসি হাসিয়া ভালবাসার কথা কহিয়া মন ভুলাইতেছেন—আবার দূরে থাক শুনিতে না পাও তাই সে মানুষ বাঁশীর গান শুনাইল। মধুর রে শ্রুতি সার্থক হইল। বাঁশী বাজে বিপিনে—বৃন্দার বিপিনে—যমুনা পুলিনে—সে বাঁশীর তানে যমুনা উজান বহিল, তরুলতা যে দিকে বংশী ধ্বনিত হইতেছে সেইদিকে পত্ররূপ কর্ণ বিস্তার করিল, শাখারূপ অঙ্গ হেলাইয়া রহিল, দেখ মৃগগণ চঞ্চলতা ভুলিয়া নিস্পন্দ হইল, অহো ময়ূর ময়ূরী নৃত্য ভুলিয়া গেল, ব্রজের পাখী শাখায় বসিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিল যেন সমাধিমগ্ন। ধেনুগণ কবলিত ভোজ্য ভুলিয়া কর্ণপুটে বংশীগানামৃত পান করিতে লাগিল—স্নেহে অঙ্গ অবশ হইল দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। স্বর্গের বিমানচারী দেবাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মোহিত হইল বাঁশী শুনিয়া অধৈর্য্য হইল—নিবীবন্ধন শিথীল হইল—কবরীস্থ কুসুমমালা ভ্রষ্ট হইল। আর এ দিকে বিপিনে যখন শ্যামের বাঁশী বাজিল তখন গোপীগণ জগৎ ভুলিয়া, দেহ গেহ ভুলিয়া স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আত্মীয়স্বজনগণ ভুলিয়া শ্যামদরশনে চলিলেন।

ভগবান মানুষ হইয়া দেখা দিলেন, কথা কহিলেন, আবার স্পর্শন। সে ভাগ্যও হইয়াছিল—ব্রজের মানুষদের। তাই গোপীর ভাগ্য বর্ণনা করিয়া ভাগবত গাহিতেছেন,—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং
য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১০।৪৭।৬০

অন্বার্থ—রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া মঙ্গল লাভ করত ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অন্যান্য কামিনীগণের কথা দূরে থাকুক যিনি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া শ্রীহরির বক্ষস্থলে বাস করিতেছেন সেই লক্ষ্মীও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই এবং যে সকল স্বর্গকামিনীদিগের গন্ধ ও কান্তি পদ্মের ন্যায় তাহারাও পায় নাই।

দর্শন, বাক্যশ্রবণ, স্পর্শন—ব্রহ্ম মানুষ হইয়াই করিয়াছিলেন। অজের জন্ম দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া বিরহতপ্তা ব্রজগোপী কহিয়াছেন

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি
ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥

অন্বার্থ—হে প্রিয় তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সাতিশয় উৎকর্ষশালী হইয়াছে এবং লক্ষ্মী ইহাকে ভূষিত করিয়া নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইহাতে ব্রজের সকলেই সুখী কিন্তু নাথ! যাহারা তোমারই নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিতেছে, সেই তোমার অভাগিনীরা তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্থানে দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছে।

জীবের কি আছে? কাম, ক্রোধ, লোভাদি জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি। কেহ শ্রীভগবানের কৃপায় প্রেমভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ হন। আবার কামাদি তাঁহার কৃপায় তাঁহাতে অর্পিত হইলে তাহাও মঙ্গলের হেতু হয়। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইলে জীবের এই সুযোগ উপস্থিত হয়। তাই উক্ত হইয়াছে,—

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।১৪,১৫

অন্বার্থ—হে রাজন্ ভগবান অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা। জনগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই তাঁহার রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কামই হউক, ক্রোধই হউক, ভয়ই হউক, ঐক্যই হউক আর সৌহার্দ্দই হউক—ইহার একটীমাত্র দ্বারা যাহাদের চিত্ত নিত্য হরিতে নিবিষ্ট থাকে তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।

তাই বলি সেই নির্গুণ অপ্রমেয় গুণনিয়ন্তা ধরা দিবার জন্যই জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। ধরা না দিলে কেবা সেই অধর চাঁদকে ধরিতে পারে।

মথুরার রাজা কংস দৈববাণী শুনিলেন স্বীয় ভগ্নী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র তাঁহার হন্তা। ভগ্নী দেবকীকে হত্যার উদ্যম করিলেন। বসুদেব স্বীয় প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষার্থ জাত শিশুগুলি কংসকে দিবেন এই সর্ত্তে দেবকীর জীবন রক্ষা করিলেন। কংসের কারাগারে রুদ্ধ বসুদেব ও দেবকী হইতে এক এক করিয়া সাতটী পুত্র জন্মিল। সকলগুলি কংস নিহত করিলেন। দেবকীর পুত্র বলিতে আর একটীও রহিল না। ভগবানের মাতার বুঝি দুই ছেলে থাকিতে নাই তাই কপিল জননীর একমাত্র পুত্র, তাই শঙ্করজননীর একমাত্র পুত্র শঙ্কর, তাই নবদ্বীপেরদুঃখিনী শচী আইর অবশিষ্ট একমাত্র নিমাই। দেবকীর সবটুকু আশা, সবপুত্রস্নেহ যেন অষ্টমগর্ভজাত সন্তানের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল। দেখ কৃষ্ণ দর্শনের আশা না থাকিলে দেবকী বসুদেব বাঁচিবেন কেন?

আজি জন্মাষ্টমী—বহুদিনের আশালতার আজ ফল ফলিতে বসিয়াছে। শ্রীভগবানের

আবির্ভাব কাল উপস্থিত হইল। নক্ষত্র সকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল, আকাশে তারকাসমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদিতে মঙ্গল প্রবর্ত্তিত হইল, নদনদী সরোবর নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল, মন্দ মন্দ পবিত্র গন্ধবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাগিল, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন সেই সময় ঘন তিমিরাবৃত নিশীথে ভগবান পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেবীরূপিনী দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব সেই চতুর্ভুজ পীতবাসা শ্যামকলেবর শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কহিলেন "তোমরা পুত্র ভাবেই হউক আর ব্রহ্মভাবেই হউক সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা এবং আমার প্রতি স্নেহ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবে।" ভগবান এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন এবং স্বীয় মায়াযোগে তখনই সামান্য শিশুরূপ ধারণ করিলেন। এদিকে গোকুলে নন্দজায়া যশোদাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া যোগমায়া জন্ম রহিত হইয়াও কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীভগবানের মায়া প্রভাবে কংসালয়ে দ্বারবান প্রভৃতি সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। অনন্তর বসুদেব ভগবানের আজ্ঞানুসারে পুত্রকে লইয়া নন্দালয়ে গমন করিলেন। অর্গলবদ্ধ দ্বার সকল কৃষ্ণকোলে বসুদেব উপস্থিত হইবা মাত্রই আপনাপনিই খুলিয়া গেল।

জলদসমূহ নিকটে গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব ফণাদ্বারা জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমুনার প্রবাহ স্ফীত ও ভয়াবহ হইলেও বসুদেব উপস্থিত হইবামাত্রই যমুনা পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব নন্দব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। দেখিয়া শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া এবং যশোদানন্দিনী যোগমায়াকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। নন্দপত্নী যশোদা এইমাত্র জানিয়াছিলেন যে তাঁহার একটী জন্মিয়াছে। "তিনি পরিশ্রান্ত ও মায়াবশে অপহৃতস্মৃতি হইয়াছিলেন। অতএব যাহা জন্মিয়াছিল তৎকালে তাহার চিহ্ন অর্থাৎ 'পুত্র কি কন্যা' স্থির করিতে পারেন নাই।" শ্রীমদ্ভাগবত। ১০।৩।৫৩ *

পরদিন নন্দালয়ে মহামহোৎসব উপস্থিত হইল। গোপগোপীগণ যশোদার পুত্র দেখিতে আসিলেন ও নন্দ যশোদার ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। সুন্দর শ্যামসুন্দর মদনগোপাল দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন।

আগত ব্রহ্মর্ষি কত মুনি মহামুনি,
জীবন্মুক্ত অবধূত কত ব্রহ্মজ্ঞানী,
ছদ্মবেশে সুর যত, ব্রজধামে সমাগত,
অপূর্ব্ব হংসবাহনে নিজে পদ্মাসন
সমাগত ব্রজধামে শ্রীকালীরঞ্জন। নিত্যগীতি
যশোদাকোলে নবনীরদদ্যুতি ক্রীড়াপরায়ণ
মন্দস্মিত ভূষিত বালগোপাল দর্শনে সুরনরনারী মোহিত হইল। ওঁ তৎসৎ। প্রকাশক
হরিস্মরণানন্দ পরিব্রাজকাবধূত।

---

* যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের উক্তি—

"(তিনি) যোগমায়া মহাদেবী শ্রীবিন্ধ্যবাসিনী,
সে আনন্দময়ী আজি যশোদানন্দিনী!
তিনি যশোদানন্দন, ভুবনমোহন,
মধুপুরে কারাগারে দেবকীনন্দন,"
নিত্যগীতি, ২৪ পৃঃ।

যামলের মতে দুই কৃষ্ণ। বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু দেবকীনন্দন। গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন।
লেখক।

মায়া, যোগ, জ্ঞান এবং অহঙ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গের নাম আসন।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥৪৬॥

' যদা আসনং বধ্নামীতীচ্ছাং করোতি প্রযত্ন-শৈথিল্যেঽপ্যক্লেশেনৈব তদাসনং নিষ্পদ্যতে; তদা দেহাহঙ্কারাভাবান্নাসনং দুঃখজনকং ভবতি। অস্মিংশ্চাসনজয়ে সতি সমাধ্যন্তরায়ভূতা ন প্রভবন্ত্যঙ্গমেজয়ত্বাদয়ঃ। হস্তপদাদি যথারীতি বিন্যাস করতঃ স্থিরভাবে সুখে উপবেশন করাকে আসন বলে। আসন যোগের সবিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ আসন করিলে কামাদি রিপুর প্রকোপ নাশ প্রাপ্ত হয়।

যে আসনে সমধিক ক্লেশ পাইতে হয় উহা রোগোৎপত্তির কারণ। উহাতে কিয়ন্মাত্রও উপকার সাধিত হয় না। কেহ কেহ বলেন এক আসনে ক্রমান্বয়ে তিন ঘণ্টা কাল থাকিতে পারিলে সে আসন সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। কিন্তু উক্ত তিন ঘণ্টা কাল বিনা ক্লেশে কাটাইতে না পারিলে আসন সিদ্ধি হয় নাই বলিয়া বুঝা উচিত। (ঞ) আসন জয় হইলে যোগী শীত গ্রীষ্ম দ্বারা কখনই অভিভূত হয়েন না।

অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গের নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম কাহাকে বলে তাহাই নিম্নে বলিতেছি।

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা;—

আসনে জিতে সতি রেচনাক্ষেপণপূরণধারেণ বাহ্যাভ্যন্তরেষু স্থানেষু গতেঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদো বারণং প্রাণায়াম উচ্যতে।

আসন সিদ্ধ হইলে যোগী (ট) রেচক পূরক কুম্ভক দ্বারা ইচ্ছামত প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া থাকেন। উহাকেই প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত সাধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে। প্রাণায়ামে কৃতকার্য্য হইলে কি ফল সমুৎপাদিত হয় এবং অজ্ঞভাবে প্রাণায়াম করিলে কি কুফল জন্মে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাণায়াম শিক্ষার্থীর স্মরণ রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

অর্থাৎ প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে নিজপ্রাণকে ইচ্ছামত অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার শক্তি জন্মে এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের উপশম হয়। কিন্তু বায়ুর গতির ব্যতিক্রম ঘটিলে ও প্রাণায়াম পদ্ধতি না জানিয়া প্রাণায়াম করিলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণ চক্ষু সংক্রান্ত

(ঞ) ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥৪৮।

ব্যাখ্যাঃ—তাস্মিন্নাসনজয়ে সতি দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুত্তৃষ্ণাদিভির্যোগী নাভিহন্যত ইত্যর্থঃ।

(ট) কৃষ্ণমন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত তাহাদের প্রাণায়ামে প্রথমে রেচক তৎপর পূরক এবং তৎপর কুম্ভকের বিধান আছে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের পূরক হইতে আরম্ভ করা উচিত। এবিষয়ে বিজ্ঞলোকের উপদেশ শ্রোতব্য।

রোগ এবং আরও বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। (ঠ) প্রাণায়ামে প্রকাশরূপ চিত্ত-সত্ত্বের ক্লেশরূপ আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (ড) প্রাণায়ামকারী কখনও অনাহারে বা উপবাসে ক্ষীণশক্তি হইয়া প্রাণায়াম করিবেন না। প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থা হইতে স্বেদনির্গম, অঙ্গকম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রাণায়াম দ্বারাই ধারণাশক্তি জন্মে। প্রাণায়ামে চিত্তস্থির হয় এবং আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয়ে সিদ্ধমনোরথ হইলে প্রত্যাহার নামক পঞ্চম অঙ্গটী অভ্যাস করিতে হয়। প্রত্যাহার কি তাহাই বলিতেছি :—

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥

যখন চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয় উহাদের গ্রাহ্যরূপ শব্দ গন্ধ প্রভৃতির প্রতি ধাবিত হইবে, তখন যোগী উহাদিগের গতিরোধ করিবেন। ইহাই প্রত্যাহার। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত থাকে।

প্রত্যাহারে অভ্যস্ত হইলে যোগী ধারণা শিক্ষা করিবেন। ধারণাই অষ্টাঙ্গযোগের সষ্ঠ অঙ্গ। ধারণা কি তাহাই বলিতেছি।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" ॥১॥

যমনিয়মাভিজ্ঞ, জিতাসন, যোগী বিষয় ভাবনা পরিহার পূর্ব্বক, ঋজুকায় ও শীত-গ্রীষ্ম-সহনশীল হইয়া যখন নাভিচক্র, নাসাগ্র-ভাগ প্রভৃতিতে চিত্ত কিছুকাল স্থির রাখেন তখন তাহাকে ধারণা বলা যায়। ধারণার শিক্ষাদ্বারাই ধ্যানশক্তি জন্মে। ধ্যান অষ্টাঙ্গের সপ্তম অঙ্গবিশেষ।

ধ্যান কি তাহাই বলিতেছি ;—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২

পূর্ব্বোক্ত ধারণা যদি অবিচ্ছেদ গতিতে প্রবাহিত থাকে তবে তাহাকে ধ্যান বলে। ধ্যানে যোগী কল্পিত বিষয়ে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া তন্ময় হয়েন কিন্তু ধারণায় সেরূপ হয়েন না।

ধ্যান হইতেই সমাধি জন্মে। সমাধি কি তাহাই বলিতেছি।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" ৩॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী
বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ।

"এসেছি"

কোথা প্রাণ-সখা, দাও মোর দেখা,
(আমি) বহুদূর হতে এসেছি।
প্রাণে কত আশা, বুকে ভালবাসা,
(শুধু) তব তরে পুষে রেখেছি।
বিজনে বিরহে, বসি নিজ গেহে,
(আমি) কত যে তোমারে ডেকেছি।
কেঁদে কেঁদে কত করি অশ্রুপাত
(শুধু) বুকটী ভাসিয়া দিয়েছি।
পাব বলে কভু হরষিত প্রভু
(আমি) প্রেমানন্দে কত নেচেছি।
সেই আশা নিয়ে গরবেতে ধেয়ে
(আমি) তোমারে দেখিতে এসেছি।
কোথা প্রাণ সখা, দাও মোর দেখা
(আমি) বহুদূর হতে এসেছি ॥ শ্রী—

(ঠ) মহর্ষিকল্প শ্রীমদ্ অবধূতাচার্য্য জ্ঞানানন্দ দেব বলিয়াছেন যে অত্যধিক ভ্রমণের পর প্রাণায়াম করা উচিত নয়। প্রাণায়াম বিষয়ে উক্ত মহাত্মার আরও অনেক উপদেশ আছে।

(ড) ইহা কেবল শিক্ষার্থীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে। যোগসিদ্ধ পুরুষের শক্তি, মাহাত্ম্য, অতুলীয়; তাঁহাদের পক্ষে সমস্তই সম্ভবে।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাঁহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফূরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, আশ্বিন। } ৯ম সংখ্যা

যোগাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

অষ্টাবক্র সংহিতার অষ্টাদশ প্রকরণ হইতে "যে মহাত্মা, সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াও স্বভাবত সাংসারিক কষ্টে অভিভূত হন

না, তিনি মহা হ্রদের ন্যায় ক্ষোভ রহিত ও ক্লেশ রহিত হইয়া সাতিশয় শোভমান হন। ৬০ মূঢ় ব্যক্তির যে বিষয়নিবৃত্তি তাহা প্রবৃত্তি স্বরূপ

হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির যে বিষয়ে প্রবৃত্তি তাহা নিবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মূঢ় ব্যক্তি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করেন। ৬১। মূঢ় ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র গৃহধন প্রভৃতি পরিগ্রহ বিষয়ে প্রায়ই বৈরাগ্য প্রদর্শন করে. পরন্তু যিনি নিজ শরীরেও আশাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে অনুরাগও নাই, বৈরাগ্যও নাই। ৬২। মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টি সর্ব্বদাই ভাবনা বা অভাবনায় আসক্ত থাকে, পরন্তু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টি চিন্তান্বিত থাকিয়াও অদৃষ্টিস্বরূপা হয়। ৬৩। যে মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি সমুদায় বিষয়েই বালকের ন্যায় কামনাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা যোগী কর্ম্ম করিতেছেন বটে কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না। ৬৪। যিনি সর্ব্ব বিষয়ে সমদর্শী সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই ধন্য। তিনি সমুদায় দর্শন করিতেছেন, সমুদায় শ্রবণ করিতেছেন, সমুদায় র্শ করিতেছেন, * * *”

অষ্টাবক্র সংহিতার ষোড়শ প্রকরণ হইতে

“বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকিলে বিষয়ানুরাগ প্রকাশ হয়, বিষয় হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা হইলে বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ-দুঃখ, শীতগ্রীষ্ম ও রাগদ্বেষ রহিত হইয়া অজ্ঞান শিশুর ন্যায় অবস্থান করেন। ৮। রাগী ব্যক্তি দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। যিনি বীতরাগ অর্থাৎ সংসারে অনুরাগশূন্য তিনি সাংসারিক দুঃখে লিপ্ত না থাকাতে সংসার আশ্রমে থাকিয়াও খিন্নমনা হন না। ৯। যাঁহার দেহে মমতা আছে, যাঁহার, আমি মুক্ত, এরূপ মোক্ষাভিমান আছে, তিনি যোগীও নহেন, জ্ঞানীও নহেন। তিনি কেবল দুঃখের ভাগী। মহাযোগী মহাদেব অথবা সর্ব্বযোগেশ্বর হরি অথবা পরমযোগী ব্রহ্মা যদি তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন তথাপি যে পর্য্যন্ত তুমি জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না। ১১।”

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১শ স্কন্ধ। অষ্টাদশ অধ্যায়। যতি-ধর্ম্ম-নির্ণয়।

ভগবান কহিলেন, উদ্ধব! বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইলে, পুত্রগণের উপর পত্নীর ভার দিয়া অথবা তাঁহার সহিতই, শান্তচিত্তে আয়ুর তৃতীয়ভাগ বনেই বাস করিবেন; বিশুদ্ধ বন্য কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং বল্কল, বস্ত্র, তৃণ, পর্ণ বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। তিনি কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও মলা অপগত করিবেন না; দন্তধাবন করিবেন না! ত্রিসন্ধ্যা জলে স্নান করিবেন এবং স্থণ্ডিতে শয়ন করিবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিতাপে তপ্ত হইবেন; শীতকালে জলে গলদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া থাকিবেন; এইরূপ আচরণ করিয়া তপস্যা করিবেন। অগ্নিপক্ক কিংবা কালপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেন। উদূখল বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কুট্টিত করিবেন; অথবা দন্তকেই উদূখল স্থানীয় করিবেন। নিজের জীবনোপযোগী সকল দ্রব্য নিজেই আহরণ করিবেন। দেশ, কাল ও শক্তি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া কালান্তরে আহৃত দ্রব্য কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না। বন্য চরু-পুরোডাশাদি দ্বারা কাল-বিহিত অন্নাদি পিতৃ-দেবোদ্দেশে নিবেদন করিবেন; বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বেদবিহিত পশু দ্বারা আমার যাগ করিবেন না। বেদবাদিগণ মুনির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ সকল উপদেশ দিয়াছেন। ১-৮। ধমনিব্যাপ্ত-শুষ্ক-মাংস মুনি

এইরূপে তপস্যা দ্বারা তপোময় আমার উপাসন করিয়া ঋষিলোক হইতে আমাকে লাভ করেন। যিনি দুঃখকৃত মোক্ষফল-জনক এই মহৎ তপস্যা অল্প কামনা পূরণের জন্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর মূর্খ কে? যখন ইনি জরা বশতঃ কম্পান্বিত হইয়া নিয়মপালনে অক্ষম হইবেন, তখন আপনাতে অগ্নিসমারোপন করিয়া আমাতে মনঃসংযোজন পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করিবেন। যখন ধর্ম্মের ফল লোক সকল পরিণামে দুঃখজনক বলিয়া তাহাতে বিরক্ত হইবে, তখন অগ্নি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইবে। উপদেশ ক্রমে আমার পূজা করিয়া সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দান পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি নিধান করিবেন এবং নিরপেক্ষ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। "ইনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন, "এই ভাবিয়া পত্নীপ্রভৃতি দেবতা সকল সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যুক্ত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করেন। মুনি যদি বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষী হন; যতটুকু দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে ততটুকু বস্ত্র পরিধান করিবেন। আপদ উপস্থিত না হইলে, দণ্ড ও পাত্র ভিন্ন পরিত্যক্ত অন্য কিছু ধারণ করিবেন না। দৃষ্টি-পূত পদন্যাস করিবেন; বস্ত্রপূত জল পান করিবেন; সত্যপূত বাক্য বলিবেন; মনঃপূত আচরণ করিবেন। ৯-১৬। মৌন, চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়াম যথাক্রমে বাক্য, শরীর এবং মনের দণ্ড। হে উদ্ধব! যাঁহার এই সকল দণ্ড নাই, তিনি কেবল বেণুযষ্টি সমূহ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। চারিবর্ণের মধ্যে নিন্দনীয়-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনভিপ্রেত-পূর্ব্ব সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবেন; তাদ্দ্বারা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রামের বহির্ভাগস্থ জলাশয়ে গমন করিবেন; তথায় মৌনভাবে স্নান করিয়া আহৃত পবিত্র সমস্ত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করিবেন। নিঃসঙ্গ, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর ও সমদর্শী হইয়া একাকী এই পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-স্থানবাসী, আমার প্রতি ভক্তিবশতঃ নির্ম্মলচিত্ত মুনি আত্মাকে আমার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন। জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই বন্ধন; আর ইহাদিগের দমনই মোক্ষ। সেই হেতু মুনি আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা ষড়্‌ইন্দ্রিয় জয় করিবেন এবং ক্ষুদ্র কামনা সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মাতে মহৎসুখ লাভ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। ভিক্ষার জন্য নগর, গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ সকলে প্রবেশ করিয়া পবিত্র দেশ গিরিনদী-কাননমালিনী ও আশ্রম-শালিনী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন; বানপ্রস্থদিগের আশ্রম-মণ্ডলে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিবেন। শিলবৃত্তি দ্বারা লব্ধ অন্নভোজনে শুদ্ধসত্ত্ব ও বিরত মোহ হইয়া মুক্ত হইবেন। ১৭-২৫। এই দৃশ্যমান মিষ্টান্নাদিকে বস্তুরূপে দর্শন করিবেন না; কারণ ইহা নাশ পাইবে; অতএব ইহলোকে ও পরলোকে চিত্তনিবেশ করিয়া তন্নিমিত্তক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। চিত্ত, বাক্য ও প্রাণ দ্বারা আত্মাতে বিরচিত এই জগৎকে, অহঙ্কারাস্পদ শরীরকে, এবং তজ্জন্য সমুদায় সুখকে "মায়া" এই বিবেচনা পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবেন এবং আর তাহাকে চিন্তা করিবেন না। মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিম্বা মুক্তি বিষয়ে নিরপেক্ষ মদীয় ভক্ত হন, তিনি চিহ্ন সহিত আশ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিধি সমূহের অনধীনভাবে আচরণ করিবেন। বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন; নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায়

ব্যবহার করিবেন। পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিবেন; বেদনিষ্ঠ হইয়াও নিয়মশূন্য ভাবে গোচর্য্যা আচরণ করিবেন। কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করিবেন না; শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ কার্য্যও করিবেন না এবং কেবল তর্ক-পরায়ণও হইবেন না; প্রয়োজন-শূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না, এবং লোককেও উদ্বিগ্ন করিবেন না। দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন, কাহাকেও অবহেলা করিবেন না; দেহকে উদ্দেশ করিয়া পশুজাতির ন্যায় শত্রুতাচরণ করিবেন না। যেমন এক চন্দ্র নানা জল পাত্রে অবস্থিত থাকে সেইরূপ একমাত্র পর আত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন; সমুদায় ভূত একাত্মক। ২৬-৩২। ঐ জ্ঞানী সময়ে সময়ে কখনও খাদ্য না পাইলে বিষন্ন হইবেন না; পাইলেও হৃষ্ট হইবেন না; উভয়েই দৈবাধীন। আহারের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন; কারণ প্রাণ ধারণ কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য; তিনি প্রাণ থাকিলেই তত্ত্ববিচার করিবেন; তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মুক্ত হইবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, শ্রেষ্ঠ হউক, অপকৃষ্ট হউক, ভোজন করিবেন এইরূপে বস্ত্র এবং এইরূপে শয্যাও যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিধানক্রমে শৌচ, আচমন, স্নান বা অন্যান্য নিয়ম সকলও আচরণ করিবেন না; আমি ঈশ্বর যেমন কার্য্য সকল লীলা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করি, সেইরূপ তিনিও লীলা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই; যাহাও ছিল, সেও জ্ঞানদ্বারা হত হইয়াছে। যতদিন দেহের অন্ত না হয়, ততদিন কখন কখনও প্রতীতি হয়; তাহার পরে আমার সহিত মিলিত হন। যে পণ্ডিত দুঃখ-পরিণামী-কাম সকলে নির্ব্বিন্ন হইয়াছেন, তাঁহার মদীয় ধর্ম্ম জ্ঞাত না থাকিলে, তিনি কোন মুনিকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইয়া যতদিন ব্রহ্ম না জানিতে পারেন, ততদিন আমার স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক গুরুর সেবা করিবেন। যিনি অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় যাঁহার সারথি এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য নাই, অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, এতাদৃশ ধর্ম্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করে এবং অসম্পূর্ণ মনোরথ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। ৩৩-৪১। ভিক্ষুকের ধর্ম্ম শম ও অহিংসা; বানপ্রস্থের ধর্ম্ম তপশ্চরণ; গৃহীর ধর্ম্ম ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলি প্রদান করা; দ্বিজের ধর্ম্ম আচার্য্যের সেবা করা। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ সন্তোষ, ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং ঋতুকালে স্ত্রীগমন; গৃহস্থের ধর্ম্ম; আমার উপাসনা সকলের ধর্ম্ম। যিনি সকল ভূতে আমাকে ভাবনা করিয়া অন্যকে ভজনা না করেন, স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমাকে ভজনা করেন, তিনি মদ্বিষয়িনী দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন। হে উদ্ধব! অবিনাশিনিভক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বলোক মহেশ্বর সকলের উৎপত্তি-নাশ প্রবর্ত্তক কারণরূপী বৈকুণ্ঠবাসী আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার স্বধর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়াতে আমার গতি জানিতে পারেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট লোকদিগের ইহাই আচার লক্ষণ ও ধর্ম্ম; ইহাই মদ্ভক্তি সম্পন্ন পরমমুক্তির সাধন। হে সাধো! নিজধর্ম্ম সংযুক্ত মদ্ভক্ত যে প্রকারে পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই তাহা ব্যক্ত করিলাম।" ৪২-৪৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্ত জপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে অন্ধপঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্নদান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ইষ্টানিষ্ট-কর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে; শান্তিগুণাবলম্বী হইবে; তিনগাছদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে; একাকী থাকিবে; অভিমান-মূলক শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবলমাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া, বাক্য নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তর বর্জ্জিত গ্রামে কেবল প্রাণধারণার্থ, অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চম ভাগে ভিক্ষা-চরণ করিবে। মৃণ্ময়, বেণুময়, দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য্য। গোলা-ঙ্গুলকেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে; অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে; যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সে সকল ব্যবহার করিবে না; চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ভিক্ষু, বিষয়কামনাদি জনিত দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে; কেননা, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান ধারণাদি কর্ম্মে বিলক্ষণ সামর্থ্যলাভের কারণ। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধা-চরণাদিজনিত নরক-গমনাদি গতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব-পঙ্গুত্বাদিজনিত রূপ-বিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয়, এই জন্য) নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে শরীরাদি ব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। কোন একটা আশ্রমা-বলম্বন, ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে; কেননা আশ্রমাবলম্বন ত করিলেই হইল; অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সেই ব্যবহার) না করা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্প-শূন্যতা ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ-সকল ব্যতীত কেবলমাত্র আশ্রমা-বলম্বন অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্য্যও করিতে হইবে)। ৫৬ ৬৬

ইতি যতিপ্রকরণ।

শ্রীমদ্ভাগবত। একাদশ স্কন্ধ। নবম অধ্যায়।

অবধূত-বাক্য।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু প্রিয়তম, সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের নিমিত্ত; অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা জানিয়াছেন, তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমিষ-সম্পন্ন কুরর পক্ষীকে আমিষহীন অন্যান্য কুররেরা বধ করে। সেই আমিষ ত্যাগ করিয়া সে সুখী হইয়া থাকে। আমার মান, অপমান নাই; পুত্রবান্ ও গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই; আমি আপনা আপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই

আসক্ত হইয়া বালকের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করি। অজ্ঞ উদ্যম-রহিত বালক এবং যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই উভয় ব্যক্তিই চিন্তাশূন্য ও পরমানন্দময়। কোনও সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত; তৎকালে তাহার বন্ধুজন স্থান বিশেষে গমন করিয়াছিল, সেই জন্য কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে মহীপতে! কুমারী তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালিধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কুমারীর প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ-সকলের অতি শব্দ হইতে লাগিল। ১-৬। সে তাহাকে লজ্জাজনক বোধ করতঃ এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল, দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি অপঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খ-দ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; এক গাছি হইতে আর শব্দ হইল না। হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে এই সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সেই কুমারী হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি;—বহুজনের একত্র বাস, বা দুই জনের একত্র-বাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারী-কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবে। জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাস-যোগ দ্বারা মনকে এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। এই মন যাহাতে স্থানলাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ করে এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমঃ নাশ করিয়া গুণ ও গুণকার্য্য-রহিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। যেমন বাণে নিবিষ্টচিত্ত বাণনির্ম্মাতা ব্যক্তি পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না; সর্পের ন্যায় মুনি একচারী, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচার-দ্বারা অলক্ষ্য, অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন। ৭-১৪। নশ্বর-দেহ মনুষ্যের গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল; সর্প পরকৃত-গৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকে। দেবনারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্ত-সময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয়রূপে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। আত্মশক্তি কাল-প্রভাবে শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদিক্রমে স্ব স্ব কারণে লীন হইলে পর, কৃষ্ণপুরুষের ঈশ্বর আদি-পুরুষ, ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি করেন; কারণ, তিনি নিরুপাধিক, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দ-সন্দোহ; অতএব মোক্ষশব্দের প্রতিপাদ্য। হে শত্রুদমন! নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুভবরূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি কারিণী, অতএব বিশ্বতোমুখা ও ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা বলা যায়, ইহাতেই এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে এবং ইহাদ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন ঊর্ণনাভ মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। ১৫-২১। দেহী,—স্নেহ, দ্বেষ, বা ভয়হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, মরণান্তে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; রাজন্! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করিতে করিতে তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই, তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুরু হইতে

আমি এইরূপ বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে প্রভো! স্বীয় শরীর হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। শরীর আমার গুরু; কারণ, নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার শেষ ফল, সেই উৎপত্তি-বিনাশ ইহার ধর্ম্ম; আর, আমি ইহা দ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; অতএব ইহা আমার বিবেকের কারণ; তথাপি ইহাকে পরকীয় স্থির করায় সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি পুরুষ যে দেহের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টে ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক পোষণ করে, বৃক্ষধর্ম্মী সেই দেহ এই পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তর বীজ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ রসনা ইহাকে এক দিকে আকর্ষণ করে; তৃষ্ণা অন্য দিকে; শিশ্ন অন্য দিকে; ত্বক্, উদর, কর্ণ, আর নাসিকা, চপল চক্ষু এবং কর্ম্মশক্তি অন্যান্য দিকে আকর্ষণ করে। ২২-২৭। দেবনারায়ণ আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া ঐ ঐ সকলে সন্তুষ্টচিত্ত না হওয়াতে, ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ-শরীর সৃষ্টি করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য হইলেও পুরুষার্থ-সাধন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ইহা পতিত না হইতে হইতেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন; বিষয়ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে। এইরূপে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞানদীপ-প্রভাবে অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ আত্মনিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; কেননা, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে নির্ণয় করিতেছেন।' ভগবান কহিলেন, অগাধবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুপূজিত এবং তজ্জন্য আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যথাগত গমন করিলেন; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজাত সেই যদু, অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন।২৮-৩৩

হারীতসংহিতা। ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাধ্যায় কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ ধ্বংস করত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসবিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনান্তর পূর্ব্ব অথবা উত্তর দিক লক্ষ্য করত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে। চতুরঙ্গুলপরিমিত কৃষ্ণ-গো-বাল-রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সম-পর্ব্ব-প্রশস্ত বেণু নির্ম্মিত ত্রিদণ্ড, সন্ন্যাসীর বাহ্য ও মানস শৌচের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছাদন-বাস, কৌপীন শীতনিবারিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয় সংগ্রহ করিবে, অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন করত মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া সূর্য্যকে সমন্ত্রক

প্রণাম করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাশক্তি গায়ত্রী জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। প্রতি দিবস আপনার প্রাণ ধারণের জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবে। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সংগ্রহ করিবে। যত অন্ন দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা, তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া, সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করত পৃথক পাত্রে রাখিবে। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূত দেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিংবা এক পাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিংবা অশ্বথ পত্রে অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এই জন্য কদাচ কাংস্যপাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে ও যে কাংস্যপাত্রে ভোজন করায়, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিগণ প্রাপ্ত হন। যতি ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় ধৌত করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞির পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দূষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে নিদিধ্যাসন করত ভগবান ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ, —জপ; ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রি যাপন করিবে এবং হৃদয়পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশী ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। যদি সন্ন্যাসী এ প্রকার ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বভূতসমদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন, তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন, যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে সমূহকে উদাসীন করিয়া, ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

মঠ	শৃঙ্গগিরি	জ্যোসী
ক্ষেত্র	রামেশ্বর	বদরিকাশ্রম
দেব	আদিবরাহ	নারায়ণ
দেবী	কামাখ্যা	পুন্নাগরী
তীর্থ	তুঙ্গভদ্রা	অলোকনন্দা
বেদ	যজুর্ব্বেদ	অথর্ব্ববেদ
মহাবাক্য	অহংব্রহ্মাস্মি	অয়মাত্মা ব্রহ্ম
মঠ	সারদা	গোবর্দ্ধন
ক্ষেত্র	দ্বারকা	পুরুষোত্তম
দেব	সিদ্ধেশ্বর	জগন্নাথ
দেবী	ভদ্রকালী	বিমলা
তীর্থ	গঙ্গাগোমতী	মহোদধি
বেদ	সামবেদ	ঋগ্বেদ
মহাবাক্য	তত্ত্বমসি	প্রজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম

শাক্ত সম্প্রদায়েও বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী কৌলাচারী (এতাবৎ পশ্বাচার ও বীরাচারের অন্তর্গত) এই সাত নামের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী আছেন। তন্ত্রমতে কৌলাচারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বীরাচারগণের ভৈরবীচক্রে নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতিনি, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা ও মালাকার কন্যা, এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকন্যা বলিয়া পরিগণিত। ভৈরবীচক্রগত পরপুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর প্রকৃত পতি; কুলধর্ম্মে বিবাহিতপতি পতি নহে।

গুপ্ত মঠ—

৫ম—কৈলাস ক্ষেত্র, কাশী সম্প্রদায়, নিরঞ্জন দেবতা, মানসসরোবর তীর্থ, ঈশ্বর আচার্য্য সনকসনন্দন ও সনৎকুমার ব্রহ্মচারী, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বাক্য।

৬ষ্ঠ—নাভিকুণ্ডলিনী ক্ষেত্র, সত্য সম্প্রদায়, পরমহংস দেবতা, হংস দেবী, ত্রিকুটী তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ব্রহ্মচারী, অজপা মন্ত্র।

৭ম—এই মঠের অম্নায় মধ্যে শুদ্ধাত্ম তীর্থ এবং অহমেব হংসঃ, নিত্যোঽহম্, নির্ম্মলোঽহম্, নির্ব্বিকল্পোঽহম্, শুদ্ধোঽহম্ ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞ মুক্তাত্মাজ্ঞাপক কতিপয় বাক্য সন্নিবিষ্ট আছে।

তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতীর কিয়দংশ ভিন্ন অপর সপ্তশিষ্যসম্প্রদায় আচার্য্যের অসন্তোষোৎপাদন করায় দণ্ডাদি বর্জ্জিত হয়েন, etc.

তীর্থ ও আশ্রম পদ্মপাদের, বন ও অরণ্য হস্তামলকের, গিরি পর্ব্বতও সাগর মণ্ডনের এবং সরস্বতী, ভারতী ও পুরি তোটকের শিষ্য।

ত্রিদণ্ডা সন্ন্যাসীগণ ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে পারেন। সুভদ্রাহরণকালে অর্জ্জুন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

"একদণ্ডী ভবেদ্বাপি ত্রিদণ্ডী চাপি বা ভবেৎ"।

• শম, (অন্তরেন্দ্রিয়সংযম) দম, (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম) ধৃতি (ধারণাশক্তি-বাক্যসংযম ও বীর্য্য-বেগধারণ) (ক্রমশঃ)

বিবিধ।

যে ব্যক্তি সঙ্গীত শিক্ষা ব্যতীত উত্তম গাহিতে পারে তাহার ঐ প্রকার পারদর্শিতার কারণ পূর্ব্বসংস্কার। যে ব্যক্তি কালী সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ না করিয়াও, কালীমন্ত্র গ্রহণ না করিয়াও যাঁহার কালীতে অত্যন্ত অনুরাগ তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে কালীই ইষ্টদেবতা ছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কালীতে বিশেষ অনুরাগ। এ জন্মে তাঁহার কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণ হইলেও কালীমন্ত্রেই তাঁহার দীক্ষিত হওয়া উচিত। এ জন্মে তিনি কালীমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে তাঁহার স্বইষ্ট ত্যাগ করায় স্বার্থত্যাগও করা হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতত্ত্ব পরধর্ম্ম। সুতরাং তাহা তাঁহার পক্ষে অবশ্যই ভয়াবহ। ১

আর্য্যশাস্ত্রমতে অগ্নি অবলম্বনে হোম হইয়া থাকে। অগ্নি অবলম্বনেই পুরাকালে বৈদিক নানা প্রকার যজ্ঞসকল সম্পন্ন হইয়াছিল। বৈদিক মতে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেই সমস্ত দেবতারই তৃপ্তি হইত। উত্তরগীতামতে 'অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং'। স্মার্ত্ত মনুর মতে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি। অগ্নি দহিত হইয়া ঋগ্বেদোৎপন্ন হইয়াছিল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি। সেইজন্য ঋগ্বেদকেও অগ্নির অংশ অগ্নিই বলিতে হয়। বৈদান্তিক মতে অগ্নি প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি। সেই অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি জন্য ঋগ্বেদকেও প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রকৃতির অংশও প্রকৃতি, সেই অংশের অংশও প্রকৃতি। বেদান্তমতে অগ্নি প্রকৃতির অংশ। ঋগ্বেদ সেই প্রকৃতি হইতে দোহন দ্বারা উৎপন্ন। সুতরাং অবশ্যই সেই ঋগ্বেদও প্রকৃতির অংশের অংশ বলিয়া তাহাও প্রকৃতি। ঐ বৈদান্তিক মতানুসারেই বৈদান্তিকগণ প্রকৃতির অংশের অংশ ঋগ্বেদকে নিত্য (অপৌরুষেয়) বলিতে পারেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন। সে কথা তাঁহাদের প্রকারান্তরে সত্য বলিয়াও পরিগণিত করা যাইতে পারে। কারণ অগ্ন্যুৎপন্ন ঋগ্বেদ পৌরুষেয় নহে, অগ্নি অপুরুষ বলিয়া। সূর্য্যোৎপন্ন সামবেদ পৌরুষেয় নহে, সূর্য্য পুরুষ

নহে বলিয়া। বায়ুৎপন্ন যজুর্ব্বেদও পৌরুষেয় নহে, কারণ বায়ু পুরুষ নহে। বেদান্ত এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রমতে সূর্য্যাগ্নি এবং বায়ু জড়। অতএব ঐ তিন হইতে যে ত্রিবেদ সেই ত্রিবেদকেই বা কি প্রকারে অজড় বলা যায়। ত্রিবেদ যে জড় তাহা বাচনিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে না। তাহারা যে জড় তাহা ত প্রত্যক্ষই দর্শন করা হইয়া থাকে। বৈদান্তিকগণ ত্রিবেদকে যদ্যপি অজড় বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা অশ্বথ বৃক্ষ, শালগ্রাম এবং গঙ্গা প্রভৃতিকেও অজড় বলিতে পারেন। নানা পুরাণানুসারে ঐ সকল সামগ্রীকে অজড়ই বলিতে হয়। কারণ পৌরাণিক মতে অশ্বথ ও শালগ্রাম নারায়ণ। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মতে গঙ্গা দেবী, গঙ্গা গৌরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং শম্ভুজায়া। ২

যিনি বলেন মায়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে তাঁহার কথা সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য করিবার যোগ্য। তাঁহার ঐ প্রকার ধারণাই তাঁহার মুমুক্ষতালাভ সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায়। তাঁহার ঐ প্রকার ধারণা অপসৃত না হইলে তাঁহার মুমুক্ষুতা-বিষয়িণী মতিই হইবে না। ৩

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে রাধাগোপীর শ্রীকৃষ্ণ-পরমেশ্বরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সে মতে রাধা শ্রীকৃষ্ণের উপপত্নী নহেন। ৪

ঈশ্বরের ঔরষে তোমার জন্ম হয় নাই অথচ ঈশ্বরকে পিতা বল। ঈশ্বরীর গর্ভে তোমার জন্ম হয় নাই অথচ তাঁহাকে মাতা বল। তোমার মত অনুসারে রাধার সহিতও যদি ঈশ্বরের বিবাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলেও আমাদের মতে রাধা ঈশ্বরকে পতি বলিতে পারেন। ৫

সন্ন্যাসী পুরুষপ্রকৃতির অতীত। তিনি অপুরুষ, অপ্রকৃতি। সেইজন্য তিনি বহু পুরুষ-প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা বাস করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ৬ক

যাঁহার আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ আছে, তাঁহার যুবতী প্রকৃতির নিকট সাবধান হওয়া উচিৎ। যাঁহার আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ হয় নাই, যাঁহার আপনাকে কেবলমাত্র আত্মা বলিয়া বোধ আছে, তিনি নিয়ত বিদ্যাধরী-বিনিন্দিত যুবতী নারীগণের সহিত একত্রে বাস করিলেও সেই নারীগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ৬খ

অনাত্মজ্ঞানী যুবা পুরুষদিগেরই যুবতী নারীগণ হইতে অনিষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহারা যুবতীদিগের নিকট সাবধান হইবেন। তাঁহারা যদ্যপি সাধন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোন ক্রমে যেন তাঁহারা যুবতীদিগের সহিত একত্রে বাস না করেন। ৬গ

যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই আত্মজ্ঞানী। তাঁহার কামাদির সহিত সংশ্রব নাই বলিয়া কাম দ্বারা কামিনীর সহিত কামুক পুরুষের যে সংশ্রব হইয়া থাকে, তাঁহার কামিনীর সহিত সে সংশ্রব হইতে পারে না। তিনি নিষ্কাম বলিয়া কামভাবে তাঁহার কামিনীতে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব যুবতী কামিনীগণ তাঁহার নিকটেই নিরাপদ। সেইজন্য যুবতী কামিনীগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিলেও তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে না। যুবতী কামিনীগণও তাঁহার নিকট থাকার জন্য তাঁহাদেরও ক্ষতি হইতে পারে না। যুবতী কামিনীগণের মধ্যে কেহ তাঁহার বক্ষে বিহার করিলেও তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে না। তদ্দ্বারা তাঁহার মন কামভাবে বিকৃত হয় না। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কোন পরমা সুন্দরী যুবতী বক্ষে নিয়ত বিরাজিত রহিলেও তিনি কামভাবে

মগ্ন হন্ না। কামভাব দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয় না। যুবতী অঙ্গের যে স্থান অনাত্মজ্ঞানী পুরুষ স্পর্শ করিলে কামভাবে উন্মত্তের ন্যায় হন্. তিনি সে স্থান নিয়ত দর্শন স্পর্শন করিলেও কামোন্মাদ হন্ না তদ্দ্বারা তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। সেইজন্য তাঁহার নিকটেই যুবতী কামিনীদিগের থাকিবার নিরাপদ স্থান। সেই-জন্য সন্ন্যাসীর নিকটে যুবতীগণের থাকা অবি-ধেয় বলা উচিৎ নহে। আপনাদিগের চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই যুবতীগণের আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট থাকা উচিৎ। ঐ প্রকার সন্ন্যাসীর সদোপদেশে তাঁহাদিগেরও আত্মজ্ঞানলাভের আশা করা যাইতে পারে। ৬ঘ

পর যাঁহাকে বলা হয়, পর বলিয়া যাঁহাকে বোধ হয়, অদ্বৈতজ্ঞান হইলে, তাঁহাকেও আপনি বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ৭

যাহার ক্ষুধা আছে, তাহার কোন খাদ্য সামগ্রীতে লোভ নাই বলা যায় না। যাহার ক্ষুধা আছে, তাহারই খাদ্য সামগ্রীতে লোভ আছে। যাহার কাম আছে তাহার কামিনীতে লোভ নাই বলা যায় না। কামবশতই কামিনীতে লোভ হইয়া থাকে। ৮

ভগবানের ন্যায় অন্য কেহ নাই। সেইজন্য ভগবানই অদ্বিতীয়। সেই অদ্বিতীয় ভগবানকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই অদ্বৈত। সেই অদ্বিতীয় ভগবানে যাঁহার নিষ্ঠাভক্তি আছে, তিনিই অদ্বৈত। কেবলমাত্র সেই অদ্বিতীয় ভগবানে যাঁহার শুদ্ধপ্রেম আছে তিনি অদ্বৈত। যিনি অদ্বৈতজ্ঞান প্রভাবে কালীকৃষ্ণাদিকে অভেদ বোধ করেন, তিনিই অদ্বৈত। কেবল মাত্র আত্মাই আছেন যিনি জানেন তিনিই অদ্বৈত। ৯

বিষ্ণু সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে চারি বেদের উল্লেখ আছে। ১০

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার চতুর্ব্বেদের উল্লেখ নাই। উক্ত সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২৬ শ্লোকে "বেদত্রয়বেত্তা"রই উল্লেখ আছে। ১১

নিউটেষ্টামেণ্টের মধ্যে লিখিত আছে, "God is a Spirit." ইস্পিরিট যাহা তাহা অপ্রকৃতি। তাহাকে অপ্রাকৃতও বলা যায়। যেহেতু তাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহে। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাই প্রাকৃত। ইংরাজী ভাষায় সেই প্রাকৃত সংজ্ঞার অর্থই 'Material। অনেকে বলেন যে বাইবেলে 'গড' বা ঈশ্বর যে ইস্পিরিটকে বলা হইয়াছে তাহা 'Matter' বা প্রকৃতি নহে। সেই স্পিরিট 'Matter' বা প্রকৃতি হইতে উৎপত্তি নহে বলিয়া সেই প্রকৃতিকে 'Material' বা 'প্রাকৃত' বলা যায় না। কিন্তু বাইবেলের নিউটেষ্টামেণ্টে 'গড দি হোলি ঘোষ্টের' ঘুঘুর আকারে পরিণত হইবার বৃত্তান্ত আছে। ঘুঘুর আকারে পরিণত যে হোলি ঘোষ্ট বা Spirit হইয়াছিলেন. তাঁহাকে অপ্রকৃতি বলা যায় কি প্রকারে? তিনি 'Matter' নহেন, তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়? যেহেতু জগতের নানা ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে এবং অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মতে প্রকৃতি বা 'Matter'ই আকারে পরিণত হয়। অতএব বাইবেল্ মতানুসারে গডকে অপ্রকৃতিও বলা যায় না। বাইবেলান্তর্গত ওল্ড টেষ্টামেণ্টের মতানুসারে গড্‌কে Spirit বলা যায় না। সে মতে গড্ বা ঈশ্বরের 'Spirit'। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আছে, "The Spirit of God moved on the water' অতএব বাইবেলানুসারে God স্বয়ং স্পিরিট বটেন তাঁহার স্পিরিট বটে এবং তিনি প্রাকৃত আকারে পরিণত হইয়াছিলেনও বটেন্। অম-

রিকার থিওডোর পার্কারের মতে, অনেক জার্ম্যান্ দার্শনিকই একেশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা সকলেই বহুঈশ্বরবাদী। তবে তাঁহারা প্রাকৃত কোন বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া, স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে অপ্রাকৃত বহুঈশ্বর॥ তাঁহারা 'Matter' বা প্রকৃতিকে ঈশ্বর বলিয়া, স্বীকার করেন নাই। ঐ সকল দার্শনিক সম্বন্ধে তিনি ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, "There are spiritual pantheists. Several of the German philosophers, if I understand them, are of that stamp." সমস্ত বাইবেলখানির মত যাঁহারা স্বীকার করেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাও "spiritual pantheists"। যেহেতু বাইবেলানুসারে তাঁহাদের "God the Father, God the Son এবং God the Holy Ghost" স্বীকার করিতে হয়। বাইবেলানুসারে তাঁহাদের Godকে Spirit, unspirit এবং প্রাকৃত ঘুঘুর আকার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ১২

নবগ্রহের মধ্যে প্রত্যেকেরই আকার আছে। আকার থাকিলেই বর্ণ থাকে। সেইজন্য প্রত্যেকেরই বর্ণ অছে। রবির রক্তবর্ণ। সোমের শুভ্রবর্ণ। মঙ্গলের রক্তবর্ণ। বুধের পীতবর্ণ। বৃহস্পতির পীতবর্ণ। শুক্রের শুক্লবর্ণ শনির অনীলবর্ণ। রাহুর নীলবর্ণ। কেতুর ধূম্রবর্ণ। প্রতেক গ্রহ পূজা করিবার সময়েই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে পূজা হইতে পারে। রবির প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, তাম্র দ্বারাই নির্ম্মাণ করিতে হয়। সোমের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে হইলে স্ফটিক কিম্বা হীরক দ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হয়। মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। বুধ এবং বৃহস্পতির প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, স্বর্ণ দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। শুক্রের প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, রজত দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। শনির প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, লৌহ দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। রাহুর প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, সীসক দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। কেতুর প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, কাংস্য দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতে হয়। কথিত দ্রব্য সকল দ্বারা নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণ করাইতে অসুবিধা হইলে, প্রত্যেক গ্রহের প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তে চিত্রিত করাইতে হইবে। তবে প্রত্যেক গ্রহের চিত্রই, সেই গ্রহ যে বর্ণের সেই বর্ণেরই হইবে। তদ্বিষয়ে ব্যতিক্রম করা হইবে না। গ্রহগণের চিত্র করাইবার অসুবিধা হইলে, তাঁহাদের অর্চ্চনা জন্য যে 'মণ্ডল' রচনা করা হইবে, তাঁহাতেই তাঁহাদের সকলেরই প্রতিমূর্ত্তী অঙ্কিত হইতে পারিবে। তবে যে গ্রহের যে প্রকার বর্ণ, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তী অঙ্কিত করিবার সময় তাঁহার সেই প্রতিমূর্ত্তীরও সেই বর্ণ হইবে। রবি ও মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তীদ্বয় মণ্ডলোপরি রক্তচন্দন দ্বারাও অঙ্কিত হইতে পারে। নবগ্রহের নয় প্রকার বর্ণানুসারে নয় প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলোপরি তাঁহাদের প্রতিকৃতিগুলিও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গ্রহেরই বস্ত্র পরাইবার উপযুক্ত প্রতিমূর্ত্তী নির্ম্মিত হইলে প্রত্যেক গ্রহের প্রতিমূর্ত্তীকেই বস্ত্র পরাইতে হইবে। যে গ্রহ যে বর্ণের, তাঁহার বস্ত্রও সেই বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। যে গ্রহের যে বর্ণ তাঁহার পূজার জন্য সেই বর্ণের কুসুমাহরণ করিতে হইবে। তবে সেই প্রকার কুসুমের সহিত অন্যান্য কুসুমও

সমর্পিত হইতে পারিবে। প্রত্যেক গ্রহের জন্য তাঁহার বর্ণানুরূপ গন্ধদ্রব্য আহৃত হইলেও ভাল হয়। অভাব পক্ষে সূর্য্য এবং মঙ্গল ব্যতীত সকল গ্রহের পূজাই শ্বেতচন্দন দ্বারা হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রহের পূজাতেই ধূপ দীপ এবং নৈবিদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন স্মৃতিকর্ত্তার মতে গ্রহগণের পূজার সময় কোন শুদ্ধপাত্রস্থ অগ্নিতে গুগ্‌গুলু প্রদান করিবারও ব্যবস্থা আছে। যেহেতু গুগ্‌গুলুগন্ধে গ্রহগণ বিশেষ প্রীত হইয়া থাকেন। নবগ্রহ সম্বন্ধীয় যাগাষ্ঠানসময়ে প্রত্যেক গ্রহেরই ষোড়শোপচারে পূজা করাই কর্ত্তব্য। ষোড়শোপচারে পূজা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহাদের প্রত্যেককেই দশোপচারেও পূজা করা যাইতে পারে। তদ্বিষয়ে অপারগ হইলে পঞ্চোপচারেও গ্রহগণের পূজা হইতে পারে। পূর্ব্বে পঞ্চোপচারিকা পূজার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক উপচার সকলই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ১৩

কোন আর্য্য মহিলা একবার মাত্র ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত হইলেও তাঁহাকে প্রায়শ্চত্ত দ্বারা শোধিত করিয়া তাঁহার পতি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ প্রকার নারীর পক্ষে প্রাজাপত্য ব্রতই প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। তবে ঐ নারী যতদিন না রজমতী হইবে ততদিন তাহার শুদ্ধি হইবে না। ঐ বিষয়ে অত্রি বলিয়াছেন,—

"সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্ব্বা পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু॥ ১৯৭"

১৪

যাঁহার কোন প্রকার অভাব আছে, সেই ব্যক্তিই নির্দ্ধন। ১৫

যাঁহার কোন অভাব নাই, তিনিই ধনী। ভগবানের কোন অভাব নাই। অতএব তিনিই ধনী। ১৬

সকল বিষয়ের উন্নতিই ক্রমশঃ হইয়া থাকে। শৈশব হইতেই কি বার্দ্ধক্য প্রাপ্তির উপায় আছে? শৈশবের পরে বাল্যাবস্থা পাইতে হয়, বাল্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থা পাইতে হয়, যৌবনাবস্থার পরে পৌঢ়াবস্থা পাইতে হয়, প্রৌঢ়াবস্থার পরে বার্দ্ধক্য পাইতে হয়। ঐ প্রকারে নানাবস্থার পরে তবে পূর্ণোন্নতি হইয়া থাকে। ১৭

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানাভাবে ঈশ্বরে জীবের ভক্তি এবং প্রেম হয় না। ১৮

ঈশ্বরকে জানিলে কেবলমাত্র তিনিই প্রেমাস্পদ হন্। ১৯

ঈশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার অপর কিছুই জানিবার প্রয়োজন নাই। ২০

ঈশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কোন বিষয়ে নৈরাশ্য হয় না। ২১

যে মনুষ্য তোমাকে বিশেষ যত্ন করে বিশেষ আদর করে, বিশেষ স্নেহমমতা করে অথবা বিশেষ ভালবাসে ঐ সকল দ্বারা যদ্যপি তুমি তাহাতে অনুরক্ত না হও, তাহা হইলেই তুমি ভাগ্যবান। ঐ সকল যদ্যপি তোমাকে ঈশ্বর হইতে বিচলিত না করিতে পারে তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল যেহেতু ঐ সকল ঈশ্বরের প্রতি প্রেমসঞ্চার হইবার বিশেষ অন্তরায়। সাধককে যে স্নেহদয়া, সাধককে যে ভক্তিশ্রদ্ধা করে সেই ব্যক্তিই সাধকের ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বাধক, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার পরম শত্রু। ২২

যিনি কোন মহাপুরুষের বা স্বীয় গুরুদেবের শরণাগত তিনি সম্পূর্ণ অহঙ্কার পরিশূন্য। ২৩

অন্তরে সকল প্রকার বাক্যের স্ফুরণ নিরোধের নাম অন্তরবাহ্য নিরোধ। ২৪

যাঁহারা মহাবিদ্যা চাহেন তাঁহাদের সামান্য বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহ থাকে না। ২৫

যাঁহারা পরমার্থ চাহেন তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য লালায়িত নহেন। ২৬

যাঁহারা জীবন পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা সামান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষ যত্নশীল নহেন। ২৭

বিপদকালে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই অবলম্বনীয়। ২৮

বোধে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মহান, অনন্ত প্রভৃতি বলি। বোধ যখন নিত্য নয়, পরে অপ্রকৃতও হয় তখন ঐ বোধও অভ্রান্ত ও সত্য নয়। বোধই (জ্ঞানই) যখন ভাব তখন ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মহান, অনন্ত প্রভৃতি শব্দের বাচনিক স্ফূর্ত্তিও ভাব অর্থাৎ বোধপ্রসূত। তাই বলি ভাবছাড়া বৈদিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক অন্যান্য সাম্প্রদায়িক জীবমাত্রে কেহই নাই। তবে বৈদান্তিকের নিকট ভাব মহাভাব নিন্দনীয় হয় কেন ? ২৯

যে বলে তাহার নিজের ইচ্ছায় তাহার জীবনে সমস্ত ঘটে, যে সোঽহং, শিবোঽহং বলে সে পাষণ্ড, সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে। মুখে বলে ব্রহ্ম অনন্ত, মহান, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি। কিন্তু সে নিজেকে ব্রহ্ম বলায় লোক দেখে সে অব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম, অমহান, অসর্ব্বশক্তিমান, অসর্ব্বজ্ঞ ও অসর্ব্বব্যাপী। তাহাতে বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারে মুখে সে ব্রহ্মকে বাড়ায়, কিন্তু কাজে অতি কমায়, অতি ক্ষুদ্র করে। যদি সে বলে ব্রহ্মকে আমি কমালেও কমেন না, বাড়ালেও বাড়েন না। তার সে বোধ থাকিলে নিজেকে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ কোরে মহা অজ্ঞানীর কার্য্য করিত না। ৩০

আমি নিরাকার, অথচ সগুণ ও সক্রিয়। নিরাকার হইলেই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইতে হইবে এমন কোন বিধি নাই। ব্রহ্ম নিরাকার হোতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় বলিলে তাঁহাকে আর সর্ব্বশক্তিমান বলা হয় না। তিনি চিরনির্গুণনিষ্ক্রিয় হইলে আমাদের তাঁহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ও সংশ্রবই নাই। তিনি ঈশ্বরও নন। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় কখন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, স্রষ্টা পাতা হোতে পারেন্ না। নির্গুণনিষ্ক্রিয় কখন দয়াল হোতে পারেন না ; কারণ দয়াও গুণ। দয়া করাও কার্য্য। নির্গুণনিষ্ক্রিয় স্নেহ করিতে পারেন না, কারণ স্নেহ করাও কার্য্য। স্নেহও গুণ। নির্গুণনিষ্ক্রিয় ভালবাসিতেও পারেন না। কারণ ভালবাসাও গুণ ও কার্য্যের পরিচায়ক। নিঃস্বার্থভাবে, নিষ্কামভাবে কেহ নির্গুণনিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিতে চান্ করুণ। ঐ ভাবে তাঁহাকে কেহ ভালবাসিতে চান ভালবাসুন। কিন্তু তাঁহার নিকট কিছুরই প্রত্যাশা নাই। আমরা উপাসনা করিলে ও তাঁহাকে ভালবাসিলে তিনি বোধ করেন না। কারণ বোধ করাও একটা গুণ ও কার্য্য। তিনি নির্গুণনিষ্ক্রিয় যখন তখন তিনি নিজে আছেন তাহাও বোধ করেন না। বোধ করিলেই তিনি সগুণ ও সক্রিয় হবেন। আমরা উপাসনা করিলে ও ভালবাসিলে যখন তিনি বোধ করেন না তখন তাঁহার উপাসনা কোরে ও ভালবেসে ফল কি, লাভ কি ? যিনি নিজে আছেন পর্য্যন্ত বোধ করেন না তাঁহার চেয়ে ত নির্ব্বোধ অকর্ত্তা আর কেহ নাই। প্রকৃত নির্ব্বোধ নির্গুণনিষ্ক্রিয় ব্যতীত আর কেহই নন্। ৩১

কোন শবের উপর কি বৃক্ষাদি হইতে দেখা গিয়াছে ? পৃথিবীকে মধুকৈটভ দৈত্যের শরীর বলা হয়। জীব শরীরের মত ত পৃথিবীর কোন স্থলই দেখি না। ৩২ক

বিষ্ঠাতে কৃমি আছে। সেই কৃমিযুক্ত বিষ্ঠা

সার হয়, তাহাতে বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিত হয়। ৩২খ

গব্যরস সম্ভব ঘৃত কিম্বা উহা খাইলে অথবা পৃথিব্যোৎপন্ন কোন দ্রব্য খাইলে যদ্যপি মাংস খাওয়া হয় তবে বিধবাগণও আমিষ্যাহার করুণ না। তাঁহারা আর মৎস্য মাংস বাছেন কেন? ৩২গ

সংগীত অতি কদর্য্য ভাবপূর্ণ হইতে পারে এবং অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বরিক ভাবপূর্ণও হইতে পারে। সংগীতের তাল, লয় রূপস্বরূপ। সংগীত যেমনই কদর্য্য হউক না কেন তাহাতে মাধুর্য্য ও চিত্তাকর্ষণী শক্তি থাকা প্রযুক্ত লোকের মন মোহিত হইবেই। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধু ব্যক্তি তিনি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ভুলিবেন না। তিনি রূপগুণযুক্ত সংগীত খুঁজিবেন। অর্থাৎ ঐশ্বরিক গুণযুক্ত সংগীত খুঁজিবেন। এরূপ সংগীত যিনি খুঁজিবেন তিনি সবে সাধু হইতেছেন। যিনি অটলভাবে সাধু হইয়াছেন তিনি কেবল গুণই দেখিবেন— তাল, লয়ের প্রতি দৃক্পাত করিবেন না। সাধারণের মন রূপে আকৃষ্ট হয়—সাধুর গুণে। উপর বা বাহ্য কুৎসিৎ হইলে তিনি দৃক্পাত করেন না। ৩৩

নবীন ধর্ম্মপ্রচারক আর নববিবাহিত পিত্রালয়স্থিত কন্যা সমান। নব প্রচারকের অহংকার, প্রচার করিতে করিতে হয়। কন্যার অহংকার যত পতির সহিত ঘনিষ্ঠতা, আলাপ এবং সম্ভোগ হয় তত বৃদ্ধ হয়। ৩৪

গর্ভস্থ বালকের সহিত পূর্ণ জ্ঞানী ভক্তের তুলনা। তাহা প্রাচীন মুনি ঋষিচরিত্রে দেখ— নির্ম্মল সাধুচরিত্রে দেখ। প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সক্ষম ও সমর্থ হইবে। ৩৫

রাম শ্রেষ্ঠ না যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ? উঃ—রাম আপনার সত্য পালনে এবং যুধিষ্ঠির পাশায় হারিয়া বনে যান। রাম পিতৃসত্যপালনে। মহৎ কে? ৩৬

টল বা অল্পক্ষণস্থায়ী বিশ্বাস। অটল চিরস্থায়ী বিশ্বাস। ৩৭

সকল প্রকারাবস্থা না সহ্য করিলে তপস্যার বিঘ্ন হবে। তুমি সর্ব্বত্যাগী হোলে ক্ষীর ছানা কোথা পাবে? কোন দিন হয়ত পাবে—আর কোন দিন হয়ত পাবে না। ৩৮

আমি অন্যের প্রতিগ্রহ করি না বলিলে হরিকে ক্ষুদ্র করা হইল। আমি দান করি বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হইল। কারণ ধন আমার নয়। আমি প্রতিগ্রহ কি করিব? এ বোধ অদ্বৈতজ্ঞানীর, যাঁহার আমার টাকা আমার স্ত্রী প্রভৃতি অহংকার বাচক বোধ গিয়াছে। ৩৯ক

সাধারণ লোক প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ তাঁহাদের সকল বোধ আছে। ৩৯খ

রমণী এবং ধন পরিত্যাগ না হইলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। লাভ (প্রাপ্তি) হইলে তখন উক্ত উভয়ে আবার লিপ্ত হইতে ইচ্ছা হয় এরূপ আমার বিশ্বাস নাই। ৪০

তোমার হইয়া আমি আহার করিলে তোমার উদর পূর্ণ হয় না। তোমার হইয়া আমি বিদ্যাভ্যাস করিলে তুমি বিদ্বান হও না। তবে তোমার হইয়া আমি কুমারীপূজা করিলে কি প্রকারে তোমার করা হইবে? বিদ্যাভ্যাস ও আহার যখন এক জনের হইয়া অপর করিলে চলে না তখন মহাকষ্টসাধ্য শক্তিসাধন কি প্রকারে হইবে? ৪১

যখন ব্রাহ্মণের কন্যা সধবা থাকিবেন ততদিন তাঁহাকে পূজার বিধি আছে। বিধবা হোলে নাই। কোন বিধবা ব্রাহ্মণী যদ্যপি ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন তথাপি তাঁহাকে পূজা করা হইবে না। আর সধবাগণ নিত্য স্বামী সংসর্গ করিতেছেন তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে। ৪২

ধব অর্থে পতি। ধবা অর্থে পতিবিশিষ্টা। সধবা অর্থে পতিবিশিষ্টা। বিধবা অর্থে বিগতপতি স্ত্রী। ৪৩

বসন্ত কালের প্রারম্ভে বৃক্ষ সকলের পুরাতন পত্র সকল চ্যুত হইয়া তাহারা অত্যন্ত কদাকার এবং শ্রীহীন হয়। কিছুকাল পরে নবীন পত্র সকল হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও মনোহর হয়। ঈশ্বরসাধনাবস্থায় কঠোর নিয়ম সকল পালন এবং রক্ষার সময় কিছুকাল পরম সুন্দর হইলেও শরীর কুৎসিৎ এবং মলীন হয়। পরে কোন সময়ে তাহা আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর, অধিক সুশ্রী এবং অধিক মনোহারী হয়। ৪৪

ভাবার্থে অবস্থা। সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে প্রেমিক এবং ভক্তগণের ভাব এবং মহাভাব হয়। ভাব এবং মহাভাব কিসের? না— মনের। মনের ভাব বা মনোভাব, মনের মহাভাব বা মনোভাব তাঁহার সম্বন্ধে হয়। কখন তাঁহার বিষয় বা তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা সকল শ্রবণে এবং কখন বা তাঁহাকে প্রাপ্তিতে মনের আনন্দভাব বা মনের আনন্দমহাভাব হয়। কখন তাঁহার বিরহে মনের নিরানন্দভাব বা নিরানন্দমহাভাব, মনের অশান্তিভাব বা মনের অশান্তিমহাভাব হয়। ৪৫ ক

তাঁহার সম্বন্ধে প্রেমিকভক্তগণের কি কিংবা কোন কোন মনের ভাব এবং মহাভাব হয় সে সকল স্পষ্ট না বলিয়া কেবলমাত্র ভাব মহাভাব বলিবার তাৎপর্য্য কারণ তাঁহার সম্বন্ধে শ্রবণ, তাঁহার বিরহে এবং তাঁহাকে প্রাপ্তি প্রভৃতিতে মনের বহু, অনেক বা নানা প্রকার ভাব ও মহাভাব হয় ও হইতে পারে এইজন্য গুটীকতর নামোল্লেখ করিয়া মাত্র তাঁহার সম্বন্ধীয় ভাব ও মহাভাবকে সীমাবদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র ভাব ও মহাভাব বলা হয়। ৪৫ খ

বৃক্ষ একটী কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা বহু। মহাভাব একবৃক্ষ যেন এবং দশমী বা দশ দশা যেন তাহার শাখা সকল। ৪৫গ

মনানন্দ ভাব, মনানন্দ মহাভাব। মনের বিরহ ভাব ও বিরহ মহাভাব। ৪৫ ঘ

তান্ত্রিক বীরভাব, তান্ত্রিক মহাবীরভাব, তান্ত্রিক বীরমহাভাব, তান্ত্রিক মহাবীরমহাভাব। তান্ত্রিক দিব্যভাব, তান্ত্রিক মহাদিব্যভাব, তান্ত্রিক দিব্যমহাভাব, তান্ত্রিক মহাদিব্যমহাভাব। ৪৫ঙ

স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্মানুসারে যে সকল বিদেশী খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ সে সকল খাদ্য কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও খাইবে না। ৪৬

মুক্তি—বুদ্ধিমান পুরুষ যখন একেবারে বুদ্ধির অতীত হন তখনি তিনি মুক্ত হন, তখনি তিনি কেবল হন, তখনি তাঁহার সকল বন্ধন ঘুচে যায়। (কেহ কেহ বলেন)। ৪৭

সুরার প্রকৃত ব্যবহার—ভাগবত অনুসারে যদুকুল ধ্বংশের পূর্ব্বে যাদবগণ পৈষ্টি নামক সুরাপান করিয়াছিলেন। অনেকের মতে তাঁহারা ত্রিবিধ শাপ মোচন করিয়া সেই সুরা শোধন পূর্ব্বক সাধনপদ্ধতিক্রমে পান করেন নাই বলিয়াই তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে সুধা না হইয়া গরলই হইয়াছিল। ৪৮ ক

বলরাম ত্রিবিধ শাপ মোচন করিয়া সুরাপান করিতেন না। যে সকল শাক্ত সাধনার সহায়তার জন্য সুরাপান করেন তাঁহারা বিধি অনুসারে অগ্রে মন্ত্রপ্রভাবে ত্রিবিধ শাপ মোচন করিয়া সাধনার পদ্ধতি অনুসারেই সুরা পান করেন। তাঁহারা অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত ভ্রান্তিক্রমেও সুরা ব্যবহার করেন না। ৪৮ খ

দান—ভিক্ষাপ্রদানও দানের অন্তর্গত। গুরুকে যে দান করা হয় তাহা ভিক্ষাপ্রদান নহে। তাহা তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেওয়া হয়। ৪৯

শারদীয়া আগমনী

পিতৃসত্য পালিবারে রাম গুণধাম।
রাজ্য ত্যজি বনবাসে করিল পয়ান॥
জনকনন্দিনী তার চলিল সংহতি।
পাছু পাছু চলিলেন লক্ষ্মণ সুমতি॥
তিন জন রহে আসি পঞ্চবটী বনে।
পশুপক্ষী তরুলতা বৃক্ষগণ সনে॥
প্রাণসমা প্রিয়তমা শ্রীজানকী সতী।
তাঁহারে নির্জ্জনে পেয়ে দুষ্ট লঙ্কাপতি॥
পঞ্চবটী বন হ'তে বৈরাগীর বেশে।
হরণ করিয়া নিল আপনার দেশে॥
প্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে দেখে রাম রঘুবীর।
সীতালক্ষ্মী শূন্য হায় তাঁহার কুটীর॥
হা সীতা! হা সীতা! বলি পড়িল ভূমিতে
অশ্রুনীরে ভাসি লক্ষ্মণ লাগিল সেবিতে॥
মনিহারা ফণী হেন ত্রিভুবন পতি।
চারিদিক শূন্য দেখে বিসাদিত অতি॥
সোণার প্রতিমা মোর জনক নন্দিনী।
কি দোষে গেল বা ছাড়ি কেমনে বা্খানি।
মূর্চ্ছা ত্যজি ভ্রাতৃসহ বাহির হইল।
রাবণ হরেছে সীতা সংবাদ পাইল॥
বড় বিচক্ষণ সেই লঙ্কা অধিপতি।
পবনাদি দেব যারে করয়ে বিনতি॥
লক্ষ্মীসহ ধর্ম্ম সদা বশীভূত যার।
তাহারে বধিতে পারে হেন সাধ্যকার॥
আছয়ে তাহার এক নিশ্চয় উপায়।
অকাল বোধনে যদি পূজো অম্বিকায়॥
তবে সে করিতে পার রাবণ সংহার।
তবে সে হইবে তব সীতার উদ্ধার॥
এতেক জানিল যদি রাম রঘুবীর।
সংকল্প করিল তবে হইয়া সুস্থির॥
অনুচরগণে তবে দিল পাঠাইয়া।
নানা স্থান হ'তে দ্রব্য সংগ্রহ লাগিয়া॥

অম্বিকার আগমন হইবে শুনিয়া।
হরষে সরস হ'ল প্রকৃতির হিয়া॥
শিশিরের বিন্দু ছলে নলক পরিয়া।
হাসিছে উষার সহ সুবাস পরিয়া॥
নানা পাতা ফুল ফলে শোভিত হইয়া।
আগমনী গায় সতী নীরবে বসিয়া॥
নীলাম্বর মধ্যে তার খেলে সৌদামিনী।
শ্যামসনে যেন শোভে রাধা বিনোদিনী।
মেঘের আড়াল হ'তে তারকার দল।
উঁকি মারি দেখিতেছে হ'য়ে কুতুহল॥
কভু বা গুড়ুম রব আকাশ হইতে।
আসিয়া জানায় মাতা আসিছে জগতে॥
জগৎ জননী তিনি কৈলাস বাসিনী।
বোধনে বোধিতা হ'য়ে আসেন ধরণী॥
রম্যপুরী শিবধাম সর্ব্বত্র মঙ্গল।
তাহা ছাড়ি আসে মাতা এ মহীমণ্ডল॥
সন্তানের প্রতি তাঁর কত যে করুণা।
বেদবিধি নাহি পান তার পরিসীমা॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা আসিবে ধরণী।
তাই সবে গায় এবে তাঁর আগমনী॥
চকোর চকোরী গায় নীল সরোবরে।
দয়েল পাপিয়া গায় বসি শাখি' পরে॥
ময়ুর ময়ুরী নাচে পেখম ধরিয়া।
কেকারবে গায় গীত যুগলে মিলিয়া॥
ধাইছে তটিনী প্রিয় সঙ্গমকারণে।
শিবানির আগমনী গাহিয়া সঘনে॥
সোহাগে লতিকাগণ পতি সহকারে।
আগমনী শুনি প্রেমে আলিঙ্গন করে॥
যদি কেহ মাথা গুঁজি থাকে নিরজনে।
তার অভিমান ভাঙ্গে মৃদু সমীরণে॥
ধীরে ধীরে যেয়ে তার বদনের কাছে।
বলে 'গাও আগমনী, সুখ পাবে পাছে'

সবাই গাহিছে গীত হ'য়ে মাতোয়াল।
মাঝে মাঝে তাল বৃক্ষ দেয় তাতে তাল॥
উঠিল দিগন্ত ব্যাপি কি মধুর রব।
জয়দুর্গা বলি গায় নরনারী সব॥
সে সুরে মিশায়ে সুর ঐ শুন গায়।
নিত্যধামে নিত্যগীতি * নিত্য প্রেমময়॥
"শ্রীদুর্গা দীনতারিনী পরমা জননী,
আনন্দময়ী অভয়া পরমা শিবানী।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ী তিনি চৈতন্যদায়িনী.
শিবানন্দপ্রদায়িনী শিবস্বরূপিনী,
মুক্তকেশী মনোরমা, কভু তিনি ঘনশ্যামা,
আভাময়ী অনুপমা অনন্তরূপিনী,
সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতারিণী।
(তাঁর) সুচারু কটিতে শোভে সুবিচিত্র বস্ত্র,
শ্রীকরদশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র,
দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত
তিনি দিব্যকিরীটিনী সুমনী মালিনী,
নিত্যজ্ঞানসরোবরে দিব্য সরোজিনী।
দক্ষিণ শ্রীপদ তাঁর ধর্ম্মসিংহোপরে,
দিয়াছেন বাঁপপদ অধর্ম্ম অসুরে,
কত তাঁহার করুণা, অধর্ম্মে ঘৃণা করে না,
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিনী,
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী।
মায়াভূজঙ্গিনী তাঁর শ্রীকরে অধীনে,
বদ্ধ করিবারে নারে তাহা ভক্তজনে,
বিষম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদ্গীরণ,
মহাদেবী দুর্গা নিজে সে বিষবারিণী,
সে বিষে মরিলে তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী॥"

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীনিত্যপদাশ্রিত।
শ্রীগুরুগৌরবানন্দ অবধূত।

রাজা মাধবসিংহ ও তাঁহার রাণী

জয়পুরাধিপতি রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা মাধবসিংহের রাজ্য শাসন কার্য্যে বেশ খ্যাতি আছে। তিনি যখন প্রিয়তম পুত্র প্রেমসিংহ সহ কাবেলে (বর্ত্তমান কাবুল) রাজ্য শাসনে নিযুক্ত ছিলেন, রাজরানী ও পরিবারবর্গ তখন বিশ্বস্ত দেওয়ানের রক্ষণাধীনে জয়পুর রাজভবনে অবস্থান করিতে থাকেন। রাজা মাধবসিংহের প্রিয়তমা পাটরাণী অতীব সুন্দরী ও সুশীলা। এই সাধ্বী রাণীর একজন প্রিয়তমা দাসী অত্যন্ত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন এবং মানসনেত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থা হইতেন।

একদিন রাণী তাঁহার পালঙ্কে শায়িত আছেন, দাসী তাঁহার পাদসেবা করিতেছেন আর একমনে শ্রীনাম জপিতে জপিতে আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন তিনি নামামৃত পানে বিভোর হইয়া শ্রীনাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং ফুঁকারিয়া ফুঁকারিয়া কাঁদিতেছেন। দাসীর প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। বদনকমল হইতে অমৃতধারা বহিতে লাগিল। ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া রাণীজীর হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তিনি সহচরীর হাত ধরিয়া গদ গদ ভাবে কহিতে লাগিলেন,—"ভগিনী! বল, আর একবার তোমার নন্দকিশোরের নাম বল। নাম শুনিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। দেখ সখি!

* যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব রচিত। নিত্যগীতি, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা।

তোমার নবীন কিশোর শ্রীশ্রীনন্দকিশোরের নামকীর্ত্তন করিয়া আমাকে ধন্যকর।" রাণী জীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল। কৃষ্ণ-প্রেমিকার বদন-নিসৃত শ্রীনাম শ্রবণে রাণী মাতার অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারিণী হইলেন। অমন অমূল্য রতনে বঞ্চিত হইয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার মনে, অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজকীয় মর্য্যাদা সকলই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হইল। রাণীজি আর নিজকে সম্বরিতে পারিলেন না, তিনি সহচরীর হাত ধরিয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, "ভগিনী, তুমি আমার পদ সেবা করিবার পাত্র নহ। হায় আমি যে এতদিন তোমাকে দাসী রূপে রাখিয়াছি, ইহাতে আমার কত না— অপরাধ হইয়াছে: দেখ সখি! আমার মনে হয়, যে ভাগ্যবতী রমণী তোমার দাসী হইবার পাত্রী আমি তাঁহারও সেবা করিবার অধিকারিণী নহি। আমার ত এমন ভাগ্য নাই, যে আমি কৃষ্ণপ্রেমিকার সেবাদাসী হইতে পারিব। সখী! আইস, আমাকে উদ্ধার কর। তোমার চরণযুগল আমার মস্তকে স্থাপন কর।" এরূপ বলিতে বলিতে মহারাণী ভক্তিভরে দাসীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাবেশে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া অচেতন রহিলেন। জাহ্নবী যমুনার মিলন হইল। রাজ অন্তঃপুরে ত্রিদিব দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কতক্ষণ পরে উভয়ের সংজ্ঞালাভ হইল এবং কৃষ্ণকথায় কাল অতিবাহিত হইল। আমরা তাঁহাদের কথোপ-কথন এস্থলে উপস্থাপিত করিব।

"দাসী কহে ঠাকুরাণী দেখহ ভাবিয়া।
ভুঞ্জিলে বিষয় সুখ মোহিত হইয়া॥
অনিত্য সে সুখ তাতে কতবা আস্বাদ।
কৃষ্ণপ্রেম ভকতি বা কি জাতীয় স্বাদ।
অনিত্য বিষয়সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আল॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণপ্রেম ধন লাগি জীবন সঁপিনু॥
এত কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরণী।
মহোৎকণ্ঠা হৈল চিন্তি ইন্দ্রনীলমণি॥"

(ভক্তিমাল গ্রন্থ)

সেইদিন হইতে মহারাণীর সৌভাগ্যের উদয় হইল। তিনি বিষয়, বাসনা, ভোগ, বিলাস সমস্ত অন্তর হইতে পরিত্যাগ করিলেন। ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীনন্দকিশোরের সেবায় দেহ প্রাণ অর্পণ করিলেন।- অচিরে নির্জ্জন মহলে শ্রীশ্রীইন্দ্রনীলমণি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাণীমা শ্রীশ্রীদেবের সেবায় ও তাঁহার লীলা সন্দর্শনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীযুগল মূর্ত্তির সর্ব্ববিধ সেবা-কার্য্যই রাণীজী স্বয়ং স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতা রাণীমার সেবা কাহিনী শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজীর ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হইব এবং ভক্ত কবির লেখনী নিঃসৃত এক এক বর্ণে যে নিগূঢ় অমিয়ভাব রহিয়াছে তাহা ভাবুক পাঠককে আস্বাদন করিবার অবকাশ দিব।

"ইন্দ্রনীল মনি ছবি মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নির্জ্জন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া॥
নানান শিঙ্গার ভোগ মনের সহিতে।
কত মত প্রকার যে করে আনন্দেতে॥
সাজাইয়া কাচাইয়া আপনি দেখয়।
খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া বাতাস করয়॥
পুষ্পমালা নিজ হস্তে গাঁথিয়া পরায়।
চুয়া চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয়॥
শ্রীমতীর মানভঙ্গ করিয়া বসায়।

পক্ষপাত করি নিজ কিশোরে ভৎর্সয় ॥
পুনর্ব্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া।
প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের হইয়া ॥
তাতে যদি মান ভঙ্গ না হৈল প্রিয়া।
চরণে ধরিতে কৃষ্ণে কহয়ে ঠারিয়া ॥
গলেতে বসন দিয়া চরণ ধরায়।
তা দেখি পরমানন্দ সাগরে ডুবয় ॥
এইরূপে রসরঙ্গ কিশোর কিশোরী।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস শর্ব্বরী ॥
আনন্দ সাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে।
কিশোর কিশোরী দোঁহার নানা লীলা রচে
দিনে দিনে সেবানন্দে আনন্দ বাড়িল।
এক দিন মনে কিছু উৎসাহ হইল ॥
দুয়ারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়।
যুগল কিশোর কিবা সুখে বিহরয় ॥
কতেক আদর করে প্যারীজীর প্রতি।
যাহাতে পরমানন্দ নিজমনোবৃত্তি ॥"

এইরূপে আমাদের বৈষ্ণবী রাণীমা দিবস যামিনী সেবানন্দে আত্মহারা আছেন। তাঁহার এই বিমল অপূর্ব্ব আনন্দের পরিমাপ করা যায় না। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপন করিয়াছেন—জগৎবাসী তাঁহার আপন হইয়াছে। যিনি কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি কি তাঁহার আপনার গণকে সেই রস না ভুঞ্জাইয়া সুখী হইতে পারেন? কৃষ্ণপ্রেমে যেমন কাম-গন্ধের লেশমাত্র নাই—কৃষ্ণপ্রেমে তেমন ঈর্ষার বর্ণ-বিসর্গ নাই। কৃষ্ণপ্রেমিকা জগৎকে লইয়া তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিয়া সুখী হ'তে চাহেন। কৃষ্ণ-প্রেমিকার হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ নহে, যে তিনি একাকীই কৃষ্ণলীলা দেখিয়া সুখী হ'তে ইচ্ছা করিবেন। কৃষ্ণ প্রেমিকার হৃদয় মহান—কৃষ্ণপ্রেমিকার হৃদয়—অতল। কে ইহার ইয়ত্তা করিতে যাইবে? কেই বা উহার ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? পুণ্যবতী মহারাণীও মনে করিলেন "আহা মাত্র, আমি 'একেলা' এই লীলারস উপভোগ করিতেছি। ইহাতে আর কি সুখ আছে? বৈষ্ণবগণ সহ লীলারস আস্বাদন করিব। তাহা হইলে আমার প্রচুর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নয় পরম বৈষ্ণবগণ যদি এই কাঙ্গালিনীর আহ্বানে এস্থলে আগমন করেন তাহা হইলে আমি বৈষ্ণব প্রভুদের সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইব। তিনি মনে ভাবিলেন,

"বৈষ্ণবের সেবা বিনে কৃষ্ণের পিরীতি।
নাহি হয় শুনিয়াছি ভজমান প্রতি ॥"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাণীজি রাজ অন্তপুরে বৈষ্ণবগণের প্রবেশাধিকার ঘোষণা করিয়া দিলেন। দলে দলে সংসার বিরাগী, মহান জ্ঞানী কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তের গমনাগমন আরম্ভ হইল। রাণীজীর সেবার কথা কি কহিব, তিনি বৈষ্ণবগণকে দেখিলে ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণ ধূলা গ্রহণ করিতেন এবং স্বহস্তে মাল্য চন্দন দিয়া তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেন। রাণীজী আনন্দমনে নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ দিয়া স্বহস্তে বৈষ্ণবগণকে ভোগ প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এইরূপে বৈষ্ণব সেবা নির্ব্বাহিত হইলে তিনি দিবাবসানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর চরণামৃত ও পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেন।

মহারাণীর এই সুমহান কার্য্যে বহিরঙ্গ লোকের অন্তরে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। অনেকের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পতিত হইল। দেওয়ান—অন্তঃপুরে ভক্তসমাগমের পথ রোধ করিবার জন্য দূতমুখে রাণীজীকে নিবেদন করিলেন। রাণীমা উত্তর করিলেন, "ভাই! তোমরা আর আমাকে রাণী বলিয়া মনে

করিও না। আমি ৬যুগলকিশোরের চরণতলে দাসী হইয়াছি। তাঁহার সেবা করাই আমার কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমি জাতি মান সব বিসর্জ্জন দিয়াছি। শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের প্রেমাস্বাদন ব্যতীত আমার আর কিছুরই বাসনা নাই। আমি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের আকিঞ্চন রাখি না। শুন ভাই, আমি ধনজন, নাম প্রাণ, সরম ধরম, সব আমার প্রাণারাম আরাধ্য দেবতার চরণ প্রাপ্তির আশায় ত্যাগ করিয়াছি। বল দেখি, এই সকল রিপুর হাত হইতে যখন এড়াইতে পারিয়াছি তবে আর আমার কাহাকে ভয়? যাও তুমি গিয়া দেওয়ানকে বল যে, আমি জীবন ও সরম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ প্রান্তে সঁপিয়া দিয়াছি। এ সকলে আমার আর হাত নাই।" দেওয়ান দূতমুখে এই বার্ত্তা শ্রুত হইয়া চিন্তিত হইলেন এবং সমস্ত অবস্থা লিপি করিয়া রাজসদনে প্রেরণ করিলেন রাজা-মাধবসিংহ লিপিকা পাঠে রুষ্ট হইলেন। পুত্রকে পত্রিকা প্রদান করিলেন। প্রেমসিংহ পত্রপাঠে আনন্দিত হইলেন। যথা,—

"প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল।
বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল॥
পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিন কূল উজ্জ্বল করিল॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনে ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥"

বিমুগ্ধচেতা রাজা মাধবসিংহ পুত্রমুখে বৈরাগ্য-কাহিনী শুনিয়া আরও জলিয়া উঠিলেন তিনি হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেন—পুত্রকে কহিলেন "তোর গর্ভধারিণীর শিরচ্ছেদ উপযুক্ত দণ্ড হইবে।" পিতার এইরূপ নৃশংস আচরণে বীরবালক উত্তেজিত হইলেন এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"প্রেমসিংহের স্কন্ধে মস্তক থাকিতে—জননীর জীবন হনন করিতে পারে, এমন বীর কয়জন পৃথিবীতে আছে?" এইরূপে পিতা পুত্রের মনোমালিন্য ঘটিলে, উভয় পক্ষেই সমরানল প্রজ্জলিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কতিপয় সুধীবৃন্দের চেষ্টায় রাজা মাধবসিংহ কতক দমিত হইলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন। অস্থিরমতি মাধবসিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ধর্ম্মপত্নীর স্বেচ্ছাচারীতার প্রতিশোধ সাধিতে, এক ভীষণ ব্যাঘ্রকে রাণীজীর আশ্রমে ছাড়িয়া দিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া এই নির্দ্দয় কৌতুক দর্শনেচ্ছায় সমুৎসুক হইলেন। ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। তারপর যাহা ঘটিল আর রাজা যাহা দেখিলেন ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিলেন, হিংস্র ব্যাঘ্র উহার ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া রাণীজীর নয়ন পানে একবার চাহিল আর অমনি নত হইয়া আনন্দে হেলিতে হেলিতে মহারাণীর পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হইল। রাণীজীও প্রফুল্লমনে বাঘের কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং নাসিকায় তিলক পরাইয়া দিলেন। হিংস্র পশু কৃষ্ণনাম শ্রবণে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হায়, যে নাম শ্রবণে বন্য পশুর পাষাণ হৃদয় আর্দ্র হয়, সেই নাম শ্রবণে আমার পাশব অন্তর দ্রব হয় না। বন্য পশু যে নাম শুনিয়া হিংসা ভুলিয়া গেল, আমি মূঢ় সেই নাম শুনিয়া লালসাতেই মজিয়া রহিলাম। নরজন্ম লাভ করিয়া এত কাল জীবিত থাকিয়া নামরসে মন ভিজাইতে পারিলাম না। সর্ব্বশেষ অনিত্য বস্তু হইতে বাসনাক্লিষ্ট চিত্তকে নিত্য বস্তুর পানে ফিরাইয়া নিতে একবার ভ্রমেও প্রবৃত্ত হইলাম না।

অহো! আমার মত অভাগা আমার

মত কাঙ্গাল এই সংসারে কয়জন ?

যিনি প্রেমময় ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন এই জগতে তাঁহার শত্রু কেহ হইতে পারে না। যিনি প্রেমময়কে সর্ব্বস্ব ধন করিয়াছেন, যিনি প্রেমময়কে সার ভাবিয়াছেন, যিনি প্রেমময়কে মনপ্রাণে ভাল-বাসিয়াছেন তিনি প্রেমময়ের জগৎকে ভাল বাসিয়াছেন তিনি ভালবাসিয়াই জগৎকে আপনার করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমিকার প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া তুমি আমি মুগ্ধ পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, তরুলতা, বন উপবন, গিরিকন্দর, সাগরতটিনী, রেণু পরমাণু, জগৎ সংসার সকলই মোহিত। জগতে এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রেমাধীন নয়। রক্তমাংসগত তাঁর প্রেমের নিকট অবনত হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে ? মাধবসিংহ উপস্থিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কৃত কর্ম্মের অনু শোচনায় মরমে মরিয়া গেলেন। রাজা আর কাল বিলম্ব করিলেন না রাণীর চরণমূলে পতিত হইয়া, বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদুঃখকাতরা মহামতি রাণীজী রাজাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং কৃষ্ণনাম দিয়া তাঁহার দেহ মনের ত্রাণ করিলেন। রাজা মাধবসিংহ নবজীবন লাভ করিয়া নির্লিপ্তভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মহারাণী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ সুধাস্বাদনে অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিলেন। *

শ্রীমনীন্দ্রকিশোর সেন।

পৃচ্ছা

"শ্রীপত্রিকা" বৈশাখ ১৩২৩। ১২৬ পৃষ্ঠা ২য় কলম ১ম পংক্তি—"এই যোগাশ্রয়েই রাধাকৃষ্ণ একীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ" এই পরম তত্ত্বটি আমার মত অধিকারীর পক্ষে উল্লিখিত ভাষায় বেশ স্পষ্ট প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। উক্ত অংশটুকুর অব্যবহিত পূর্ব্ব বাক্য দুইটি পাঠে অনুমান হয় যে "এই যোগাশ্রয়েই" অর্থে "জীবাত্মা পরমাত্মায় যে জাতীয় যোগে একী-ভাব হয়, সেই জাতীয় যোগাবলম্বনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের একীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহের প্রকাশ।" কিন্তু ঐ প্রবন্ধের সুবিজ্ঞ লেখকেরও বোধ হয় তাহা অভিপ্রায় নহে। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মায় যোগমিলন আর শ্রীরাধাগোবিন্দের একীভাবে শ্রীগৌরবিগ্রহ-বিকাশ এই দুই একীভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। লেখক মহাশয়ের রচনায় ভাষায় স্পষ্টই ব্যক্ত আছে যে জীবকে রাধাময় হইয়া তবে পরমাত্মায় মিলিত হইতে হয় সুতরাং জীব, রাধা ও পরমাত্মা এই তিন বিষয়ের বিদ্যমানতা রহিয়াছে। জীব ও রাধা স্বতন্ত্র বস্তু নতুবা পরমাত্মায় মিলিত হইবার জন্য জীবকে আবার "রাধা-শক্তির কৃপায়" রাধাময় হইতে হইবে কেন ? জীব স্বয়ংই পরমাত্মায় মিলিত হইতেন। অতএব যে 'লয়যোগে' জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হন আর যে "লয়যোগে" শ্রীরাধা-গোবিন্দে লয় হয় এই দুই "লয়" এক জাতীয় "লয়" নহে। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে শ্রীরাধা শ্রীগোবিন্দে

---

* বক্ষমান প্রবন্ধ আমরা শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিলাম। লেখক।

লয় অথবা শ্রীগোবিন্দ-শ্রীরাধার লয় তাহা নির্ণয় করা জীববুদ্ধির অগম্য বিষয়। বোধ হয় দুইই সত্য বরং দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শ্রীরাধার শ্রীগোবিন্দের লয়েই অধিক মাধুরী, কারণ আমাদের গৌরহরি পুরুষ রাইকিশোরী—"রাইকিশোরা" "প্রেমে মাতোয়ারা রাই-কিশোরা নাচে হরি বলে।"

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশংবেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

আরও লেখক মহাশয় শ্রীপত্রিকা হইতে যে অংশ প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ আছে

"রাধাকৃষ্ণ" কভু ভিন্ন নন। "একরূপ" "দুই হ'য়ে" "জলে জল" মিশে যায়,"রাধাকৃষ্ণ" এক হয়, গৌর অবতারে "পুনঃ" "দুয়ে এক" হন।

কিন্তু "জীবাত্মা" ও "পরমাত্মা" সম্বন্ধে উক্ত "স্বরূপ" প্রয়োজ্য নহে। লেখকই ঐ প্রবন্ধে যে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তিনি জীবাত্মার সহিত মসির ও পরমাত্মার সহিত গঙ্গা বারির তুলনা (শ্রীশ্রীদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক) করিয়াছেন।

মহাভাব স্বরূপিনীকে 'জীব' বলিলে তাঁহাকে এমনি 'জীব' বলিতে হইবে যে সেই জীবের ভাবে মহাভাবময় শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবও কি জানি কি লীলাবশে লোভবশতঃ বলিতেছেন

"সে ভাব কেমনে পাব ?"

শ্রীশ্রীদেব অস্মদৃশ অভাজনের হৃদয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য সদা সর্ব্বদাই বলিতেন।

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

আর জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীদেব যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমরা জানি। জীবের সহিত, "মসী" "প্রস্রাব-বিন্দু" "নর্দ্দমার জল" প্রভৃতির তুলনা করিয়াছেন। তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি

জীবাত্মা = পরমাত্মা + মায়া = মায়াধীনব্রহ্মকণা। শ্রীরাধা = শ্রীগোবিন্দ = অসীম অনন্ত পরমাত্মা মহাসমুদ্র = মায়াধীশ পরমব্রহ্ম। অতএব জীবাত্মা-পরমাত্মায় যোগ-মিলন আর শ্রীরাধা-গোবিন্দের অথবা শ্রীগোবিন্দ-রাধার যোগমিলনে "শ্রীগৌরাঙ্গ," এক জাতীয় "যোগ" নহে।

"উক্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমার জনৈক বন্ধু শ্রীশ্রীদেবপ্রণীত "ভক্তি যোগদর্শনের" ২৮ পৃষ্ঠা ও শ্রীপত্রিকার ২য় বর্ষের ১৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীদেবের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার উপদেশ দেন এবং আমি উহা আলোচনা করিয়া আমার অবস্থা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই অনুভব লাভ করিয়াছি যথা :—

"দুরূহ তত্ত্ব বিষয়ে ঠাকুরের মীমাংসা প্রকাশ করিতে হইলে ঠাকুরের ভাষাগুলিও যথাযথ প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা নিজের ভাবানুযায়ী নিজের ভাষায় উহা প্রকাশ করিলে সার্ব্বভৌম-ভাবের ত্রুটী হয়।

উল্লিখিত দুই স্থলে প্রকাশিত ঠাকুরের লেখা অনুশীলন করিয়া আমি বুঝিলাম না যে রসরাজ- মহাভাব শ্রীব্রজেশ্বরী ও শ্রীব্রজকিশোর সম্মিলনে সমুদ্ভুত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীশচীর দুলাল নদিয়াবিহারী শ্রীগৌরহরি জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগমিলনে সংমুৎপন্ন।

অনাদি কাল হইতে শাস্ত্রপ্রমাণে কত কত জীবাত্মা বলিয়া আসিতেছেন "সোঽহং" "শিবোঽহং" "অহমাত্মা" ইত্যাদি; সেই অনাদি

কাল হইতে ঐ সকলতত্ত্বে সিদ্ধ "আত্মারাম" যোগী ঋষির অস্তিত্বেরও অভাব হয় নাই কিন্তু সেই নবনটবর 'গৌরকিশোর' ব্যতীত দ্বিতীয় গৌর বিগ্রহের, অথবা সেই ভূতভাবন কৈলাস-পতি ভোলানাথ ব্যতীত দ্বিতীয় সদাশিবের অস্তিত্ব জানা যায় নাই এবং এই লেখকের বিশ্বাস অনন্ত ভবিষ্যতেও জানা যাইবে না জীবাত্মাও গোপী, ব্রজসুন্দরীগণও গোপী এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীও গোপী। আত্মারাম মুনি ও চৈতন্য তবে কেন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং?"

জীবাত্মা = কামুকী গোপী; শ্রীব্রজসুন্দরীগণ = প্রেমিকাগোপী, শ্রীরাধা = প্রেমস্বরূপিনী, যাঁহার কৃপাকণায় কামুকীগোপীও প্রেমিকাগোপী হয়।

"হলুদ মাখিয়া রোদে বসে রই,
তাহাতে বরণ, আরো মন্দ হয়;
রেশম মাখিয়া পণ্ডশ্রম হয়,
মলিন বরণ কিছুতে না যায়;
বাঁকা অঙ্গ ঋজু, করি জোর করি,
পূর্ব্বমত হয়, যেই দেই ছাড়ি;
* * * * *
ত্রিভুবন মাঝে, উত্তম সেজন,
কি দিয়া ভুলাবি, সখি, তার মন?
নিজ অঙ্গ দিনু, বাধ্য নাহি হ'লো
মলিন এ অঙ্গ, সে ত সুনির্ম্মল;
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, যদি কারু পাই,
সর্ব্ব মতে তার, উপযুক্ত হয়;
নির্ম্মল রসিকা, পিরীতির খনি,
সলাজ সরলা ভুবনমোহিনী;
এমন রতন কালিয়ারে দিব,
তবে তাঁর আঁখি বারি নিবারিব।
সাধিয়া আনিব, এরূপ নাগরী
তবেত বাঁধিব, গোলকের হরি।

* * * *
ভগবান আধা, সুন্দরী শ্রীরাধা
দে মা জীবে কৃপা করে।
* * * *
অমনি বিপিনে মধুর মুরলী
বাজিল করুণস্বরে।
যত আত্মারাম, তপস্যা ছাড়িয়া
মজিল কারুণ্য রসে।
* * * *
দক্ষিণ হইতে ধাইছে রমণী,
সোণার পুতলী, ভাবে পাগলিনী;

বৃন্দাবন আলো শ্রীঅঙ্গ আভায়
* * * *
চমকিত সবে, চাহিয়া দেখিছে;
* * * *
নিল নিল বলি চলিল ধাইয়া,
তমাল ধরিয়া পড়ে মুরছিয়া।

শ্রীকালাচাঁদ গীতা।

ঠাকুর হে, তুমি যতই বল এই বস্তুটীর কি আর তুলনা আছে? তোমার ব্রজসুন্দরীগণ বলেন যে এই বস্তুটী আর তোমার ভাণ্ডারেও আর দ্বিতীয় নাই। হে দয়াময়, সর্ব্বধাম, সমন্বয়বাদি, আমি যেন তোমার সেই— "গোপয় মাম্ নিত্যং" কথাটি না তুলি। প্রাণ-গোপাল, নিত্যগোপাল! একমাত্র তুমিই তোমার তুলনা—তুমিযে "একমেব অদ্বিতীয়ং।"

যোগেশ্বরগৃহিণী, ভক্তকণ্ঠবাসিনী বাণীদেবী ভক্তমুখে বা ভক্তলেখনী-অবলম্বনে শ্রীগোবিন্দ-লীলা কীর্ত্তন করেন সেই জন্যই আমাদের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বলিয়াছেন "ভক্তের লেখায় ভুল হয় না।" (ক্রমশঃ)

ভক্তি ভিক্ষু

শ্রী—

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, কার্ত্তিক। } ১০ম সংখ্যা

যোগাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আদিত্যপুরাণ হইতে—

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ॥

"কলিকালে দেবরকর্ত্তৃক ভাতৃজায়ার গর্ভে

পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলুধারণ বা সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ।"

মণ্ডনবার্ত্তিক গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায় হইতে—

যাবদ্বর্ণবিভাগোঽস্তি যাবদ্ বেদঃ প্রবর্ত্ততে।
যাবচ্চ জাহ্নবী গঙ্গা তাবৎ সন্ন্যাস ইষ্যতে॥

"যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণবিভাগ ও চতুর্ব্বেদ সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত রহিবে।"

বেদ হইতে—

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি।"
"প্রাণিহিংসা করিবে না।"
"অগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেত।"
"অগ্নিষ্টোম যজ্ঞার্থ পশুহিংসা করিবে।"

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য
ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ। মনুঃ
চত্বারো ব্রাহ্মণস্যোক্তা আশ্রমাঃ শ্রুতি-
চোদিতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ঃ প্রোক্তা দ্বাবেকৌ বৈশ্য-
শূদ্রয়োঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।
"মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে॥"

মুখজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই দণ্ড কমণ্ডলু আদি লিঙ্গধারণরূপ ধর্ম্ম বিহিত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত নয়।"

সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ প্রহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতী ভবতি "দ্বিজঃ"॥

দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাতি রাগদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণিগণের পক্ষে অভয়ের কারণ হইয়া "অমৃতী" হইবে। অর্থাৎ অমৃতধামের দ্বারস্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

পরাশরমাধব গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সন্ন্যাস প্রকরণ হইতে—

ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্
গৃহাৎ॥

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্য দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়া অহঙ্কার ও মমতা বিবর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে।"

পরাশরমাধব গ্রন্থের সন্ন্যাসাশ্রম প্রকরণ হইতে—

"অপরে পুনঃ, সন্ন্যাসং ত্রৈবর্ণিকাধিকার-মিচ্ছন্তি অধীতবেদস্য দ্বিজাতিমাত্রস্য সমুচ্চয়বি-কল্পাভ্যামাশ্রমচতুষ্টয়স্য বহুস্মৃতিষু বিধানাৎ। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যেন সন্ন্যাসপ্রকরণে দ্বিজশব্দঃ প্রযুক্তঃ," "যানি পূর্ব্বোদাহৃতবচনানি, তানি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ দণ্ডধারণনিষেধপরাণি। তথা চ মুখজানামিতি বচনমুদাহৃতম্।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি! বেদোক্তং দণ্ড-
ধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব যতস্তৎ শ্রৌত-
সংস্কৃতিঃ॥ ৮ম উল্লাস, ১০ শ্লোক।

"হে দেবি! যদ্যপি কলিযুগে ভিক্ষুক আশ্রম (সন্ন্যাস) থাকিবে বটে, কিন্তু এ আশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণাদি নিষিদ্ধ।"

"কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ॥ কলিযুগে কেবল আদি ও অন্তবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণেরই অস্তিত্ব।

মৎস্যপুরাণ হইতে—

নাধীয়স্তে তদাগ্নয়ঃ ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
উৎসীদন্তি তদা চৈব বৈশ্যৈঃ সার্দ্ধন্ত ক্ষত্রিয়াঃ॥

"তদা অর্থাৎ কলিযুগে দ্বিজাতিরা অগ্ন্যাধান হইতে বিরত হইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উৎসন্ন হইবে।"

পরাশর সংহিতার ২য় অধ্যায় হইতে—
"অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মসাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতম্।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃ পারাশর্য্যপ্রচোদিতঃ॥"
"অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থের চতুর্বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিব"
অমেধ্যরতো গোমাংসং চণ্ডালান্নমথাপি বা
যদি ভুক্তস্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং চরেৎ।
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—
* * * কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ॥
৮ম উল্লাস, ৫ শ্লোক।

শ্রুতি হইতে—
"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যে দিনই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ আদির বিচার করেন নাই।

মনু নবমোঽধ্যায় হইতে—
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥৪॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতন্মধ্যে প্রথম বর্ণত্রয় দ্বিজাতি।
"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥৫॥
স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥৬॥
চতুর্বর্ণের সবর্ণা ও অক্ষতযোনিকন্যার সহিত যথাশাস্ত্র বিবাহে যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পিতৃবর্ণ ধর্ম্মাদির অধিকারী হইয়া থাকেন, আর অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যাকে ও বৈশ্য যদি শূদ্রকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র মাতার হীন-জাতীয়ত্ব জন্য পিতৃবর্ণ হইতে হীন ও পিতার উচ্চজাতিত্ব জন্য মাতৃবর্ণ হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ ধর্ম্মের অধিকারী হইবেন।
সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥৪১॥
বিহিত বিবাহক্রমে সজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে যে ত্রিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকারী।

বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের বিধি—
"পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।"
পুত্রের হস্তে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও ধর্ম্মার্থ কল্যাণের ভার সমর্পণ করিয়া বনে—লোকালয় দূরবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে একাকী গমন করিবেন অথবা স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়া লইবেন।
"আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥"
মনুঃ, ৬ অঃ।

একাশ্রম হইতে বিধিপূর্ব্বক অন্য আশ্রমে গমন করিয়া যথাবিধানে অগ্নিহোম, ইন্দ্রিয়সংযম, ভিক্ষা ও বলির কার্য্য শেষ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর পরলোকে মোক্ষলাভরূপ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় অধ্যায় হইতে—
"যদা পাপবশান্মর্ত্ত্যাস্ত্যক্তধর্ম্মা বসুন্ধরে।
কলৌ ম্লেচ্ছত্বমাপন্নাঃ প্রায়শো রাজশাসনাৎ॥
সন্ধ্যাবিহীনা বিপ্রাঃ স্যুর্ভৃতিকর্ম্মরতা মহি।
ক্ষত্রবৈশ্যাদিকর্ম্মাণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ॥
দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পরদাররতা সর্ব্বে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ॥
সর্ব্বংসহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুবিনিন্দকাঃ।"

অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে—

"যে পরেষাং ভৃতিপরা ষট্‌কর্ম্মাদিবিবর্জ্জিতাঃ।
কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥"

হে বসুন্ধরে! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যই রাজশাসনবশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবিহীন হইবে ও দাসত্ব করিবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে ও শূদ্রাচারে প্রবৃত্ত হইবে। শূদ্রগণ দ্বিজসেবা করিবে না। প্রায় সকলেই পরদাররিত, হিংসাপৈশুন্যযুক্ত হইবে এবং শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা করিবে।

হে বরাননে! কলিতে ব্রাহ্মণগণ পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিবে, স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্মবিবর্জ্জিত ও শূদ্রতুল্য হইবে।

"বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা-
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

অপারসম্বিৎসুখসমুদ্রে—পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

"গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ।"

অত্যাশ্রমীগণ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন।

"নামানি অনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্।"

তাঁহারা হতত্রপ—নির্লজ্জ হইয়া অর্থাৎ লোকনিন্দা বা লোকলজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরমাত্মার অনন্ত মহিমা গান করিয়া লোক সকলকে সুচেতন করিতেন।

বিষ্ণুসংহিতা হইতে—

"বিরক্তসর্ব্বকামেষু পারিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দত্ত্বা চাভয়দক্ষিণাম্॥
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজন্ গৃহাৎ।
আচার্য্যেণ সমাদিষ্টং লিঙ্গং যত্নাৎ সমাশ্রয়েৎ॥"

সমস্ত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মাতেই অগ্নির সমারোপন করিয়া অর্থাৎ বাহ্য অগ্নিহোত্র পরিহার পূর্ব্বক আত্মাতেই পরম তেজের উদ্ভব করিয়া ও সহধর্ম্মিণীকে অভয়দান রূপ দক্ষিণা দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। আচার্য্য যে গুহ্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যত্নসহ তাহাই আশ্রয় পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

"শৌচমাশ্রয়সম্বন্ধং যতিধর্ম্মাংশ্চ শিক্ষয়েৎ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমফল্গুতা॥
দয়া চ সর্ব্বভূতেষু নিত্যমেতদ্যতিশ্চরেৎ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে চ নিত্যকালনিকেতনঃ॥"

পবিত্রতা, আশ্রয়সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মা—পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ ও সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কার্য্য শিক্ষা করিবেন। অহিংসা, সত্যশীলতা, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্তি, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি, যতি এতাবৎ আচরণ করিবেন। যতি গ্রামের বাহিরে বা তরুতলে সর্ব্বদা বাস করিবেন।

পর্য্যটেৎ কীটবদ্ভূমিং বর্ষাস্বেকত্র সংবিশেৎ।
বৃদ্ধানামতুরাণাঞ্চ ভীরূণাং সঙ্গবর্জ্জিতঃ॥

যতি কীটের ন্যায় নিরভিসন্ধি হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করিবেন; কেবল বর্ষাকালে কোন এক নিশ্চিত স্থানে নিবাস করিবেন। বৃদ্ধ মুমূর্ষু ভীরু ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

গ্রামে বাপি পুরে বাপি বাসো নৈকত্র দুষ্যতি।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থা শীতাপহারিণী॥
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহং॥

সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিরালম্ভপ্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সভাং সেবাং পরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং প্রীতিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥

যতি গ্রামের বা নগরের এক স্থানে সর্ব্বদা বাস করিবেন না। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারণার্থ কন্থা বা কম্বল ও পাদুকা ভিন্ন সন্ন্যাসী আর কোন দ্রব্যই নিজ নিকটে রাখিবেন না। স্ত্রীদিগের সহিত সম্ভাষণ, আলিঙ্গন বা তৎপ্রতি সকাম দৃষ্টি এবং গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদজনক নৃত্য-গীত, বিষয়ীদিগের সাংসারিক কার্য্যার্থ সভা, অন্যের দাসত্ব ও পরনিন্দা বর্জ্জন করিবেন। বানপ্রস্থ বা গৃহস্থাশ্রমীগণের সহিত প্রণয় করিবেন না।

একাকী বিচরেন্নিত্যং ত্যক্ত্বা সর্ব্বপরিগ্রহম্।
যাচিতাযাচিতাভ্যাস্তু ভিক্ষয়া কল্পয়েৎ স্থিতিম্॥
(সাধুকারং যাচিতং স্যাৎ প্রাক্ প্রণীতমযাচিতম্)

সমস্ত প্রকার লোকজন পরিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতি একাকী বিচরণ করিবেন। ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ অথবা অনায়াসপ্রাপ্ত অন্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। (সাধুবচন প্রয়োগ পূর্ব্বক গৃহীত অন্নের নাম "যাচিত" ও প্রার্থনা না করিয়াই যাহা পাওয়া যায় তাহাই "অযাচিত")।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—

ভিক্ষুকস্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তদণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিম্॥

হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিকালে বেদোক্ত দণ্ডধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান নাই।

তীর্থাশ্রমৌ বনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ॥
ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥
অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল॥
বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥
বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে যিনি স্নান করেন তাঁহার নাম "তীর্থ।" যিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিষ্কাম হইয়া জন্মমৃত্যুবিনির্ম্মুক্ত হয়েন তিনিই 'আশ্রম"। যিনি বাসনা বর্জ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্ত্তী বনে নিবাস করেন, তাঁহার নাম "বন"। যিনি আরণ্য ব্রতাবলম্বী হইয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দপ্রদ অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তিনি "অরণ্য"। যিনি সর্ব্বদা গিরিনিবাসপরায়ণ, গীতাভ্যাস-তৎপর যিনি গম্ভীর ও স্থির-বুদ্ধি, তিনি "গিরি" নামে খ্যাত। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, যিনি ধ্যানধারণায় নিপুণ এবং যিনি সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন তিনিই "পর্ব্বত"। যিনি সাগরতুল্য গম্ভীর, বনের ফলমূলমাত্রভোগী ও যিনি নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি "সাগর"। যিনি স্বরতত্ত্বজ্ঞ, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসারসাগর মধ্যে সারজ্ঞানী তিনিই "সরস্বতী"। যিনি বিদ্যাভার পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখভার অনুভব করেন না, তিনিই

"ভারতী"। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম "পুরি"।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥

ম, নি, তন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

বৃদ্ধ পিতামাতা পতিব্রতা ভার্য্যা বা শিশুপুত্র থাকিলে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবধূতাশ্রম অবলম্বন করিবে না।

ততঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া॥

ম, নি, তন্ত্র। ৮ম উঃ।

তদনন্তর দেব ঋষি ও পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মময় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিখা ও সূত্র উভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। শূদ্রের ও অন্যান্য বর্ণের কেবল শিখাদগ্ধ হইলেই সন্ন্যাস-সংস্কার সিদ্ধ হইবে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যা শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূত সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই কৌলাবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

কুটীচক।

ত্যক্ত্বা সর্ব্বসুখং স্বাদং পুত্রৈশ্বর্য্যসুখং ত্যজেৎ।
অপত্যে সুবসন্নিত্যং মমত্বং যত্নতস্ত্যজেৎ।
নান্যস্য গেহে ভুঞ্জীত ভুঞ্জান দোষভাগ্ ভবেৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ তথের্ষাস ত্যমেব চ॥
কুটীচকস্ত্যজেৎ সর্ব্বং পুত্রার্থং চৈব সর্ব্বতঃ।
ভিক্ষাটনাদিকেঽশক্তো যতিঃ পুত্রেষু সংন্যসেৎ।
কুটীচক ইতি জ্ঞেয়ং * * *

কুটীচক সন্ন্যাসীগণ পুত্র, ঐশ্বর্য্য আদি জনিত সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবেন ও পুত্র নিকটে থাকিতেও তৎপ্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করিবেন না। অন্যের গৃহে ভোজন করিবেন না। করিলে দোষ-ভাগী হইতে হয়। পুত্রের জন্যও কখন কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, মিথ্যার বশবর্ত্তী হইবেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থ ভ্রমণে অসমর্থ হইলে তিনি পুত্রের নিকট থাকিতে পারিবেন। কুটীচকের ইহাই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ।

বহূদক।

* * * পরিব্রাট্ ত্যক্তবান্ধবঃ।
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকাঞ্চৈব ভিক্ষাধারং তথৈব চ॥
সূত্রং তথৈব গৃহ্ণীয়ান্নিত্যমেব বহূদকঃ।
প্রাণায়ামেষ্বভিরতো গায়ত্রীং সততং জপেৎ॥
বিশ্বরূপং হৃদি ধ্যায়ন্নয়েৎ কালং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঈষৎকৃষ্ণকষায়স্য লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ॥

যে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, যিনি প্রাণায়াম অভ্যাসে তৎপর থাকিয়া গায়ত্রীজপনিরত হয়েন, যিনি সংসারের একমাত্র পরমতত্ত্ব ভগবান্‌কে ধ্যান করেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং এক খণ্ড গৈরিক বসন ধারণ করেন, তিনিই "বহূদক সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত হয়েন।

হংস।

ত্যক্ত্বা পুত্রাদিকং সর্ব্বং যোগমার্গে ব্যবস্থিতৈঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব তুলাপুরুষসংজ্ঞকৈঃ॥
অন্বৈশ্চ শোষয়েদ্দেহমাকাঙ্ক্ষন্ ব্রহ্মণঃ পদম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বস্ত্রং জন্তুনিবারণম্।
অরং পরিগ্রহো নান্যে নৃংসস্য শ্রুতিবেদিনঃ।

যিনি পুত্র, কলত্র, গৃহ আদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-যোগাভ্যাসনিরত, চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও

মনকে যিনি স্ববশে রক্ষা করেন, তিনিই "হংস" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির আশয়ে হংস কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ তুলাপুরুষ বা অন্যান্য ব্রত পালন পূর্ব্বক শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবেন। যজ্ঞোপবীত, দণ্ড ও গাত্রলগ্ন কীট পতঙ্গাদি ঝাড়িবার বস্ত্র ভিন্ন আর কোন পদার্থ নিজ নিকটে রাখিবেন না।

পরমহংস।

"আধ্যাত্মিকং ব্রহ্ম জপন্ প্রাণায়ামাংস্তথাচরন্।
বিযুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো যোগী নিত্যং চরেন্মহীম্॥
আত্মনিষ্ঠঃ স্বয়ং যুক্তস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
চতুর্থোঽয়ং মহানেষাং ধ্যানভিক্ষুরুদাহৃতঃ॥
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকাঞ্চৈব সূত্রং চাথ কপালিকাম্।
জন্তূনাং কারণং বস্ত্রং সর্ব্বভিক্ষুরিদং ত্যজেৎ॥
কৌপীনাচ্ছাদনার্থঞ্চ বাসোধস্য পরিগ্রহম্।
কুর্য্যাৎ পরমহংসস্তু দণ্ডমেকঞ্চ ধারয়েৎ।
আত্মন্যেবাত্মবুদ্ধশ্চ পরিত্যক্তশুভাশুভঃ॥
অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তশ্চ চরেদ্ভিক্ষুঃ সমাহিতঃ।
প্রাপ্তপূজো ন সন্তুষ্যেদলাভে ত্যক্তমৎসরঃ॥
ত্যক্ততৃষ্ণঃ সদা বিদ্বান্ মূকবৎ পৃথিবীঞ্চরেৎ।
দেহসংরক্ষণার্থন্তু ভিক্ষামীহেদ্দ্বিজাতিষু॥"

যিনি অধ্যাত্ম ব্রহ্মজপ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের নিমিত্ত নিঃসঙ্গভাবে পর্য্যটন করেন, আত্মাতেই যাঁহার একমাত্র নিষ্ঠা, আপনাতেই আপনি সমাহিত এবং সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাট যাঁহার মিটিয়া গিয়াছে, তিনিই চতুর্থ ও পূর্ব্বতন (কুটীচকাদি) গণ অপেক্ষা উত্তম। ইনি ধ্যানভিক্ষু (পরমহংস) নামে পরিচিত। ধ্যানভিক্ষু পাত্র, সূত্র, কপালিকা, গাত্র ঝাড়িবার বস্ত্র আদি সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। কেবল কৌপীন ও আচ্ছাদনার্থ একমাত্র বস্ত্র নিজ নিকটে রাখিবেন। পরমহংস এক দণ্ড ধারণ করিবেন ও শুভাশুভ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা আপনাতেই আত্মার বিচারণা করিতে থাকিবেন। লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া জানিতে পারে, এমন কোন বাহ্যচিহ্ন রাখিবেন না। আত্মসমাহিতচিত্তে তিনি প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিবেন। যদি কেহ তাঁহার আদর বা পূজা করে, তবে সন্তুষ্ট এবং কেহ দ্বেষ বা অনিষ্ট করিলে তাহাতে মৎসরযুক্ত হইবেন না। ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল বিষয় বিদিত থাকিয়াও মূকের ন্যায় (মৌনী হইয়া) বিচরণ করিবেন। দেহরক্ষার্থ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ (প্রস্তুতান্ন ভোজন) করিবেন।

"অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ।
শবমিব বমনার্য্যো ত্যক্তকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়াপ্তিং মন্যমানো দুরন্তং
জগতি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥"

লোকসমাজকে সর্পের ন্যায় ভয়ানক জানিয়া, ধন ও নারীকে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য শববৎ বুঝিয়া যিনি তাহাদিকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করেন, যিনি কর্ম্মফলকামনাশূন্য ও বৈরাগ্যবান্ ও যিনি বিষয় রাশিকে বিষের ন্যায় দূষিত মনে করেন, জগতে সেই পরমহংসই মুক্তি লাভের অধিকারী।

অবধূত।

"অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থ তত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্তবাদিভিঃ॥
আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধৃতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥
তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।

তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

অবধূতগীতা।

ভগবত্তম বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বেদবেদান্ত-বাদীগণ অবধূতের লক্ষণ বর্ণে বর্ণে বিদিত হয়েন। "অ"াশাপাশবিমুক্ত, "অ"াদিমধ্যে ও অন্তে অর্থাৎ সর্ব্বথা নির্ম্মলপ্রকৃতি, নিত্য "অ"ানন্দে বিরাজ করা "অ"কারের লক্ষণ। "ব"াসনা বর্জ্জন। নিষ্পাপ "ব"্যাখ্যানে ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া "ব"র্ত্তমান দশাতেই আনন্দ পূর্ব্বক বিরাজ করা "ব"কারের লক্ষণ। যাঁহার গাত্র "ধূ"লিতে "ধূ"সরিত, যিনি নিরাময় ও "ধূ"তচিত্ত ও যিনি ধারণা ও ধ্যানাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন—ইহাই "ধূ"কারের লক্ষণ। যিনি বিষয়-চিন্তাচেষ্টা-বর্জ্জিত ও "ত"ত্ত্ব চিন্তা যাঁহার সর্ব্বক্ষণ, যিনি "ত"ম ও অহঙ্কার বিমুক্ত ইহাই "ত"কারের লক্ষণ। বর্ণে বর্ণে অবধূতের লক্ষণ বর্ণিত হইল।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে

"অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ।
অবধূতী শিবা দেবি অবধূতাশ্রমং শৃণু ॥
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ।
যৎ তদ্দর্শনমাত্রেন বিমুক্তঃসর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও অবধূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীস্বরূপা। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া পূজা করিবেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

"ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ ॥
ন শৈবো ন শাক্তো নবা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥"

অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ নিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি বীরের ন্যায় বলপ্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, তপজপাদিসাধনকারী মন্ত্রসাধকও নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়মনিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন

"ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ—পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ—পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥

মহানির্ব্বাণ।

পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে ভক্তাবধূতগণ দুইভাগে বিভক্ত। হে প্রিয়ে! পূর্ণভাব সম্পন্ন অবধূত-গণ "পরমহংস" ও যাঁহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন নাই অর্থাৎ সাধকাবধূতগণ "পরিব্রাজক" বলিয়া বিখ্যাত।

"কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥
রক্ষন্ স্বজাতি চিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি পার্ব্বতি।

* * * *

কুর্য্যাদাত্মচিতঃ কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ।

* * * *

কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যানশক্তো নলিনীদলনীরবৎ ॥

মহানির্ব্বাণ।

শমদমধৃতিযুক্তঃ শ্রীহরৌ ভক্তিনিষ্ঠঃ।
বিচরতি হি বিরাগী সর্ব্বদা সঙ্গশূন্যঃ ॥
রহসি জনপদে বা সর্ব্বকল্যাণকারী।
হ্যুপদিশতি চ লোকান্ ব্রহ্মচারী পরিব্রাট্ ॥"

শম, (অন্তরেন্দ্রিয় সংযম) দম, (বহি-রিন্দ্রিয় সংযম) ধৃতি (ধারণাশক্তি = বাক্য সংযম

ও বীর্য্যবেগধারণ) বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী বৈরাগ্যবান্ পরিব্রাজক কখন বিজনে কখন বা জনপদে পর্য্যটন করিবেন এবং লোকের কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবেন।

"ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রদণ্ডকুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

দণ্ডীগণ কেশ নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন ও কোনরূপ প্রাণিপীড়ন করিবেন না।

দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যু র্ন জায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ স পরমহংসকঃ॥

দণ্ডী হইবার পর দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ বর্ষান্তে দণ্ডী দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পারমহংসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। ক্রমশঃ।

জাতিস্মরত্ব।

জীবের বারম্বার জন্মমৃত্যু হয় কিনা তাহা সাধারণ কোন জীব জানেনা। তবে কোন কোন শাস্ত্রমতে জীবের বারম্বার জন্মমৃত্যু আছে। যাঁহাদের সেই সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা অবশ্যই সেই বিশ্বাসবশতঃ জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হয় স্বীকার করেন। যখন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনার বিগত জন্মসকলের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন তখন তাঁহার শাস্ত্রোক্ত বারম্বার জন্মমৃত্যুবিষয়ক প্রমাণ সকলকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তখন তাঁহাকে কোন তর্ক দ্বারা কথিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলকে অবিশ্বাস করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতে সক্ষম হওয়া যায় না। যেহেতু বিশ্বাস অথবা জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভ্রম থাকিতে পারে না।

তুমি অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছ। সেই জন্য তোমার বারম্বার জন্ম হইয়াছিল কিনা তাহা তোমার স্মরণ নাই। যদি তোমার বারম্বার জন্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই সকল জন্মে তোমার কাহারা আত্মীয় ছিল অজ্ঞানবশতঃ তাহাও তোমার স্মরণ নাই। সুতরাং তোমার তাহাদের নাম সকলও স্মরণ নাই। তুমি যদি জাতিস্মরত্ব লাভ কর তাহা হইলে সাধনবলে তুমি তোমার সমস্ত জন্মের পূর্ব্বপুরুষদিগের নামাদি অবগত হইতে সক্ষম হইবে। দিব্যজ্ঞান দ্বারা জাতিস্মর হওয়া যায়। পূর্ণজাতিস্মরত্ব লাভ হইলে সর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত সকল অবগত হওয়া যায়। যোগবলে বিভূতিবিস্তার পারদর্শী হইলেও নিজের পূর্ব্বজন্মনিচয়ের বৃত্তান্ত সকল অবগত হওয়া যায়। যোগবলে প্রসিদ্ধ যোগী সব্যের তাঁহার পূর্ব্ব একবিংশ জন্মের বৃত্তান্ত সকল স্মরণ ছিল। পুরাকালে সমস্ত সিদ্ধ যোগীই আপনাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল অবগত ছিলেন।

ব্রহ্মের রূপকল্পনা।

(ক)

অনেকের মতে সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অরূপ নিরাকার। যে সমস্ত রূপ পূজা করা হয়, সে সমস্ত রূপ যদি ব্রহ্মই না হন্ তাহা হইলে সে সমস্ত পূজা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সে সমস্ত রূপ কল্পিত রূপ শ্রবণ করিলে সে সমস্তে সাধকের ভক্তিই বা হইবে কেন? আর সাধককে সে সমস্ত কল্পিত রূপ না বলিয়া সে সমস্ত প্রকৃত ব্রহ্মরূপ বলিয়া পূজা করিতে বলিলেই বা সাধকের তাহাতে উপকার কি? ভ্রান্তিক্রমে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি বোধ করিলে কি সে অপর ব্যক্তি হয়? তদ্রূপ

ব্রহ্মবোধে কোন জড় বা চেতন মূর্ত্তী পূজিলে ও ভক্তি করিলে কি তাহা ব্রহ্ম হন, না ঐ প্রকার পূজা এবং ভক্তি ব্রহ্মকে করা হয়? ১

(খ)

যাহা নাই তাহা অসত্য। যাহা আছে তাহা সত্য। ১

কল্পনা মিথ্যা। কল্পনা যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে তাই বলা, জ্ঞাতসারে বলিলেও কল্পনা এবং অজ্ঞাতসারে বলিলেও কল্পনা। ২

অগ্রেই সাধককে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে তুমি যে জড় মূর্ত্তী পূজিতেছ তাহা প্রকৃত ব্রহ্মের মূর্ত্তী নয়, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের রূপকল্পনা। ঐ প্রকার বলায় তাহার ঐ মূর্ত্তীতে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি হইবে কেন? একব্যক্তি রাজা নয় তাহা তুমি আমাকে বোঝাইয়া দিলে অথচ তুমি আমাকে সেই ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া মান্য করিতে বলিলে ঐ প্রকার বলাতে কি আমার সে ব্যক্তিকে রাজা বোধ হইবে, না রাজা বলিয়া তাহাকে মান্য করিতে ইচ্ছা হইবে? তুমি ঐ রূপে আমাকে এক জড় মূর্ত্তীকে জড়মূর্ত্তী বুঝাইয়া দিয়া বলিলে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া পূজা করিতে ও ভক্তি করিতে আমার তাহাতে ভক্তিই বা হইবে কেন? এবং তাহাতে বৃথা পূজা করিতেই বা ইচ্ছা হইবে কেন? ৩

অগ্নিকে জল কল্পনা করিলে কি জলের কার্য্য অগ্নির দ্বারা নির্ব্বাহ হয়? ঈশ্বরের মূর্ত্তী কল্পনা করিলে কি সে মূর্ত্তী দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? ৪

তোমার মতে সৃষ্টিও কল্পিত। কল্পিত সৃষ্টির মতন ব্রহ্মের যদি নানারূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সে সকল কল্পিতরূপেও আমাদের বিশেষ উপকার হইবে। সৃষ্টির ন্যায় সে সকলও আপাততঃ সত্য বোধ হইবে। ৫

সিদ্ধান্ত-সার।

মায়া ও মায়া-প্রভাব।

শত্রুতা মিত্রতা এক ব্যক্তিতেই থাকিতে পারে। তুমি একব্যক্তির শত্রু এবং অপর ব্যক্তির মিত্র। তুমি শত্রু মিত্র উভয়ই যেমন তদ্রূপ একই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই। তিনি কতকগুলি ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যা এবং কতকগুলির পক্ষে অবিদ্যা। ১

একই মুখ থেকে যেমন প্রশংসা এবং নিন্দা বহির্গত হয়, একই প্রকৃতির গর্ভ থেকে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই যেমন উৎপন্ন হয় তদ্রূপ একই মায়া থেকে বিদ্যা এবং অবিদ্যাশক্তির বিকাশ হয়। ২

মায়া সত্য। মায়ার কতকগুলি কার্য্য সত্য এবং কতকগুলি কার্য্য অসত্য। আমি সত্য। কিন্তু আমি সত্য মিথ্যা উভয় প্রকার কথাই বলি। ৩

প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক নাটকের সমস্তই কল্পনা নয়। প্রকৃতি-মায়া হইতে কেবল মিথ্যাই স্ফূরিত হয় নাই। ৪

সাধারণ লোকের সুখ্যাতিতে যে আনন্দের উদয় হয় তাহা অল্প কাল স্থায়ী, তাহা অনিত্যানন্দ। তাহা মায়াপ্রসূত বিষয়ানন্দ। ৫

তুমি যাহাকে পত্নী বল সে তোমার একজন অপরিচিতের কন্যা। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধও ছিল না। কিন্তু তাহার প্রতি তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অপেক্ষাও অধিক ভালবাসা কেন? তাহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তোমার মহাসন্তোষ হয় কেন? তাহাকে অত্যুত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্র সকল পরিধান করাইয়া ও উত্তম আহার্য্য সকল আহার করাইয়া মহানন্দ হয় কেন? মাতাপিতাকে যৎসামান্য খোরাকী দিতেও এত কাতর হও

কেন? তুমি মায়া মান না মুখে বল। কিন্তু কার্য্যে তুমি সম্পূর্ণ মায়ার অধীন। তোমার ঐ সকল কার্য্যকলাপের দ্বারাই ত মায়ার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ৬

মন্ত্র।

ঈশ্বরের প্রত্যেক নামই মন্ত্র। ঈশ্বরের যে কোন নাম একাগ্রতার সহিত জপ করিবে সেই নামেই মনের ত্রাণ হইবে। ১

মন্ত্র সংস্কৃত। মন্ত্র অসংস্কৃত মনকে সংস্কৃত করে। ২

অনিত্য বিষয় হইতে মনের নির্লিপ্তিই মন্ত্র। ৩

বীজ অতি ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বীজ বপন না করিলে ক্রমে তাহা বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফলোৎপাদন করে না। গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। গুরু সেই ক্ষুদ্র মন্ত্ররূপ বীজ শিষ্যের মানস-ক্ষেত্রে বপন করিয়া তাহাতে নিয়মপূর্ব্বক ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিতে করিতে সেই মন্ত্ররূপ ক্ষুদ্র বীজই বৃহৎজ্ঞানবৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সেই জ্ঞানবৃক্ষে আনন্দরূপ ফল ফলিতে থাকে। ৪

তোমার মন্ত্র হইয়াছে কি না তাহা কি তুমি নিজে বুঝিতে পারিতেছ না? মনের অগোচর কি পাপ আছে? ৫

শুধু উনুনে কাঠ দিলে চাল্ সিদ্ধ হয় না। কাঠের সঙ্গে আগুন দেওয়া চাই। উনুনের কাঠ যেন মন্ত্র আর আগুন যেন চৈতন্য। সচৈতন্য মন্ত্র যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনিই সিদ্ধ হইয়াছেন। ৬

বৈরাগী।

নিয়ত গায়কের সংসর্গে থাকিলে গায়ক হওয়া যায়। বৈরাগীসংসর্গে বৈরাগী হওয়া যায়। ১

সর্ব্বত্যাগী না হইলে প্রকৃত বৈরাগী হওয়া যায় না। ২

যুবক বুদ্ধের ভার্য্যাপরিত্যাগের কারণ বৈরাগ্য। বুদ্ধের ন্যায় যাঁহার বৈরাগ্য হইবে পত্নী তাঁহার বন্ধন হইবে না। ৩

ভক্তিমার্গের সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে বৈরাগ্যই সর্ব্বপ্রধান। প্রত্যেক প্রকৃত বৃকদভেকধারি সন্ন্যাসীই বৈরাগী। ৪

প্রকৃত জ্ঞানিরও বৈরাগ্য আছে, প্রকৃত ভক্তেরও বৈরাগ্য আছে। উভয়ের বৈরাগ্যে কোন প্রভেদ নাই। ৫

ভক্তিমার্গ অবলম্বী প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই প্রকৃত ভক্তবৈরাগী। ৬

বিধবা হইলে বৈরাগ্যবশতঃ অনেক সতী মলীন বসন ব্যবহার করেন। বৈরাগ্যবশতঃ কোন কোন প্রকৃত সাধু অঙ্গে ভষ্ম লেপন করেন। বৈরাগ্যবশতঃ অনেক সাধুকে উলঙ্গ থাকিতেও দেখিয়াছি। ৭

যাঁহার বৈরাগ্যলাভ হইয়াছে তাঁহাকে বৈরাগী না বলিলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হন্ না। ৮

এই সংসারের প্রলোভনে থাকিয়াও যিনি প্রলোভিত হন্ না তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। ৯

সংসারে বিরাগ যাঁহার হইয়াছে তিনি নিয়ত সংসারে থাকিলেও তাঁহার সংসারে অনুরাগ হয় না। ১০

সর্ব্বত্যাগ করিতে যিনি সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। ১১

বৈরাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তির মোহ নাই, তিনি নির্ম্মায়িক। ১২

পূর্ণ বৈরাগীকে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হয় না। তাঁহার ভিক্ষাতেও বিরাগ। ১৩

বৈরাগ্যবশতঃ কেহ যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর কোন কোন বৈরাগ্য

পুরুষ বিবাহ করেন নাই অথচ উপপত্নীতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ১৪

যিনি সংসার সম্বন্ধে বৈরাগী হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণানুরাগী ১৫।

সৌন্দর্য্য এবং যৌবনে যাঁহার বিরাগ হইয়াছে তাঁহারই ঈশ্বরে অনুরাগ হইয়াছে। ১৬

কোন গৃহস্থের গৃহে কোন ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিলে গৃহে দেয় কোন সামগ্রী কিম্বা অর্থ না থাকিলে কি তিনি সেই ভিক্ষুককে প্রাঙ্গণের একমুষ্টি ধূলি দিয়া সন্তুষ্ট হন্? না তাহা তিনি তাহাকে দিতে পারেন? যে ব্যক্তি বৈরাগ্যবশতঃ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন তিনি ধন-ধান্যকেও ধূলিবৎ বিবেচনা করেন। ১৭

পরমজ্ঞানী শুকদেব গোস্বামীও নিজ বৃদ্ধ পিতা বেদব্যাসকে পালন করিবার জন্য গৃহাশ্রমে ছিলেন না। তোমার পিতার তুমিই ত কেবল ভরসা নও। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার যোগ্য তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণও ত আছেন, তাঁহার দৌহিত্র পৌত্রগণও ত আছে। তোমার প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে অতএব তোমার সংসার সম্বন্ধে আর কোন কর্ত্তব্যই নাই। ১৮

ঘোষ সতীশবাবুর প্রতিপত্রে।

বিগত চব্বিশ প্রহরে তোমরা সকলে সংকীর্ত্তনোপলক্ষে আনন্দ করিয়াছ অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম।

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।'

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

সেইজন্য কলিকালে হরির নামই জীবের পরম সম্বল। কলিকালে হরিনাম জপ এবং হরিনাম কীর্ত্তনই জীবের পরিত্রাণের প্রধান অবলম্বন।

বিবিধ।

হটযোগের অন্তর্গত শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার সাধনা আছে। তদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে। সেইজন্য পুরাকালের অনেক মুনি ঋষি হটযোগ অভ্যাস করিয়া তদ্বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সম্যক্ প্রকারে হটযোগ সাধনা করিয়া তদ্বিষয়িনী সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে হটযোগ বিষয়ক নানা শাস্ত্রানুসারে দীর্ঘায়ুলাভ হইয়া থাকে। হটযোগ সিদ্ধ হইলে ঐ যোগসম্বন্ধীয় অন্যান্য ঐশ্বর্য্য সকলও লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু স্কন্দপুরাণানুসারে কলিকালের পক্ষে হটযোগ নহে। কলিকালে ঐ যোগে সহজে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। কলিকালের পক্ষে রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ এবং প্রেমযোগই বিশেষ উপযোগী।

কোন মহাত্মার মতে যাহাকে হটযোগ বলা হয় তাহা কোন প্রকার যোগ নহে। তাহা যোগাবস্থা লাভের এক প্রকার সাধনামাত্র।

হটযোগ যেমন অধ্যাত্মযোগ লাভের কারণ হইতে পারে তদ্রূপ রাজযোগাদিও তাহা লাভের কারণ হইতে পারে।

রাজযোগে প্রাণ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার সাধনা আছে। রাজযোগদ্বারাও মনঃস্থির হইতে পারে। মনঃস্থির করিবার প্রয়োজন হইলে অগ্রে যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়াম প্রক্রিয়া দ্বারা পঞ্চপ্রাণকে সুস্থির করিতে হয়। প্রাণের স্থৈর্য্যদ্বারা মনঃস্থির হয়। মনঃস্থির হইলে ধারণা লাভ হয়। ধারণা লাভ হইলে স্বীয় ইষ্ট-দেবতার ধ্যান করিবার সুযোগ হয়। ধ্যান সাধনদ্বারা সিদ্ধ হইলে সবিকল্পক সমাধিতে

অধিকার হয়। সবিকল্পক সমাধিতে বিশেষ অধিকার হইলে সেই অধিকারবশতঃ নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইতে পারে। সমাধিবিষয়ক বিশেষ বিবরণ প্রসিদ্ধ পাতঞ্জল নামক দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ১

জ্ঞানযোগ—হটযোগ, রাজযোগ ও রাজাধিরাজযোগ অবলম্বন করিলেও জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ২

ঈশ্বরের দুর্ল্লভতা—পৃথিবীর সমস্ত স্থান অদ্যাপি মানবনয়নগোচর হয় নাই। সেদিন আমেরিকার আবিষ্কার হইয়াছে। অদ্যাপি গগনের কত কত গ্রহনক্ষত্রের আবিষ্কার হইতেছে। মানব অদ্যাপি ঈশ্বরের সৃষ্টিরই সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে তাহার পক্ষে ঈশ্বরের ইয়ত্তা করা কত দুরূহ বুঝিতেই পারিতেছ। ৩

নির্ব্বাণ—মৃত্যুই জীবনের নাশ নহে। কেবল দেহত্যাগকেই মৃত্যু বলা হইয়া থাকে। জীবের নাশ ব্যতীত জীবনের নাশ হইতে পারে না। জীবের নির্ব্বাণই জীবের নাশ। জীবের নাশ হইলে জীবনেরও নাশ হইয়া থাকে। ৪ক

নির্ব্বাণ যখন হয় তখনও জীবত্ব থাকে। নির্ব্বাণ শেষ হইলে আর জীবত্ব থাকে না। ৪খ

নির্ব্বাণ যখন হইতে থাকে তখন জীবত্ব নাশ হইতে থাকে। জীবত্ব নাশ হইলে তখন আর নির্ব্বাণ বলা যায় না। তখন কৈবল্য বলিতে হয়। ৪গ

নির্ব্বাণের পর কৈবল্য। কৈবল্য নির্ব্বাণের ফল। ৪ঘ

নির্ব্বাণ যখন হয় তখনও জীবত্ব থাকে নির্ব্বাণ শেষ হইলে আর জীবত্ব থাকে না। ৪ঙ

আত্মাশক্তি নিত্য এবং অমর। তাঁহার আপনাকে আপনার নাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। এক্ তিনি। ইচ্ছাক্রমে বহু হন্। ইচ্ছা করিলে বহু এক্ হইয়া থাকিতেও পারেন। সেই বহুর মধ্যে কোনটীরও নাশ হয় না। নিজ ইচ্ছাক্রমে এক্ তিনি বহুরূপী হইয়া বহুরূপে থাকেন। যেমন এক্ প্রদীপের আলোক থেকে বহু প্রদীপ জ্বালিলে বহু হয়। তাঁর শক্তিও এক্। সেই এক্ শক্তি বহু স্থানে থাকিতেও পারেন। এক্ অগ্নিতে উত্তপ্ত জল যেমন বহু স্থানে থাকিতে পারে। বহু স্থানে থাকার জন্য এক্ উত্তাপশক্তি বহু যেন হন্। ৫

গৃহস্থ প্রবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করেন্। সন্ন্যাসী নিবৃত্তিমার্গ। ৬ক

বৈরাগ্যের অপর নাম নিবৃত্তি। ৬খ

ষট্‌চক্রে যাঁহার অধিষ্ঠান্ হয় তিনিই প্রকৃত চক্রী। ষট্‌চক্রে প্রেমনামক সুরার ব্যবহার হয়। ষট্‌চক্রের শেষতত্ত্ব অধ্যাত্মযোগ। ষট্‌চক্রে সদাশিব ছয় রূপে চক্রেশ্বর। ৭

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ বশিষ্ঠসংহিতার সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে। ৮

ঈশার মেরীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল। বাইবেলানুসারে মেরী মানবী ছিলেন। তবে বাইবেল্‌মতে ঈশার কোন মানবৌরসে জন্ম হয় নাই। বাইবেলানুসারে ঈশাকে অনীশ্বর বলা যায় না। বাইবেলে তাঁহাকে "God the son" বলা হইয়াছে। অতএব তাঁহার মানবীগর্ভে উৎপত্তিতে ঈশ্বরেরই মানবীগর্ভে উৎপত্তি হইয়াছিল। মানবপিতার ঔরস ব্যতীত ঈশার মানবী মেরীর গর্ভে উৎপত্তিজন্য তাঁহার জন্মব্যাপারকে অনেকে অদ্ভুত বলিয়াই পরিগণিত করেন। মহাভারতমতে কুমারী কুন্তির কেবল সূর্য্যবরে মাত্র জন্ম হইয়াছিল। ৯

সাধুসঙ্গপ্রভাবেন সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি। ১০

বাল্মিকীরামায়ণে আদিকাণ্ডে ৪৫ শ সর্গে ভগীরথকে রাজর্ষি বলা হইয়াছে। ১১

বাল্মিকীরামায়ণের মতে সগরসন্তানেরা যে স্থান খনন করিয়াছিলেন সেই স্থানকেই সাগর বলা হয়। ১২

চন্দ্রবংশে দুজন জনকরাজা ছিলেন। প্রথম জনক মিথির সন্তান। দ্বিতীয় জনক রাজর্ষি হ্রস্বরোমার সন্তান। অষ্টাবক্রসংহিতা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক কাহাকে বলা হইয়াছিল ? ১৩

নিয়মপূর্ব্বক বহুকাল কোন ভাষায় কতকগুলি গ্রন্থ অভ্যাস করিতে করিতে সেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইলে সেই ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করা যায়। বহুকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে করিতে সেই সকল শাস্ত্রের মতন অনেক কথা বলিতে পারা যায়। ঐরূপ বলিতে পারা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়। অনেকে ঐ প্রকার বলিতে পারাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচায়ক বলা হয়। ১৪

বাল্মিকীরামায়ণে আদিকাণ্ডে ৬৭ সর্গের ২৯ শ্লোকে বিশ্বামিত্রকে মুনিশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ১৫

বাল্মিকীকৃত রামায়ণের একবিংশ সর্গে বিশ্বামিত্রকে মহর্ষি, মুনি, মহামুনি বলা হইয়াছে। ১৬

বাল্মিকীরামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখা যায় উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী মহর্ষি বাইলীর ঔরসে গন্ধর্ব-কুমারী সোমদার গর্ভে রাজর্ষি ব্রহ্মদত্তের জন্ম হইয়াছিল। ১৭

সগররাজা ত ভগবান ছিলেন না। তাঁহারও ত একাধিক ষাটিসহস্র সন্তান হইয়াছিল। ১৮

বাল্মিকীরামায়নের ৫২শ সর্গে বিশ্বামিত্রের বিষয় আছে। ১৯

পূর্ণ অহঙ্কার শক্তিও আমার নাই। এইজন্য সমস্তই আমার নয়। আমার পূর্ণ অহঙ্কার নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারি না। পূর্ণ অহঙ্কার পরমেশ্বরের আছে সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং তাঁহার কোন অভাবও নাই। ২০

আমি যদি পরমেশ্বর হইতাম তাহা হইলে আমার প্রভু হইতে কেহই পারিত না। আমিই সকলের প্রভু হইতাম। আমারই সমস্ত হইত, আমার কিছুরই অভাব থাকিত না, আমি সর্ব্বশক্তিমান হইতাম। ২১

যে সমস্ত পদার্থ আমার বলিয়া জানি সে সমস্ত তাঁহার। তিনি আমাকেও সে সমস্ত কিছু কালের জন্য ভোগ করিতে দিয়াছেন। ২২

আমরা নিন্দা আর প্রশংসা অনেক লোকেরই করি। কিন্তু প্রকৃত প্রশংসার পাত্রের প্রশংসা অনেক সময়েই করি না। আমাদের মনোমত পাত্র নিন্দিত হইলেও তার প্রশংসা করি। আর একজন যথার্থ প্রশংসার যোগ্য হইলেও আমাদের মনোমত না হইলে তাহার নিন্দা করি। আমরা প্রশংসা আর নিন্দা নিজ নিজ স্বার্থে করি। আমাদের মধ্যে অনেকে প্রশংসা নিন্দার প্রকৃত ব্যবহারই জানেন না। ২৩

সুখ অনুভব যাহার আছে দুঃখ অনুভবও তাঁহার আছে। যিনি সুখদুঃখ উভয়ই অনুভব করেন না তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। ২৪

যিনি অনুভবাতীত হইয়াছেন, যিনি বোধাতীত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। ২৫

বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য, সাহস ও প্রখর বুদ্ধির আবশ্যক। ২৬

কাশীর মধ্যে জ্ঞানবাপীর মতন্ তীর্থ নাই। ওখানে জ্ঞান গ্লে গলে গেছেন্, ওখানে জ্ঞান যে ভক্তি হয়েছেন্। ২৭

জড় দেখিতে পাই। কিন্তু চৈতন্য দেখিতে পাই না। চৈতন্য নিরাকার। জড় আকার। ২৮

অগ্নিকে শক্তিমান বলি না। অগ্নি শক্তি। ২৯ ক

অগ্নি শক্তিমান। দাহিকা তাহার শক্তি। ২৯খ

কাষ্ঠ প্রভৃতি দাহ্যাবলম্বন ব্যতীত অগ্নি থাকিতে পারে না, অগ্নির বিদ্যমানতা দেখি না। কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যতীত অগ্নির বিদ্যমানতা দেখি না বলিয়া কাষ্ঠ প্রভৃতির সহিত অবশ্যই অগ্নি স্বীকার করিতে হইবে। ৩০ক

চকমকির পাথর ত কাষ্ঠ প্রভৃতি নহে। তাহাতে ত অগ্নি আছে। তাহা ত দাহ্য নহে। ৩০খ

অগ্নি চকমকির পাথর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অগ্নি সেই চকমকি পাথরেরই অংশ অথবা অগ্নি এবং চকমকির পাথর অভেদ। অগ্নি ঐ চকমকির পাথর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ৩১ক

চকমকির পাথর এবং অগ্নি যদি অভেদ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অগ্নি আর তাহার দাহিকাশক্তিও অভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে। ৩১খ

যথার্থ নিন্দা করিবার বিষয়ই নিন্দনীয়। ঈর্ষাবশতঃ যিনি নিন্দিত হইবার যোগ্য নহেন তাঁহাকেও নিন্দা করা হয়। ঈর্ষাবশতঃ যিনি ঘৃণিত হইবার যোগ্য নহেন তাঁহাকেও ঘৃণা করা হয়। ৩২

সম্পূর্ণ মনোস্থির হইলে তাহাতে ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। ৩৩

তুমি ব্রহ্ম যাঁহাকে বলিতেছ তাঁহার নাম আছে স্বীকার করিলে দ্বৈতবাদ স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের নাম স্বীকার করা হয়। বেদান্ত অনুসারেই ওম্ বা ওং শব্দকেও মায়িক বা প্রাকৃত বলা যাইতে পারে। কারণ ওম্ শব্দ অদ্বৈত নহে। ওম্ শব্দের মধ্যে 'ও' ও 'ম' আছে। অথবা ওং শব্দের মধ্যে 'ও' ও 'ং' অনুস্বার আছে। অথবা ওম্ শব্দের মধ্যে অ, উ ও ম আছে। বর্ণমালা প্রাকৃত। তাহার অন্তর্গত ও, ম, ং, অ উ। সুতরাং ওং শব্দ নিত্যসত্য নহে। তাহা অপ্রাকৃতও নহে। ৩৪

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানকে একাগ্রতার সহিত ধ্যান করিলে তিনি কৃপা করিয়া ধ্যানীর হৃদয়ে অথবা সম্মুখে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকাশ যিনি অবিরত ধারণা করিতে পারেন তিনিই ধারণাবিষয়িনী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৩৫

দীনতাবশতঃ অনেক ভক্তই আপনাদের ভগবানদাস বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নাম ভগবানের কোন নামের সহিত দাসসংযুক্ত হইয়া থাকে। ৩৬

পদ্যাবলী।

(১)

সুগন্ধ চন্দনে, সুরভী প্রসূনে,
(সু) শোভিত মায়ের শ্রীচরণ।
মণিবিনির্ম্মিত, দীপে আলোকিত,
আলোকিত মন্দির কেমন॥
সামবেদগান, করে বটুগণ,
গায়ন গাহে দেবীগুণ।
অমরবন্দিত, সে পদ সেবিত
সে পদ পূজা কর মন॥

(২)

তারকব্রহ্ম পরমকারণ,
জীবে নিস্তারিতে, বিরাজ কাশীতে
সঙ্গে মাতা অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরী।
নিজ রামনামে, কাশী মোক্ষধামে,
মুক্ত কর জীবে জীবনান্তে ত্রিপুরারী॥
হয়ে পাষাণরূপ, ঢেকে স্বসরূপ,
পাপী জীবের দরশন পরশনের কর অধিকারী।
কত দয়া জীবে তব, দয়ার কথা কি কহিব,
অদ্ভুত সকলি তব চরিত তোমারি॥

(৩)

তুমি আদ্যাশক্তি জগত জননী,
তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বপ্রসবিনী,
তুমি মা আকাশ তুমি অনাকাশ,
তুমি পরব্রহ্ম তুমি স্বপ্রকাশ,
তুমি ভগবান তুমি ভগবতী,
তুমি আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি,
সর্ব্বভূতে দেখি তোমার প্রকাশ।

(৪)

নিজে তুমি নিরাকার
অথচ সাকার্
বুঝতে কি পার?
আকার বিশিষ্ট তুমি
রবে যতকাল্
সাকার তোমারে লোক
কবে তত কাল্।
আকার্ বিহীন্ হোলে
শুধু নিরাকার্
কহিবে তোমারে।
সাকার্ অনন্ত নয়্।
অন্ত আছে তার্।
সাকার্ ঈশ্বর্ নন্।
সাকার্ মানব্ আর্
জীব্ জন্তু যত।
সাকারের্ ধ্বংস আছে
নিত্য তাহা নয়।
সাকার্ যে নিরাকার্
অনন্ত তা নয়্
অনন্ত যে নিরাকার্
ব্রহ্ম বলি তাঁরে।
অজড়্ চৈতন্য কেহ
দেখিতে না পার্।
চর্ম্ম চক্ষে দেখি জড়
অচেতন যাহা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎজ্ঞানানন্দ অবধূত

পৃচ্ছা।

এই ব্যাপারটিও ঠিক তাহাই হইয়াছে। পিত্তদোষে দূষিত চক্ষু যেমন বস্তুর প্রকৃত বর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হয় আমার ভাগেও তাহাই ঘটিয়াছে। "এই যোগাশ্রয়ে" এই দুইটি শব্দের কোথায় "যতি" আছে, রহস্যময়ী মা আমার তাহার প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং আমার ভ্রান্তি-সঙ্কুল প্রয়াস দেখিয়া মা আমার সেই প্রবন্ধ লেখক, ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র, জ্ঞানসাগর আমার ভাইটিকে কোলে করিয়া মিটি মিটি হাসিতেছেন। আমি ঐ বাক্যাংশের প্রথম শব্দে যতি আছে মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি; আমি মনে করিয়াছি "এই যোগাশ্রয়ে" কিন্তু আমি যদি মনে করিতাম "এই যোগাশ্রয়ে" নহে "এই যোগাশ্রয়ে" তাহা হইলে সকল গোল চুকিয়া যাইত। "যোগ" অবলম্বন ব্যতীত কি শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন সম্ভব হয়? সমগ্র শ্রীব্রজলীলাই যে এই যোগরাণী "যোগ"-মায়া-অবলম্বনে সংঘটিত। আবার সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত, পরমযোগেশ্বরীর এক অদ্ভুত খেলাতেই শ্রীরাধা-গোবিন্দ সম্মিলিত শ্রীগৌরাঙ্গ। সুতরাং এই যোগ ও জীবাত্মা-পরমাত্মার একীকরণ যোগ এক প্রণালীর যোগ না হইলেও উভয়ই "যোগ" বটে। সুচতুর রহস্যপ্রিয় সুবিজ্ঞ লেখক "যতি" হইয়া "যতি" গোপন করিয়া আমাকে এই ঘুরণ পাকে ফেলিয়া রহস্য দেখিতেছেন কিন্তু দেখ ভাই—"ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।"

ভক্তিভিক্ষু—শ্রী—

সেই দিন আর এই দিন।

সে দিন কোথায় ? যে দিন হাঁসিভরা মুখখানিতে নিত্যগোপাল দেখিতেছিলাম সে দিন কোথায় ? আশায় বুক বাঁধিয়া প্রাণের পিপাসায় বারিপান আকাঙ্ক্ষায় সংসারখেলার হাটবাজার ছাড়িয়া যাহার পানে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম—শান্তি পাইয়াছিলাম সে আজ কোথায় ? সেই একদিন আর এই একদিন। আজ শান্তি দিতে সান্ত্বনা করিতে কে আছে? রোগে শোকে মুহ্যমান হইয়া, তাড়নভর্ৎসনে দগ্ধীভূত হইয়া আজ কাহার পানে চাহিয়া জুড়াইব ? জগতে আজ আমার বলিতে কে আছে ? দগ্ধ-মরু-সংসার-প্রান্তরে ক্লান্তপথিক একজন দিশাহারা হইয়া কেবলই মরীচিকার পানে ধাবিত হইতেছিলাম তখন কে যেন হুগলি সহরের নিভৃত-কক্ষে বসিয়া, প্রেমডোরে বাঁধিয়া আকর্ষণ করিল, শান্তির সলিলে ডুবাইয়া দিল ! হায় ! যে দিন সে মুরতি দর্শন করিলাম সে দিন ধন্য হইলাম। সেই এক দিন আর এই এক দিন। হায় ! আজ আরত সে মধুর ছবিখানি দেখিতে পাইতেছিনা, সে মধুমাখা কথা ত আর শুনিতে পাইতেছিনা, সে জগৎ ভুলান হাঁসির লহরীত আর এ প্রাণে সুধা ঢালিতেছেনা আর ত সে কমল নয়নের মকরন্দ ধারায় মদিরা বর্ষিত হইতেছে না। অহো দুর্ভাগ্য ! কত-রূপের ডালি সাজাইয়া প্রকৃতি রাণী নিত্য নিত্য বিভুচরণে উৎসর্গ করিতেছে, মানবমানবীর পশুপক্ষীর, স্থাবরজঙ্গমের লীলা লইয়া জগৎ মাতিয়া চলিয়াছে কিন্তু আজ সেই মুখের একটু হাঁসি নাই—সেই রূপের প্রতিমা খানি নাই—সকলই যেন আজ নীরস—রূপহীন, পুত্তলিকার সাজ মাত্র। ঠাকুর আমার—প্রাণের দেবতা আমার—স্নেহের সাগর আমার—অমৃতের নির্ঝর আমার—হায় ! সে সোনার মুরতি কি আর দেখিতে পাইব, সে আশা ভরসার অভয়বাণী কি এ পোড়া শ্রবণে আর প্রবেশ করিবে ? সেদিন ত চলিয়া গিয়াছে—আজ এই একদিন ! আজ ত শ্রবণ কত কথা, কত সঙ্গীতই শুনিতেছে কিন্তু সেই একটী মধুর বাণী না শুনিয়া শব্দরাশি যেন শুষ্ক অর্থহীন ধ্বনি মাত্র হইয়াছে। আহা সে মোহন মুরতির রূপের ছটায় শত শত রূপের ছবি মিশিয়া ছিল। যেন শত সৌন্দর্য্যের শত ছবি সেই একখানি মুখের সঙ্গে মিশাইয়া থাকিত—যেন শত সঙ্গীতের শত মধুর তান সেই একটী বাণীর সহিত উচ্চারিত হইত—যেন তার সঙ্গে সঙ্গে শত কবিতার শত উচ্ছ্বাস নিত্য বহিয়া যাইত। যমুনার কলতান, মধুর বাঁশরী গান, অনুরাগের নব অরুনিমা, প্রেমের নব নব মাধুরী সব যেন একত্র হইয়া সেই রূপখানি লইয়া খেলা করিত। হায় ! সেই একদিন আর আজ এই এক দিন। আর সে নিত্য-নব-বৃন্দাবনের বাঁশরীতান কেমনে শুনিব ? যমুনার লহরীলীলা—কুঞ্জে কুঞ্জে পিককুলের ঝঙ্কার আজ কোথায় ? কাব্য, কবিতা, সঙ্গীত মাধুরী, জীবনের সুধাময় উচ্ছ্বাস আজ সকলই যেন কোথায় মিশিয়া গিয়াছে ! প্রাণের জ্বালা লইয়া যখনি আসিয়াছি একটীবার সেইরূপ দর্শন করিলেই সকল জ্বালা জুড়াইত—মন ভুলিত—অমিয়া সাগরে ডুবিয়া যাইতাম। হায় ! সে তুমি আমার কে ? দৃষ্টিসুধায় মদিরা বর্ষণ করিয়া আনন্দে ভাসাইয়া দিতে—স্নেহধারায় স্নান করাইয়া শীতল করিতে হায় ! সেই তুমি আমার কে ? কেমনে বলিব কে ?

তবে এই জানি তুমিই আমার—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধনরত্ন, তুমিই আমার বল। হে আমার পরমদেবতা তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

হায়! সে জন আজ কোথায়? কে বলিয়া দিবে সে আজ কোথায়? ঐ দূর নীলিমায় শারদ গগনে মেঘমালা কোন্ অজানিত দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে—তা'রা কি বলিয়া দিবে আমার নিত্যগোপাল কোথায়? ঐ দেখ! বিহগকুল দূরদূরান্তর সাগরপারে উড়িয়া চলিয়াছে—মনে হইতেছে প্রাণের পিপাসায় কোন্ অজানিত রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে—আহা! তা'রা কি বলিয়া দিবে আমার নিত্য-গোপাল কোথায়? ঐ দেখ! প্রভাতের রবি জগৎ হাঁসাইল, অর্দ্ধধরা প্রদক্ষিণ করিয়া কোন অজানিত দেশে লুকাইয়া পড়িল। তপন হে! তুমি কি জান আমার নিত্যগোপাল কোথায়? পবন! তুমি ত সদাই সর্ব্বত্র বহিয়া যাইতেছে—তুমি কি দেখ নাই আমার নিত্যগোপাল কোথায়? কেহই ত উত্তর দিল না। হায়! অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। কার দোষ দিব—দোষ

সেই ত গগনে তপন তেমি হাঁসিতেছে, সেইত ছয়টি ঋতু হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে ধরণীর বক্ষে খেলা করিয়া যাইতেছে, সেইত সুরধুনী হেলিয়া দুলিয়া সাগর সঙ্গমে বহিয়া চলিয়াছে, সেই ত বিহগকুল তীরে তীরে মধুর কুজনে কানন ধ্বনিত করিতেছে, সেইত প্রকৃতি ধরার বক্ষে নিত্য নবশোভা ধারণ করিয়া পরমপতির উদ্দেশে বেশভূষা করিতেছে হায়! সকলই রহিয়াছে কিন্তু সেই একদিন আর আজ এই একদিন। আজ ঋতুর সেই নব পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির সেই নব শোভা সকলই রহিয়াছে—সে হাঁসির লহরী আজ কোথায়? আজ সে মুখের একটি হাঁসি নাই তাই সব শোভা যেন প্রকৃতির অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাই সকলই যেন মৃত—নীরব—ভাষাহীন—স্পন্দহীন।

আজ দগ্ধহৃদয়ে, পাষাণ প্রাণে সে অভাব জাগিল না—সে ধন পেয়েও তা'র আদর জানিলাম না—অযাচিত অহেতুকী ভালবাসা পাইয়াও নিজ স্বার্থ লইয়া, কামনা কালিমা লইয়াই তাঁ'র সোনার অঙ্গে মাখাইলাম। হায়! একবিন্দুও ভালবাসিতে পারিলাম না—হায়! একদিনের তরেও সে প্রাণের ধনকে যত্ন করিতে পারিলাম না। অবহেলায়, অনাদরে স্নেহের পুতুলি, সোনার প্রতিমা অনন্ত কাল সাগরের অগাধজলে নিজের হাতে ডুবাইয়া দিলাম। হায়! অভাগা আর কেমন করিয়া হইতে হয়! কি ধন হারাইয়া জীবন ধারন করিতেছি! পাষাণ না হইলে এ পোড়া হৃদয় ফাটিয়া যাইত! কি সাধের মোহে, কি আশার কুহকে, কি সুখের লোভে আজিও এ প্রাণ রহিয়াছে! সে দিন ত গিয়াছে—তবে আজ আর এ নব অভিনয়ে নব সাজ সাজিতে এত সাধ কেন? জানিনা আরও কত কি বাকি আছে। প্রাণের গোপাল—হা প্রাণ নিত্যগোপাল আজ তুমি কোথায়!

ওঁ নিত্যগোপালার্পণমস্তু।

অভাগা—

"স্বপ্নানুভূতি।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া প্রথম যখন মতিহারী হইতে বঙ্গদেশে যাত্রাকালে রেলগাড়ীর মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রাকালে স্বপ্নযোগে একটি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী দর্শন দিয়া আমাকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন "মনে রাখিও" কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পর বৃত্তান্তটি সম্পূর্ণ মনে রহিল না। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার দিন গুরুদেব শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয়। ঐ দিবস রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমার গুরুদেবের হস্তের উপর রাখিয়া বলিলেন "নিত্য এই ছেলেটিকে তোকে দিলাম, তুই ইহাকে ভাল বাসিস্।" (আমি ইতিপূর্ব্বে পরমহংস দেবকে দর্শন করিবার জন্ম অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলাম কিন্তু ভাগ্যবশে ঘটিয়া উঠে নাই।)

কলিকাতা কম্বুলেটোলায় আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতল গৃহে গুরুদেব কিছুদিন অবস্থান করেন। তখন সেই বাড়ীতে যোগিনী মাও থাকিতেন। আমি ইহাঁকেও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকি। এক শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ দর্শন লালসায় আসিয়া শুনিলাম ঠাকুর তথায় নাই, স্থানান্তরে গিয়াছেন। এই সম্বাদে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম. যোগিনী মা মিষ্টবাক্যে আমাকে আশ্বাস দিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আদেশে একটী মাদুর পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিলাম। বেলা তখন অনুমান ২টা। শয়ন করিবামাত্র আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল; সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম যেন ঠাকুর আসিয়া আমার শিরোদেশে বসিয়া আমার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছেন। অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম সম্মুখে যোগিনী মা। তাঁহাকে দেখিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলাম। শিরোদেশ হইতে কে যেন "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি সত্য সত্যই ঠাকুর আমার শিরোদেশে বসিয়া আছেন। সত্বর উঠিয়া বসিলাম ও পরে শুনিলাম তিনিই নবনীতসুকোমল পদ্মহস্তে এই দাসের কপালে হাত বুলাইতেছিলেন।

আমি সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছি বলিয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই মহাবিরক্ত। অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। একদিন স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীদেব দর্শন দিয়া বলিলেন "এই যে আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। ভয় কি? তোমার কেউ কিছু কর্ত্তে পার্‌বে না।"

এক দিন স্বপ্নযোগে দেখিলাম একটা কাল-সর্প মুখব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ দশভুজা দুর্গামাতা আসিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং ত্রিশূলদ্বারা সর্পটাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এর কাছে তোমরা কেউ এস না।"

এক দিন স্বপ্নযোগে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কোনটী ভাল বিচার আরম্ভ করিলাম। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশক,—সম্পাদক।

অন্যের পুষ্পাঞ্জলী।

গীতোচ্ছাস।
প্রথম উচ্ছাস।
শ্রীশ্রী৺গণেশবন্দনা।
তাল পঞ্চম সওয়ারি বা জৎ।
রাগিনী মিশ্রলুম বা পিলু।

নগেন্দ্র-নন্দিনী-সুত, সর্ব্বসিদ্ধি-কারণ।
দেবেন্দ্র মৌলী মন্দার, মকরন্দ বরণ॥
নাগেন্দ্র-বদনযুত, নাকেন্দ্র-ক্ষিতীশ-সুত।
সর্ব্বালঙ্কার-ভুষিত, সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য॥
তুমিই আদি তুমি অন্ত, তুমি দেব একদন্ত।
তুমিই কর সৃষ্টিকান্ত, তুমিই সৃষ্টি-কারণ॥
(তুমি) হেরম্ব হে লম্বোদর, রক্তাম্বুজ প্রভাকর।
শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষধর-নন্দন।
(ওহে) হরসুত হরহর মম মানস-তিমির।
(একবার) হৃদি আলোকিত কর, দিয়ে রাঙ্গা চরণ।
(তুমি) কামদ কমলাসন, মূষিক বাহন জন।
প্রসীদ হে গজানন বন্দে পীতবরণ॥

শ্রীপীতবরণ মিত্র।

প্রেমিকের ঠাকুর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

তিনি যখন উপস্থিত সকল ভক্তের সাক্ষাতে পীযুষ-প্রপাতসম মধুর কথাগুলি বলিতেন তখন কি এক হৃদয়ে আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইত তাহা আজও মনে হইলে শুধু অশ্রুজল ফেলিয়া থাকিতে পারি না এমত নহে এ জীবনে এত ধিক্কার হয় যে কি করিতে আসিলাম। তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিলাম না। আবার তাঁহার আশ্বাস-বাণী মনে হইলে হৃদয়ে কি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হয় তাহা লিখিয়া বা বলিয়া বাহিরে জানাইতে পারিতেছি না। ক্ষণেকের জন্য সমস্ত সংসার জ্বালা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত উৎকণ্ঠা, অন্তর হইতে অন্তরিত হয়। তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য কত উৎকট বিষয়ের মধ্য দিয়া আমাদের লইয়া যাইতেছেন বা গিয়াছেন তাহা আমি আমার জীবনের কথা সব স্পষ্ট করিয়া লিখিলেও সব কুলায় না। যাহা হউক যখনই ঐ সব বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছি তখনই কেবল মাত্র মুখে (প্রাণ ভরিয়া হউক আর না হউক) শ্রীশ্রীগুরুদেব রক্ষা কর। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া ডাকিয়াছি। বলিয়াছি তোমার দয়াল নামের মাহাত্ম্য দেখাও; আমার দয়ালঠাকুর রক্ষা কর, তখনই সেই সব মহামহা বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি। তাহার সামান্য ২টী নমুনা দেখাই; ইহা বাস্তবিক কথা লোককে দেখাইবার বা শুনাইবার কথা নহে। কোন সময় আমি উদ্ধত প্রকৃতিবশতঃ ৬।৭ মণের সুতার গাঁইট ভরা বয়েল গাড়ীতে বসিয়া নলরাজার বিখ্যাত রাজধানী নরবর যাইতেছি। মধ্য রাস্তাতে গাড়ী উল্টাইয়া গাঁইট সমেত আমার উপর আসিয়া পড়ে আর আমি দয়াল ঠাকুর, শ্রীনিত্যগোপাল রক্ষা কর বলিয়া উঠিয়াছি অমনি কোথা কিছুই নাই আমার কোন স্থানে লাগেও নাই আমি পূর্ব্বে যেমন গাড়িতে বসিয়া যাইতেছিলাম সেইরূপ যাইতে লাগিলাম অথচ আমার উপর ৬।৭ মণ গাঁইট গাড়ী ও গাড়ীবান আসিয়া পড়িল তবে ১ ঘণ্টা বেহুস হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটী আমি এখানে পি, ডবলু রোড্‌স ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করি।

একটী assistant engeneerএর অণ্ডারে তাঁহার সহিত কোন সময় আমার ঝগড়া হয়। তাহার মানে আমি সত্য কথা বলিতে চাই আমি মিথ্যা কথা বলিতে বড়ই কুণ্ঠিত। কোন একটী কার্য্য লইয়া তিনি আমাকে বরখাস্ত করেন এবং আমাকে আমার হেড কোয়াটার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও বলেন আমি ঠাকুরের উপর ভরসা করিয়া বলিয়া থাকি যে আমার দয়াল ঠাকুর গুরুদেব আমাকে সত্য যাহা তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন আমি মিথ্যা বলিব না ইঁহাতে আমার যাহা হইবার হয় হউক ইহাতে তিনি আরও চটিয়া আমায় তখনই চলিয়া যাইতে বলেন তবু আমি তাঁহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকি। তিন দিন পর Superintending Engineer আসিয়া আমার কার্য্য দেখিয়া বড়ই সুখী হন তাহাতে আমার মাহিনা বাড়াইয়া দেন এবং পরে উন্নতির উপায় বলিয়া দেন।

আর একটী ঐ নরবর দেশস্থ একটী ব্রাহ্মণ আমার আন্তরিক বন্ধু নাম উমা প্রসাদ পাঁড়ে তাঁহার থাইসিস ও নারভাস ডেবিলিটির ব্যায়রাম হয় তাহাতে সমস্ত ডাক্তার ও কবিরাজ এবং বড় বড় সেয়ানা বাংলাতে যাহাদের বলে সাধু মহন্তর ঔষধ যাঁহারা দেন কিছুতেই কিছুই হয় না একদিন তাঁহার বাটীস্থ সকলে মা ভাই, ভগ্নি স্ত্রী পুত্র সকলে আমাকে ধরিয়া বলে যে তুমি উপায় করিয়া দাও তোমার শ্রীশ্রীগুরুদেব তোমার উপর যে আবির্ভাব হন তাহাতে তুমি জিজ্ঞাসা কর তিনি কি বলেন আমি ইহা এত দিন বিশ্বাস করিতাম না যে দেব বা দেবী যে মানুষের শরীরে আবির্ভূত হন। সেইদিন হইতে বিশ্বাস করিতেছি যে ইহা হইতে পারে। আমার দয়াল ঠাকুর সেই দিন আমার শরীরে আবির্ভূত হন। তিনিই বলিয়াছিলেন যে তুমি সত্বর আরাম হইয়া যাইবে সমস্ত ঔষধ ইত্যাদি ছাড়িয়া মা ভগবতীর যে মুর্ত্তি আছে তাঁহার চরণামৃত পান কর তাহাতে তিনি তাহাই করেন তাহাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। আমার উপর তাঁহার অতিশয় কৃপা ছিল ও আছে। ইহা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে আশ্রিতকে বিপদে ফেলিয়া মা আমার প্রথমে কত পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে হৃদয়ের গভীরতা কতদূর আমার জীবনের সামান্য ২।১টী দৃষ্টান্ত দিলাম। সোণা দগ্ধ করিবার পর পালিস করিলে যেমন উজ্জ্বল হয় তেমি এই বিশ্বাসটীকে বাড়াইবার জন্য মা আমার কত কাল কৌশল পাতিয়া থাকেন; কত বিপদে ফেলিয়া আবার সহজে উদ্ধার করেন তাহা সব আলোচনা করিলে সহজে বুঝা যায়। কই সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের খেলা তাঁর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা আমার মত লোকের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। একটী তাঁহার অবতার সম্বন্ধে গান মনে হয় তাহা হিন্দিতে কোন সাধুর নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সুর জানি না তাহা এই—

চারি যুগ মে নাম তোম্‌হারা
কৃষ্ণ কানাইয়া তুমিত হো !
অঘট ঘট ফ্‌াঁসি মেরি নেহিয়া
পার লাগাইয়া তুমি ত হো !
মোর মুকুট পীতাম্বর শোভে
বংশী বাজাইয়া তুমি ত হো !
হাতমে লকটীয়া কাঁধে কমরিয়া
গো চরাইয়া তুমি ত হো !
বৃন্দাবনকি কুঞ্জ গলিনমে
দধকে লুটাইয়া তুমি ত হো !
খেলত সেঁধ গিরি যমুনামে
কালী দহকে কুঁদইয়া তুমি ত হো !
জয় পাতাল কালিয়া নাথ
নাগ নাথাইয়া তুমি ত হো !

আমার প্রাণের দয়াল ঠাকুরের উপদেশ যাহা তাহা অতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস তাহাই সত্য তাহাই সৎ তদ্ব্যতীত সবই অসৎ। তাঁহার মতে মায়াও আছে সত্য এবং ব্রহ্মও সত্য। দৃষ্টিই সত্য জীবও সত্য এবং সেই জীব যেমন আছে সত্য সেইরূপ ঈশ্বরও আছেন অতি ধ্রুবসত্য। এইরূপ অবধূতও সত্য এবং অবতারও সত্য। ঈশ্বরের প্রতিমা বা প্রকৃতিও সত্য। অতএব আমার মনে বা প্রাণে যে **নিত্যগোপাল** সম্বন্ধীয় যাহা কিছু উদয় হয় তাহাও ধ্রুব-সত্য। তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই ঈশ্বর তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ইহাও নিশ্চয়ই সত্য। তাহা তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের প্রাণে অঙ্কিত বা প্রস্ফুটিত। প্রত্যেক ভক্তের প্রাণে বা মনে **শ্রীনিত্যগোপাল** দয়াল ঠাকুর সম্বন্ধীয় যে, যে বিষয় উদিত হয় তাহাও সত্য এবং তাহাই সৎ। আমার প্রাণের দয়াল ঠাকুর অধিকাংশ সময় বলিতেন যে বাহ্যাড়ম্বর করা উচিত নহে। আবার এমন সময়ও আসে যে বাহ্যাড়ম্বর দরকার হয়, কারণ কলির জীব বাহ্যাড়ম্বরে সত্বরই মুগ্ধ হয় তাহা আমার দয়ালের আদপেই ছিল না। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাহা অতি বিরল। তাঁহার উপদেশ যাহা তাহা আড়ম্বর শূন্য সরল। তাঁহার কথাই ছিল যে, যে ব্যক্তি যে কোন উপায়ে ভগবানকে ডাকুক না কেন বা প্রার্থনা করুক না কেন তাহাতেই ফল হইয়া থাকে তাঁহার উপদেশ সে প্রার্থনা এক প্রাণে হওয়া উচিত।

আমার দয়াল ঠাকুর যে ভাবে ধ্যান দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতে অগাধ আনন্দে ভরপুর হইয়া সর্ব্বত্র সেই পূর্ণ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দর্শন হয়। তাঁহার উপদেশ এক দোয়াত কালী যদি সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে কালীর রং যাহা তাহা সমুদ্রে পড়িয়া সাদা হইয়া যায়। এইরূপ জীব ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মরূপ শ্রীনিত্যগোপাল সমুদ্রে মিশিয়া পূর্ণানন্দ লাভ করে। আমাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে ধ্যান নামক যোগ দিয়াছেন. তাহার মধ্যে যে প্রাণায়াম অতি সহজ ভাবে হয় ইহা আমার ধারণা ছিল না। কোন সন্ন্যাসী আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার সাধন প্রণালী বলিতে দোষ নাই আমাকে যদি বলিতে পার তবে তাহার মধ্যে প্রাণায়াম কি ভাবে হয় তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে পারিব। আমার প্রতি দয়াল ঠাকুরের উপদেশ ছিল যে যদি কোন সাধু সন্ন্যাসী তোমার কখনও দীক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তবে বীজ ও গায়ত্রী ছাড়িয়া সব বলিতে পার, সেই জন্য আমি অন্য অন্য সমস্ত বলিয়াছিলাম তাহাতে তিনি আমাকে বলেন যে তোমার গুরুদেব যিনি তিনি সর্ব্বদা তোমার উপর বিরাজমান আছেন, সেইজন্য তুমি এত সুখী, ইহাতে এইরূপ ভাবে প্রাণায়াম হয় ইহার জন্য তোমার দেহ আকাড় হয়। এইখানে মনে করিয়া দেখ আমার প্রাণের দয়াল ঠাকুর আমার ভবিষ্যত জানিয়া আজ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সামলাইয়া গিয়াছেন। অতএব হে প্রতিবাদীগণ। তোমরা যতই তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর না কেন আমরা আমাদের প্রাণের অপেক্ষা আদরের প্রেমের দয়াল শ্রীনিত্যগোপালকে সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই বলিব না।

ক্রমশঃ

শ্রীনিত্য আশ্রিত
শ্রীলালগোপাল ঘোষ
গোয়ালিয়র।

মায়া, যোগ, জ্ঞান এবং অহঙ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যখন ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয়বস্তুর সহিত ধ্যানকারীর অভেদ কল্পনা আসিবে অর্থাৎ "আমি ধ্যান করিতেছি" এইরূপ স্বরূপ-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যোগী স্বয়ং ধ্যেয়বস্তুর সমতা প্রাপ্ত হইবেন, তখন সেই অবস্থা বিশেষকে সমাধি বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন বারটী প্রাণায়ামে একটী ধারণাশক্তি জন্মে, বার বার ধারণায় একটী ধ্যানশক্তি এবং বার বার ধ্যানে একবার সমাধি প্রাপ্তি ঘটে। যিনি অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধ তিনি নিত্যমুক্ত। তাঁহার নিকট এ জগতের অজ্ঞেয় কিছুই নাই। পরম শান্তিপ্রদ কৈবল্য হস্ত প্রসারণ করিয়া স্বাগত প্রশ্নে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় হৃদয়কে আলোকিত দেখিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইতেছেন। যোগী সাধারণতঃ দ্বিবিধ। যথাঃ—

যোগী তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ॥
(ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৬)

যুক্ত ও যুঞ্জান এই দুই প্রকার যোগীর কথা আমরা ভাষা পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই।

(ব্যাখ্যা)

"যোগাভ্যাসবশীকৃতমানসঃ সমাধিসমাস'-দিত বিবিধ সিদ্ধযুক্ত ইত্যুচ্যতে, অয়মেব বিশিষ্টযোগবত্বাৎ বিমুক্ত ইত্যুচতে সর্ব্বদেতি চিন্তাসহকারিণং বিনাভানং সর্ব্ববিষয়াণাং প্রত্যক্ষং (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

যে যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তকে স্ববশে আনিতে পারিয়াছেন ও সমাধি অবলম্বন করতঃ সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে যুক্ত কহে। যুক্তযোগী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া থাকেন। যুঞ্জান যোগীও সমাধি দ্বারা সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

যুক্ত যোগীর বিষয় গীতায় যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজেতেন্দ্রিয়ঃ
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ
(গীতা ৬।৮)

জিতেন্দ্রিয় কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং যাঁহার নিকট প্রস্তর মৃত্তিকাখণ্ড ও সুবর্ণ একই প্রকার এবং যিনি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠাতা তিনিই যুক্ত। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগীর মাহাত্ম্যসূচক যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন তাহা এই.—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
(গীতা ৬।৪৬)

হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতএব তুমি যোগী হও।

যোগের ও যোগীর মাহাত্ম্যসূচক বহু শ্লোক পাওয়া যায়। প্রবন্ধবিস্তার ভয়ে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যোগশিক্ষার্থীর স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। সৎ স্থানে, সৎসঙ্গে বাস, মিতাহার, মৌনাবলম্বন যোগী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

২। প্রাণায়াম কালে যোগী রেচককালে উপযুক্তরূপে বায়ুত্যাগ ও পূরকের সময় উপযুক্ত রূপে বায়ুর পূরণ করিবেন। অন্যথা রোগের সম্ভাবনা আছে।

৩। যোগী অম্ল,লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণ, অধিক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলমর্দ্দন, স্ত্রীসঙ্গ, অহঙ্কার, উপবাস, হিংসা, কৌটিল্য, অপ্রিয়াচরণাদি কখনও করিবেন না। (ক)

শ্রীরমণী ভূষণ শাস্ত্রী
বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ-ব্যাকরণতীর্থ।

প্রার্থনা।

(১)

প্রভুহে !
যে সুখেতে প্রভো ! তোমা ভুলে যাই,
সে সুখেতে মোর কিবা প্রয়োজন ?
যে দুখে তোমায় হৃদি মাঝে পাই,
সে দুঃখ নিয়ত কর বিতরণ।

(২)

যে কথা শুনিলে তব কথা ভুলি,
সে কথা শুনিতে দিওনা দিওনা ;
যে কথা জড়িত তব নামাবলী,
সে কথা শুনিতে দাও হে বাসনা।

(৩)

যে ধন লভিলে ভুলি তোমাধনে,
সে ধন লভিতে নাহি আকিঞ্চন ;
যে ধন অতুল এই ত্রিভুবনে,
সেই প্রেমধন কর বিতরণ।

(৪)

যে রূপ হেরিলে তোমারে পাসরি'
সে রূপ হেরিতে দিওনা নয়নে ;
যে রূপের মাঝে তোমার মাধুরী,
সে রূপ সতত জাগে যেন প্রাণে।

(৫)

যে মিলনে নাহি তোমাতে মিলন,
সে মিলন কভু প্রাণ নাহি চায় ;
যে বিরহে হয় তোমারে স্মরণ
সে বিরহ প্রভো ! দাও হে আমায়।

যে জ্ঞানেতে রাখে তোমা হ'তে দূরে,
সে জ্ঞান লভিতে নাহি অভিলাষ ;
যে জ্ঞানে তোমায় নিরখি অন্তরে,
সেই জ্ঞান হৃদে করহে প্রকাশ।

(৭)

যে ভাবে থাকিলে তুমি থাক' কাছে,
সেই ভাবে মোরে রাখহ নিয়ত ;
তোমাবিনে মোর আর কেবা আছে,
থাকি যেন সদা তব পদে নত।

বিনয়

(ক) বর্ত্তমানে দেশীয় জনসাধারণ ধর্ম্মানুরাগী হইতেছেন, অতএব এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রাচীন মুনিগণের তপস্যালব্ধ উপদেশগুলি প্রবন্ধমুখে প্রচার করা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ করিয়াই যোগপ্রবন্ধ লিখিলাম। উক্ত প্রবন্ধ যে যে মহাত্মাদের গ্রন্থ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া লিখিলাম তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। বিনীত—লেখক.

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম
বা
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়
মাসিক-পত্র।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, অগ্রহায়ণ। } ১১শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

কালী

শরণাগত পালিনী, শরদেন্দু নিভাননী,
বিদ্যুৎগৌরী বিদ্যুতবরণী।
নির্গুণব্রহ্মস্বরূপা, বিশ্বময়ী বিশ্বরূপা,
নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনী॥

কালী কপালকুণ্ডলা, নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলা,
কৃষ্ণমাতা কৃষ্ণপ্রসবিনী।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবীশক্তি, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীশক্তি,
রুদ্রশক্তি তুমি মা রুদ্রাণী॥

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমজ্জ্ঞানানন্দ অবধূত।

সন্ন্যাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

ব্রহ্মচারী।

গৈরিকং বসনং কুর্য্যাদ্দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
ফলমূলাহাররতো দগ্ধং গব্যং সমাহরেৎ॥

ব্রহ্মচারী গৈরিক বসন পরিবেন, দেবতার ধ্যানানুরক্ত থাকিবেন, ফলমূল ভক্ষণ ও গোদুগ্ধ পান করিবেন।

নখলোমাদিকং দেবি ন ত্যজ্যং ব্রহ্মচারিণা।
সদৈব তু সদা ভাবং সদৈব ধ্যানতৎপরঃ॥
ত্রিশূলং ধারয়েচ্চৈকং ত্রিশিখাং বাপি ধারয়েৎ।
তাম্রযুক্তঞ্চ রুদ্রাক্ষং কর্ণযুগ্মে নিবেশয়েৎ॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

ব্রহ্মচারী নখলোমাদি রক্ষা করিবেন, সর্ব্বদা ভাবযুক্ত হইয়া ইষ্টচিন্তাতৎপর থাকিবেন, ত্রিশূল বা ত্রিশিখা ধারণ করিবেন এবং কর্ণদ্বয়ে তাম্রযুক্ত রুদ্রাক্ষবীজ বিনিবিষ্ট রাখিবেন। নির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে-

"ঋতুকালং বিনা নৈব স্বকান্তাগমনং চরেৎ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে—

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমন্নাদাদবিচারয়ন্॥
ধাতুপরিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মঃ নিঃ তঃ।

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

"বিষ্ণুঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি সন্ন্যাসিনাঞ্চ নিন্দতি।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥"

যে ব্যক্তি বিষ্ণু, শাস্ত্র, সন্ন্যাসীর নিন্দা করে সে ব্যক্তি ষষ্টি সহস্র বর্ষ বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কাল যাপন করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮শ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—

"সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।"

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ॥"

কাম্যকর্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ "সন্ন্যাস" বলিয়া থাকেন।

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"
"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"
"অনিষ্টমিষ্টমিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥"

গুণাতীত সন্ন্যাস সম্বন্ধে—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

শ্রীকৃষ্ণ—

"বরিষ্ঠো নাম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশেষপি।
শতেষু কর্ম্মসন্ন্যাসী জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতঃ।
সর্ব্বলোকেষপি ত্যাগসন্ন্যাসী মম দুর্ল্লভঃ॥"

যদি কেহ কেবল নাম-সন্ন্যাসী হয়েন, তথাপি তিনি দশ জন ব্রাহ্মণের তুল্য, যে ব্যক্তি কর্ম্মসন্ন্যাসী সে ব্যক্তি শত ব্রাহ্মণতুল্য, যে সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-সন্ন্যাসী আমারই সমান এবং যে ব্যক্তি ত্যাগ-সন্ন্যাসী তিনি আমারও দুর্ল্লভ।

যোগবাশিষ্ঠ হইতে—

"যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘব।"

যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায়, তাঁহাই

প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগমাত্র প্রশস্ত নহে
"মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ সুখাবহঃ॥"

মন হইতে পরিত্যাগ করিয়া সংকল্পবিকল্প বর্জ্জিত হইয়া সুখী হও।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রমবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥ ১৪১
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো।
চতুর্ব্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ॥ ১৪২

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে॥১৪৩
পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে॥ ১৪৪
ব্রহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা॥ ১৪৫
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্ণীয়ুঃ কদাচন॥ ১৪৬
ব্রহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিনাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে॥ ১৪৭
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ॥ ১৪৮
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে॥ ১৪৯
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাদ্ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ॥ ১৫০
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্ম পরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্॥ ১৫১
ওঁ তৎসন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥ ১৫২
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ॥ ১৫৩
ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ ভবেৎ॥ ১৫৪
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎসন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৫
কিমন্যৈর্ব্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্মেণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ১৫৬
সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাদুপায়ান্তরমম্বিকে॥ ১৫৭
পুরঃপ্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্।
গৃহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ ১৫৮
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎসদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্॥১৫৯
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোংতৎসং সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ॥১৬০
চতুর্ব্বিধানামন্নানামন্যেষামপি বস্তুনাম্।
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্চেদেতেন শোধিতম্॥ ১৬১
পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপং তৎসন্মহামনুম্।
স্বেচ্ছাচারশুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্॥১৬২
জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্মনুম্॥১৬৩
ত্রিপদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম॥ ১৬৪
যুগ্মং যুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা।
জপ্তুস্তস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ॥ ১৬৫
শৈবাবধূতসংস্কারবিধুতাখিলকর্ম্মণঃ।
নাপি দৈবে ন পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা॥ ১৬৬
চতুর্থীমবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বেশিবোপমাঃ॥ ১৬৭
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।

প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৮
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌনীং নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৯

সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৭০

নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণাঃ।
মুক্তোঽবিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥ ১৭১

ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিনাম্ ॥ ১৭২
এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্ ॥ ১৭৩
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে ॥ ১৭৪

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈর্মানবৈঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ১৭৫
অশুচি যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৬

কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খশাঃ
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়ে ॥ ১৭৭

কুলতত্ত্বৈঃ কলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ
যেঽর্চ্চয়ান্ত সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৮

ক্রমশঃ।

শক্তি।

জ্ঞানশক্তি জড়া প্রকৃতি নন্, ইচ্ছাশক্তি জড়া প্রকৃতি নন্, ক্রিয়াশক্তিও জড়া প্রকৃতি নন্। জ্ঞানশক্তি অজড়া প্রকৃতি। জড় প্রকৃতি এই সৃষ্টি। ১

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে আদ্যাশক্তি কালীই মায়া নন্। মায়া তাঁহার একটী শক্তি। সেই মায়াশক্তি প্রভাবে তিনি বহুরূপিনী হন্। মূলশ্লোক—

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪।"
২।

শক্তি আকারও নন্, শক্তি রূপও নন্। শক্তি অরূপা নিরাকারা। শক্তি আকারবিশিষ্টা হইলে তাঁহাকে সাকারা বলা যায়। ৩

পরমেশ্বরের নামগুণগান যিনি করেন তিনিই প্রকৃত গায়ক, ভগবচ্চরিত্র যিনি গান করেন তিনিই প্রকৃত গায়ক। সেই গায়ককে যিনি ত্রাণ করেন তিনিই গায়ত্রীশক্তি। ৪

তেজস্বিনী রুদ্রাণীশক্তি প্রভাবে জীবের প্রচণ্ড পাপ সকলেরও ধ্বংশ হইতে পারে। এইজন্য রুদ্রানির শরণাপন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৫

একটী বীজ বৃক্ষ হইলে নানা প্রকার হয়। এক আদ্যাশক্তিরও নানা প্রকার বিকাশ দেখি। ৬

যেমন নানা প্রকার জড় সামগ্রী দেখি তদ্রূপ নানা প্রকার শক্তির বিকাশও দেখি। ৭

অহেতুকী ইচ্ছা নাই। প্রত্যেক ইচ্ছারই হেতু আছে। ৮

বাইবেলের মতেও স্বয়ং পরমেশ্বর শক্তি। ঈশা বাইবেলে বলিয়াছেন "God is a Spirit"। স্পিরিট অর্থে শক্তি। ৯

অব্যক্তভাবে পঞ্চভূতে পঞ্চ প্রকার শক্তি আছে। কার্য্যকালে তাহাদের বিকাশ দেখি। সকল সময় তাহারা ব্যক্ত থাকে না। ১০

সমস্ত ক্রীড়াও শক্তি। সর্ব্বক্রীরাশক্তিও বোধশক্তির মধ্যগত। ১১

যে চিৎশক্তির মহিমা মহাভাগবতে, দেবীভাগবতে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, কল্কিপুরাণোক্ত মায়াস্তবে ও নানা তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই চিৎশক্তিরই ত্রিবিধ বিকাশ হইতে সৃজন, পালন ও নাশ হইয়া থাকে। সেই চিৎশক্তিই জ্ঞানশক্তি। ১২

যেমন বৃক্ষ অনেক শাখাপ্রশাখা, রস, পত্র, পুষ্প, মুকুল ও ফলের সমষ্টি তদ্রূপ চিৎশক্তিই সর্ব্বশক্তির সমষ্টি। ১৩

জ্ঞান অজ্ঞান থাকিতে ইচ্ছা যায় না। ইচ্ছা থাকিতে মায়াও যায় না। ইচ্ছাশক্তি ক্রীয়াশক্তির প্রসূতী। ১৪

প্রত্যেক শরীরিকেই দৃক্‌শক্তি বলা যাইতে পারে। তুমি যাহাকে পুরুষ বল তাহাও শরীরী, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বল তাহাও শরীরী। সুতরাং সেইজন্য পুরুষও দৃকশক্তি, প্রকৃতিও দৃক্‌শক্তি। আবরণের জন্য পুরুষ প্রকৃতি দুটী বিভিন্ন আখ্যামাত্র। তুমি যাহাকে পুরুষ বল তাহাও যাহা, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বল তাহাও তাহা। ১৫

আমার শক্তি আমার মধ্যে আছে বলিয়া আমি সেই শক্তির স্বামী। ঈশ্বর শক্তিমান পুরুষ। তিনি যে শক্তির স্বামী তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। ১৬

মূলশক্তি, মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি কালী। কালী ত্রিকালব্যাপিনী। ত্রিকালের যত কার্য্য সে সমস্তই তাঁহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। ১৭

অনেক নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকের মতে কোন এক শক্তি প্রভাবে সমস্ত বিশ্বকার্য্যই নির্ব্বাহিত হইতেছে। ১৮

শক্তির মান্য কত বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। শক্তি ব্যতীত আমাদের সকলকেই জড়ের মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়। ১৯

এমন স্থান নাই যথায় কালের বিদ্যমানতা নাই। সেই কালব্যাপিনী শক্তির নাম কালী। এইজন্য কালীও সর্ব্বব্যাপিনী। ২০

সমুদ্রসঙ্গমে একই গঙ্গা শতধারা হইয়াছেন। সেই শত ধারার শতটী নামও হইয়াছে। সকল ধারার জলও এক প্রকার। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী শক্তিতে এক আদ্যাশক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী মূর্ত্তী পরস্পর সম্পূর্ণবিভিন্ন। ২১

একজন মনুষ্যের তিনটী নাম থাকিতে পারে। কিন্তু একজন মনুষ্যের ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই! কিন্তু ব্রহ্মময়ী গায়ত্রীর সঙ্গে কোন অক্ষম মনুষ্যের তুলনা হয় না। শাস্ত্র অনুসারে একই গায়ত্রীর তিন নাম এবং তিন মূর্ত্তী। ২২

শক্তির রূপ আছে। শক্তি রূপ নহেন। শক্তির আকার আছে। শক্তি আকার নহেন। ২৩

আমার কালী কেবল পাষাণময়ী নন্। তিনি বিশ্বময়ী আদ্যাশক্তি। তিনি অনন্তরূপিনী সাকারা। আবার তিনিই নিরাকারা। ২৪

এমন শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাহা জড়ের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে। নিরাকারা বায়ুশক্তি কত শুষ্ক পত্র উড়াইয়া লইয়া যায়। বায়ু আমাদের অঙ্গের উপর দিয়া সঞ্চরণ করিলে অঙ্গ শীতল হয়। আদ্যাশক্তিও কোন জড়ের সাহায্য ব্যতীত সৃজন করিতে পারেন। ২৫

স্ত্রীলোক যেমন অন্তঃপুরের সমস্ত কার্য্যই করেন তদ্রূপ দেহের অভ্যন্তরে সমস্ত কার্য্যই শক্তি করেন। এইজন্য শক্তিকে স্ত্রীলোক বলা হইয়াছে। ২৬

প্রকৃতি অন্দরমহলে থাকেন। শক্তি শক্তিমানের অভ্যন্তরে নিহিত আছেন বলিয়া শক্তিকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ২৭

কুল কোন সামান্য পদার্থ নয়। সনাতন ব্রহ্মকেই কুল বলা হইয়াছে—

"ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।"

সেই ব্রহ্মকুলসম্পন্ন যিনি তিনিই কৌল। সেই কৌলের অন্তরে বাহিরে যে শক্তি ব্যাপ্ত তিনিই কৌলিনী। ২৮

আদ্যাশক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইলেও আদ্যাশক্তি স্ত্রী নন্। আদ্যাশক্তি স্ত্রী নন্, আদ্যাশক্তি পুরুষও নন্। ২৯

ব্রহ্মের নানা গুণকেই তাঁহার নানা শক্তি বলা যায়। ৩০

শক্তিমান পুরুষ অজড়। তাঁহার প্রকৃতি জড়। শক্তি পুরুষও নন্, শক্তি প্রকৃতিও নন্। ৩১

শক্তি-প্রভাবে সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন হয়। শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। ৩২

ঈশার কোন জীবনচরিত লেখক ঈশাকে ওয়ার্ড বলিয়াছেন। ওয়ার্ড অর্থে বাক্‌শক্তি বলা যায়। বাইবেল অনুসারে ঈশাকে ঈশ্বরের বাক্‌শক্তির অবতার বলা যায়। ৩৩

ঈশ্বরের শক্তিকেই বাইবেলীয় হোলি গোষ্ট বলা যায়। হোলি গোষ্ট যিনি মানেন তিনি অশাক্ত নন্। ৩৪

জ্ঞানশক্তিও প্রকৃতি, ইচ্ছাশক্তিও প্রকৃতি এবং ক্রিয়াশক্তিও প্রকৃতি। ব্রহ্ম প্রকৃত। তাঁহার শক্তি প্রকৃতি। ৩৫

ব্রহ্ম পুরুষ। জ্ঞানশক্তি তাঁহার প্রকৃতি, ইচ্ছাশক্তিও তাঁহার প্রকৃতি এবং ক্রীয়াশক্তিও তাঁহার প্রকৃতি। ৩৬

প্রধানতঃ তিন প্রকার শক্তি নির্দ্দেশ করা যায়। তিন প্রকার শক্তির মধ্যে জ্ঞানশক্তিই সর্ব্বপ্রধান। তৎপরে ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির পরে ক্রীয়াশক্তি। ৩৭

যেমন একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী হন্ তদ্রূপ সেই একই শক্তি নানা রূপ ধারণ করেন, তদ্রূপ সেই একই শক্তি গঙ্গানদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পতিতপাবনী গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছেন। ৩৮

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ঈশ্বরী সাকারা এবং নিরাকারা উভয়ই বটেন। তজ্জন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে সাকারবাদীও বলা যায়, নিরাকারবাদীও বলা যায়। ৩৯

চকমকির পাথরের মধ্যে অগ্নি যে প্রকারে অব্যক্তভাবে রহিয়াছে সেই প্রকারে আদ্যাশক্তি কালীও সৃষ্টির মধ্যে অব্যক্তভাবে রহিয়াছেন। ৪০

কালিই আনন্দময়ী, কালিই সর্ব্বমঙ্গলা, কালিই রক্ষাকালী, কালিই শুভঙ্করী, কালিই ক্ষেমঙ্করী। আবশ্যকমতে সেই কালিই ভয়ঙ্করী এবং চণ্ডীরূপ ধারণ করেন। আবশ্যক মতে সেই কালিই কত ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছেন। ৪১

যাঁহাকে চৈতন্য বলি তাঁহাকেই চিৎশক্তি বলি। চৈতন্য এবং চিৎশক্তিতে কোন প্রভেদ নাই। ৪২

জগতে যত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই শক্তির সম্মান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিই শক্তির মাহাত্ম্য বিশেষরূপে স্বীকার করেন। যাহা বলা যায়, যাহা করা যায়, যাহা শোনা যায় সে সমস্তই শক্তির কার্য্য। শক্তি ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। ৪৩

ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রকৃতি। অনেকের মতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সেই প্রকৃতিসন্তান। ৪০

ব্রহ্মবিদ্যা।

দুটী চক্ষুর মধ্যে একটী চক্ষুর উপরিভাগ টিপিয়া ধরিলে সম্মুখস্থ একটী পদার্থ দুটী বলিয়া বোধ হয়। একটী যাহা দেখিতেছ তাহাও মিথ্যা। তাহাও মায়া প্রভাবে দেখিতেছ। বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিবে না। ১

ব্রহ্মজ্ঞান কেহ কাহাকে দিতে পারে না বলিলে সে সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান অপ্রাপ্যও বলিতে পারি না। ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ এ কথা শতবার বলিতে পারি। ২

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মে অনুরাগ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মে ভক্তিও হয় না। ৩

নিরালম্বোপনিষদে যাঁহাকে সকল ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাঁহাকেই সগুণব্রহ্ম বলা যায়, তাঁহাকেই সকৃয়ব্রহ্ম বলা যায়। ৪

শব্দের স্ফুরণও প্রকৃতি হইতে হইয়া থাকে। প্রকৃতিতেই শব্দ লীন হয়। অতএব সেইজন্য শব্দকেও ব্রহ্ম বলা যায় না। ৫

পঞ্চভূতও প্রকৃতির অন্তর্গত। আকাশ সেই পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটী ভূত। সেই আকাশের গুণ শব্দ। সুতরাং শব্দ ব্রহ্মাত্মা নহে। ব্রহ্ম অশব্দ। ৬

মূক যাহা দেখিয়াছে তাহা যেমন তাহার বলিবার ক্ষমতা নাই তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিও ব্রহ্ম কি বলিতে পারেন না। ৭

দুর্লভ যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও কাশিতে সহজে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি কাশীতে কখন কোন পাপ না করিয়া কাশীতেই দেহত্যাগ করেন, দেহত্যাগের পূর্ব্বে স্বয়ং বিশ্বনাথই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া মুক্ত করেন। ৮

যে জ্ঞান লাভ করিলে তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ৯

পুস্তক পড়িয়া কতকগুলি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতে পারিলে কি হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার ব্যুৎপত্তি হউক। ১০

কোন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি হইলে সে বিদ্যার সাহায্যে কত গ্রন্থ রচনা করিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি হইলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিজেই কত কথা বলিতে পারা যায়। ১১

ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ আনন্দ নাই। ১২

জ্ঞানামৃত সহস্রী।

তুষার কঠিন হইলেও অব্যক্তভাবে তাহাতে কোমলতা আছে। জ্ঞানের মধ্যেও সুকোমল ভক্তি অব্যক্তভাবে আছে। ১

চকমকির পাথরের মধ্যে যে প্রকারে অগ্নি আছে সেই প্রকারে জ্ঞানের মধ্যেও সুকোমল ভক্তি আছে। ২

বিবেক বৈরাগ্য না হইলে দিব্যজ্ঞান হয় না। ৩

তোমার এখনো কত মতের পরিবর্ত্তন হইবে। তোমার ত এখনো জ্ঞান হয় নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত যখন তোমার অপরিবর্ত্তনীয় হইবে তখনি জানিবে যে তোমার জ্ঞান হইয়াছে, তখনি জানিবে সে মতের জনক জ্ঞানব্যতীত অপর কিছু নয়। ৪

অজ্ঞানপ্রসূত ধর্ম্মমত অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না। ৫

তোমার বলবতী দয়া আছে, বিশেষ স্নেহও আছে। বলবতী দয়া প্রযুক্ত তোমার সকলেরই দুঃখদারিদ্র্য ভঞ্জন করিবার ইচ্ছা হয়। সকলেরই শোকাবেগ দূর করিবার ইচ্ছা হয় অথচ তোমার প্রত্যেকেরই দুঃখদারিদ্র্যশোক দূর করিবার ক্ষমতা নাই। বলবতী দয়াবশতঃ

অনেক সময়েই তোমাকে অপরাপর লোকের দুঃখদারিদ্র্যশোক দূর করিতে না পারায় কেবল মনোকষ্ট পাইতে হয়, তাঁহাদের দুঃখদারিদ্র্যশোকের ভাগী হইতে হয়। বিশেষতঃ স্নেহাস্পদের দুঃখদারিদ্র্যশোক নিবারণ করিতে না পারিলে অধিক মনোকষ্ট হয়। দয়ানির্দ্দয়া স্নেহ অস্নেহের পারে যাইবার চেষ্টা কর, যাহাতে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পার তাহার চেষ্টা কর। সে জ্ঞান ব্যতীত ঐ সকল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না ৬

জ্ঞানলাভের উপায় অজ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞানও অজ্ঞানলাভের উপায় নহে। ৭

জ্ঞান অস্ত্রের দ্বারা যিনি জীবহত্যা করিয়া থাকেন তাঁহার ন্যায় হননশীলের পদে আমার শত নমস্কার ৮

বিবেক-প্রসূত উন্নতির নামই দিব্যজ্ঞান। ৯

আলোক অন্ধকারের কারণ নহে। আলোকের অভাবই অন্ধকারের কারণ। জ্ঞান অজ্ঞানের কারণ নহে। জ্ঞানের অভাব অজ্ঞানের কারণ। ১০

দৈহিক পীড়া শান্তির জন্য জগতে কত বৃক্ষলতা, কত ধাতু রহিয়াছে। কিন্তু সে সকলে মানসিক পীড়া দূর হয় না। মনঃপীড়া নিবারণের ঔষধি দিব্যজ্ঞান। ১১

ভয়ানক বৃষ্টিতেও সূর্য্য নির্ব্বাণ হন না। তবে সে সময়ে তিনি অপ্রকাশিত থাকেন বটে। ভয়ানক অজ্ঞানবর্ষায় জ্ঞানসূর্য্যও নির্ব্বাণ হন না। তবে সে সময়ে তিনি অপ্রকাশ থাকেন মাত্র। ১২

বিষধর সর্পকে ভয় করি। কিন্তু বিষধর সর্পকে যে নকুল নাশ করে সে নকুলকে ভয় করি না। ষড়রিপুকে ভয় করি। কিন্তু যে জ্ঞান প্রভাবে ষড়রিপুর ধ্বংশ হয় সে জ্ঞানকে ভয় করিনা। ১৩

অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত স্বচ্ছ সলিলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে সে সকল দেখিবার উপায় নাই। মানস সরোবরের সচ্ছ ভক্তিবারীর মধ্যে ঈশ্বর নামে এক অপূর্ব্ব কীট আছেন। জ্ঞান নামক অনুবীক্ষণের সাহার্য্য ব্যতীত সে কীট দেখিবার আর অন্য উপায় নাই। ১৪

দিব্যজ্ঞানরূপ দিগদর্শন দ্বারা শিবচরণরূপ উত্তর দিক নির্ণয় করিতে পারিলে এ ভবসমুদ্রে আর দিগ ভ্রান্ত হইতে হয় না। ১৫

যখনি আত্ম-প্রত্যয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় তখনি মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৬

তোমার যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে ততই পার্থিব সমস্ত সামগ্রী অনিত্য এবং অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে। তোমার ততই আত্মানুসন্ধানের প্রতি লক্ষ্য হইবে। ১৭

একব্যক্তি মহাপাপিরও গৈরিক পরিধান করিবার ক্ষমতা আছে, একব্যক্তি মহাপাপিরও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। ঐ সমস্ত পার্থিব সামগ্রী ব্যবহার করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব নহে। ঐ সমস্ত পার্থিব সামগ্রী কেহ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য হইবারও কোন কারণ নাই। কোন জীবিত আধার হইতে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ দেখিলে আশ্চর্য্য হই বটে। ১৮

স্বর্গ এবং নরক ভোগের সূচনা এই পৃথিবীতেই হয়। জ্ঞানীব্যক্তি তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সৎকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃত জ্ঞানির অসৎকার্য্যানুষ্ঠানে মতিই হয় না। ১৯

মূর্খসংসর্গে পণ্ডিত মূর্খ হইতে পারেন না। পণ্ডিতসংসর্গে মূর্খ ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত হইতে

পারেন। অজ্ঞানির সংসর্গে জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতে পারেন না। কিন্তু জ্ঞানির সংসর্গে অজ্ঞানিও জ্ঞানী হইতে পারেন। ২০

মঠ।

কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ কিম্বা অন্য কোন তীর্থে মঠ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্য ভক্তিভাব-সম্পন্ন কত লোক গমন করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দিলে তাঁহাদেরও বিশেষ উন্নতি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মঠেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। ঐ সকল পরম পবিত্র স্থানে ভক্তিভাবে অনেক লোকই বাস করেন তাঁহাদের সাহায্যে মঠের সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষার জন্য ভ্রমণে অধিক সময় ব্যয় না করিয়াও ভোজনের সুবিধা হয়। ঐ সকল স্থানে কত সত্রও আছে, কত সন্ন্যাসী ঐ সকল সত্রের মধ্যে কোন না কোন সত্রেও উদর পূরণ করিতে পারেন। ১

এই বিশ্বই আমার মহামঠ। কালীক্ষেত্র আমার আদিমঠ। কাশী আমার মহানির্ব্বাণ-মঠ। কৈবল্যই আমার সমাধিমঠ। পুরুষোত্তম আমার পরমহংসমঠ। আমার আত্মজ্ঞানই অবধূতমঠ। শ্রীবৃন্দাবনই আমার যোগমঠ। আমার ধ্যানই ধ্যানমঠ। আত্মত্যাগই আমার সন্ন্যাসমঠ। শান্তিই আমার বিশ্রামমঠ। ২

নিন্দা।

তুমি কত লোকের নিন্দা তাহাদের সমক্ষেই করিয়া থাক। তদ্দ্বারা তাহাদের তোমার প্রতি রাগও হয়, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাও হয়, তদ্দ্বারা তাহারা দুঃখবোধও করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা অপমানিতও হইয়া তুমি দুর্ব্বল মানব। তুমিও কোন না কোন সময়ে কোন না কোন নিন্দনীয় কার্য্য অবশ্যই করিবে। তাহারা সুযোগ পাইলে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। ১

এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা কাহারো নিন্দা করিতে ইচ্ছাই করেন না। অথচ কেহ তাঁহাদের নিন্দা করিলে বাধ্য হইয়া তাহাদের নিন্দা করেন। কেহ তাঁহাদের নিন্দা করিলে অবমাননা, ক্রোধ এবং দুঃখ-বশতই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন। ২

তোমার কেহ নিন্দা করিলে সহ্য করিতে পার না তবে তুমি অন্যের নিন্দা করিলেই বা সে সহ্য করিবে কেন? তোমার কেহ নিন্দা করিলে তাহার প্রতি তোমার রাগ হয়। তবে তুমি অন্যের নিন্দা করিলে সেই বা তোমার প্রতি রাগ করিবে না কেন? ৩

কেহ তোমার নিন্দা করিলে তুমি যেমন দুঃখ বোধ কর তদ্রূপ তুমি কাহারো নিন্দা করিলেও সে দুঃখ বোধ করে। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। ৪

ভক্ত কাহারো গোচরেও কাহারো নিন্দা করেন না, ভক্ত কাহারো অগোচরেও কাহারো নিন্দা করেন না। ভক্তের বিবেচনায় নিন্দা করাই অতি গর্হিত কার্য্য। তুমি ভক্তের বেশ করিয়াছ মাত্র। তুমি ত ভক্ত নও। তাই তুমি কত লোকের গোচরে এবং অগোচরে নিন্দা করিয়া থাক। ৫

দোষ।

তুমিও মনুষ্য। তুমিও নির্দ্দোষ নহ। সময়ে সময়ে তোমারও কত দোষ হইতে

পারে। তুমি কোন দোষীকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কার করিলে সেও তোমার দোষ দেখিলে তিরস্কার করিবে। সে সেইজন্য তোমার অনিষ্ট করিতে পারিলে অনিষ্ট পর্য্যন্ত করিবে। তাই বলি যাহার দোষ সে দোষের উল্লেখ তাহার কাছেও করিবার প্রয়োজন নাই অন্য কাহারো কাছেও করিবার প্রয়োজন নাই। ১

দোষী লোকের দোষ উল্লেখ করিয়া তাহাকে তিরস্কার না করিয়াও যদি সাবধান হইতে বলা হয় তাহা হইলেও বক্তার প্রতি তাহার রাগ হয়, দুঃখও হয়। সেই রাগ এবং দুঃখ হইতে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রবল হয়। সেই প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হইতে তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা হয়। দোষী লোকের দোষও তাহার সমক্ষে না বলা হয়। কোন দোষী লোকের দোষের উল্লেখ তাহার নিকট করিলে সেও সেই দোষের উল্লেখকর্ত্তার দোষ দেখিলে কত লোকের কাছেই ঘোষণা করিবে। সে সেই দোষের উল্লেখকর্ত্তার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা নিয়ত করিবে। ২

মোহ।

ঐ ব্যক্তি অধিক সুরাপানে মত্ত হইয়া ঐ পুতিগন্ধময় পঙ্কিল প্রণালীতে পতিত হইবার সময় ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, উহার সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক লাগিয়াছে বলায় সুরাপানের অপকারিতা এবং অন্যান্য নানা প্রকার দোষ উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলায় আমাকে ঐ ব্যক্তি কত দুর্ব্বাক্যই বলিয়াছে, বোধ করি উহার উঠিবার সামর্থ্য থাকিলে আমাকে প্রহার পর্য্যন্তও করিত। সুরার মত্ততা থাকিতে সুরার দোষ এবং অপকারিতা বোঝাইবার চেষ্টা করিলেও ব্যক্তি কখনই বুঝিবে না। উহার মত্ততা অপনীত হইলে উহাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। মোহমদিরাপানে যে মত্ত হইয়াছে সেই মত্ততা থাকিতে কি মোহের অপকারিতা ও দোষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তাহাকে বুঝাইতে পারিবে? সেই মোহজনিত মত্ততা অপনীত হইলে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মমতা।

কোন ব্যক্তিতে পিশাচী আশ্রয় করিলে যেমন সেই ব্যক্তির নানা প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে মমতা আশ্রয় করিলেও তাহার নানা প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে। মমতাও এক্ প্রকার পিশাচী। মমতাপিশাচী যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে সে শোকে কষ্ট পায়, সে দুঃখে কষ্ট পায়। ১

মমতাশূন্য স্নেহ হইতে পারে না। স্নেহ যাঁহার আছে তাঁহার মমতাও আছে। ২

স্নেহ মমতার কারণ। অনেক সময়ে দয়াও মমতার কারণ হয়। ৩

ঋষভদেবের পুত্র ভরতের দয়াবশতঃ হরিণ শিশুর প্রতি মমতা হইয়াছিল। সময়ে সময়ে দয়াও প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ৪

সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য যিনি তিনিই সম্পূর্ণ মমতাশূন্য। ৫

যাঁহার কিছুতেই মমতা নাই তাঁহার আপনাতেও মমতা নাই। ৬

বিবিধ।

গুরুশিষ্যে মধুরভাব লক্ষণায় প্রকৃত নহে। গুরু পুরুষ বা প্রকৃতি হউন শিষ্য পুরুষ বা

প্রকৃতি হউন গুরুর আত্মা শিষ্যের আত্মাতে রমণ করিয়া প্রেমভক্তি দেন। রমণকৃত রেত বা বীর্য্যে সন্তান হয় কি না, গুরুর আত্মার প্রেমভক্তিবীর্য্যও শিষ্যের আত্মাতে ধারণা হইয়া সেই প্রেমভক্তিবীর্য্যে সচ্চিদানন্দ প্রকাশিত তাঁহার আত্মাতে হন, সেই যেন তাঁর জন্ম, যেন প্রেমভক্তি রেত; রেত লিঙ্গ হইতে যোনিতে দিয়া সন্তান হয়, এ গুরুর আত্মার প্রেমভক্তি শিষ্যের আত্মাতে সচ্চিদানন্দ তাহা হইতে প্রকাশিত করেন যেন এইজন্য রমণ বলিয়াছে। ১

গুরুর আত্মার প্রেমভক্তি শিষ্যের আত্মাতে সঞ্চারে গুরু ও শিষ্যের উভয়েরই আনন্দ হয়। ২

গুরুর আত্মা শিষ্যের আত্মাতে প্রেমভক্তিরূপ বীর্য্যপাত করিয়া অগ্রে রমণ করিলে ত মধুরভাবে পরে শিষ্যের আত্মাতে গোপাল জন্মাবেন এবং সেই শিষ্যআত্মা যশোমতী হইবেন এবং সেই শিষ্যের জন্মিত গোপালের প্রতি বাৎসল্যভাব হইবে; এইজন্য তন্ত্রের মতে অগ্রে বীরভাব (মধুরভাব) পরে বাৎসল্য বা দিব্যভাব। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে বাৎসল্য ভাবের পরে মধুরভাব, মধুরে বৎসের জন্ম না হইলে তাহার প্রতি কি প্রকারে বাৎসল্যভাব হইবে? ৩

ভাগবতমতে শেষে মধুরভাব, তাহাতে সন্তান হওয়া নাই। ৪

গঙ্গা অথবা অন্য কোন তীর্থ অপেক্ষা ভগবতদাসের মাহাত্ম্য অধিক। তাঁহাকে দর্শন করিলে অধিক পুণ্য হয়। গঙ্গা কত যুগ পূর্ব্বে বিষ্ণুপদ হইতে বিনিসৃত হইয়াছেন আর ভগবতদাস সেই চরণ দিবারাত্র হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। ৫

অষ্টাধিক শতবার প্রত্যেক দেবীমন্দির প্রদক্ষীণ করিতে হয়। কার্ত্তিকেয়কে পঞ্চবার প্রদক্ষীণ করিতে হয়। পঞ্চ প্রদক্ষীণের পরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতে হয়। ৬

রেচকপূরক স্বভাবতঃ হইতেছে। নিয়মপূর্ব্বক আর রেচকপূরক করিবার আবশ্যক নাই। কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিলেই হইবে। ৭

সন্ন্যাসী বহু প্রকার। দণ্ডীসন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি হইতে পারেন না। অন্যান্য প্রকার সন্ন্যাসী হইতে পারেন। ৮

আকাশ সর্ব্বত্রে আছে। এইজন্য ব্রহ্মকে আকাশ বলায় ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশ করা হয়। তাঁহাকে জল বলায় তাঁহার কোমলতা ও স্নিগ্ধতা প্রকাশ করা হয়। মৃত্তিকা বলায় কেবল কোমলতা। ৯

শাস্ত্রে কোন বৈষ্ণবকেই দণ্ডী বলা হয় নাই। শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব হয়ে কেহই দণ্ডী সন্ন্যাসী হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ও শ্রীবিষ্ণুর অবতার নিত্যানন্দ প্রভু কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা জগতে পরমবৈষ্ণবেরই আচরণ করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের উভয়েরই দণ্ডীর ভেক ছিল। কই তাঁহারা ত বৈষ্ণবের ভেক করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে বৈষ্ণবের ভেকে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ১০

হরিদ্রার সহিত চূণ মিশাইবার পূর্ব্বে লাল রং ছিল না অথচ ঐ দুই বস্তুর সংযোগে লাল রং হইল। ব্রহ্ম-শক্তির সংযোগের পূর্ব্বে এই সৃষ্টি ছিল না উভয়ের সংযোগে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১১

নিদ্রা আর জাগরণ এই দুইটী প্রধান শক্তি। নিদ্রাশক্তির এত অধিক ক্ষমতা যে সেই শক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধও থাকে না। জাগরণশক্তি প্রভাবে পুনর্ব্বার

আমি আছি বোধ করি। নিদ্রা এবং জাগরণের সমান ক্ষমতা। কখন নিদ্রা জাগরণকে পরাস্ত করে এবং জাগরণ কখন নিদ্রাকে পরাস্ত করে। ১২

গোঁড়াবৈষ্ণব (উদারবৈষ্ণবের প্রতি)—তুমি গলায় তুলসীর মালা পর না ?

উ-বৈ। আমার গলায় মালা আছে।

গোঁ-বৈ। আমি ত তোমার গলায় কাপড় দেখ্‌ছি।—তোমার গুরুপাঠ কোথা ? তোমার গুরুর নাম কি ?

উ-বৈ। আমার গুরুপাঠ হৃদয়ে। গুরুদেব হৃদয়ে আছেন।

গোঁ বৈ। তাঁহাকে কি তুমি দেখিতে পাও ?

উ-বৈ। তুমি নিজকে নিজে কি দেখিতে পাও ?

গোঁ-বৈ। তাত পাই না শরীরই দেখি।

উ-বৈ। আত্মজ্ঞান হইলে নিজেকেও দেখা যায়, গুরুকেও দেখা যায়। ১৩

শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অবতারের সংখ্যা করা যায় না। ১৪

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্র পড়িলে জানা যায় শিব শব। শবশিবের প্রসাদভক্ষণে শিবভক্তবৃন্দের আপত্য হয় না। অথচ দণ্ডীকে শব বলা হয় বলিয়া কাশীবাসী অনেকেরই দণ্ডীর প্রসাদভক্ষণে আপত্য হয়। ১৫

আমার দশ ইন্দ্রীয়, আমি দশ ইন্দ্রীয়ের স্বামী, দশ ইন্দ্রীয় আমার অধীন অথচ আমিও দশ ইন্দ্রীয়ের অধীন, দশ ইন্দ্রীয়ও আমার স্বামী। ১৬

পুরাণ প্রতিপাদ্য জীবের বারম্বার জন্ম অর্থাৎ দেহধারণ স্বীকার করিলে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর বেদান্তের মত দেখিলে জাতিবর্ণ একেবারেই লোপাট হইয়া যায়। ১৭

যেমন একই বৃক্ষের নানা শাখাপ্রশাখা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ একই ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের নানা মত যেন নানা শাখাপ্রশাখা হইয়াছে। একই বৃক্ষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পর মিল্ নাই। সকল সম্প্রদায়ের মতেরও ঐক্য দেখা যায় না। ১৮

বাক্‌শক্তি, নাদশক্তি, নানা বাক্য ও নানা বাক্যের অন্তর্গত নানা বর্ণ অভেদ অথচ পরস্পর ভেদ আছে। বিশ্বময়ীশক্তি, বিশ্ব এবং সেই বিশ্বের অন্তর্গত নানা পদার্থ পরস্পর অভেদ অথচ পরস্পর খুব প্রভেদ আছে। ১৯

মায়ার এমন ক্ষমতা আছে যে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন তিনি অজ্ঞানকেও জ্ঞানরূপে বোধ করাতে পারেন। ২০

প্রকৃত জ্ঞানীর কিছুই অগোচর নাই। তিনি সকল বিষয়ই জানেন্। তিনি সর্ব্বতত্ত্ববিৎ। ২১

যখন আমি নিদ্রিত থাকি তখন আমার ভিতরে ক্রীয়াশক্তি থাকিলেও আমি নিষ্ক্রয় থাকি, তখন আমার ভিতরে সর্ব্বগুণ থাকিলেও আমি নির্গুণ থাকি। সে অবস্থায় আমার বোধশক্তি থাকিলেও আমি আছি পর্য্যন্ত বোধ করি না। আমি জাগৃত হইলে আবার সগুণ, সক্রয়, ও নিজের অস্তিত্ববোধবিশিষ্ট হই। ব্রহ্মেরও নিদ্রাজাগরণ আছে। সে নিদ্রাজাগরণের সহিত আমাদের নিদ্রাজাগরণের তুলনা হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন নিদ্রিত থাকেন তখন তাঁহাতে সত্ত্বরজতমগুণ ক্রীয়াশক্তি ও বোধশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও সে অবস্থায় তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রয় ও নিজের অস্তিত্ববোধবিহীন থাকেন। তাঁহার যখন জাগরণ হয় তখন তিনি সগুণ, সক্রয় ও নিজের অস্তিত্ববোধবিশিষ্ট। ২২

নিদ্রিতাবস্থায় শোক দুঃখ তাপ লজ্জা ভয়

অপমান বিস্মৃত হই। এমন বিরামদায়িনী শান্তিপ্রসবিনী নিদ্রাকে তমোগুণোৎপন্না কি প্রকারে বলিব? নিদ্রিতাবস্থা যে প্রকৃত গুণাতীতা অবস্থা। নির্ব্বাণও এক প্রকার নিদ্রা, যে নিদ্রা হইতে আর জাগরিত হইতে হয় না। ২৩

অনেক প্রকার নিদ্রা আছে। সকল প্রকার নিদ্রাতেই কোন বোধ থাকে না। ২৪

কত প্রকার নিদ্রা আছে বলিতেছি—নিদ্রা, মোহনিদ্রা, মহানিদ্রা বা দীর্ঘনিদ্রা, যোগনিদ্রা ও নির্ব্বাণনিদ্রা। সর্ব্বপ্রকার নিদ্রা অপেক্ষা নির্ব্বাণ নিদ্রাই শ্রেষ্ঠ। ২৫

চিরকালের জন্য সমস্ত বিস্মৃত যিনি হইয়াছেন তিনিই ভোলানাথ। ভোলানাথের আত্মবিস্মৃতি পর্য্যন্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণ হইলেও ভোলানাথ হইতে হয়। নির্ব্বাণ হইয়া যিনি ভোলানাথ হইয়াছেন তাঁহাকে আর কখনো অভোলানাথ হইতে হয় না। ২৭

ভগদ্গীতার মতে কৃষ্ণকেই বিষ্ণু সম্বোধন করা হইয়াছে, কৃষ্ণকেই চক্রহস্ত চতুর্ভুজ গদাধর বলা হইয়াছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রা প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥
৩০॥২৮।

কায়াতে যিনি অবস্থান করেন তাঁহাকেই কায়স্থ বলা যায়। প্রত্যেক দেহীই কায়স্থ। গীতায় কায়াকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও ব্যোমসংহিতার মতে) সেই কায়াক্ষেত্রে যিনি অবস্থান করেন তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলা যায়। ২৯

পরমেশ্বর যখন কায়াবিশিষ্ট হন তখন তাঁহাকেও কায়স্থ বলা যায়। সেই কায়স্থ পরমেশ্বরকে সাকার বলা যায়। ৩০

মহাভারত পড়িকে স্পষ্টই জানা যায় কত মহামান্য মুনি ঋষিও দ্রোপদীর রাঁধা অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থের দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে কায়স্থ শূদ্র। তাঁহারা যে কোন শাস্ত্রমতে কায়স্থকে শূদ্র বলেন তাহা বোঝা অতি দুষ্কর। কোন শাস্ত্রেই ত কায়স্থকে শূদ্র বলা হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্যোমসংহিতায় কায়স্থকে স্পষ্ট ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। যে শাস্ত্র প্রমাণে যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ সেই শাস্ত্রপ্রমাণেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়। ৩১

যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ক্ষীরসর নবনীত ভক্ষণ করিয়াছেন তিনিই গীতার মতে কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কত অশ্ব, কত গজ, কত রথ ও ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি কত যোদ্ধাকে গ্রাস করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়—

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥৩২।

এখন যে বিষয় তোমার অভ্রান্ত, সত্য এবং অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, যে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতেছে না হয়ত পরমূহূর্ত্তে কিম্বা কিছুকাল পরে সেই বিষয়ই ভ্রান্ত অসত্য ও খণ্ডনীয় বোধ হইবে; হয়ত সেই বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইবে। ৩৩

মায়ার প্রভাব এমনি অজ্ঞানকেও জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে কত বিষয় অভ্রান্ত, সত্য এবং অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়, এইরূপে কত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় না। আবার সেই সকল বিষয় ভ্রান্ত, অসত্য এবং খণ্ডনীয় বোধ হয়, আবার সেই সকল বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। ৩৪

যখনি তোমার একভাব রহিয়া যাইবে, কোন পরিবর্ত্তন হইবে না তখনি জানিবে তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে। যখন তোমার প্রকৃত জ্ঞান হইবে তখন কোন সন্দেহও হইবে না, তখন তোমার সমস্ত সংশয়ভঞ্জন হইবে। ৩৫

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পরমহংসকে উলঙ্গ থাকিতে বলা হয় নাই। ৩৬

না ছোঁচালেই পরমহংস হওয়া যায় না। গোয়ালঘরে গরু বাঁধা থাকে, সেখানে সে হাগে মোতে খায়। হেগে ছোঁচায় না। ঐ প্রকার করিলেই কি পরমহংস হওয়া যায়? ৩৭

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা। সে ইচ্ছাপ্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ৩৮

যাহা ঈশ্বর নয় তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলে সে বিশ্বাস ঈশ্বরে করা হয় না। ৩৯

স্বাধীন অর্থে নিজের অধীন। ৪০

নিষ্কামপ্রেম যা, তাতে স্বার্থ নাই। ৪১

অগ্নি সর্ব্বভুক্। অগ্নি কিছুতেই অশুদ্ধ হয় না। মড়াপোড়ান আগুনও অশুদ্ধ হয় না। মহাপুরুষ অগ্নি, তিনি প্রতিগ্রহ করিলেও অশুদ্ধ হন্ না। ৪২

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানী কি এক্ গাছা বাঁশের

দণ্ডের দোহাই দিয়া দণ্ডীরূপে পরিচিত হবেন ? ৪৩

ভগবানের প্রতি যাঁর শুদ্ধভক্তি আছে তাঁহাকে ভগবানের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তীই বা পূজা করিতে হইবে কেন ? তাঁহাকে ভগবানের কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তীই বা পূজা করিতে হইবে কেন ? তাঁহাকে ভগবানের দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তীই বা পূজা করিতে হইবে কেন ? তাঁহাকে ভগবানের অন্য কোন পদার্থ নির্ম্মিত মূর্ত্তীই বা পূজা করিতে হইবে কেন ? তিনি নিজ শুদ্ধভক্তিবলে ভগবানের আসল্ মূর্ত্তীই দেখিতে পান্, তিনি নিজ শুদ্ধভক্তিবলে ভগবানের আসল্ মূর্ত্তী পূজা করিবারই অধিকারী হন্। ৪৪

প্রতিমূর্ত্তী পূজার শুদ্ধভক্তের সুখও নাই উৎসাহও নাই। ৪৫

শুদ্ধভক্ত ইচ্ছা করিলে আসল ভগবানকে দেখিতে পান্। সুতরাং তাঁর ভগবানের কোন জড়বস্তুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তী দেখিতে ও পূজিতে উৎসাহ হয় না। ৪৬

তোমার প্রেমাস্পদ বিদেশে থাকিলে তুমি ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাও না। তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাও না বলিয়া তাঁহার চিত্রপট বা প্রতিমূর্ত্তী রাখা উচিৎ। কারণ তাহা থাকিলে তাহা দেখিয়াও অনেকটা আনন্দ হয়। তোমার প্রেমাস্পদ মরিলে তাঁহাকে আর দেখিবার সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তী রাখিলে তাহা দেখিয়া ত অনেকটা ভাল থাকিতে পার। কিন্তু ভগবান যিনি তাঁহার মৃত্যু হয় না, তিনি সর্ব্বস্থানেই আছেন। সুতরাং শুদ্ধভক্ত তাঁহার অভাব কখনই বোধ করেন না। যে ভগবান সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে আছেন শুদ্ধভক্ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই দেখেন্। সুতরাং তাঁহার ভগবানের প্রতিমূর্ত্তী রাখিবার, দেখিবার ও পূজা করিবার আবশ্যক হয় না। ৪৭

যিনি কেবল নিরাকার, কখন সাকার হইতে পারেন না তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিপ্রেম কি প্রকারে করিবে ? যিনি সাকার নিরাকার তাঁহার প্রতিই শ্রদ্ধাভক্তিপ্রেম করা যাইতে পারে। ৪৮

সত্য কথা ভ্রান্ত এবং খণ্ডনীয় হইতে পারে না। ৪৯

প্রকৃত জ্ঞানীর সমস্ত সংশয়ভঞ্জন হইয়াছে। জ্ঞানী সমস্তই জানেন্। তাঁহার আর সংশয় কিসে হবে ? যে সমস্ত জান না সে সমস্ত বিষয়ে তোমার সংশয় আছে। যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন নানা সংশয় উপস্থিত হয়। পূর্ণজ্ঞান হইলে কোন সংশয়ই থাকে না। অজ্ঞানীর অনেক সংশয়। ৫০

আমি দেখিয়াছি এক সময়ে যাহা আমার সত্য, অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বোধ হইয়াছে আবার অন্য সময়ে তাহাই অসত্য, ভ্রান্ত বোধ হইয়াছে। তাহা আমি নিজেই খণ্ডন করিতে সক্ষম হইয়াছি। ৫১

আমরা গোপাল,

শ্রীকৃষ্ণ রাখাল। ৫২

তুমি কায়স্থ সাকার, দেহধারী অবতার, অথচ যে নিরাকার তুমি নারায়ণ। ৫৩

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীর সমস্ত বন্ধন, সমস্ত উপাধি ত্যাগ হওয়ার আবশ্যক। একগাছি বেনুশাখার দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৌপীন দুর্লভ অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচায়ক হইতে পারে না। অদ্বৈতজ্ঞানীকে দণ্ডী বলিবারই বা প্রয়োজন কি ? দণ্ড ত একটা স্থূল সামগ্রী। অদ্বৈতজ্ঞানীর তাহা গ্রহণ করিয়া দণ্ডীনামধারী হইবারই বা আবশ্যক কি ? প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীর দণ্ড গ্রহণেরও আবশ্যক নাই। ৫৪

অনেকেই বদ্ধপাগল্। মুক্তপাগল্ খুব্ কমই দেখিতে পাওয়া যায়। শুকদেব গোস্বামীকে মুক্তপাগল্ বলা যাইতে পারে। ৫৫

এক্ জ্ঞান দ্বারা নানা বিষয় জানা যায় সত্য। কিন্তু যত লোকের অগ্নি সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা সকলেই অগ্নিকে অগ্নিই জানিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অগ্নিকে জল বলিয়া জানেন্ নাই। যাঁহাদের প্রকৃত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেন্ সে সমস্ত এক্ প্রকারই হয়। সকল জীবেরই ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণাই এক্ প্রকার। বহু জীব হইলেও বহু প্রকার ক্ষুধাতৃষ্ণা নহে। যে সকল ব্যক্তির পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাঁহাদের পরমেশ্বর সং কোন কথায়ই অনৈক্য হয় না। ৫৬

"ভজননিষ্ঠা"

(প্রথম প্রস্তাব)

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"
শ্রীগীতা।

শ্রীভগবানের কি জানি কি লীলা রহস্যে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর্য্য শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীগীতা অনুসারে শ্রীভগবানের এই ধরাধামে আগমনের সময় হইয়াছে কিনা তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে শ্রীপত্রিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আজ আবার মহামায়ার কৃপায় ঐ প্রসঙ্গ এই শ্রীপত্রিকায় আলোচনা করিবার অবসর পাইলাম।

এক দিন হইল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণমধুকর পণ্ডিতচূড়ামণি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন একটী মহাত্মার সহিত কথায় কথায় "ভজন নিষ্ঠা" বিষয়ে কিছু সদালাপ হইয়াছিল। আলাপটী বাদানুবাদ আকারে প্রকাশ পাইলেও শ্রীভগবানের কৃপায় উহাতে আনন্দের অভাব হয় নাই কারণ আমাদের সেই নরোত্তমের রাজ্যে যাহা কিছু ঘটে সবই উত্তম (whatever is is for the best) জগতের ধর্ম্ম সংস্কার জন্য শ্রীভগবান বা তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষগণ যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন কত শত ভীষণ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সৎকার্য্য সাধন করিতে হয়, কত শত বন জঙ্গল কাটিয়া কত শত কণ্টক উৎপাটন করিয়া ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক তবে বীজ বপন করিতে হয়। শ্রীভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যেও কেহ কেহ কি জানি ঠাকুরের কি লীলা বৈচিত্র্যবশে ঐ ধর্ম্ম-গ্লানির সময়ে জগতে জন্মজন্ম ভ্রান্তিজালে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া ঠাকুরের লীলাপুষ্টি করিয়া থাকেন পরিশেষে মদন মোহনের কৃপাকণা স্পর্শমাত্র ভ্রান্তিমোহ দূর হইলে ইঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ হৃদয়রঞ্জনকে চিনিতে পারিয়া তদীয় চরণে মস্তক বিক্রয় করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিই এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই পণ্ডিতটীর সহিত বাদানুবাদ করিয়া মনে হইল ইনিও বুঝি আমাদের সেই করুণাময়ের শ্রীশ্রীনিত্যলীলার কোন এক প্রবোধানন্দ। পণ্ডিতটীর সহিত আমাদের

মতভেদ কেবল সমন্বয় তত্ত্বে। বর্ত্তমান যুগে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতারকল্প মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মমত ও উহার প্রচার কার্য্য দেখিয়া অনুমান হয় যে বর্ত্তমান কালে ঐ সমন্বয়তত্ত্ব সংস্থাপনই এবার শ্রীভবানের একটী অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে সাধকগণের পরমবাঞ্ছনীয় ভজননিষ্ঠা সর্ব্বশাস্ত্র বিগর্হিত "গোড়ামি" নাম ধারণ করে। এই গোঁড়ামি ভাবটী ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের নিকট অতি প্রিয় বস্তু হইলেও জগন্নাথের উদারপ্রকৃতি বিশ্বপ্রেমিক ভক্তগণের প্রাণে বড়ই আঘাত দেয়।

আর্য্যধর্ম্মের সাধকগণের উপাসনা প্রধানতঃ পঞ্চভাবে বিভক্ত তন্মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই গোঁড়ামী দোষে দূষিত। শক্তিভক্তগণ শ্রীভগবানের শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির লীলাবিগ্রহের ধারণা ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রবেশাধিকার পান নাই; তাহার একটী কারণ এই যে তাঁহারা এখনও জগদম্বার সেবায় অন্তর্ম্মুখী হন নাই শাস্ত্র বলেন শ্রীগৌরতত্ত্ব "অপ্রকাশ্যং বহির্ম্মুখে।"। অপরপক্ষে বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে "শক্তিদ্বেষরূপ গোঁড়ামীটীর মাত্রা যেন বেশী বেশী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আর্য্য শাস্ত্রে অভেদ তত্ত্ব বোধক ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান কিন্তু এস্থলে সে সমস্তগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই তত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমান্ মহাপ্রভুর জীবনী সংশ্রবে কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারই উল্লেখ করিব মাত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামধারী যে বিজ্ঞগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে অপ্রমাণ্য বলিতে চান তাঁহার নিকট আমরা পরাস্ত।

দূষিত গাঁড়ামীকে যাঁহারা ভজননিষ্ঠা নাম দেন তাঁহাদের মুখে পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের (?) কএকটী পয়ার শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায় যথা—

"না পূজিব দেবী দেবা"

* * * *

না করিব অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ।"

এই পয়ারটীর প্রকৃত ব্যাখ্যা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাগ্রন্থ পরমপ্রামাণ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ আলোচনা করিব।

"হরগৌরী বন্দ মাথে, যুড়িয়া যুগল হাতে,
চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা।
ত্রিজগতে এক কর্ত্তা বিষ্ণুভক্তি বরদাতা,
সবে মাত্র এক দেবী দেবা॥

শ্রীচৈঃ মঃ

কাত্যায়নীপরসাদ লব পদধূলি।
যার পদপরসাদে হরিনাম বলি॥

শ্রীচৈঃ মঃ

নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে (মহেশ) ঠাকুর
চরণে পড়িলা মুনি ভক্ত সুচতুর॥

* * * *

চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে

* * * *

জগত নিস্তার হেতু তুমি মাতা পিতা।

(বৈকুণ্ঠনাথ) পঁহু বলে—

তুমি মোর আদ্যাশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি
তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপা।
তোমা বহি আমি নহি, তুমি আমি বহি কহি
যে করহ সে তোমার কৃপা॥

হরগৌরী আরাধনে, সর্ব্বজন আমা জানে,
হরগৌরী মোর আত্মাতনু !

* * * *

হেশ ঠাকুর সব আগে আগুয়ান।

* * * *

মহা মহেশ্বর সত্বগুণ ধরে।
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে॥
অন্তর বাহ্য বিচার না করিয়া কহে পুনঃ।
বাহ্য আচরণ দেখি বোলে তমগুণ।
কৃষ্ণের কেবল পর সত্য হরি হর।
পরাকৃত হয় তমোগুণের ভিতর॥

* * * *

সেতুবন্ধ গিয়া দেখি রামেশ্বরলিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে পঁহু (শ্রীচৈতন্য) পুলককদম্ব
লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি হরি বলে বারবার॥

* * * *

বিশ্বেশ্বর বন্দি প্রভু আনন্দিত চিতে।
পুলকে পুরল তনু হৈল হরষিতে॥
শ্রীচৈঃ মঃ

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

* * * *

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

* * * *

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥

* * * *

কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার।

* * * *

তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ।

(রাধিকা)
সর্ব্ব পালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
শ্রীচৈঃ

আমাদের ঠাকুর বলিতেন—
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম সেইজন শাস্ত্রের বিচারে॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ (?

যার যেই মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ

হেনই সময়ে সর্ব্বপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আত্মশক্তিবেশধর॥

* * * *

অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।

* * * *

জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
মহালক্ষ্মীভাবে উঠে খট্টার উপরি।

* * * *

মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

* * * *

কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি।

* * * *

জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা পদছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার মহিমা।

* * * *

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা॥
জগত জননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি।

তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূতশুদ্ধি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূতবুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥

* * * *

শুভদৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন।

* * * *

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া ॥
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগজ্জননী ॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা ॥
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা।
(পিতাহমস্যজগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ)
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে স্তনপান।

* * * *

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ ভেদ করে পাছে ॥

* * * *

তথাপি তাহার কাচ সকলি সুসত্য।

* * * *

সবার পুরিলা আশা স্তন পিয়াইয়া।
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥

* * * *

ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখান সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্ত।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপীষ্ঠ মতি তাহা নাহি লয় ॥
মুহূর্ত্তকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রাম।

নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া ॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেক শঙ্কর প্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥

* * * *

না মানে চৈতন্যপথ বোলায় বৈষ্ণব ॥
শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব।

* * *

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর ॥

* * * *

শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম ॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।

* * * *

নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে ॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এ[illegible] দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে ॥
শি[illegible] রাম গোবিন্দ বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ

এইত গেল শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাজীবনী। ইহা হইতেই বোধ হয় সুমতি সুবিজ্ঞ পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "দেবী দেবার" প্রকৃত মর্ম্ম কি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সমগ্র হিন্দু সমাজ শ্রীভগবানের উপাসনা ভুলিয়া কেবল দুই একটী দেবতার কাম্য পূজা মাত্র সার করিয়াছিল জগৎ প্রেমভক্তি শূন্য হইয়া শুষ্কজ্ঞানচর্চ্চার আবরণে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন

হইয়াছিল তাই ঠাকুর মহাশয়কে বলিতে হইয়াছিল "না পূজব দেবী দেবা" ইত্যাদি।

ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।

* * * *

কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

* * * *

এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।

* * *

ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ

নতুবা ভজনসিদ্ধান্তে ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রান্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়না। "দেবী দেবা" অর্থে জগৎগুরু শ্রীসদাশিব ও জগজ্জননী কৃষ্ণমাতা শ্রীকালী দুর্গা উদ্দেশ্য করা বাতুলতা বই আর কি হইতে পারে! শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতিমতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রীরাধাষ্টমীও শ্রীবৈষ্ণবগণের যেমন পালনীয় শিবচতুর্দ্দশীও তেমনি পালনীয়। শ্রীবৈষ্ণব "অপরাধ" একটী অতি ভীষণ সাধন-কণ্টক। অনবরত শ্রীহরিনাম জপ করিয়াও জীবের প্রেম ভক্তির উদয় হয় না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"অপরাধ আছয়ে প্রচুর"

সেই অপরাধ দুই প্রকার, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন

সেবাপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নাম অপরাধে ধ্রুব নরকে গমন॥
সেই নাম অপরাধের প্রথম অপরাধ।
বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান॥

হিন্দুশাস্ত্রে সমন্বয়তত্ত্ব বিষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ বিদ্যমান; তন্মধ্যে বৈষ্ণব জগতে পরম শ্রদ্ধেয় বৃহন্নরদীয় পুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্র হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম মাত্র।

শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং
হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাং

* * * *

হরিরূপী মহাদেবঃ শিবরূপী জনার্দ্দনঃ।
শিবঃ এব হরিঃ সাক্ষাৎ হরিরেব শিবঃস্বয়ং
তয়োরন্তরকৃদ্ যাতি নরকান্ কোটিকোটিশঃ।
নারায়নেতি কৃষ্ণেতি বাসুদেবেতি বা ব্রুবন্।
অহিংসাদিপরঃ শান্তঃ স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥
শিবেতি নীলকণ্ঠেতি শঙ্করেতি চ যো ব্রুবন্।
সর্ব্বভূতহিতো নিত্যং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥

* * * *

শিবপ্রিয়াঃ শিবাসক্তাঃ শিবপাদার্চ্চনে রতাঃ।
ত্রিপুণ্ড্রধারিণো যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

* * * *

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি বৃঃ নাঃ পুঃ

শ্রীরাধার স্বরূপ

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী॥

* * * *

সংহন্ত্রী সর্ব্ব দৈত্যানাং এব বৈরিবিমর্দ্দিনী।

* * * *

ন শঠায় প্রদাতব্যং * * *

রাধা'দুর্গা'ভেদমন্তৌ * * স্ব ॥

শ্রীরাধার সহস্রনাম

হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী

দক্ষকন্যা বেদমাতা * * *

নাঃ পঃ রাঃ

শ্রীদুর্গাউক্তি

তব বক্ষসি রাধাহহং রাসে বৃন্দাবনে বনে

নাঃ পঃ রাঃ (?)

অতঃপর বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। এখন শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়িয়া দুটী সহজ জ্ঞানের সরল ভাবের প্রাণের কথা বলিব। ক্রমশঃ

ভক্তিভিক্ষু
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

উত্তরগীতা।

(রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন কর্ত্তৃক অনূদিত)

প্রথম অধ্যায়।

যিনি এক, নিরাকার, তত্ত্বের অতীত,
নিরঞ্জন, মনো বাক্যে নহে যে নিশ্চিত,
উৎপত্তি বিনাশহীন, মুক্তির নিদান,
শান্ত, শুদ্ধ, সুনির্ম্মল সর্ব্বোৎপত্তি স্থান।
যিনি যোগমুক্ত হেতুসাধনবিহীন,
জ্ঞান জ্ঞেয়রূপ যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামিন,
যাকে পরিজ্ঞাত হ'লে শীঘ্র মুক্তি হয়।
কেশবে জিজ্ঞাসে পার্থ সেই সমুদয় ॥ ১-৩
কহে কৃষ্ণ মহাবাহো তুমি বুদ্ধিমান।
সাধুপ্রশ্ন করিয়াছ পাণ্ডবপ্রধান ॥
যে প্রশ্ন করিলে তুমি নিকটে আমার
তত্ত্বার্থ বিশেষরূপে বর্ণি আমি তার। ৪
আত্মা পরমাত্মা দুই করি সমন্বয়
নিষ্কামী যোগীর চিন্তা ব্রহ্ম আখ্যা হয়। ৫
পরব্রহ্ম জীবে যেই সদা বিরাজিত,
কুটস্থ অক্ষর নামে সেই অভিহিত।
যেই জ্ঞানী লভে সেই অক্ষর পুরুষে,
তার না থাকিতে হয় জন্মমৃত্যুবশে। ৬
কাকী পূর্ব্ব ককারের অন্তস্থ অকার
ব্রহ্মের চেতনাকৃতি প্রকৃতি আবার
উক্ত অকারের লোপে ককার অদ্বয়;
চিদানন্দ পরব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়। ৭

গমনাবস্থিতিকালে দেহ অভ্যন্তরে,
প্রাণবায়ু রোধি যেই প্রাণায়াম করে,
সর্ব্বদা এ শ্রেষ্ঠকার্য্য করিলে নিশ্চিত,
মনুষ্য সহস্র বর্ষ থাকিবে জীবিত ॥ ৮
যতদূর দেখিবেক গগন মণ্ডল,
ততদূর ব্রহ্মরূপ করিবে চিন্তন,
তৎপর গগনে আত্মা আত্মায় গগন,
স্থাপিয়া করিয়া সব চিন্তা নিবারণ,
স্থির বুদ্ধি অসংমূঢ় ব্রহ্মবিদগণে
নাসিকার বাহ্যান্তর উভয় গগনে,
যথা শ্বাস লয় হয়, জানয়ে তথায়
নিষ্কল পরম ব্রহ্ম বিরাজিত রয় ॥ ৯-১০
নাসারন্ধ্রবিনির্গত বায়ু লয় যথা,
ঈশ্বরে করিবে ধ্যান মন রাখি তথা ॥ ১১
শিব সুনির্ম্মল আর ষড়ূর্ম্মি রহিত,
প্রভা মন জ্ঞান শূন্য রোগ বিরহিত॥
সর্ব্বশূন্য, নিরাভাস, ত্রয়াবস্থাতীত,
পরমাত্মা জ্ঞানে হয় বন্ধনরহিত ॥ ১২-১৩
সমাধি সময়ে হ'লে আপনি চঞ্চল,
ঈশ্বর নিশ্চল জ্ঞানে সমাধি সফল। ১৪
মাত্রা-বিন্দু-শব্দ-স্বর-নাদ-কলাতীত,
ব্যঞ্জন অতীত ব্রহ্মে জানে ব্রহ্মবিদ্। ১৫

হৃদয়ে বিজ্ঞানময় জ্ঞেয় ব্রহ্মজ্ঞানে
শান্তি লভি ত্যজে যোগধারণানুষ্ঠানে ॥ ১৬
বেদের আদ্যন্তে যেই স্বর প্রতিষ্ঠিত,
সে প্রণব হতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর নিশ্চিত। ১৭
পার না হইতে তরি হয় প্রয়োজন।
উত্তরিলে পারে তরি কে চায় তখন ॥ ১৮
গ্রন্থাভ্যাস করি জ্ঞান বিজ্ঞান লভিয়া।
ধান্যার্থির পলসম দেয় তা ফেলিয়া ॥ ১৯
দীপধারী দ্রব্য লভি দীপ ত্যাগ করে।
জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম দেখি জ্ঞান ত্যাগ করে ॥ ২
অমৃতে যে পরিতৃপ্ত জল কি সে চায়?
পরব্রহ্মে জানে যেই বেদে কি তাকায়? ২১
জ্ঞানামৃত পানে তৃপ্তে কর্ত্তব্য না থাকে,
কর্ম্ম করে তত্ত্ববিদ না বলিবে তাকে। ২২
তৈলধারা দীর্ঘ ঘণ্টানাদ যে প্রকার,
অবিচ্ছিন্ন, পরব্রহ্ম হয় সে প্রকার।
বাক্য-অগোচর মাত্র প্রণবস্বরূপ।
ব্রহ্মবিদ জানে পরব্রহ্মকে এরূপ ॥ ২৩
আত্মায় যে কাষ্ঠ এক প্রণবে অপর
জ্ঞান করি ধ্যানরূপ মন্থনে তৎপর
তাহার অভ্যাস হেতু হইবে দর্শন
নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নি তাহা না পায় খণ্ডন। ২৪
তাবৎ সে শ্রেষ্ঠরূপ করিবে স্মরণ
অনন্য মানসে পার্থ, করহ শ্রবণ
বিধুমাগ্নি সমপ্রভ নির্ম্মলাতিশয়
পরমাত্মা নাহি হয় যাবৎ উদয় ॥ ২৫
দূরস্থ হইয়া ব্রহ্ম নহে দূরস্থিত,
দেহস্থ হইয়া হয় দেহ বিবর্জ্জিত,
সর্ব্বদা বিমল ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হয়,
নিরঞ্জন পরমাত্মা জানিবে নিশ্চয় ॥ ২৬
জীবাত্মা দেহস্থ বটে লিপ্ত তাতে নয়,
দেহস্থ হলেও তার জন্ম নাহি হয়,
কায়স্থ হলেও কিছু ভোগ নাহি করে
অভিভূত নাহি হয় আত্মা দেহ ধরে। ২৭

তিল মধ্যে তৈল সম, দুগ্ধে ঘৃত যথা,
পুষ্প মধ্যে গন্ধবৎ ফলে রস তথা,
জীবাত্মাও দেহমধ্যে বিরাজে তেমন
প্রকাশে কাষ্ঠাগ্নি, শূন্যে বায়ুর মতন। ২৮
সর্ব্বগত হয়ে আত্মা দেহে অবস্থিত
চিত্তস্থ হইয়া দেব মনে বিরাজিত। ২৯
চিত্তস্থ চিত্তমধ্যস্থ জীবাত্মাই হয়,
মনোস্থ মনোবর্জ্জিত তাহাকেই কয়।
যোগীগণ আত্মারূপী ঈশ্বরে চিন্তায়
মনোমধ্যে দেখি তবে সিদ্ধি লভে তায়।৩০
মনকে বাসনাহীন আকাশের ন্যায়
নির্ম্মল করিয়া জানে নিশ্চল আত্মায়,
তাহাকে সমাধিযুক্ত, তদবস্থা যাহা,
সমাধি লক্ষণ কহে সুধীগণ তাহা। ৩১
যোগামৃত রসপানে প্রফুল্ল অন্তরে,
নিয়ত সমাধি শিক্ষা করে সেই জন।
কেবল বায়ু ভক্ষণ সেও যদি করে,
তথাপি করাল গ্রাসে না পশে কখন। ৩২
উর্দ্ধভাগ শূন্য যার চন্দ্রাদি রহিত,
অধোশূন্য পৃথীব্যাদি যার তিরোহিত,
মধ্য শূন্য শরীরাদি নাহিক যাহার,
সর্ব্ব শূন্য আত্মা সেই সমাধি সঞ্চার। ৩৩
এরূপ প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত যে জন
পুণ্য পাপ হতে মুক্ত লভে সে তখন ॥ ৩৪
কহে পার্থ অদৃশ্যের চিন্তা অসম্ভব।
দৃশ্যবস্তু ধ্বংশশীল কহিলা কেশব,
তাহলে রূপাদি শূন্য পরম ঈশ্বর
ব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করে যোগীবর? ৩৫
কহিলা কেশব যিনি সর্ব্ব পূর্ণময়,
উর্দ্ধ, অধঃ মধ্য পূর্ণ সেই ব্রহ্ম হয়।
এরূপ আত্মা বা ব্রহ্মে জানে যেইজন,
সেই সে সমাধিযুক্ত সমাধি লক্ষণ। ৩৬
কহে পার্থ সাকারের অনিত্যতা আর
শূন্যতা প্রসিদ্ধ তথা হয় নিরাকার,

উভয়েই দোষযুক্ত দেখায় যখন
তখন কিরূপে ধ্যান করে যোগীগণ । ৩৭
কহে কৃষ্ণ হৃদয়য়কে করিয়া নির্ম্মল
অনাময় পরব্রহ্মে চিন্তিবে কেবল,
একমাত্র হই আমি বিশ্ব চরাচর ।
এরূপ দর্শিলে সুখী হইবেক নর ॥ ৩৮
কহে পার্থ অকারাদি অক্ষর সকল,
সর্ব্বদাই মাত্রা আর বিন্দু সমন্বিত,
বিন্দুনাদ দ্বারা ভিন্ন হ'তেছে কেবল,
সেই নাদ কাহাদ্বারা হয় বিভাজিত । ৩৯
কহে কৃষ্ণ অনাহত নাদের যে ধ্বনি,
তার অন্তর্গত জ্যোতি মধ্যে মন জানি
সেই মন সেই স্থানে হয়ে থাকে লয়,
বিষ্ণুর প রম পদ সেই স্থান হয় । ৪০
ওঁকার নাদের সহ বায়ু ক্রমান্বয়ে
রেচক পূরক করি নিরালম্ব হয়ে
ব্রহ্মকে উদ্দেশ করি যথা হয় লয়
বিষ্ণুর পরম পদ সেই স্থান হয় । ৪১
পার্থ কহে ভূতাত্মক দেহ ভিন্ন হলে
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিলিত হইলে
দেহ হ'তে প্রাণ যবে বাহিরিয়া যায় ?
অদৃষ্ট এ ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিবে কোথায় ? ৪২
কহে কৃষ্ণ ধর্ম্মাধর্ম্ম, পঞ্চভূত, মন
পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃগণ,
অভিমানে যায় সব জীবের সহিত,
যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয় উপস্থিত । ৪৩
কহে পার্থ স্থাবরাদি পদার্থের সহ,
বিশ্ব অভিমান বর্জ্জি জীব অহরহ,
সমাধিস্থ হইলেও কিরূপে তাহার
ভ্রমরূপ জীবত্বের হয় পরিহার । ৪৪
মুখ নাসিকার মধ্যে প্রাণ সদা বয় ?
আকাশ নাশিলে তারে জীবিত কি রয় ? ৪৫
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত ব্যোম ব্যোমে বিশ্বব্যাপ্ত
নিরঞ্জন দেব তবে কোথা অবস্থিত ? ৪৬
আকাশই শূন্য ব্রহ্ম আকাশ ব্যাপিত ।
ব্যোমগুণ শব্দ, ব্রহ্ম নিঃশব্দ কথিত ॥ ৪৭
ইন্দ্রিয় নিরোধি দেহে ব্রহ্ম দেখা যায়
দেহনাশে জ্ঞানাজ্ঞান উভয় পলায় । ৪৮
দন্ত ওষ্ঠ তালু জিহ্বা যাহার আশ্রয়
সে অক্ষর ধ্বংশশীল কিসে ব্রহ্ম হয় ? ৪৯
কহে কৃষ্ণ নাদস্বর ব্যঞ্জনরহিত
তালু কণ্ঠ ওষ্ঠ নাসাস্থল বিবর্জ্জিত,
রেখা উষ্মাবর্ণহীন শ্রেষ্ঠ যে অক্ষর
সেই সে অক্ষর আর পরব্রহ্ম হয় । ৫০
ব্রহ্ম সর্ব্বগত সর্ব্ব ভূতাধিবাসিত,
জানিয়া ইন্দ্রিয় রোধে সিদ্ধ সে কথিত । ৫১
ইন্দ্রিয় নিরোধি দেহ মধ্যে নরগণ
আত্মারূপী ব্রহ্ম সদা করেন দর্শন ।
দেহ নষ্ট হলে হয় জ্ঞানের বিলয়
জ্ঞাননাশে অজ্ঞানের বিনাশ নিশ্চয় । ৫২
যতদিন আত্মতত্ত্ব নাহি হয় জ্ঞান
ইন্দ্রিয় নিরোধ তথা হয় প্রয়োজন
জানিলে পরম তত্ত্ব একত্ব মহান
চিদানন্দ পরব্রহ্ম হয় নিরীক্ষণ ॥ ৫৩
নব ছিদ্রান্বিত দেহ জালিকার ন্যায়
জ্ঞান ও বিজ্ঞান আদি হয় বিনিঃসৃত
ইন্দ্রিয় নিরোধি শুদ্ধ হ'লে ব্রহ্মপ্রায়
ব্রহ্মলাভে সমর্থন হইবে নিশ্চিত । ৫৪
দেহ অতি মলপূর্ণ দেহী সুনির্ম্মল
উভয় প্রভেদ জ্ঞানে শৌচে কিবা ফল ? ৫৫

ক্রমশঃ

ভাল কি ?

সেই ধন ভাল যাহা অনন্ত অক্ষয়।
সেই মন ভাল যাহা নিত্য পদে রয়॥
সেই ধাম ভাল যাহা দিব্য নিত্য ধাম।
সেই নাম ভাল যাহা নিত্য হরিনাম॥
সেই দেশ ভাল যাহা নিত্যভাবময়।
সেই বেশ ভাল যাতে কৃষ্ণ প্রীতি হয়॥
সেই ভাষা ভাল যাহা কৃষ্ণ যুক্ত হয়।
সেই আশা ভাল যাহা কৃষ্ণ প্রীতিময়॥
সেই খাদ্য ভাল যাহা কৃষ্ণের প্রসাদ।
সেই বাদ্য ভাল যাতে হয় প্রেমোন্মাদ॥
সেই রোগ ভাল যাতে কৃষ্ণনাম স্ফুরে।
সেই শোক ভাল যাতে মায়ামোহ হরে॥
সেই ধর্ম্ম ভাল যাহা সর্ব্বধর্ম্ম সার।
সেই কর্ম্ম ভাল ফল কৃষ্ণার্পিত যার॥
সেই ধ্যান ভাল এক ব্রহ্ম ভগবান।
সেই জ্ঞান ভাল সবে তাঁর অধিষ্ঠান॥
সেই জল ভাল যাহা কৃষ্ণচরণামৃত।
সেই ফল ভাল যাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত॥
সেই পতি ভাল যার অখিল সংসার।
সেই সতী ভাল আছে কৃষ্ণে প্রীতি যার
সেই শক্তি ভাল যাতে কৃষ্ণ সেবা হয়।
সেই ভক্তি ভাল যাতে প্রেম উপজয়॥
সেই যন্ত্র ভাল যাহা হরিগুণ গায়।
সেই গ্রন্থ ভাল পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ কথায়॥
সেই দুঃখ ভাল যাতে নিত্যধন মিলে।
সেই সুখ ভাল যার কৃষ্ণ সুখ মূলে॥
সেই মাতা ভাল যিনি জগত জননী।
সেই পিতা ভাল যিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী॥
সেই স্নেহ ভাল যাহা কামগন্ধহীন।
সেই দেহ ভাল যাহা রোগাদি বিহীন॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ঐ শ্রীনিত্যসুন্দর।
ভক্তের হৃদয়াকাশে দিব্য শশধর॥

বিনয়

প্রার্থনা।

এস হে আমার হৃদয়-বন্ধু
বসহে হৃদয় যুড়িয়া।
(আমি) চাহিনা স্বর্গ চাহিনা মুক্তি
থাকব তোমারে লইয়া॥
মণি-মুক্তা ধন নাহি প্রয়োজন
না দেখিব তাহা ফিরিয়া।
(তব) বদন সরোজ নিরখি নিরখি
সকলি যাইব ভুলিয়া॥
তোমা হীন হয়ে কি ছার সংসার
স্বর্গও চাহিনা লইতে।
তরু তলে বাস শত শ্লাঘ্য মানি
চিত যদি রয় তোমাতে॥
বিপদ-সম্পদ করুণা তোমার
সদা জাগে যেন এ হৃদে।
মায়ার কুহকে ভুলাও না আর
এই নিবেদন শ্রীপদে॥
তুমি হে আমার হৃদি-সরবস
চিরদিন আমি দাসীয়া।
দাও অধিকার যেন নিতি নিতি
থাকিহে চরণ সেবিয়া॥

দীন—নৃত্যগোপাল।

ভ্রম সংশোধন।

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীপত্রিকা।

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭২	২	১৭	সর্ব্বধাম	সর্ব্বধর্ম্মী
ঐ	ঐ	১৯	তুলি	ভুলি
২৮৮	১	১৯	ভাগেও	ভাগ্যেও

সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র।

একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফূরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধাণ উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার—সম্প্রদায়। ৩]

৩য় বর্ষ। { শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬২। সন ১৩২৩, পৌষ। } ১২শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

সন্ন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যে পর্য্যন্ত নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবধিই নৌকার প্রয়োজন হয়; এবং নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ লাভ করিতে পারিলে আর জ্ঞান সাধনাদিতে প্রয়োজন থাকে না।

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ
উত্তরগীতা।

যে প্রকার অন্ধকার রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অবিদ্যা-অন্ধকার আবৃত পরমার্থচিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবেন।

পঞ্চদর্শী। ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ।

যেমন তৃণ মধ্যস্থিত কোমল পত্র ও তুলা প্রভৃতি লঘু বস্তু সকল অগ্নিসংযোগে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম সকল ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহার আর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১৪

ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি পূর্ব্ব-সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে আর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিতে পারে না ॥ ১৫

যে ব্যক্তির অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়েতে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমুদায় মনুষ্য হনন করিলেও কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, কিম্বা আপনিও হত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কর্ম্মই করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহার পাপস্পর্শ হইতে পারে না।১৬

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মাতৃবধ করুক্, পিতৃহত্যা করুক্, চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করুক্, ভ্রূণহত্যা সাধন করুক্, কিম্বা উক্ত প্রকার মহাপাপজনক কার্য্য করুক্, কোন প্রকার পাপাদি জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না এবং শত শত পাপকার্য্য করিলেও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখকান্তির বিনাশ হয় না। (জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত পাপ করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহাদিগের মুক্তির অন্যথা হয় না, কিম্বা তাহাতে তাহার বিমর্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপ হয় না, "পাপ করিয়াছি" এই ভাবনা করিয়া কৃশ হয় না এবং তাহার মুখও মলিন হয় না) ॥ ১৭

আর শাস্ত্রেতে উক্ত আছে যে জ্ঞানিগণের যেমন সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার সর্ব্ব কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপন অভিলষিত বস্তু সকলের লাভ করিয়া আপনি অমৃত হইয়া থাকেন ॥ ১৮

ছান্দোগ্যশ্রুতির মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোজন করুন্, আর খেলনক দ্বারা ক্রীড়া করুন্, স্ত্রীতে রমণ করুন্, যানাদি দ্বারা আমোদ করুন্, কিম্বা অন্য কোন রমণীয় বস্তুতে আসক্ত থাকুন্, তিনি কিছুতেই শরীর বা প্রাণকে স্মরণ করেন না অর্থাৎ "আমার শরীর পোষণার্থ কিম্বা প্রাণ রক্ষার্থ অমুক কর্ম্ম করিতে হইবে" এইরূপ মনে করেন না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দ্বারা জীবিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই ফল-সাধন উদ্দেশ্য নাই ॥ ১৯

তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মকর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কামনা উপভোগ করেন, তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মফল ভোগ সকল ক্রমবর্জ্জিত হইয়া

এককালেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, এককালেই সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ হয়॥ ২০

—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কাম্য-বস্তু উপভোগ করেন॥ ৩৬

সামবেদীয়েরা সর্ব্বদা সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বাত্মত্ব গান করিয়া থাকেন। সামবেদীরা "আমিই অন্ন এবং আমিই অন্নের ভোক্তা" সর্ব্বদা এইরূপ অধ্যয়ন করেন। সামবেদীয়দিগের সকল গানেই আত্মার সর্ব্বময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৩৭

যোগবাশিষ্ঠ হইতে—

অমরেরাও মৃত হইবেন ইহাতে আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি। ১৫১। ব্রহ্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন এবং অজন্মা বিষ্ণুও সংহারকে পাইবেন আর ভাব সকলও অভাব হইবেক অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি। ১৫২। পরমাত্মা কালকেও নষ্ট করেন এবং অদৃষ্টাদি নিয়মও লয় পায় আর অনন্ত আকাশও লীন হয় অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি। ১৫৩

এককল্পজীবী যে সিদ্ধগণ এবং কল্পমধ্যক্ষণ-জীবী যে ইন্দ্রাদি আর কল্পসমূহজীবী যে ব্রহ্মাদি ইঁহারা সকলেই খণ্ডকালসমূহযুক্ত যে মহাকাল তাঁহা কর্তৃক গ্রাসিত হইবেন অতএব অল্পাধিককালস্থায়ী ব্যক্তিরাও অসত্য হয়েন। ১৬০

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্॥ ১৬৩॥"

এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর সকল দেবাদিপ্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম বস্তু ইহারা সকলেই জল যেমত বাড়বাগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় তাহার ন্যায় কালেতে নাশকে পাইবেন। ১৬৩

ব্যাসদেব শুকের প্রতি—

ভূতলে জনক নামে রাজা আছেন তিনি যথার্থ বেদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকে জানেন অতএব তুমি তাঁহার নিকটে যাও সকল জানিতে পারিবা। ২৯

জনক শুকদেবের জ্ঞানাধিকার জানিবার নিমিত্ত তিনি থাকুন এই অবজ্ঞাবাক্য কহিয়া সপ্ত দিবস রাজকার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত থাকিলেন। ৩২। শুকদেব উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দ্বারে সপ্ত দিবস স্থিত হইলেন অনন্তর জনক শুকের সম্ভোগজয়বিদিতার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। ৩৩। অন্তঃপুরে রাজা দৃশ্য হয়েন না এই বার্ত্তা প্রচার করাইয়া জনকরাজা সেখানে শুকদেবকে আর এক সপ্তাহ মদোন্মত্তা সুন্দরী স্ত্রী এবং অন্যান্য নানা ভোগ দ্বারা লালন করাইলেন। ৩৪। কিন্তু শুকদেবের অন্তঃকরণ সপ্তাহ দ্বারে স্থিতি জন্য দুঃখেতে কিম্বা সপ্তাহ স্ত্রীভোগ সুখেতে বিচল হইল না যেমত মন্দপবনে বদ্ধমূল পর্ব্বত বিচল হয় না, তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ মৌনী হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল রহিলেন। ৩৫

"তুর্য্যাবিশ্রান্তিযুক্তস্য প্রতীর্ণস্য ভবার্ণবাৎ।
জীবতোঽজীবতশ্চৈব গৃহস্থস্যাথবা যতেঃ॥ ৯৬
ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ।
নির্ম্মন্দর ইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতিঃ॥৯৭"

তুর্য্যাব্রহ্মেতে স্থিত এবং সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানী তিনি গৃহস্থ হউন বা সন্ন্যাসী হউন জীবনবিশিষ্ট হইলেও জীবনবিশিষ্ট নহেন যেহেতুক জীবনবিশিষ্টের কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার তাহা তাঁহার থাকে না। ৯৬। সেই জ্ঞানির কর্ম্মকরণে প্রয়োজন নাই এবং তাহা না করিলে হানি নাই আর সমুদ্র যেমত মন্দরশূন্য হইলে শান্ত হয় সেই মত কোন কর্ম্মাদিতে প্রয়োজন না থাকাতে স্বয়ং শান্ত

হইয়া ব্রহ্মরূপে স্থিত হয় শ্রুতিস্মৃতিরূপ মিথ্যা-ভ্রান্তি আর আবশ্যক থাকে না। ৯৭

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা। ৯৯।"

বালক যদ্যপি যুক্তিমত বাক্য কহে তাহাও আদর পূর্ব্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত কিন্তু অযুক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৯৯॥

আস্তেঽনন্তমিতোভাস্বানজোদেবো নিরাময়ঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বহৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥৭১॥

এবং সেই স্বপ্রকাশ, জন্মরহিত, সর্ব্ব-প্রকাশক, অনন্ত, নিরাময়, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বহর্ত্তা, মহেশ্বর পরমাত্মারূপে স্থিত হন। ৭১।

ক্রমশঃ।

জড়ের সুখ দুঃখ বোধ নাই, জড়ের শোক বোধ নাই, জড়ের কোন প্রকার বোধই নাই। স্থূল দেহও জড় এজন্য তাহাও সর্ব্বপ্রকার বোধশূন্য। ১।

এই দেহে আত্মা নাই। আত্মা এদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এখন এ দেহ খণ্ড খণ্ড করিলেও ইহার কষ্টবোধ হইবে না। ২।

আত্মার অভাবে স্থূল শরীর সম্পূর্ণ জড়। সেই শরীরে আত্মার অবস্থানে তাহা সচৈতন্য হয়। ৩।

দেহে আত্মার অবস্থিতিব্যতীত দেহ সক্রীয় হয় না। আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে দেহ নিষ্ক্রিয় হয়। ৪

আদি শব্দ হইতে আদিম। আদিম শব্দের অপভ্রংশ আদম শব্দ। আদম হইতে আদমী। ৫।

ব্রাহ্মণ সমস্ত জাতির রাজা এইজন্য পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলা হয়। ৬।

কবিরসাহেব সামান্য ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি সেই মহাহিন্দুআনির সময় এই কাশিতে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুমুসলমানের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ৭

যিশু এবং জনক একশ্রেণীর নহেন। এই জন্য উভয়কে একশ্রেণীর বলি না। যিশু ঈশ্বরের পুত্র। জনক মহাজ্ঞানী। ৮

বাইবেলীয় সৃষ্টি প্রকরণ পড়িলে বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেক মনুষ্যই ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তী। বৈদান্তিক মতে জীব ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিবিম্ব। ৯

কোন সদ্বিষয়ও আমার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয় না, কোন অসদ্বিষয়ও আমার অনু-করণ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমাতে স্বভা-বতঃ যে সকল সদ্ভাবের স্ফুরণ হয় সে সকলই আমার পক্ষে উত্তম। অনুকরণে আমার বিশেষ বীতরাগ। ১০

অহঙ্কার যেমন মমতার হেতু তদ্রূপ আমিই আমার বাক্‌শক্তির হেতু। আমি আছি তাই আমার বাক্‌শক্ত আছে। ১১

আকার জড়। সাকার অজড়। সাকারকে কেহ কখনো জড় করিতে পারে না। ১২

আকারের সৌন্দর্য্য। নিরাকারের সৌন্দর্য্য নাই। ১৩

আমিই সাকার। আমিই নিরাকার। আমাতে নিরাকার পরমেশ্বর আছেন। ১৪

কায়াতে স্থিতি যাঁহার তিনিই কায়স্থ। ১৫

ব্রহ্ম নির্গুণ। সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণই মায়ার অন্তর্গত। ১৬

বাইবেলের মতে পবিত্রাত্মা, সেই পবিত্রা-ত্মার কপোতরূপ ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্যের অবতার ঈশা, প্রেম এবং ঈশ্বর পরস্পর অভেদ। ১৭

সূর্য্যে অধিক ব্রহ্মতেজ আছে বলিয়া তাহা

দেখিতে পাই। মনুষ্যে তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে আছে তাই তাহা দেখিতে পাই না। ১৮

পুরুষের শ্বশুরকুলের গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণের পদ্ধতি নাই। পুরুষের পিতৃকুলের গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণের পদ্ধতি আছে। তবে পিতৃকুলের গুরু না থাকিলে যে কোন ভক্তের দ্বারায় মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারেন। ১৯

স্ত্রীলোকেরা শ্বশুরকুলের গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্বশুরকুলের গুরুর অভাবে পিতৃকুলের গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া থাকেন। উভয় কুলের গুরু না থাকিলে অন্য কোন ভক্তকে গুরু করিতে পারেন। ২০

জনকেরও উর্ব্বসীকে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। যুবতীর সংশ্রব সাবধানে রাখিবে। ২১

যুবতীসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলে মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ আনুকুল্য হইবে। ২২

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রমতে শিব নারদের গুরু ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে নারদও শ্রীবিষ্ণুর এক্ অবতার। প্রকৃতবৈষ্ণব শিবকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের মুখ হইতে শিবনিন্দা নির্গত হইতে পারে না। ২৩

লোচনদাস মহাবৈষ্ণব ছিলেন। তথাপি তিনি নিজের রচিত চৈতন্যমঙ্গলের আদিতে গণেশবন্দনা ও শিবশক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। সেজন্য ত তিনি অপরাধী হন নাই। প্রকৃতবৈষ্ণব গণেশ ও শিবশক্তিকে অমান্য করেন না। ২৪

মৃদঙ্গের দুই দিকে চর্ম্ম আছে। সাত্ত্বিক-বৈষ্ণবের মৃদঙ্গ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ২৫

অস্থি মাংস শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি যে দেহ সেদেহকে শুদ্ধ কি প্রকারে করিবে? দৈহিক অশুদ্ধি নিবারণের উপায় নাই। চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। তাহারই চেষ্টা কর। ২৬

কেবল উপর পরিষ্কার করিলে কি হইবে? ভিতর পরিষ্কার করিবার চেষ্টা কর। ২৭

বৈরাগ্য নামক পিঞ্জরে কামরূপ ভয়ানক ব্যাঘ্রকে রাখিলে আর সে ব্যাঘ্রকে ভয় করিবার কোন কারণ থাকে না। ২৮

দ্বিজত্ব যাহাকে বলে যার বাইবেলের মতে তাহাই রিজেনারেসন্। সাধারণ লোকের মতে দ্বিজ যাহা তাহা প্রকৃত দ্বিজ নহে। ২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়াও সংসারী ছিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মতন নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। ৩০

অনুরাগ মৌখিক নহে। তাহা আন্তরিক। কেহ কেহ অনুরাগের অভিনয় করিয়া অনেক সরলচিত্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছেন। ৩১

কলিতে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ কোন সাধকেরই নাই। ৩২

ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ না হইলে সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগ হয় না। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অনুরাগ আছে তিনি মূর্খ হইলেও আমার পূজ্য। কৃষ্ণানুরাগবিহীন পাণ্ডিত্যে আমার কার্য্য নাই। ৩৪

প্রেমাঙ্কুর অনুরাগ। ৩৫

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে তত প্রেমও বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৩৬

ঈশ্বরদর্শন করিবার সময় অন্য কিছুই ভাল লাগে না। ঈশ্বরদর্শন করিবার সময় ঈশ্বরের ছবি পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। ৩৭

শ্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার নাই। তথায় চণ্ডালের সহিত এক্‌পাত্রে যদ্যপি ব্রাহ্মণ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেন তাহাতেও কোন প্রত্যবায় হয় না, তাহাতেও ব্রাহ্মণ

জাতিভ্রষ্ট হন না। তথায় শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রসাদের এমনি আশ্চর্য্য মহাত্ম্য। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মতেও ব্রহ্মনিবেদিত মহাপ্রসাদের বিশেষ মাহাত্ম্য।

"যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥ ৮৩॥
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥ ৮৪"

৩৮

ভোগবিলাসের নানা উপকরণ থাকিতে যিনি ভোগবিলাসে বিরত তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। ৩৯

সচ্চিদানন্দ যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহার কাম নাই। ৪০

প্রকৃত কথায় চৈতন্যই সন্ন্যাসী। চৈতন্য না হইলে সন্ন্যাস হয় না। ৪১

সমাধি অবস্থায় প্রকৃত মনোস্থির হয়। ৪২

পুরুষের প্রকৃতির সহিত নিঃসঙ্গতাই কৈবল্য। ৪৩

তোমার মতে আত্মা তুমি নহ, তোমার আত্মা। আমার মতে আমি আত্মা, আমার আত্মা নহে। ৪৪

এক ব্রহ্ম বিনা অন্য কিছুই নাই অতএব তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলা যায় না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব-সাক্ষীও বলা যায় না। ৪৫

জীব।

জীবের কামনাপূর্ণ মন। জীব কামনা না করিয়া থাকিতে পারে না। ১

ক্ষুধা পাইলে জীব খাদ্যের কামনা করে। তৃষ্ণা পাইলে সে জলের কামনা করে। আরো, নিয়ত সে কত কামনা করিতেছে। ২

অসর্ব্বশক্তিমান জীব কল্পতরু নয়। অসর্ব্ব-শক্তিমান জীব সর্ব্বজ্ঞও নয়। ৩

অক্ষুধার সময় উত্তম ব্যঞ্জনও ভাল লাগে না। যে অবস্থায় জীবের ঈশ্বরে অনুরাগ থাকে না সে অবস্থায় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কিছুই ভাল লাগে না। ৪

জীবের সম্বন্ধে জীবন। জীব থাকিতে জীবন শেষ হয় বলিতে পার না। ৫

অগ্নি যতক্ষণ না নির্ব্বাণ হয় ততক্ষণ তাহার দাহিকা শক্তিও থাকে। জীব থাকিতে জীবন শেষ হয় না। ৬

কোন জীবই সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকে না। প্রত্যেক জীবই কখনো নিদ্রিত এবং কখনো বা জাগরিত থাকে। প্রত্যেক জীবই সর্ব্বদাই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে না। সময়ে সময়ে মোহনিদ্রা হইতে প্রত্যেক জীবই জাগরিত হয়। ৭

স্বাধীন ইচ্ছা জীবের নাই। শিবের আছে। জীব শিবত্ব পাইলে তাহারও স্বাধীন ইচ্ছা হয়। ৮

জ্ঞানাগ্নির উত্তাপে ভক্তিজলে কত জীবরূপ তণ্ডুল সিদ্ধ হইতেছে। ৯

জীব সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইলেই মুক্ত হয়। ১০

জীবাত্মা যতক্ষণ দেহী ততক্ষণ তিনি সগুণ নিরাকার। যখন তিনি বিদেহী অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট নন্ তখন তিনি নির্গুণ নিরাকার। ১১

জীব নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইলে নির্ম্মায়িকাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১২

সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয়ও সত্য, সুবর্ণও সত্য। বলয় দ্রবীভূত করিলে কেবল সুবর্ণই থাকে, বলয় সুবর্ণে লয় হইয়া যায়। শিবও সত্য, জীবও সত্য। জীব শিবে লয় হইলে কেবল শিবই থাকেন। শিব নিত্যসত্য। জীব অনিত্য-সত্য। ১৩

বর্ণ।

সমস্তই ভগবান সৃজন করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণও তিনি সৃজন করিয়াছেন। ১

গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতির সৃজন তাহা পদ্মপুরাণ পড়িলেও জানিতে পারা যায়। পদ্মপুরাণে আছে—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ" চণ্ডালও যদ্যপি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয় তাহা হইলে তাহাকেও শ্রেষ্ঠদ্বিজ বলা যায়। ২

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম ব্যতীতও দ্বিজ হওয়া যায়। অনেক আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রীয় ও বৈশ্যও দ্বিজ। ৩

মহাত্মা রামপ্রসাদসেন বৈশ্য ছিলেন অথচ তিনিও নিজের অনেক গীতে আপনাকে দ্বিজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ৪

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় অনুসারে শূদ্র যদ্যপি ব্রাহ্মণোচিত গুণক্রীয়া সম্পন্ন হন তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। ৫

ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই জ্ঞানবান হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কোন্ কোন ব্যক্তি মহা অজ্ঞান, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি অব্রাহ্মণের কার্য্য সকল করেন। ৬

যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয়ের ব্রাহ্মণের কোন গুণ নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নন্ কোন প্রকৃত শূদ্রই তাঁহাদের দাস নন্। কারণ তাঁহারা মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব এবং মনুসংহিতার মতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

ইদানী ব্রাহ্মণবংশে শূদ্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন, শূদ্রের ন্যায় কার্য্যশীল অনেক অব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ বলিতেন না। তাঁহার মতেও গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎ পথে বলে।" ৯

কাশীখণ্ডের মতে যে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হন তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণকুমার বিবাহ করেন তিনি শূদ্রবর্ণমধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইদানী এরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে যে ঐ প্রকার দোষজনক বিবাহ বহুল পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। অথচ যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ প্রকার বিবাহ করার জন্য পতিত হইতেছেন তাঁহারা কত শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতেছেন। ১০

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা কোন সামান্য জাতিও যদ্যপি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন্ তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতে হইবে। ১১

সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতিকেই তান্ত্রিক সামান্য বর্ণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ১২

বাক্যনিঃসারণের পথ মুখ। পায়ু হইতে কখনো কাহারো বাক্য নিঃসারিত হয় না। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মুখ হইতেই হইয়া থাকে। শারীরিক কোন কদর্য্য স্থান হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের উৎপত্তিস্থান মুখ। ১৩

সাধুতার পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই সাধু হওয়া যায় না। কেবল উপবীত ধারণ করিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ১৪

কেবল উপবীতে ব্রাহ্মণ হইলে অনেকেই হইতে পারিতেন। ১৫

যাহা তৃষ্ণা নিবারণ করে না তাহা জল নহে। যে সকল গুণে ব্রাহ্মণ সে সকল গুণ যাঁহার নাই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যে সকল গুণে শূদ্র সে সকল গুণ যাঁহার নাই তিনি শূদ্র নহেন। ১৬

চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসক না হইলে তাঁহাকে চিকিৎসক বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ১৭

প্রকৃত ব্রাহ্মণ অসাধু নন্। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত। ১৮

অনেক সাধনার বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়। নিরালম্বোপনিষের মতে ব্রহ্মবিৎকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিৎ সহজে কে হইতে পারে? ১৯

পুরাকালে যাঁহারা ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। ২০

বাল্মিকী রামায়ণের মতে ব্রহ্মর্ষিকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। সে মতে ব্রহ্মর্ষিব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রীয় ও নিষ্কাম। ২১

প্রকৃত ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্বগুণী। প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বভাব নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। ২২

মহাপুরুষ।

অগ্রে সিদ্ধ হইয়া যিনি সংসারী হন সংসার তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারেনা। ১

যাহার যত অভিমান সে তত অসুখী। প্রকৃত মহাপুরুষের অভিমান নাই, তিনি পরম সুখী। ২

নিজের শরীরে কষ্ট দিয়া অন্যের শরীর পোষণ করিতে অতি অল্প লোকই পারে। অন্যের সুখের জন্য নিজের কষ্ট যিনি তুচ্ছ বোধ করেন তিনি সামান্য লোক নন্। তিনি মহাত্মা। ৩

পূর্ব্বকালে মুসলমানদিগের মধ্যে এমন অনেক মহাপুরুষ হইয়াছিলেন যাঁহাদের অদ্ভুত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস, তপস্যা এবং প্রেমের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা তাঁহাদের চরিত পাঠ করিবেন তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মবিধিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ৪

মহাপুরুষ যিনি তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইয়াছে, সামান্য কোন প্রকার বিদ্যা কি তাঁহার অগোচর আছে? এমন্ বিদ্যা নাই যাহা মহাপুরুষ জানেন না, এমন শাস্ত্র নাই যাহা মহাপুরুষের অবিদিত আছে, এমন বিষয় নাই যাহা মহাপুরুষের অগোচর আছে। ৫

এমন্ অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা বর্ণচোরা আঁবের মতন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব লুকাইয়া রাখেন। ৬

অসাধারণ মহাপুরুষের চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির গম্য নহে। ৭

চ মকির পাথরে আগুণ আছে শিশু তাহা জানে না, গয়ায় বালির নীচে ফাল্গুনদী তাহাও শিশু জানে না। শিশুর ন্যায় অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট লোকেরাই অসাধারণ মহাপুরুষ চরিত্র বুঝিতে পারে না। ৮

কত মহাপুরুষ উন্মাদের ন্যায় থাকেন, কত মহাপুরুষ মূর্খের ন্যায় থাকেন, কত মহাপুরুষ বালকের ন্যায় থাকেন, কত মহাপুরুষ অজ্ঞানের ন্যায় থাকেন। অসাধারণ মহাপুরুষদের বুদ্ধিহীন অজ্ঞান ব্যক্তিরা কি চিনিতে পারে? ৯

পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের মতে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানী। পূর্ব্বতন বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহের মতে তিনি বৈষ্ণব। পূর্ব্বতন কোন কোন শক্তি মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক গ্রন্থের মতে তিনি দিব্যাচারী শাক্ত। ১০

প্রকৃত মহাপুরুষের সাম্প্রদায়িক ভাব নাই বলিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ীই তাঁহাকে নিজ-সম্প্রদায়ী বোধ করেন। ১১

শুকদেব গোস্বামীর মতন অসম্প্রদায়িক অথচ সর্ব্বসম্প্রদায়িক মহাপুরুষ অতি অল্পই আছেন। ১২

সকল মহাপুরুষের সঙ্গেই সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের যোগ আছে। সকল মহাপুরুষই যোগী। ১৩

প্রকৃত ভক্ত মহাপুরুষের বৃন্দাবনের অষ্ট সাত্বিক ভাবও আছে। তাঁহাতে কোন্ ভাব নাই? তিনি বালকের ভাবে আহার করেন। যুবকের ভাবে বিচার করেন। তিনি সকল ভাবের আকর। আবশ্যক মতে তাঁহা থেকে সকল ভাবেরই বিকাশ হইতে পারে। তাঁহাতে যে সকল ভাব আছে সে সকল দিব্যভাব। ১৪

পরাভক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ পূর্ব্বে কোন শাস্ত্র না পড়িয়া থাকিলেও অদ্ভূত পরাভক্তি বলে কত শাস্ত্রসম্মত আশ্চর্য্য ২ কথা সকল বলিতে পারেন। ১৫

কোন মহাপুরুষ যতদিন উন্মত্তভাবে ভূমিতে শয়ন করেন ততদিন তিনি মশক-দংশনও বোধ করেন না, ততদিন তাঁহার গাত্রে মশকদংশনের চিহ্নও কেহ দেখিতে পায় না। সে অবস্থায় তাঁহার প্রাণে মমতা পর্য্যন্ত থাকে না। সে অবস্থায় ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করেন। ১৬

শিষ্য করিলেই মান্যগণ্য হইতে হয়। এই জন্য কোন কোন দীনভাবাপন্ন মহাত্মা শিষ্য করেন না। ১৭

প্রকৃত মহাপুরুষ কোন উপদেশ না দিলেও কেবলমাত্র তাঁহার মূর্ত্তী দর্শন করিলে, কেবলমাত্র তাঁহার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। ১৮

তন্ত্র ও বীরাচার।

যাঁহারা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মত অনুসরণ করিবেন তাঁহারা নরমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নরমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ আছে। ১

অগ্নি, জল ও বিষের দ্বারায় লোকের উপকারও হয় অনুপকারও হয়। ব্যবহার অনুসারে বামাচার তন্ত্রের দ্বারা লোকের উপকার অনুপকার উভয়ই হইতে পারে। ২

জলপথ অবলম্বন করিয়াও স্থলে যাওয়া যায়। কোন কোন ভক্তকে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তি নামক শান্তিধাম প্রাপ্ত হইতে হয়। ৩

প্রত্যেক মাদকেই তাড়িত শক্তি আছে। এইজন্য দেহাভ্যন্তরিক তাড়িতশক্তির বৃদ্ধির সহায়তা জন্য অনেক তান্ত্রিক সাধকই তন্ত্রোক্ত মদ্য প্রভৃতি তীব্র মাদক সকল সেবন করিয়া থাকেন। ৪

অস্থিমাংস এবং শোণিত বিশিষ্ট হস্ত, মুখ এবং উদরের সাহায্য ব্যতীত যদ্যপি ভক্ষণ করিবার অন্য উপায় থাকিত তাহা হইলে নিরামিষ্য ভক্ষণ করা যাইতে পারিত। নিরামিষ্য ভক্ষণ করিবার উপায় নাই। ৫

মনুষ্যের পক্ষে বিষ অমৃত নহে। মানুষ বিষপান করিলে মরে। মৃত্যুঞ্জয় শিবের পক্ষে বিষ, বিষ নয়। তাই তিনি বিষপানে মরেন নাই। মদিরাও এক প্রকার বিষ। অতিরিক্ত মদিরাপানে কত লোক কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। মদিরায় নানা প্রকার উৎকট পীড়া হয়। অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অনেকের যকৃৎ হইয়াছে। সেই বিষতুল্য মদ্যকে মহানির্ব্বাণ প্রভৃতি অদ্ভুত তন্ত্রনিচয়ে স্বয়ং সত্যবাদী সদাশিব সুধা বলিয়াছেন। শিবনির্দ্দেশ অনুসারে সুরা ব্যবহার করিলে

বাস্তবিক তাহা সুধার কার্য্যই করে। ব্যবহার কালে অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তাহা আর সুধার কার্য্য করে না। প্রকৃত বীর ও সৎকৌল অতি সাবধানে সুরা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের দ্বারা ব্যবহারোপযোগী নিয়মাবলীর কোন বৈলক্ষণ হয় না। ৬

প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক যিনি নিবৃত্তি নামক শান্তি নিকেতনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্র অনুসারে তিনিই প্রকৃত বীর। ৭

কাম যাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না তিনিই প্রকৃত বীর। সংযম দ্বারা যে পুরুষের কাম বশীভূত হইয়াছে তিনি যুবতী মণ্ডলির মধ্যে থাকিলেও তাঁহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। ৮

যুবকের যুবতীর প্রতি যে ভাব বালকের তাহার প্রতি সে ভাব হয় না। বালক নিষ্কাম। যৌবনে যে পুরুষ বালকের ন্যায় নিষ্কাম হইয়াছেন তাঁহাকেই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় বীর বলা যায়। ৯

যে মৃত্যুঞ্জয় শিব বিষপানেও মরেন নাই তাঁহার পক্ষে বিষতুল্য সুরাও যে সুধা সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি আছে? ১০

সর্ব্বশক্তিমান শিব বহুরূপী। প্রত্যেক প্রকৃত বীর ও সৎকৌল তাঁহার এক একটী রূপ। তাঁহাদের পক্ষে বিষতুল্য সুরাও সুধা। সুরায় যে সমস্ত দোষ আছে সে সমস্ত দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। ১১

যুবতির শরীরের যে স্থান দর্শন স্পর্শনে যুবকের কামের উদ্রেক হয় সেই স্থান দর্শন স্পর্শনে যিনি নিষ্কামভাবে থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীর। বীরাচার করিবার অধিকার তাঁহারই আছে। ১২

তোমার বীরাচার করিবার ক্ষমতা নাই। বীরাচার করিবার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে কোন অত্যাচার যেন না হয়। ১৩

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ব্যতীত অন্যের বীরাচারে অধিকার নাই। ১৪

কামজয়ী অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ বীর নাই। কামের অধীন যিনি তাঁহাকে বীর বলি না। ১৫

পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের প্রাবল্য থাকে। এই জন্য সেই প্রাবল্য সময়ে বীরাচারে সিদ্ধ হইয়া নিজ নিষ্কামভাবের পরিচয় দিতে হইবে। ১৬

বীরের ন্যায় আচরণ যাঁহার তিনিই বীরাচারী। ষড়রিপুর সংগ্রামে যিনি পরাস্ত তিনি বীরাচারী নন্। ১৭

সুরাতে বিষ আর অমৃত আছে। যিনি তাঁহার বিষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতাংশ গ্রহণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীরাচারী। ১৮

কৃষ্ণবলরামের প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি তান্ত্রিক বীরাচারের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণবলরামের মতন শ্রেষ্ঠ বীর আর কে আছেন? ১৯

অতলস্পর্শ সমুদ্র গর্ভে অনেক মহারত্ন আছে তাহা কে না জানে? কিন্তু সেই ভীষণ জলজন্তুপূর্ণ বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া কয়জন সম্পদরূপ রত্ন অন্বেষণে সাহসী হয়? বামাচার বিপদসাগর। সেই বিপদসাগরের মধ্যে জ্ঞানরূপ সম্পদরত্ন আছে। সে রত্ন লাভ করিতে প্রকৃত বীর ভিন্ন অন্যে সমর্থ নহে। বীরই সে রত্নাকরের আপদশূন্য ডুবারু। ২০

বিবিধ।

এক্ জ্ঞান দ্বারা নানা বিষয় জানা যায় সত্য। কিন্তু যত লোকের অগ্নি সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে তাহারা সকলেই অগ্নিকে "অগ্নিই

জানিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অগ্নিকে জল বলিয়া জানেন নাই। যাঁহাদের প্রকৃত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে কথা বলেন সে সমস্ত এক্ প্রকারই হয়। সকল জীবেরই ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণাই এক্ প্রকার। বহু জীব হইলেও বহু প্রকার ক্ষুধাতৃষ্ণা নহে। যে সকল ব্যক্তির পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাঁহাদের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় কোন কথারই অনৈক্য হয় না। ১

জগতে অনেক শাস্ত্র আছে। সে গুলির মধ্যে কতকগুলির পরস্পর মিল আছে। অবশিষ্ট এমন্ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যেগুলির একেবারে তাহাদের সহিত ঐক্য নাই। ২

কাশীখণ্ডে দেখিতে পাই কলিতে ব্রত, তপস্যা, জপ কিম্বা দেবার্চ্চন করিলে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। বন্ধন বশতঃ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাই। বন্ধন বিহীন হইলে ঐ সমস্ত কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। কলিতে ব্রত, তপস্যা, জপ কিম্বা দেবার্চ্চনে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে শীঘ্র মুক্ত হইতে পার তাহারই চেষ্টা কর না কেন? ৩

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত নির্ব্বাণ হইতে পারে না।৪

জ্ঞান ব্যতীত মন মুক্ত হইতে পারে না, জ্ঞান ব্যতীত মনের ত্রাণ হইতে পারে না। জ্ঞানকেই মন্ত্র বলি। ব্রহ্মজ্ঞানকেই তারকমন্ত্র বলা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তারকমন্ত্র প্রভাবে মুক্তি হয়। সে মুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি। সে মুক্তি দিবার কর্ত্তা স্বয়ং বিশ্বনাথ। ৫

ব্রহ্মকে যে জ্ঞান প্রভাবে জানা যায় তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলি। সে ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মই দিয়া থাকেন। ৬

আমি দেখিতেছি তুমি ত এই জীবিতাবস্থায় পিশাচ হইয়া রহিয়াছ। এমন সব কার্য্য এবং ব্যবহার কর যাহাতে তোমাকে পিশাচ বলিয়াই বোধ হয়। যদি কখন তোমার জ্ঞানরূপ পুত্রের জন্ম হয় তবেই তোমার এ পিশাচত্ব হইতে উদ্ধার হইবে। তবেই এ পিশাচ মোচন হইবে। ৭

কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থ করিতে পারিলেই পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না। কিম্বা কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিলেই পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ৮

কাশীখণ্ডের পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ পড়িলে জানা যায় কেবলমাত্র "জয় বিশ্বেশ" বলিয়া কার্ত্তিকের ধ্যান করিয়াছিলেন। মূল শ্লোকে এইরূপ আছে—

"জয় বিশ্বেশ নেত্রাণি বিনিমীল্য বদন্নপি।
ততঃ কিঞ্চিৎ ক্ষণং দধ্যৌ গুহঃ স্থাণুর্নিশ্চলঃ ৫১
স্কন্ধে বিসর্জ্জিতধ্যানে সুপ্রসন্নমনোমুখে।
প্রতীক্ষ্য বাগবসরং পপ্রচ্ছাথ মুনির্গুহম্॥ ৫২"

দণ্ডাশ্রমের বিধান অনুসারে দণ্ডীর জাতি নাই। যাঁহার জাতি নাই তাঁহার জাতিভ্রষ্ট হওনেরও ভয় নাই। কোন শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্ট জাতির অন্ন খাইলে তাঁহার জাতি যাইতে পারে বটে। কিন্তু জাতিবিহীন অদ্বৈতজ্ঞানী দণ্ডীর তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে। ১০

সাকার অন্ত। অনন্ত—অসাকার বা নিরাকার। অনন্ত বলিলেও সাকারের আভাস আসে, অন্ত বা অনন্ত কোন বস্তুর তো হয়। অনন্ত সাকার তো দৃষ্টিগোচর হয় না। ১১

বৃন্দাবনের যশোদা মহাকালীর অবতার ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকামনা করিয়া শিবপূজা করিয়াছিলেন এবং গোপিনীরা কৃষ্ণ-পতিকামনা করিয়া কাত্যায়নী (কালী) ব্রত করিয়াছিলেন ১২

শিব না হইলে কালী শক্তির পূজা এবং কালীশক্তি না হইলে শিবের পূজা করিতে পারেন না। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি কয়েকটী মানবীয় সম্বন্ধ-ভাব কৃষ্ণ জন্মাইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে জগতে প্রচলিত আছে। নন্দ এবং যশোদা কৃষ্ণের পালক বা পাতান পিতামাতা, তাঁহাদের বাৎসল্য কৃষ্ণের প্রতি যাহা ছিল বিশেষতঃ যশোদার যাহা ছিল পাতান পুত্রের প্রতি জগতে এরূপ কখন হয় নাই। তবে পালিত ধর্ম্মপুত্রকন্যার প্রতি টান কতক ২ তাহার জন্মাবার পুর্ব্বেও হইত। ১৩ক

উক্ত সম্বন্ধভাবগুলি নূতন কৃষ্ণের সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই বটে। কিন্তু ঐ সকল কয়েকটী ভাবেই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ-কৃষ্ণের প্রতি গোপ ও গোপীভক্তগণ করিয়াছিলেন এইটী প্রথম বটে। ১৩খ

নিত্য-নিরাকারে উক্ত পঞ্চভাব হইতে পারে না। তাঁহার মনুষ্যরূপে সাকার অবতারে বা যে সকল অমানুষী সাকার মূর্ত্তিতে ভক্তগণকে দেখা যেন সেই সকল সাকারে হইতে পারে। ১৩গ

নিরাকার ঈশ্বর যদ্যপি স্বয়ং মানবরূপে সাধক হন তবে সেই নিরাকারে প্রেম হইতে পারে এবং যে সকল ভক্ত কোন না কোন সময়ে অন্য কোন জন্মে সাকাররূপে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা নিরাকার রূপে করিলেও প্রেমভক্তি দাড়ায়। ১৪

তাঁহার এরূপেরস্বরূপ নহে এবং এজ্যোতির জ্যোতি নহে। তাহার অপরূপ রূপ এবং এবং অপরূপ জ্যোতি। ১৫

উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে, না যখন হৃদয়স্থ আত্মা উৎ=উর্দ্ধ, কণ্ঠা=কণ্ঠস্থা হন অর্থাৎ আত্মা যখন কণ্ঠায় এসে উঠেন বা কণ্ঠাগত যখন প্রাণ হয়। ১৬

একটী সুমিষ্ট আম্র বৃক্ষে বহু সুমিষ্ট আম্র ফলে। কিন্তু সকল গুলিরই এক প্রকার আস্বাদন। অবশ্য সেই বৃক্ষের পক্ক ও অপক্ক ফলদ্বয়ের এক প্রকার আস্বাদন। (উ—এক বৃক্ষে অপক ও পক্ক ফল, ও মুকুল একেবারে হইতে পারে না।) উক্ত প্রকার আম্রবৃক্ষ যেন সচ্চিদানন্দ ও তাহার প্রত্যেক ফল যেন এক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়, এইজন্য বলি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই উত্তম। বৃক্ষ তিনি এক, সম্প্রদায়রূপ ফল বহু। ১৭

অন্তঃপুরেও স্ত্রীলোকেরা কার্য্য করেন, কিন্তু তাহাদের কার্য্য বাহিরের লোকেরা দেখেন না, বাটীর অধিক অন্তরঙ্গরাই দেখেন। অনেক মহাত্মা মহাপুরুষ ভক্তগণ অন্তঃপুরে বসে স্ত্রীস্বভাবে কার্য্য করিতেছেন, অতি অন্তরঙ্গরাই সে সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য সকল দেখিতেছেন। ১৮

স্থূলকাষ্ঠ বা পাথুরিয়া কয়লাকে না আশ্রয় করিয়া অগ্নি জ্বলিতে পারে না। তদ্রূপ স্থূল-জড়-দেহকে আশ্রয় না করিয়া নিরাকার-চৈতন্য বা নিরাকার-শক্তি কার্য্য করিতে পারেন না। ১৯

জীবের মন স্বভাবতঃ মৃত্তিকাতুল্য উর্ব্বরা, কাহারো কাহারো সমস্ত মনটীতে অহংকার-রূপ পর্ব্বত ব্যাপ্ত, কাহারো তাহার কতক স্থানে অহংকার-গিরি, কতক স্থানে প্রেমভক্তি নদী প্রভৃতি আছে। ২০

পৃথিবীর যে যে স্থানে পর্ব্বত সকল আছে পর্ব্বত সকল কেটে তুলে ফেলিলে সকল স্থানেই উত্তম মৃত্তিকা আছে। চাষ করিলে ফসল হয়। পৃথিবীর সকল স্থানই পর্ব্বতময় নহে, কোন কোন স্থান কৃষি উপযোগী অত্যন্ত উর্ব্বরা ভূমি, কোন কোন স্থান নদনদী সমুদ্র প্রভৃতি জল-রাশিবিশিষ্ট। ২১

নদীর তীর কঙ্করযুক্ত ও অন্যান্য জঞ্জালযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা বোজাইলে. নদীর জলের উচ্ছাসের প্রতিঘাত লেগে লেগে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া হইয়া বা মাটী ধুয়ে কেবল কঙ্করগুলি দেখা যায়। তদ্রূপ প্রেমভক্তির উচ্ছাস লেগে লেগে পাপরূপ মাটী ধুয়ে কেবল সার থাকে। ২২

সাধু পুরুষ, সাধ্বী প্রকৃতি। ২৩

উমা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়।—ওং = অ + উ + ম = অউম থেকে উম, উম থেকে স্ত্রীলিঙ্গে উমা। ২৪

নি—(লাকে) দিবসেও আকাশে চন্দ্রমা থাকেন, রৌদ্রে দেখা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণে দিবসেও দেখা যায়। বর্ষার দিনে সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন এবং বর্ষার রাত্রে চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন তদ্রূপ পরমহংস মহাশয় মায়িক দেহরূপ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। অন্ধ দিবারাত্রে কেবল অন্ধকারময়ই দেখে। ২৫

মনোময় যখন শিব হন। তখনি মনকে গুরু বলা যায়। মনে যাহা উদয় হয় তাহাই শিববাক্য। ২৬ক

কাষ্ঠের দাহিকা শক্তি নাই। কিন্তু অগ্নি-সংযোগে অগ্নিময় হইলে সেই কাষ্ঠ দগ্ধ করে। কিন্তু কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগেও চেনা যায়। ২৬খ

দুগ্ধ এবং জল বিষমিশ্রিত হইলে, বিষ অধিক তেজস্কর জন্য পানে বিষের কার্য্য মৃত্যু হয়। ২৬গ

কলাতে বিষ মাখায়ে বানর ও নরকে হত্যা করা যায়, খোলমাখা বিচালিতে বিষ মাখাইয়া গাভীকে হত্যা করা যায় বিষ আছে তারা জানিতে পারে না। ২৬ঘ

ছিন্ন বস্ত্রে আতর গোলাপ মাখালে উক্ত দ্রব্যদ্বয় লক্ষিত হয় না কিন্তু গন্ধ বহির্গত হয়, তদ্রূপ বেশ্যা লম্পটের শরীরের ন্যায়ই ভগবান অবতীর্ণ হইতেন তাঁহারও শরীর হয়। কিন্তু গন্ধ তো লুকাবার নয়। ২৬ঙ

নি—(লা-কে) কোন জড় পদার্থকে সম্বোধন করিয়া হরি বিষয়ক উপদেশ দিলে যেমন ফলদায়ক হয় না, যাহারা বুঝিবে না তাহাদের বলিলে তদ্রূপই হইবে। ২৭

যে বুঝিবে এক কথায় বুঝিবে, যে বুঝিবে না সমস্ত শাস্ত্র বলিলেও বুঝিবে না। ২৮

ভক্তদেহরূপ-পুরীগোস্বামী-কৃষ্ণ। ২৯

সমুদ্র এবং নদ নদী সকলের মধ্যে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি কত হিংস্র জন্তু সকল আছে কিন্তু যে মৎস্য সকলের শত্রু চিল্লি, মনুষ্য এবং অন্যান্য স্থলচর জন্তু সকল তাহাদের তো হত্যা করে না। মীনরূপে প্রেমভক্ত সমুদ্রনীরে মগ্ন থাকিলে কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুরা কিছুই করিতে পারে না। ৩০

সমুদ্র এবং অনেক নদনদী সকলের মধ্যে বহু হিংস্র জন্তু সকল আছে, কিন্তু জল হিংস্র নহে, সমুদ্রে ঐ সকল আছে এবং তাহাতে মহা ২ রত্ন সকলও আছে। দৈবাৎ কোন পুষ্করিণী প্রভৃতিতে কুম্ভীর প্রভৃতি কোন হিংস্র জলজন্তু থাকে, সে সকলে প্রায়ই থাকে না। সমুদ্র সচ্চিদানন্দ যেন এবং নদনদী ও সচ্ছ পুষ্করিণী প্রভৃতি যেন সাধু ভক্তগণ, পঙ্কিল পল্বল প্রভৃতি যেন সাধারণ দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র নরনারীগণ। ৩১

যেমন সমুদ্র প্রভৃতির জল হিংস্র নহে, বরঞ্চ তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই সকলে হিংস্র জলজন্তু সকল আছে। তদ্রূপ একজন যুবতী সুন্দরী সতীনারীর বহু সদ্গুণ সকল থাকিতে পারে, এবং সেই সকল দ্বারা তিনি মহা পরোপকারিণীও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যৌবন সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যেন

কুম্ভীর প্রভৃতির ন্যায় হিংস্র জলজন্তু সকল। ৩২

কামরিপুর আহার কামিনীসঙ্গ; তাহা পরিত্যাগ করিলে ক্রমে তাহা দুর্ব্বল হইবে। ৩৩

বিষধর-সর্প এবং মহা-হিংস্র-ব্যাঘ্র-স্বভাব মন্দ প্রকৃতির লোকগণকেও পরমহংস মহাশয় সর্প প্রভৃতির রোজার ন্যায় বশ করিয়া খেলাইতেছেন। ৩৪

একব্যক্তি মধ্যাহ্নকালীক আহার না করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করত অধরোষ্ঠ লোহিত করিলে সাধারণ লোক মনে করিতে পারেন তিনি আহার করিয়াই ঐ প্রকার চর্ব্বণ করিতেছেন, কিন্তু যে বুদ্ধিমান বিশেষরূপে মুখপ্রভৃতি নিরীক্ষণ করিবেন তিনি অবশ্যই জানিতে পারিবেন যে ঐ ব্যক্তি আহার করেন নাই, তুমি ঐ প্রকারে সাধারণ লোককে প্রতারণা করিলে কিন্তু নিজে জঠরাগ্নিতে ক্ষুধায় জ্বলিতে লাগিলে, মহাকষ্টানুভব করিতে লাগিলে। ৩৫

কাক ময়ূরপুচ্ছ সকল নিজপুচ্ছে (সংযুক্ত) সংলগ্ন করিয়া কখন ময়ূর হইতে পারে না। তদ্রুপ স্বাভাবিক অবস্থায় জড়সমাধিতে পরমহংস মহাশয়ের চক্ষু স্থির হয়, একজন প্রবর্ত্তক ভক্ত অভ্যাসে ঐ প্রকার স্থির করিলে যাঁহাদের প্রকৃত:অবস্থায় স্বাভাবিক ঐ প্রকার হয় তাঁহারা ধরিয়া ফেলিবেন। এবং নিজে কৃত্রিম অভ্যাসকৃত উহাতে নিত্যসুখ ও নিত্যানন্দ পাইবেন না, এবং তাহাতে ষড়রিপু প্রভৃতির কোনটাই কমিবে না। তবে ঐ প্রকার অভ্যাসে করার ফল কি? ৩৫ ক

আমি যে কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন প্রকার উপকার পাইয়াছি, আমি যে কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন বিষয় শিক্ষা করিয়াছি তিনি আমার গুরু এবং তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৩৬

সাত্ত্বিক-স্বভাব, রাজসিক-স্বভাব, ও তামসিক-স্বভাব। ৩৭

পরমহংস মহাশয়ের নিকট গমনকারী কতকগুলি প্রবর্ত্তক ভক্ত তাঁহার ন্যায় চক্ষু স্থির করিতে শিক্ষা করিতেছেন, ঐ প্রকার অভ্যাসকৃত অস্বাভাবিক চক্ষুঃস্থিরে কি উপকার হইবে? চক্ষু স্থির করতঃ নিশ্বাসরোধ করিয়া নিষ্পন্দভাবে বসিয়া থাকিলেই যে সমাধি এবং মহাভাব বলা হইবে এমন নহে; মৃতের জন্য অনুরাগে বিরহে শোক হয়; তাহাকেই মানব মানবীর প্রভৃতির মহাভাব বলা যায় সে অবস্থায় অধিক ক্রন্দনের সহিত কখন চক্ষুদ্বয় মিট্‌মিট্ করে অস্থির থাকে, (এ সকল লক্ষণ চেতন সমাধির অন্তর্গত) কখন জড়সমাধিতে অধিক চক্ষুর জলের বা অশ্রুর সহিত স্থির হয়, এ অবস্থায় শ্বাস রুদ্ধ হয়, চেতনসমাধিতে কখন ২ ঘন ঘন শ্বাস উঠে। মহাশোকেও কখন ২ ঐ সকল লক্ষণ হয়। ৩৮

যে সকল নারীর পশ্চাদ্দেশের মধ্য দিয়া গুড় পিটে বা আসকের ন্যায় যোনি দৃষ্টিগোচর হয় এবং যাঁহারা পা ফাঁক করিয়া চলেন তাঁহারা প্রায়ই মহাকামাতুরা হন। যে সকল রমণীর উভয় উরু পরস্পর সংলগ্ন থাকে এবং অতি পাতলা বস্ত্র পরিধান করিলেও পশ্চাৎ হইতে তাঁহার যোনি দৃষ্ট হয় না তাঁহারাই সুলক্ষণা সুভগা, তাঁহারা প্রায়ই অল্পকামিনী বা নিষ্কামিনী হন। ৩৯

মৎস্য সকল হট্টে বা বাজারে কিম্বা অন্য কোন স্থলে থাকিলে চিল্লিগণ চেষ্টা করে ২ ছোঁ মারিতে পারে। কিন্তু সমুদ্র ও নদনদী প্রভৃতির জলে থাকিলে পারে না, সে অবস্থায় তাহারা নিরাপদে থাকে। অল্প বা অধিক গভীর প্রেমভক্তিজলে নিমগ্ন থাকিলে বিষয়ীধনী প্রভৃতি চিল্লিগণ কিছুই করিতে পারে না। ৪০

তুমি আমার হো আমি তোমার এতো জগতে আছেই তো। আমি তোমার হবো ভগবান তবে তুমি আমার হবে? এক ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির ষোল আনা টান, ও পূর্ণাপুরাগ থাকিলে তো অপর এক আনা অল্প অনুরাগও তো হবে। আমার তোমার প্রতি-ভক্তি ও ভালবাসা থাকিলে তবে তুমি আমার হবে? যাহার ভক্তি নাই, যাহার প্রেম নাই তবে তুমি তাহার হবে না। ৪০ ক

রাজা ধন বিলান কোথা? না অন্তঃপুরে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কল্পতরু হয়েছেন যে যা চাচ্ছে, দিচ্ছেন, দরিদ্রব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা শুনে গেলেন, দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, পরে শুনিলেন রাজা অন্তিমকালে স্ত্রী-পুত্র-পৌত্র আত্মীয় স্বজন বর্গের মধ্যে যে যাহা চাহিতেছে তাহাই তাহাকে দিতেছেন। ভক্তকেও ভগবান ভালবাসিবেনই, নিজের সন্তানকে কে ভালবাসে না এবং নিজ পিতামাতাকেই বা কে ভালবাসে না। তাহা ব'লে তোমারও কি সেই নিয়ম? তোমার যেমন তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার হয়ত অপরের প্রতি সেই ভাব হয়, তিনি তাহার কাছে যান তুমি তাঁহার অন্বেষণে তথা পর্য্যন্ত যাও; মা মরে ঝির জন্যে। ঝি মরে ধ্যাদা নাঙ্গের জন্যে। ৪১

মনুষ্য এক অবস্থায় শরীরে এবং স্বভাবে শিশু থাকে। পূর্ণভক্ত হইলে কেবল স্বভাবে শিশু হয় শরীরে না। ৪২

ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেক অক্ষরে আকারে অব্যাক্ত ভাবে এবং উচ্চারণে ব্যাক্তভাবে অকার আছে। কিন্তু ক অক্ষর উচ্চারণ করিলে অকার নির্লিপ্তভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ হয়। অকার ককার প্রভৃতিতে না থাকিলে উহারা উচ্চারিত হইতে পারে না। ক অগ্রে উচ্চারিত হয় অকারকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন থাকে (যায়)। প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে আকারে অব্যাক্ত ও উচ্চারণে ব্যাক্ত অকার যেন পরমাত্মা আর প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণ যেন (বহু) জীবাত্মা এই প্রভেদ। ৪২ ক

যেমন লোক দেখে শরীর কার্য্য করে কিন্তু তাহার মধ্যে বা অভ্যন্তরে চৈতন্য তাহা করিতেছেন। ৪২খ

পর্ব্বত এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ সকল এক মৃত্তিকাতেই সংলগ্ন আছে। অল্প বায়ুতে ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল টলে, প্রবল ঝটিকাতে অনেক সময়ে বৃহৎ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে, উৎপাটিত হয় এবং টলমল করে। পরমহংস মহাশয় মৃত্তিকা, তাঁহার কৃপাতে কেহ তাহাতে অটল পর্ব্বত হয়ে আছেন, তিনি হস্তের ব্যাথা প্রভৃতি দেখায়ে তাঁহাদের অবিশ্বাস করাতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল তুল্য যাঁহারা তাঁহাতে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহাদের কেহ কেহ টলিবেন, উড়িবেন, ভাঙ্গিবেন ও উৎপাটিত হইবেন। ৪৩

স্বাভাবিক অবস্থাতে স্বভাবে পূর্ব্বতন উচ্চশ্রেণীর সাধুভক্তেরা এক স্থানে জোর তিন দিনের অধিক থাকিতে পারিতেন না। সেটী ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে অনেকানেক সাজা বা সজ্জিত সাধু ঐ কথা বলিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন এবং কতক পরিমাণে আংশিক সাধুরাও বলে ভ্রমণ করেন ঐ নিয়মে কিন্তু গৌঃপ্রভৃতির প্রকৃত স্বাভাবিক ঐ প্রকার অবস্থা; তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান না বা পর্য্যটন করেন না। ৪৩ক

মৃগের নাভীতে কস্তুরী থাকিলেও যেমন সে বুঝিতে পারে না গন্ধ অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, উচ্চশ্রেণীর সাধুভক্তেদের সহিত তিনি তন্ময় তথাপি খুঁজে খুঁজে ঘোরেন। ৪৪খ

শিশু ও অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ এক-

স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। পূর্ণ সাধুভক্ত হইলে শিশু ও বালকবালিকাগণের (ন্যায়) স্বভাব হয়। ৪৩গ

পূর্ব্বে হঠযোগ ও রাজযোগ স্বাভাবিক ছিল, এখন উভয়ই (তাহারা) বৈধি হইয়াছে। ৪৪

চিৎ, চৈতন্য, শক্তি ও জ্ঞানের একই অর্থ। ৪৫

আদি ব্রাহ্মরা চিৎকে জ্ঞানশক্তি বলেন। শক্তি তো প্রকৃতি স্ত্রী। জ্ঞান তো পুরুষ। তবে কি প্রকারে জ্ঞান শক্তি হলেন। ৪৬

শিব উলঙ্গ বা দিগম্বর এবং শিবের হৃদয়স্থ কালীও উলঙ্গী বা দিগম্বরী। ইহার তাৎপর্য্য কালী যেমন মায়াবস্ত্র বা আবরণ বিমুক্ত তদ্রূপ তাঁহার ভক্ত শিবও। ৪৭

উপাসক ভক্ত, সাধকভক্ত, সিদ্ধ-ভক্ত, স্বতঃ-সিদ্ধভক্ত, স্বতঃ-সচৈতন্য-ভক্ত। ৪৭ক

সিদ্ধ-ভক্ত জন্মে বহু সাধনা করিয়া হন। স্বতসিদ্ধভক্ত সিদ্ধ হইয়া অন্যান্য জন্মে জন্মগ্রহণ, জন্ম হইতেই সিদ্ধ। ৪৭খ

স্বতঃ-সচৈতন্য-ভক্ত = ঈশ্বরকোটী জীব, বিনা সাধনা প্রভৃতিতে চৈতন্যবিশিষ্ট তাঁহারা সিদ্ধের উপর থাক বা শ্রেণী। ৪৭গ

উপাসক, সাধক, ভজক। ৪৮

উপাসনা, সাধনা, ভজন বা ভজনা। ৪৯

বোধ, বোধ্য, বোধক। ৫০

যতক্ষণ শব্দ উচ্চারণ করা যায় ততক্ষণ নিরাকার, লিখিলেই সাকার, বলিলে নিরাকার। ৫১

সৎ পুরুষ, প্রকৃতি চিৎশক্তি; সৎ এবং চিতের সম্ভোগ জনিত ফল আনন্দ। সৎ ও চিৎ—পুরুষ প্রকৃতি এক বোধ হইলে আনন্দ লাভ হয়। ৫২

কলিকাতার প্রায় সকল পথে স্থানে পলতা হইতে আগত জল নলে নলে আছে ও আসিতেছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জলপ্রকাশ-মুখনির্গমন লৌহস্তম্ভ আছে। সকল স্থান দিয়াই সমস্ত আগত জলটা পড়িতেছে না। ৫২ক

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এক অখণ্ড জলরাশী আছে। জলাশয় সকল, নদনদী সকল, সমুদ্র সকল, ও পুষ্করিণী সকল জল-প্রকাশ-মুখ, কিন্তু প্রত্যেক দিয়াই সমস্ত জলটা নির্গত হইতেছে না। ৫২খ

বৃহৎ পুষ্করণী প্রভৃতি হইতে অধিক জলের প্রকাশ, ক্ষুদ্র হইতে অল্প, (মোটা) স্থূল বড়-মুখী জলস্তম্ভ হইতে অধিক জল ও ক্ষুদ্র হইতে যেমন অল্প জল পড়ে তদ্রূপ কোন ভক্তে তাঁহার অধিক শক্তি ও কোনতে অল্প ঐ প্রকারে আছে। সকল ভক্ত এবং মনুষ্য সকল, জীবজন্তু সকল বাহ্য দৃশ্যে বহু, কিন্তু অভ্যন্তরে এক অখণ্ড জলরাশীর মত এক সেই একচৈতন্যে পূর্ণ। ৫২গ

কাশীতে বহু শিব লিঙ্গ আছেন, কিন্তু বহুই এক, লিঙ্গে বহু, যেমন মৃত্তিকা বা পৃথিবীর জন্য এক অখণ্ডজল বহু হইয়াছে, তদ্রূপ জল যেমন এক অখণ্ড হইয়াও পৃথিবী তাহার উপরে থাকাতে এবং তাহা বিভিন্ন স্থানে খনন জন্য বহু এবং খণ্ড হইয়াছে তদ্রূপ এক চৈতন্য বিভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তীতে ঐ প্রকারে অখণ্ড হইয়াও খণ্ড খণ্ড হইয়াছেন। ৫২ ঘ

তৈল-সিক্ত সলিতায় জলিত আলোকও যাহা, উত্তম চরবা এবং মোমের বাতীতে জলিত আলোকও তাহা, গ্যাসের নলের জলিত আলোকও তাহা—এক অগ্নি। আধার ও আধারস্থ দ্রব্যগুণে কোনটী হইতে তেজে ও শুভ্ররূপে জলে, কোনটী হইতে নিস্তেজও লালচে হয়। তদ্রূপ সেই শক্তি আধারগুণে ভাল মন্দ কার্য্য করেন। ৫২ ঙ

মানবশরীরে একই শক্তি, সকল মনুষ্যের

শরীরে একই শক্তি বিভিন্ন মনুষ্য জন্য, এক এক মনুষ্যে যেন পৃথক পৃথক শক্তি হইয়াছেন এবং প্রত্যেক মনুষ্যের বিভিন্ন বহু অবয়ব থাকা প্রযুক্ত এক শক্তি যেন বহুধা হইয়া বহু নামযুক্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একই শক্তি পরিপূর্ণ। ৫২চ

ধূলিতে হীরক পতিত থাকিলে তাহা কি তেজ্য হয়। প্রকৃত ভক্ত ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিলে তাঁহার প্রেমভক্তি মহাভাব নষ্ট হয় না। ৫৩

এমনে স্ত্রীলোক কেঁড়ে দেখিলে সন্তান তন্মধ্যে দেখা যায় না। রক্তরেত ঘনীভূত হইয়া বা জমাট বেঁধে সন্তান হয়। মনুষ্যের মধ্য হইতে মনুষ্য হয়। আর পরমেশ্বরের মধ্যে সৃষ্টির সকল ছিল সম্ভব নহে? ৫৪

সূর্য্য অস্তমিত হইবার পরেও কতক্ষণ গ্রীষ্মকালে অধিক ও শীতে অল্প ছাদ ও যে যে বস্তুতে রৌদ্র পড়ে উষ্ণ থাকে। তদ্রূপ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগী হইলে কামিনী ও কাঞ্চনে অল্প অল্প আশক্তি থাকে। ৫৫ ক

হাত থেকে ঘুরান লাটিম ছেড়ে দিলেও খানিক ঘুরে। ৫৫ খ

এনজিন খুলে নিলে গাড়িগুলি আপনি সেই ফোর্সে খানিক দূর যায়। ৫৫ গ

ঠেলাগাড়ি খানিক ঠেলে লয়ে ছেড়ে দেয় আপনি খানিক যায়। ৫৬ ঘ

চুম্বকস্পর্শের পর লৌহতেও খানিক চুম্বকের শক্তি বা চুম্বকত্ব থাকে। গ্রীষ্মে শীতল জলে স্নান করার পরেও খানিক অঙ্গ শীতল থাকে। শীতকালে অগ্নির উত্তাপ থেকে স'রে এলেও খানিক অঙ্গ তপ্ত থাকে। ৫৫ ঙ

ভাবের মানুষও যখন পথে করে আনাগোনা কর্ত্তাভজদের কোন গীতে আছে। তাহা হইলে সমাধিস্থ আত্মা ও অসমাধিস্থ আত্মা কেবল না। তবে কোন কর্ত্তাভজা সহজ মানুষের সমাধি হয় না বলেন কেন? ৫৬

চকমকীর পাথরে অগ্নি গুপ্তভাবে থাকে। একখানি ক্ষুদ্র চকমকিতে যাহা অগ্নি আছে তাহার বিন্দুমাত্রে কত নগর, কত তুলারাশী ও বারুদরাশী প্রভৃতি দাহ হইতে পারে। রূপ গোস্বামী চকমকীর পাথর ছিলেন। ৫৭

চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন অতি নীচ জাতি ও স্ত্রীলোককে প্রেমভক্তি দিবেন তাহারা বেদবেদান্তের (পার) অতীত উচ্চ উচ্চ কথা সকল অবিজ্ঞান এবং অপক্ষর হইয়া বলিবে। চৈতন্য ফকিররূপে নীচ চাষা রামশরণপসাকে কৃপা করিয়া তাঁহার দ্বারা কর্ত্তাভজাপন্থি প্রবর্ত্তিত করত অতি নীচ এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন। ৫৭ ক

চৈতন্য সম্প্রদায়ে কতক ভদ্র এবং কতক অভক্তজাতীয় বৈষ্ণব ছিলেন। ৫৭ খ

রামায়ণের শুক্রাচার্য্যের শিষ্য দণ্ডরাজা শুক্রাচার্য্যের অনোপস্থিতিতে তাঁহার পুষ্প বাটিকাতে তাঁহার বয়স্থা যুবতী অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যা অজ্ঞাতে রমণ করেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভ হয়। উক্ত স্ত্রী পূর্ব্বে অন্য কাহারো দ্বারা কৃতসম্ভোগা হন নাই এইজন্য দণ্ডর স্ত্রী হইলেন যেন। ৫৮ ক

অজা দেবজানী ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহাদের ক্ষত্রিয় ভর্ত্তা ছিলেন। ৫৮ খ

পরাসর যে অনূঢ়া ধীবরীতে গমন করিয়া ব্যাসের জন্ম দিয়াছিলেন, তাহার পরে আবার সেই ধীবরীকে ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু বিবাহ করিয়াছিলেন। ৫৮ গ

প্র—পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ সকল দণ্ডরাজা প্রভৃতি গুরুকন্যা হরণ প্রভৃতি লিখিবার তাৎপর্য্য কি?

নি—এক এক খানি পুরাণ প্রায়ই এক এক রাজবংশীয়গণের জীবন চরিত্র ইতিহাস। ইতিহাসে প্রত্যেক রাজার ভালমন্দ সৎ অসৎ কার্য্য বিবরণ লেখা থাকে। আর্য্যরা নাকি সকল বিষয়েই ধর্ম্ম মেশাতেন ও করিতেন, স্ত্রীর সহিত শুতেন তাহাতেও পাঁজি দেখা হইত। এইজন্য পূর্ব্বতন আর্য্যরাজাদের বংশাবলী লিখিবার পূর্ব্বে সৃষ্টি প্রকরণ প্রায় প্রত্যেক পুরাণেতেই প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ রাজারা পৌরাণিক ধার্ম্মিক ছিলেন।ও তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্য সকল সেই সকল মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করা হয়। ৫৯

লোক কথায় কথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের তুলনা দেয়। তিনি রাজাগণের মধ্যে নিরহ ও সত্যবাদী ছিলেন বটে সত্য ২ সত্যবাদী এত ঋষি মুনি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি কেহই ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। সত্যবাদী জ্ঞানী ভক্ত প্রভৃতির সত্য ধর্ম্ম সাধনের প্রথম ধাপ বা সোপান। যুধিষ্ঠিরের সন্তানও হইয়াছিল এবং তিনি যুদ্ধও করিতেন, তবে তিনি দুর্দ্দান্ত ক্ষত্ররাজগণের মধ্যে উত্তম ও সৎ ছিলেন। ৬০

নি—(বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায়কে) আপনার প্রতিপালনীয় পরিবারের মধ্যে নিজে স্বয়ং বন্ধ্যা বৃদ্ধ ভার্য্যা এবং তাঁহার পালিত বিড়াল এক ঘরে অন্ন আনেন। ৬১

উত্তর গীতা।

(রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক অনুদিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কহে পার্থ সর্ব্বগত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর,
আমি ব্রহ্ম বিনির্দ্দেশে সাক্ষ্য কি স্বপর। ১
কহে কৃষ্ণ জলে জল দুগ্ধে দুগ্ধ আর,
ঘৃতে ঘৃতক্ষেপে যথা হয় একাকার,
তেমতি জীবাত্মা আর পরমাত্মা সনে,
তত্ত্বজ্ঞান উপজিলে ভেদ নাহি মানে। ২
তত্ত্বমসি উপদেশ করিলে গ্রহণ,
আত্মা পরমাত্মা উভে হয় সম্মিলন,
তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ গুরু সন্নিহিত;
জ্যোতির্ম্ময় চিদানন্দ হয় প্রকাশিত। ৩
কহে পার্থ জ্ঞানে যদি জ্ঞেয় বোধ হবে,
তাতে যদি মোক্ষ, যোগ সাধন কি তবে। ৪
কহে কৃষ্ণ জ্ঞানদীপ দেহে প্রদীপিত,
হ'লে বুদ্ধি পরব্রহ্মে হইবে নিহিত;
তখন বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারায়,
সমস্ত কর্ম্মের বন্ধ দগ্ধ করে তায়। ৫
পরম অদ্বৈতরূপে নির্ম্মল আকাশ,
ঈশ্বরাখ্য পরমাত্মা হইলে প্রকাশ,
জলে জল মিল তুল্য উপাধি বিহীন
স্বয়ং আত্মারূপে হবে পরমাত্মায় লীন। ৬
ব্যোম সম পরমাত্মা সূক্ষ্ম দৃশ্য নয়,
অন্তরাত্মা বায়ুসম অদৃশ্য নিশ্চয়;
বাহ্যান্তরে যিনি আত্মা করেন নিশ্চল,
অন্তর্ম্মুখী তিনি ঐক্য দেখেন কেবল। ৭
যথা তথা যেরূপে বা মৃত হন জ্ঞানী,
তখনই পরমব্রহ্মে লীন হন তিনি। ৮
দেহব্যাপী চিদাত্মা যে ত্রয়াবস্থাতীত,
ব্যতিরেকান্বয় দ্বারা নহে বিভাজিত। ৯
নাসাগ্রে মুহূর্ত্ত যেই পশে মনসহ,

তার জন্মার্জ্জিত পাপ নাশে নিঃসন্দেহ। ১০
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী অগ্নি সম জ্যোতি,
'দেবযান' পুণ্যকর্ম্ম ইহার প্রকৃতি। ১১
চন্দ্রসম বামে ইড়া নিশ্বাসরূপিণী,
'পিতৃযান' বলিখ্যাত বামাঙ্গবাহিনী। ১২
গুহ্যোপরি পৃষ্ঠভাগে বীণাদণ্ড প্রায়,
দেহধারী দীর্ঘাস্থিকে 'ব্রহ্মদণ্ড' কয়। ১৩
তাহার রন্ধ্রের মধ্যে মূলাধার হতে
ব্রহ্মনাড়ী শিরোঽবধি, বিদিত জগতে। ১৪
ইড়াপিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্নার বাস,
সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সর্ব্বতঃ প্রকাশ ;
সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঈশ, ভূতলোক আর,
দশদিক, সর্ব্বতীর্থ, শৈল, পারাবার,
শিলা, দ্বীপ, নদী, বিদ্যা, চতুর্ব্বেদ, শাস্ত্র.
অক্ষর, পুরাণ আর যতগুণ মন্ত্র,
বীজ জীবাত্মক ব্রহ্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাণাদি,
সুষুম্নায় প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড বিশ্বাদি। ১৫-১৬
সর্ব্বাত্মায় বাস নানানাড়ী প্রসবিনী,
উর্দ্ধমূল অধঃশাখ বাতানুগামিনী,
দ্বিসপ্তসহস্র নাড়ী বায়ুমার্গে গতি,
সচ্ছিদ্র তির্য্যগ্‌গতি, কর্ম্মে অবগতি।১৭-১৮
নবদ্বার রোধি উর্দ্ধ অধোভাগে ধায়,
উর্দ্ধজ্ঞানী হ'লে জীব মুক্তি লভে তায়। ১৯
নাসাগ্রে অমরাবতী ইন্দ্রলোকস্থিত,
নেত্রে তেজোবতী পুরী অগ্নিলোক খ্যাত।২০
সংযমনী যমলোক কর্ণে প্রতিষ্ঠিত,
তৎপার্শ্বে নৈঋত রক্ষঃলোক বিরাজিত।.২১
পৃষ্ঠভাগে বিভাবরী বারুণিকী পুরী,
কর্ণপার্শ্বে গন্ধবতী বায়ুলোক পুরী। ২২
কণ্ঠ হতে বাম কর্ণে পুষ্পবতী স্থিত,
সোমলোক দেহাশ্রয়ে রহে অবস্থিত। ২৩
বামোনেত্রে মনোন্মনী শিবলোক স্থিতি,
তথায় ঈশান সদা করেন বসতি,
মস্তকেতে ব্রহ্মপুরী রহে বিরাজিত,
উহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে যাহা দেহাশ্রিত। ২৪
অনন্ত চরণতলে কালাগ্নি প্রলয়,
উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য, অন্তে নিরাময়। ২৫
অতল চরণতলে, চরণে বিতল
পাদসন্ধি নিতলাখ্য, জঙ্ঘায় সুতল। ২৬
জানু মহাতল উরুদেশে রসাতল,
কটিদেশে তলাতল, সপ্তমি পাতাল। ২৭
কালাগ্নি নরক মহাপাতাল সংজ্ঞায়,
নাভি অধোভাগে ফণিমণ্ডল তথায়। ২৮
নাভিতে ভূলোক হয় কুক্ষি ভুবর্লোক
সূর্য্যাদি গ্রহসহ হৃদয় স্বর্লোক। ২৯
সূর্য্য, সোম, বুধ, শুক্র, কুজ, বৃহস্পতি,
হৃদয়ে ধ্রুবাদি লোক শনির বসতি,
এরূপ কল্পনা করে যেই যোগিগণ.
তাঁদের অতুল সুখ না হয় খণ্ডন। ৩০
তাঁর হৃদে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক,
ভ্রূব মধ্যে তপোলোক শিরে সত্যলোক ৩১
ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী পৃথ্বী জলমধ্যে লীন,
অগ্নিতে বিলীন জল, বাতে অগ্নি লীন,
আকাশে পবন, মনে আকাশ বিলয়
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মায় ৩২-৩৩
'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞানে ধ্যান একাগ্র মানসে,
যে করে আমার, তার সর্ব্ব পাপ নাশে।৩৪
ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশ মহাকাশে লয়
জীবাত্মার তথা পরমাত্মায় বিলয়। ৩৫
ঘটাকাশ সম হয় আত্মার বিলয়
এতত্ত্বেতে নিরালম্ব ব্রহ্মলোক পায়। ৩৬
একপদে বহুশত বৎসর তাপয়,
ধ্যানযোগ ষোড়শাংশ সনে তুল্য নয়। ৩৭
ধ্যানযোগে, কাষ্ঠদগ্ধ অগ্নিযোগে যথা,
ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণহত্যা পাপ দগ্ধ তথা। ৩৮
চতুর্ব্বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র করি আলোচনা,
'অহং ব্রহ্ম' জ্ঞান বিনা দর্ব্বীর সমানা।.৩৯
চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভ যেমন,

গুণাভিজ্ঞ বহু শাস্ত্র করি অধ্যয়ন,
না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সেও তো তেমন,
গর্দ্দভের মত ভার বহে অনুক্ষণ। ৪০
কর্ম্ম, শৌচ, তপঃ, যজ্ঞ তীর্থাদি গমন,
তাবৎ করিবে যাবৎ তত্ত্ব প্রাপ্ত নন। ৪১
সক্রিয়ত্বে আমি ব্রহ্ম যে করে সংশয়,
বেদজ্ঞ হ'লেও সূক্ষ্ম ব্রহ্ম জ্ঞাত নয়। ৪২
নানাবর্ণ গাভী দুগ্ধ একই প্রকার,
আত্মা এক দেহমাত্র বিভিন্ন আকার। ৪৩
আহার, মৈথুন, নিদ্রা, ভয়ে পশু নর
তুল্য, নর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, অজ্ঞানে অপর। ৪৪
প্রাতে মলমূত্র, ক্ষুধাতৃষ্ণা মধ্য কালে
নিদ্রাকামে তৃপ্ত নর নিশাগম হ'লে। ৪৫
সহস্রেক নাদবিন্দু শতকোটী জীবে
ভস্ম হয়ে নিরঞ্জন ব্রহ্মেতে পশিবে। ৪৬
অতএব আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান
মহাত্মাগণের মাত্র মোক্ষের নিদান। ৪৭
নির্ম্মম-মমত্ব মোক্ষ-বন্ধন কারণ,
মমতায় বদ্ধ জীব নির্ম্মমে তরণ। ৪৮
মনের উন্মনী ভাবে হরে দ্বৈতজ্ঞান,
শ্রেষ্ঠপদ লভে তাতে হ'লে অবস্থান। ৪৯
আকাশেতে মুষ্ট্যাঘাতে তুষাদি কুণ্ডলে
ফললাভ নাহি হয় ক্ষুধায় যেমনে,
'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান না হ'লে উদয়
মুক্তিলাভে আশা নাই জানিবে নিশ্চয়। ৫০
ইতি উত্তর গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

কহে কৃষ্ণ নানা শাস্ত্র, বহু জ্ঞেয় হয়,
কাল অল্প, বহু বিঘ্ন তাহাতে আছয়,
সারভূত অংশ লাভে হও যত্নবান,
হংস যথা জলদুগ্ধে দুগ্ধ করে পান। ১
পুরাণ, ভারত, বেদ, পুত্রাদি সংসারে,
বহু শাস্ত্র যোগাভ্যাসে সদা বিঘ্ন করে। ২
জ্ঞানজ্ঞেয় বোধে যদি থাকে অভিলাষ
সহস্র বর্ষেও শাস্ত্রে না পাবে আভাষ। ৩
অক্ষর, সন্মাত্র ব্রহ্ম ; চঞ্চল জীবন ;
সর্ব্বশাস্ত্র ত্যজি সত্য কর উপাসন ৪
জিহ্বা উপস্থের তরে বিশ্ববস্তুচয়,
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে বিশ্ব ত্যজ্য হয়। ৫
তোয়রূপ তীর্থ, শিলা-মৃত্তিকা নির্ম্মিত
দেবতা না ভজে যোগী আত্মধ্যানান্বিত। ৬
অগ্নিদেব দ্বিজাতির, আত্মা মুনিদের
প্রতিমূর্ত্তি অল্প ধর ব্রহ্ম সমজ্ঞের। ৭
উদিত তপন নাহি দেখে অন্ধজন,
জ্ঞানান্ধ না দেখে সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন। ৮
যথায় যাইবে মন তথাজ্ঞানীগণ,
সর্ব্বত্রাবস্থিত ব্রহ্ম করিবে দর্শন। ৯
রূপা দ গগন যথা হয় নিরীক্ষণ,
'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞানে তথা ব্রহ্মের দর্শন। ১০
আমি এক সুখরূপ হই ব্যোম সম,
জানিয়া করিবে চিন্তা আত্মা ব্যোমোপম।১১
সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, মোক্ষদ্বার হেতু
অপবর্গের কারণ, অবিনাশী বিষ্ণু
জ্যোতি স্বরূপ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতস্থিত,
আত্মা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত। ১২-১৩
সকলই 'আমি ব্রহ্ম' হ'লে এই জ্ঞান,
সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ত্যজে সর্ব্বকাম। ১৪
নিমিষ নিমিষার্দ্ধ বা যোগী থাকে যথা,
প্রয়াগ নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্র তথা। ১৫
অধ্যাত্মচিন্তাশীলের নিমিষার্দ্ধ ধ্যান,
যজ্ঞকোটী সহস্রেক হইতে প্রধান। ১৬
ব্রহ্মজ্ঞানী পাপপুণ্য দহে জ্ঞানানলে,
শত্রু মিত্র, সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট দলে ;
শুভাশুভ, নিন্দাস্তুতি, মান অপমান,
অধ্যাত্মচিন্তক যোগী দেখিবে সমান। ১৭
শতচ্ছিদ্র কন্থা করে শীত নিবারণ
কেশবে অচলা ভক্তি বিভব বর্জ্জন। ১৮

দেহরক্ষা শীততরে ভিক্ষান্ন বসন,
তুল্যজ্ঞান শিলা স্বর্ণ, শাক শাল্যোদন,
মুমুক্ষু যোগীর জন্ম পুনঃ নাহি হয়,
শোকপরিত্যাগী যিনি বিগতবিষয়। ১৯-২০

ইতি উত্তর গীতা সমাপ্ত।

অতিথি সৎকার।

(ভক্তমাল অবলম্বনে লিখিত)

(১)

গোবর্দ্ধন বাসী এক, সাধু "কৃষ্ণদাস";
পর্ব্বত কন্দরে তিনি, করিতেন বাস।
দিবা নিশি কর জোড়ে,
একান্ত ভকতি ভ'রে;
ভজিতেন তিনি সেই ভুবনপালকে।
কভু বা প্রেমের ভরে,
বলিতেন উচ্চৈঃস্বরে;
দয়াল হরির নাম অতীব পুলকে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব তাঁর গিয়াছিল দূরে।
থাকিতেন কৃষ্ণানন্দে গুহার ভিতরে॥

(২)

এক দিন এক ব্যাঘ্র আসিল দুয়ারে;
সাধু তারে দেখি, উঠি বসে কর জোড়ে।
"আজি বহুদিন পরে,
অতিথি এসেছে ঘরে,
ঠাকুরের বড় দয়া আমার উপরে"।
নিকটে আসুন বলি,
নিজের আসন তুলি;
বসালেন অতিথিকে অতি সমাদরে।
খাইতে কি দিবে সাধু ভাবিলা তখন।
মাংস ছাড়া অন্য কিছু খাবেনা কখন॥

(৩)

মাংস আর পাবে কোথা নিজ অঙ্গ বিনা,
এত ভাবি নিজ-উরু কাটিয়া আপনা।
সাদরেতে ভক্তি ভরে,
খেতে দিল অতিথিরে
ব্যাঘ্র তাহা আহারিয়া গেল নিজ স্থানে।
সাধুপনঃ ফুল্ল মনে,
বসিল কৃষ্ণের ধ্যানে,
ভক্তের স্বভাব এই রাখিও স্মরণে।
অতিথি সৎকার জানে কৃষ্ণভক্ত জন।
অধম মানব তাহা জানে কি কখন?

শ্রী—

"ভজন নিষ্ঠা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যদি কোন সাধকের ইচ্ছা হয় যে পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে সম্ভোগ করিব তবে সেই সাধকের বাসনা পূরণ জন্য তাহার চক্ষে তিনি অনাদি অনন্ত কালই মাতৃ-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত থাকিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই কারণ উহা অতীব যুক্ত সঙ্গত। শ্রীভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"

কোন কোন বৈষ্ণব সাধক নাকি হরিসভায় কালীনাম কীর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা

নাকি বলেন কালী দুর্গা পূর্ণব্রহ্মের তুলনায় দুয়ানি সিকি স্বরূপ। এই সকল সাধককে আমাদের ঠাকুরের ভাষায় জিজ্ঞাসা করি যে শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার আর সাতটী দুয়ানি বা তিনটি সিকি কোথায় ছিল ?

সাধকবর্গের ভ্রম নিরসন জন্য শিবাবতার শ্রীমৎ হনুমান ঠাকুর বলিয়াছেন—

"শ্রীনাথে জানকী নাথে অভেদ পরমাত্মনি"
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম কমললোচনঃ॥

কিন্তু আমাদের কপাল দোষে ঐ শ্রেণীর সাধকগণ "অভেদ" কথাটী ভুলিয়া "মম সর্ব্বস্ব" টাই সার করিয়াছেন। "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" মহামন্ত্র তারক ব্রহ্মমন্ত্র, তারক কৃষ্ণমন্ত্র বা তারক শিবমন্ত্র নহে। সেই জন্যই বুঝি আমাদের ঠাকুরটি ঐ মহামন্ত্রের বৈষ্ণব সম্মত ও শাক্ত সম্মত উভয় ব্যাখ্যাই করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিতেন—

হরা = দুর্গা = রাধা
সুতরাং হরে = দুর্গে = রাধে ইত্যাদি

আমাদের মত ভ্রান্ত বুদ্ধি অভাজনদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাদের বামুনটী "(শ্রীশ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব) বলিতেন বাবা একই মাছ কেউ ঝোলে খায় কেউ চড়চড়ি খায় কেউ অম্বলে খায়"। "স্বয়ং আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখাই, এই ঠাকুরটি কোন সম্প্রদায়িক চিহ্নই ধারণ করিতেন না এবং আমাদের সেই শান্ত পুরের ঠাকুরটী" (শ্রীশ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী) শাক্ত শৈবেরা দূরের কথা জগতের প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের চিহ্নই ধারণ করিতেন এবং শ্রীভগবানের সর্ব্ব মূর্ত্তির গুনগান শুনিয়াই সমান তৃপ্তিলাভ করিতেন।

ঐ শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধকগণ নাকি বলিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই প্রকৃতি আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি—এই বচনের প্রত্যুত্তরে বলিতে ইচ্ছা হয় ভাইরে তুমি যদি প্রকৃতি তবে তুমি অন্য প্রকৃতি সহবাস কর কি প্রকারে ? স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে জগতে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। আর এক কথা ভাইরে তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণবধূ বা শ্রীকৃষ্ণকলঙ্কিনী কুলটা তবে শিবশক্তি যে তোমাদের (শ্বশুর) শ্বাশুড়ী মহা-গুরুজন। গুরুজনের সমক্ষে বাচালতা লজ্জা হীনতা প্রকৃতি-স্বভাব বিরুদ্ধ নয় কি ? বালানাং ভূষণং লজ্জা। বিশেষত স্ত্রীজাতি জারপ্রণয় ঢোল বাজাইয়া প্রচার করে ইহা এই ঘোর কলিযুগেই সম্ভব। প্রকৃত ভদ্রবংশীয়া কুল-কামিনী জার-প্রণয় ব্যক্ত হইয়াছে জানিতে পারিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। অতঃপরেও যদি কেহ নিবৃত্ত না হন তবে তাঁহার জন্য দুইটি গল্প বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথমটী পরমহংসদেব কথিত।

(১)

এক শিব উপাসক হরিদ্বেষী ছিলেন। হরিনাম শ্রবণে তিনি মহাবিরক্ত হইতেন। বালকগণ তাঁহার এই দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়া তাহাকে দেখিলেই হরিধ্বনি করিত॥ সাধক মহাক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উহাদিগকে প্রহার করিতে যাইত; বালকগণও মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। শিবঠাকুরটি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া শিব বিষ্ণুর অভেদতত্ত্ব সাধককে বুঝাইয়া দিয়া উহাকে শান্ত ও নিবৃত্ত করিতে অনেক প্রয়াস করিলেন কিন্তু তাহাতেও সাধকটির দুর্গতি দূর হইল না। সে দুই কানে দুইটী ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিল। বালকগণ হরিধ্বনি করিবামাত্র সে মস্তক সঞ্চালন করিত, আর ঘণ্টা রবে হরিনাম তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। অতঃপর শিব ঠাকুরটী তৃতীয়বার আবির্ভূত হইয়া ক্রোধভরে সাধককে অভিশাপ

দিলেন "রে পাষণ্ড তুই ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ কর ।"

(২)

বৈষ্ণব সাধকের আর একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যথা "তৃণাদপি"

এই তৃণাদপি হইলে কি হরগৌরী নাম শ্রবণে বিরক্তি আসে ? তাই আমাদের পরম দয়াল শ্রীগৌর অবতারে বলিয়াছেন "তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ।"

আমাদের ঠাকুর বলিতেন "শিব আমার পিতা কালী আমার মাতা কৃষ্ণ আমার পতি" সুতরাং আমরা জানি ইহাই প্রকৃত "ভজন নিষ্ঠা" । হে জগৎবাসী সমগ্র সাধক মণ্ডলী প্রাণের ধারণা জগতের বিচার জন্য প্রকাশ করিলাম; "ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ।"

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস ।

হরিবোলা ।

হরিবোলা নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন । কেহ কোন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া যদি কোন ঔষধে সুফল না পায় তবে সে 'হরিবোলা' হয় । অর্থাৎ শ্রীহরির নামে থাকে । আর ঔষধ পত্র সেবন করেনা আহারাদির কোন বিচার করেনা, ইত্যাদি সাধারণতঃ আমরা ইহাকেই 'হরিবোলা' বলিয়া থাকি । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হরিবোলা হওয়া বড় কঠিন, আমার মনে হয়, সাধুগণ সাধন মার্গের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে তবে তাঁহারা 'হরি-বোলা' হন । 'হরিবোলা' হওয়া মানে শ্রীহরিতে পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা । বাস্তবিক শ্রীহরির অহৈতুকী কৃপায় যদি কোন ভাগ্যবান যথার্থই 'হরিবোলা' হইতে পারেন তবে তাঁহার সামান্য ব্যাধি কেন ভবব্যাধি পর্য্যন্ত অচিরে দূর হইয়া যায় । এই 'হরিবোলা' হওয়ার জন্য কত যোগী ঋষি গহন কাননে নির্জ্জনে বসিয়া নয়ন মুদিয়া নিয়ত সেই শ্রীহরির আরাধনায় রত রহিয়াছেন । তাই বলি 'হরিবোলা' হওয়া শুধু মৌখিক কথা নহে শ্রীহরির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর হওয়া চাই । কেবল ব্যাধিতে ঔষধ সেবন না করিলেই 'হরিবোলা' হওয়া যায়না ।

পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবান হরির কালীকৃষ্ণ শিব দুর্গা প্রভৃতি অনন্ত নাম, তাঁহার যে কোন নামে যে কোন রূপে যে কেহ একান্ত নির্ভর করিতে পারেন, তাহাকেই 'হরিবোলা' বলা যাইতে পারে । কৃষ্ণ-ভক্তও 'হরিবোলা, কালী-ভক্তও 'হরিবোলা' যিশুখৃষ্টের প্রতি যাঁহার একান্ত নির্ভর তিনিও 'হরিবোলা' খোদার প্রতি আল্লার প্রতি যাঁহার একান্ত নির্ভর তিনিও 'হরিবোলা' প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তকেই 'হরিবোলা' বলা যাইতে পারে । কেননা তাঁহাদের সকলেরই শ্রীভগবানের প্রতি নির্ভরতা আছে ।

শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্যতীত কেহই 'হরিবোলা' হইতে পারেননা । প্রকৃত 'হরিবোলার' বিশ্বাস, শ্রীভগবান যন্ত্রী তিনি যন্ত্র মাত্র । শ্রীভগবান তাহা দ্বারা যাহা করান তিনি তাহাই করেন । প্রকৃত 'হরিবোলার' আত্ম বল নাই, তিনি সুখ দুঃখ আপদ বিপদ সমস্তই শ্রীহরির চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত । প্রকৃত 'হরিবোলা' শোকেও অধীর হননা আনন্দেও উৎফুল্ল হননা তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে সেই মঙ্গলময় শ্রীহরি নিয়তই মঙ্গল বিধান করিতেছেন । তিনি

সেই পরম-মঙ্গল-ময় শ্রীহরির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা-বশতঃ নিয়তই দিব্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এ পার্থিব শোক দুঃখ কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেনা।

প্রকৃত 'হরিবোলার' মান অভিমান নাই, হিংসা-দ্বেষ নাই, কুটিলতা-জটিলতা নাই, তাঁহার হৃদয় উদারতা ও সরলতায় পরিপূর্ণ, তাঁহার হৃদয়-মন্দির সেই নিত্য-প্রেমালোকে সদাই আলোকিত, তাঁহার সংস্পর্শে কত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানও আলোকিত হইয়া যায়। প্রকৃত 'হরিবোলা' একমাত্র শ্রীভগবানকেই কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি ত্রিভুবনে অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকারও করেন না। তিনি সর্ব্বদাই এ বিশ্বময় শ্রীহরির অপূর্ব্ব কর্তৃত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া রহেন। তাই বলি প্রকৃত 'হরিবোলা' হওয়া শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা সাপেক্ষ। প্রকৃত হরিবোলাই হরিদাস। ভক্ত প্রহ্লাদ প্রকৃত 'হরিবোলা' হইয়াছিলেন তাই নানা প্রকার প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পড়িয়াও শ্রীহরিকে ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হন নাই, শ্রীহরির প্রতি তাঁহার অটলা ভক্তি-বিশ্বাস ছিল, তাই শ্রীহরিও তাহাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও জগতে ভক্ত প্রহ্লাদের মত 'হরিবোলা' বিরল। তাই বলিয়া জগতে আর কেহ 'হরিবোলা হইতে পারিবেনা তাহা নহে, সর্ব্বদা শ্রীভগবানের কৃপা ভিখারী হইয়া সেই নিত্য গোপাল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সদ্গুরুর আশ্রিত হইলে তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা আসিতে থাকে এবং পরিশেষে তাঁহারই কৃপায় প্রকৃত 'হরিবোলা' হওয়া যায়।

হরিহে!

আমরা সংসারের এই অনিত্য ধনৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেই দিব্য শান্তি-সুধা কখনও পান করি নাই তাই মোহ বশতঃ সুধা ভ্রমে বিষপানে সর্ব্বদা লালায়িত। জানি না কবে তোমার কৃপায় এ দুর্ব্বল জীব তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত 'হরিবোলা' হইতে পারিবে। আর এ ভূমণ্ডল মধুর হরি হরি ধ্বনিতে মাতিয়া যাইবে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

কাঙ্গাল।
বিনয়।

গীত।

ভৈরবী—কাহারবা

জয়্ জ্ঞানানন্দ ব'লে, বেয়ে চল্ তরী।
ভয়্ কি ভব পাথারে, গুরু যে কাণ্ডারী॥
বিশ্বাস্ মাস্তল্ করে খাড়া বিবেক্ বাদাম্ তুলে ত্বরা।
বৈরাগ্য দাঁড়্ করেতে ধরি,—
উজান্ পথে বেয়ে তরী, দেরে ভব পাড়ি॥
প্রবল্ মায়া ঝড় ব'লে, ষড়রিপু তুফান্ উঠ্লে,
ডুবু ডুবু হ'লেরে তরী,
ভয়্ করিস্‌না সে সব হেরে, (গুরু) নামে যাবি তরি
জ্ঞানানন্দ নাম বলে, বাধা বিঘ্ন সব্ ঠেলে,
পারে যাবি হেসে ত্বরা করি;—
তাই বলি সময় থাক্‌তে গারে নামের সারি॥

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতস্য।